অখণ্ড সংহিতা

বা

ঊনবিংশ খণ্ড

শ্রী শ্রী স্বামী

স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

ঊনবিংশ খণ্ড

চতুর্থ সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৪২০

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী

ও

ব্রহ্মচারী স্নেহময়

সম্পাদিত।

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-১০

ধর্মার্থ শুল্ক : একশত টাকা [মাশুলাদি স্বতন্ত্র]

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার)[2013]

প্রকাশক—অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা,
বারাণসী-২২১০১০,
দূরভাষ : (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিন্টার :—
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী- ২২১০১০

: পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান :

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, সি-আই-টি রোড, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫/০৫১৬

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ : (০৩৮১)২৩২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ : (০৩৮৪২) ২২০২১২

সাধন কুঞ্জ
হীরাপুর, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড ● দূরভাষ-০৩২৬ ২৩১০৭১০

দি মান্টিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড :৮২৭০১৩

ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

ALL RIGHTS RESERVED

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

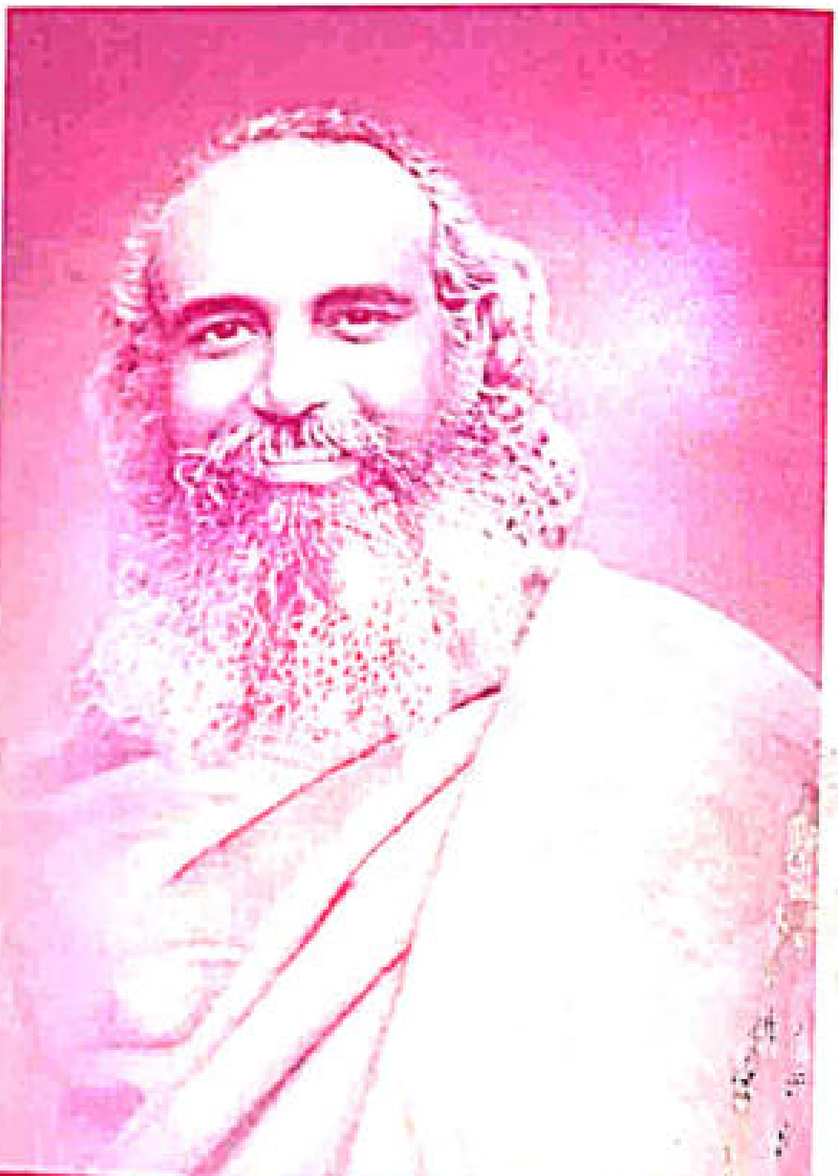
অখণ্ড-সংহিতা উনবিংশ খণ্ডের

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

দীর্ঘ ৯ বৎসর পরে উনবিংশ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। প্রথম সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২ সনে দুই হাজার ছাপা হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত 'অখণ্ড-সংহিতা' উনবিংশ খণ্ডের ইহা হুবহু পুনর্মুদ্রণ মাত্র। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহা পাঁচ হাজার মুদ্রিত হইল। দুই হাজার খানা বিক্রয়ের জন্য রাখিয়া বাকী তিনহাজার খানা বিতরণের জন্য রাখা হইল। অখণ্ড-সংহিতার বিশেষত্ব-সমূহ সম্পর্কে অন্যান্য খণ্ডের নিবেদনেই যাহা বলিবার বলিয়াছি।

এক লক্ষ অখণ্ড সংহিতা বিনা মূল্যে বিতরণের মহৎ প্রকল্প সংসাধনের জন্য যাঁহারা নিঃস্বার্থ-ভাবে দান করিতেছেন, সেই

The written documents of 1st edition intentionally deleted from this 2nd edition. Probably this is the unique technique , the route cause not known to the disciple of SriSri Swami Swarupananda Paramhansa Deva.



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

উনবিংশ খণ্ড

রংপুর
২৫শে শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৪২
(১০ই আগষ্ট, ১৯৩৫)

রংপুরের কাব্যময় পরিচয়

স্থানীয় সেটেলমেন্ট অফিসের জনৈক কর্ম্মচারী আসিয়া ধরিয়াছেন যে, তাঁহার গৃহে একটু পদধূলি দিতে হইবে। ভদ্রলোকের দেশ যশোহরে। নাম জ্ঞানেন্দ্র নাথ দত্ত। বয়স ত্রিশের নীচে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আপত্তি কি? আজ কোনো বক্তৃতা নেই।

গৃহস্বামীর গৃহে পৌঁছিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি দেখেন, সুন্দর সুপরিচ্ছন্ন মেঝেতে আসন পাতা রহিয়াছে, পুষ্প-বিল্বপত্র-তুলসী-চন্দনাদি আগেই সুসজ্জিত অবস্থায় প্রস্তুত। শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসিলেন,—ব্যাপার কি?

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র বলিলেন,—আমরা দীক্ষা নেব বাবা।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দীক্ষার প্রয়োজন?

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র বলিলেন,—দীক্ষার সার্থকতা অনেক কিন্তু আমরা এই উদ্দেশ্যে দীক্ষা নিতে চাই, যেন বিবাহিত জীবনটুকু পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দিতে পারি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সংযম-ব্রতের পালন ত' সৎসঙ্কল্প-সাধ্য। তার জন্য আবার দীক্ষা কেন?

এতক্ষণ জ্ঞানেন্দ্র-সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বীণাপাণি নিঃশব্দ ছিলেন। তিনি আগাইয়া আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—শক্তিমান্ সদ্‌গুরুর শিষ্য অল্প চেষ্টায় নিজেদের জীবনে ব্রহ্মচর্য্যকে প্রতিষ্ঠিত কত্তে পারে।

মহিলাটীর বয়স পঁচিশের নীচে। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিন্তু তোমরা পূর্ণ যুবক ও পূর্ণ যুবতী। এই বয়সে সাংসারিক সাধারণ মানুষদের মত জীবন-যাপন না ক'রে সংযমী হ'তে চাও কেন? প্রকৃত কারণটী কি? তা' আমাকে ব'লতে পার?

বীণাপাণি নিরুত্তর রহিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র কথা কহিলেন। বলিলেন,—দিনের পর দিন আপনার বক্তৃতাগুলি

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শুন্‌তে শুন্‌তে অনেক দম্পতীর মনে এই আশা জেগেছে যে, দৈনন্দিন কদাচারের ঊর্দ্ধে রেখেও গৃহস্থ-জীবনকে পরিচালনা করা যায়। কত লোকে যে বলাবলি কচ্ছে,—'দেখ্‌রে ভাই, এমন আশ্চর্য্য কথা আর ত' কখনো শুনি নি। এমন আশ্চর্য্য বিষয় জীবনে আর কখনো ভাব্‌তেও পারি নি। কে এলেন এই সন্ন্যাসী, যিনি আমাদের কাছে কিছু চান না, চান না টাকাকড়ি, চান না মান-সম্মান, চান না জয়ধ্বনি, অথচ আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে দিনের পর দিন আয়ুঃক্ষয় ক'রে ক'রে উপদেশ বিতরণ ক'রে যাচ্ছেন। আমরা তাঁর জন্য কিছুই কত্তে পার্ব্বও না। কিন্তু তাঁর অমূল্য উপদেশের মধ্যে অন্ততঃ একটা দুটাও কি পালন কর্ব্বার চেষ্টা কর্ব্ব না?' আমাদের এই সেটেলমেন্ট অফিসে অন্ততঃ পক্ষে পনের জন লোকের মুখে একথা শুনেছি। একথা শুনেছি কয়েকজন স্কুল-মাষ্টারের মুখে। একথা শুনেছি সিভিল কোর্টের কয়েকজন আমলার মুখে। একথা শুনেছি, হাসপাতালের ডাক্তারের মুখে, কম্পাউণ্ডারের মুখে, রেলের কেরাণীর মুখে। এই শহরে কার মুখে যে একথা শুনি নি, তা' বলা শক্ত। মোট কথা, রংপুর শহরটীকে যদি একটা বৃক্ষ ব'লে কল্পনা কত্তে হয়, তবে বল্‌ব, আপনি এই বৃক্ষের কাণ্ড ধ'রে এমন নাড়া দিয়েছেন যে, প্রত্যেকটা শাখা আর প্রত্যেকটা উপশাখাতে তার ঝাঁকুনি স্পষ্ট অনুভূত হয়েছে, এই বৃক্ষের প্রত্যেকটী কিশলয় তা' টের পেয়েছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার তুলনাটী বেশ কাব্যময় হ'ল। বেশ, বসে পড়, দীক্ষা দিচ্ছি।

যৌবনে ভোগ-সম্ভোগ স্বাভাবিক

উভয়ের দীক্ষা হইয়া যাইবার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি উপদেশ দিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যৌবনে মানুষ তার ভোগেন্দ্রিয়কে ব্যবহারে আন্‌বে, এটা কোনো দোষাবহ ব্যাপার নয়। যৌবনে ভোগেন্দ্রিয় সম্ভোগের পক্ষে উপযুক্ততা লাভ করে এবং উপযুক্ততা লাভ করে ব'লেই তাদের ভোগাকাঙ্ক্ষার নিদারুণ তাড়না স্বভাবের বশেই আসে। নব-জীব-সৃষ্টির অপরিহার্য্য প্রয়োজনে ভোগাকাঙ্ক্ষার এই তাড়না স্বাভাবিক। সুতরাং বিবাহিত দম্পতী যৌবনে রতি-সম্ভোগে আগ্রহী হ'লে তাহাদিগকে অপরাধী জ্ঞান করা উচিত নয়। অতীতে যত সম্ভোগ তোমরা করেছ, তাতে তোমাদের পাপ হয়েছে ব'লে অন্তরে অনুতাপ রাখার প্রয়োজন নেই। তোমাদের সুখসম্ভোগ ঘটেছে স্বামীর ও স্ত্রীর মধ্যে, সুতরাং কি সামাজিক, কি রাষ্ট্রিক, কি ধার্ম্মিক, কোনো বিচারেই অতীত সেই কার্য্যাবলীর জন্য নিজেদিগকে অপরাধী জ্ঞান ক'রে বিবেককে ভারাক্রান্ত ক'রো না। যৌবনই ত' ভোগ-সম্ভোগের স্বাভাবিক সময়।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বৃথা অনুতাপ অনাবশ্যক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু যৌবনোদ্‌গমের পূর্ব্বেই যদি কেউ ভোগাচারে লিপ্ত হ'য়ে থাকে বা বিবাহের পূর্ব্বেই যদি কোনো নরনারী নিজেদের মধ্যে ভোগক্রিয়ামূলক ঘনিষ্ঠতা ক'রে থাকে, তবে তার ফলে তাদের স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হবার দরুণ তারা নিজেদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত বা অপরাধী মনে না ক'রে পারে না। কিন্তু অতীত ক্রিয়ার কুফল এবং ভাবী সঞ্জীবনের গৌরবময় সুফলের তুলনা-মূলক আলোচনার পরে কেউ যদি ভাবী কালে শুভ্র-সুন্দর শুচিতাপূর্ণ জীবনযাপনের সংসঙ্কল্প গ্রহণ করে, তবে অতীতের নানা ক্ষতি সত্ত্বেও তারা জীবনে মহনীয় উন্নতি লাভ কত্তে পারে। অতএব তাদেরও আমরণ অনুতাপের অশ্রুধারায় বুক ভাসাবার প্রয়োজন দেখি না। অতীতে যদি পাপ ক'রে থাক, সব পাপ আমি নিজে গ্রহণ কর্‌লাম। তোমরা নিরুদ্বেগ চিত্তে ভবিষ্যতের পথে বীরবিক্রমে অগ্রসর হ'য়ে যাও। যতটা বুঝেছি, তোমাদের অতীত নিষ্কলঙ্ক নিষ্পাপ। সুতরাং তোমাদের কোনো কারণেই ত' ভীত হবার প্রয়োজন নেই। বৃথা অনুতাপ অনাবশ্যক।

দম্পতীর দেহ-সান্নিধ্য বর্জ্জন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে দুটা দেহ দুচার দিন আগে পর্য্যন্ত পরস্পরের প্রতি এমনি আসক্ত ছিল যে, নিজেদের মধ্যে সান্নিধ্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বিনা প্রয়োজনে এবং বিনা

উত্তেজনায় মৈথুনরত হ'য়ে যেত, সেই দুইটা দেহেরই অধিকারী তোমরা দুজন আজ থেকে দীর্ঘ কালের জন্য পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছ। অতএব এখন তোমাদের বেশ কিছু কাল দৈহিক সান্নিধ্যটুকু বর্জ্জন ক'রে চলতে হবে। একাজ কতকদিন তোমাদের পক্ষে ক্লেশকর মনে হবে কিন্তু যে দীক্ষা পেয়েছ, তার সাধন ক'রে যেতে থাক্‌লে দেখ্‌বে যে, সত্য সত্য তোমাদের পক্ষে অসাধ্য ব'লে কোনো কিছু নেই। দীক্ষা-বলে বলীয়ান্ দম্পতীর পক্ষে সবই সুসাধ্য ব্যাপার। সেই দীক্ষা তোমরা পাও নাই, যার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে কামকেলির সংশ্রব আছে, যার মধ্যে সূক্ষ্মভাবে কামের প্রশ্রয় থাক্‌তে পারে। অগ্নিবর্ণ সূর্য্যসমপ্রভ পেয়েছ এক নিখাদ সোণার থালা, যার উপরে সমগ্র সংসারকে চাপিয়ে দিলেও সে তার ভার বহনে সমর্থ হবে।

বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যে গোপনতা প্রয়োজন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালনের যে সঙ্কল্প নিলে, তার কথা ঘুণাক্ষরেও কদাচ বাইরে প্রচার ক'রো না। কেননা, এরূপ প্রচারে সংসঙ্কল্পের বলহানি ঘটে, অহঙ্কার আসে, জীবন্ত বৃক্ষের মূলদেশে অতীব সঙ্গোপনে উইপোকার উৎপাত শুরু হয়। তোমরা দেহসম্ভোগবিরহিত পবিত্র জীবন যাপন করেও মানুষের চক্ষে স্বাভাবিক স্বামী ও স্বাভাবিক

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

পত্নী-রূপেই প্রতিভাত হও, এটাই বাঞ্ছনীয়। কারো ঘরে যদি লক্ষ টাকার হীরা থাকে, তবে সে কি কখনো সেই খবর হাটে, ঘাটে, রাস্তায় আর বাজারে প্রচার ক'রে বেড়ায়?

দেবমানবজাতির জন্ম-সম্ভাবনা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সৎপ্রসঙ্গ, সদালোচনা, সৎসঙ্গ প্রভৃতির প্রয়োজন আছে। তৎকালে অন্য দশটী সদ্‌ব্রত পালনের মহিমা-সূচক কথাবার্ত্তার ন্যায় বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূলেও কথা উঠ্‌তে পারে। তার ফলে কেউ কেউ প্রতিকূল সমালোচনাও তুলতে পারে। কেউ যদি বলে যে, পৃথিবীর সব দম্পতী যদি ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে স্থিত হ'য়ে যায়, তবে ত' কালক্রমে সৃষ্টিই লোপ পেয়ে যাবে, তবে সেই সব অবান্তর কথায় কখনো কাণ দিও না। দাম্পত্য জীবনের ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি এতই যদি নিষ্ঠা ও সামর্থ্য প্রতি ঘরে সৃষ্ট হয়, তবে তার ফলে মানব-জাতি লুপ্ত হবে না কখনো, বরং তার ফলে সাধারণ মানবজাতির গর্ভে ও ঔরসে দেবমানবজাতির জন্মই সম্ভব হবে। বিচার-বর্জ্জিত কাম-সম্ভোগ পশুতে চলে, বিচারবিহিত সম্ভোগ মানুষে চলে আর সম্ভোগ-ব্যাকুলতা-বর্জ্জিত স্বাভাবিক জীবন দেব-মানব-জাতির বিশেষত্ব।

ব্রহ্মচর্য্যকে জীবনের মূলদেশে স্থাপন কেন প্রয়োজন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভোগবাদের প্রাচ্যতা বা

পাশ্চাত্যতার কথা উঠে না। জন্তুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম অবারিত ভোগ। মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বিচার-বিহিত ভোগ। দেবমানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম সম্ভোগ-ব্যাকুলতা-মুক্ত সামঞ্জস্যময় সুন্দর জীবন। জীবধর্ম্মে আমরা যা' মানব-ধর্ম্মে আমরা তার চেয়ে উন্নত, আর দেবমানব-ধর্ম্মে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা সমুন্নত। সেই দেবমানবজাতিতে আমাদের উত্তীর্ণ হ'তে হবে ব'লেই জীবনের মূলদেশে ব্রহ্মচর্য্যকে স্থাপন প্রয়োজন। পুত্রকন্যার আগমন-সম্ভাবনা নষ্ট ক'রে দেবার জন্য এই ব্রহ্মচর্য্য নয়, সংখ্যাল্প পুত্রকন্যাকে জগতে অদ্বিতীয় জীবন-প্রতিভার অধীশ্বর ক'রে তু'লে মানবজাতির ক্রমোন্নয়নের ইতিহাসে একটী নূতন অধ্যায় যোজনা ক'রে দেওয়াই এর প্রকৃত উদ্দেশ্য।

দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্য ও জনসংখ্যাবৃদ্ধি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নানারূপ বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে মানুষের ও তাদের দেশের ইতিহাস চলে। কখনো তাদের প্রয়োজন লক্ষ লক্ষ নবমানবের সৃষ্টি। কখনো তাদের প্রয়োজন জনসংখ্যা হ্রাস ক'রে জীবন-যাত্রার সাধারণ মানকে বিশৃঙ্খলা-মুক্ত রাখা। ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ দম্পতীর পক্ষে এই দুইটী পরস্পর-বিপরীত অবস্থার মধ্যেও যথাযোগ্য ভাবে জীবন-যাপনের সুযোগ, অবসর ও অধিকার আছে। কিছুকাল আগে ভারতে জনসংখ্যা যা' ছিল, এখন তার চেয়ে অনেক বেশী, ভবিষ্যতে হয়ত আরও অনেক বেশী হবে। জনসংখ্যা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বাড়তে বাড়তে এমন একটা হারে এসে পৌছুতে পারে, যখন হয়ত তা' উৎপাদিত খাদ্যশস্য, সম্ভাবিত জীবিকার্জ্জনের উপায় এবং প্রয়োজনীয় বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থার সঙ্গে আর কোনও ক্রমেই খাপ খেয়ে উঠ্‌বে না। তখন মানুষের মনে হবে যে, মানব-সভ্যতা এক দারুণ সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে এসে পৌছেছে। সেই দুঃসময়েও অন্য যত রকমের সংপন্থার আশ্রয়ই দেশবাসীরা গ্রহণ করুক না কেন, দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্য অনুশীলনের ব্যাপক আন্দোলন জাতির পক্ষে পরমকুশলদায়ক হবে।

বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য সম্পূর্ণ সম্ভব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য সম্ভব নয়, এই আপত্তি উঠ্‌বে। সত্যই এমন একটা জিনিষ প্রত্যেক দম্পতীর পক্ষে সম্ভব হ'তে পারে না। তবে অধিকাংশ দম্পতীর পক্ষেই সম্ভব। স্বামী বিদেশে গেলে পত্নী কি তিন চার বৎসর ধ'রে তার প্রতীক্ষায় ঘরে বসে সৎ জীবন যাপন করে না? স্ত্রী পিত্রালয়ে গিয়ে একাদিক্রমে দুই বৎসর সেখানেই বাস কর্‌লে স্বামী কি তার প্রতীক্ষায় ঘরে ব'সে ধৈর্য্য ধারণ করে না? কিম্বা স্বামী দীর্ঘ প্রবাসে থাকা কালে কি নিজের জীবনকে রমণী-সংস্পর্শ থেকে মুক্ত রাখ্‌তে পারে না? অধিকাংশ পুরুষ এবং অধিকাংশ নারীই তা' পারে এবং তা করেও থাকে। দুই একজন যারা পারে না, তাদের সংখ্যা

অত্যন্ন এবং তারা ধরা পড়লে নিন্দিত বা নিগৃহীতই হয়। স্বামী দীর্ঘকালের জন্য প্রবাসে গেলে অধিকাংশ স্ত্রী বা স্বামী যে সংযম অবলম্বন ক'রে চলতে পারে, স্বামী ঘরে থাক্‌লে বা স্ত্রী ঘরে থাকলেও স্ত্রী বা স্বামী ইচ্ছা করলে সেই সংযম দুই চার বৎসর পালন কত্তে নিশ্চয়ই সমর্থ। কেবল যুক্তির হিসাবেই এ কথাটা গ্রাহ্য হবে, তা নয়, বাস্তবতার দিক দিয়েও একথা সত্য। শত শত দম্পতী ভারতে নানা সময়ে নিজেদের সান্নিধ্যমুক্ত জীবনে পরম বৈরাগ্য সহকারে সংসারী করেছে এবং কচ্ছে, এটা মিথ্যা কথা বা আন্দাজী অনুমান নয়। তবে এই চমৎকার খবরটা অধিকাংশ মানুষই জানে না, একথা সত্য। এই খবরটা সকলকে জানিয়ে দেবার পরে দেখা যাবে যে, অনেক দম্পতীই পরীক্ষায় ব্রতী হ'য়ে পড়েছেন যে, সত্যই বিবাহিত জীবনে সংযম রক্ষা ক'রে চলা সম্ভব কিনা। যা' এক সপ্তাহের জন্য সম্ভব, তা' এক মাসের জন্যও সম্ভব। যা' এক মাসের জন্য সম্ভব, তা' এক বছরের জন্যও সম্ভব। যা' একজন এক বছর পালন কত্তে পেরেছে, তা' অন্য কেউ দ্বাদশ বর্ষও পালন কত্তে নিশ্চয়ই পার্ব্বে।

দাম্পত্য সংযম ও রোগ-সম্ভাবনা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেউ কেউ বল্‌তে পারে যে,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালনের চেষ্টা কর্ল্লে তার ফলে মনোবিকার রোগের সৃষ্টি হ'তে পারে। এর জবাবে বলতে হয় যে, অব্রহ্মচর্য্যের মাত্রাহীন অনুশীলনের ফলেও ত' কতজনের দুরারোগ্য মনোবিকার ত' ঘটেছেই, অন্যান্য রোগও জন্মেছে। মৈথুনে নিরত হওয়া আর মৈথুনে বিরত থাকা, দুটী থেকেই পাত্র-বিশেষে রোগ-বিশেষের সৃষ্টি হ'তে পারে, যদি রোগ-সৃষ্টির অনুকূল অন্যান্য দশটা বিশটা কারণ এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। তবে, সাধারণ নিয়মই এই যে, ভোগেই রোগ আসে, ভোগবর্জ্জনে আসে সুন্দর সবল স্বাস্থ্য। কারো হয়ত রোগ জন্মেছে অন্য কারণে আর ভোগবাদী বক্তা বুঝিয়ে দিলেন যে, সংযম-পালনের চেষ্টার ফলে এই রোগ এসেছে,—এটাই সাধারণ ক্ষেত্রের ব্যাপার। এসব আলোচনায় কর্ণপাতও ক'রো না। সংযম পালনে তোমার ভিতরে শক্তির উৎসমুখ খুলে যাচ্ছে কিনা, তা' ত' তুমি নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা কর্ল্লে সব চেয়ে ভাল ভাবে জানতে পার্ব্বে।

সংযম-সাধনে নামের শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার সৎসঙ্কল্প, তোমার সরল বিশ্বাস, তোমার সৎ-চিন্তার প্রতি আসক্তি তোমাকে সকল বাধা-বিঘ্ন জয়ে সহায়তা কর্ব্বে কিন্তু সব চেয়ে বড় সহায় হবে ভগবানের নাম। সংযম যে পালতে চায়, তার সর্ব্বদাই পরমাশ্রয় হবে পরমেশ্বরের পুণ্যময় নাম। অবিরাম

নাম স্মরণ কর্ব্বে। নাম মনকে বিকার-রহিত কর্ব্বে এবং নিয়ত তোমাতে বলসঞ্চার ক'রে যাবে। নাম হচ্ছে শক্তির অফুরন্ত আধার।

ক্ষণিক বিফলতায় দমিও না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবনের প্রতিটি প্রয়াস সফল হবার মত মনোবল নিয়ে তোমাদের চলা উচিত। কিন্তু বিফল যদি কখনো হও, তবু হতোদ্যম হবে না। কিছু কিছু বিফলতার পরে সুদীর্ঘ সফলতা অনেকের ভাগ্যে ভগবান্ জুটিয়েছেন। একটী মিনিটের জন্য যদি কেউ দেহে ও মনে সংযমী ও পবিত্র থেকে থাকে, তবে জান্‌বে, ঐ একটী ক্ষুদ্র মিনিটই তার জীবনের এক জয়স্তম্ভ। এই স্তম্ভের দিকে শ্রদ্ধাভরে তাকিয়ে অনেক দূরান্তের পথিক নিজেদের পথ চিনে চলতে পারবে। একটী দিনও যদি সংযমী ও পবিত্র থেকে কাল কাটাতে পেরে থাক, তবে জান্‌বে, এই দিনটী তোমার জীবনের এক অত্যুজ্জ্বল সূর্য্যোদয়ের ইতিহাস লিখে রেখেছে। যে একটী দিন পবিত্র থাকতে পেরেছে, সে চেষ্টা করলে দশ দিন, বিশ দিন, সহস্র দিন পবিত্র থাক্‌তে পারে। কদাচিৎ অসাফল্য হ'লে কদাচ দমে যেও না, সাফল্য যদি একটুখানিও কখনো হ'য়ে থাকে, তবে জান্‌বে, ওটি তোমার বাঁধান ঘাটলার একটা সোপান হ'ল। এরূপ সোপান তোমার আরো হবে এবং ক্রমশঃ হ'তে থাক্‌বে। কৃতিত্বের এক

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কণাও মিথ্যা হ'য়ে যায় না কিন্তু অকৃতিত্বের দুর্ব্বলতাকে সাধনের বলে অপসারিত করা যায়। জীবনে ভুলটাকে কদাচ বড় ক'রে দেখো না, জীবনের সফলতাটুকুকে সাদরে সযত্নে সশ্রদ্ধ ভাবে অনুক্ষণ স্মরণে রাখ।

অদ্যও প্রাতঃকালে আসন-মুদ্রা শিক্ষাদানের ক্লাস হইয়াছে। কিন্তু লোকে জানিতে পারিয়াছে যে, শ্রীশ্রীবাবামণি আর বেশী দিন রংপুরে থাকিতেছেন না। ফলে বিকাল বেলাও অনেক আসন-মুদ্রার শিক্ষার্থী আসিয়াছে। তাহাদিগকে যথাযোগ্য শিক্ষাদান হইবার পরে একজন দর্শনার্থী প্রশ্ন করিলেন,— আপনারা এই ত' এত সব বক্তৃতা ক'রে গেলেন, লোকে অভাবনীয় আগ্রহের সঙ্গে কথাগুলি শুনলও দিনের পর দিন ব'সে থেকে, কিন্তু এত সত্ত্বেও দেশের জাগৃতি আসছে না কেন?

হুজুগে বক্তা ও হুজুগে শ্রোতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শুধু কথা ব'লে গেলেই ত' হ'ল না। কথা যে বলছে, তার জীবনের তপস্যা কৈ? এই যে আমি এত দিন ধরে এত কথা ব'লে গেলাম, তার কতটুকু স্থায়ী সুফল আমি প্রত্যাশা কর্ত্তে অধিকারী? আমি নিজে যতটুকু তপস্যা করেছি, তার চেয়ে বেশী সফলতা কল্পনাতীত ব্যাপার। আমরা অধিকাংশেই ত' সাধন করি না, করি বাগ্‌বিলাস। বাগ্‌বিলাস ত' শব্দ নিয়ে একপ্রকারের

শিল্প-চর্চ্চা। অনেকে বলেন যে, art for art's sake, শিল্পের জন্যই শিল্পচর্চ্চা, এর চেয়ে বেশী দৌড় এই চর্চ্চার নেই। শুধু কথা বলে গেলে কিছুই হবে না, কথকের জীবনে তপস্যা চাই। শুধু কথা শুনে গেলেই হবে না, শ্রোতার জীবনেও তপস্যা চাই। যা' বল্লুম, তা' কাজেও কল্লুম। যা' শুনলুম, তাকে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত কল্লুম। এই মনোভঙ্গী থেকে যত কথা হবে, তার ফল অমোঘ। অনেকের ক্ষেত্রে বক্তৃতা শোনাও ত' একটা বিলাস মাত্র। দশজনে মন দিয়ে শুনেছে, আর আমি শুনতে গেলুম না? লোকে বল্‌বে কি? কেউ জিজ্ঞাসা কর্ব্বে, কার কার বক্তৃতা শুনেছিস্ বল ত'? কৃষ্ণানন্দ স্বামীর বক্তৃতা শুনেছিস? মানে, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের? শুনেছি। বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনেছিস? শুনেছি। বিপিন চন্দ্র পালের বক্তৃতা শুনেছিস? শুনেছি বৈ কি? কেমন শুনেছিস্? শুনেছি যমুনার উজান, শুনেছি মন্ত্রজাগরণ, শুনেছি কম্বুকণ্ঠে বজ্রনিনাদ। একটা সাধারণ লোক হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বস্‌বে, স্বরূপানন্দের বক্তৃতা শুনেছিস্? বল্ ত' সে ভদ্রলোক কেমন বক্তৃতা দেন? জবাব দিলে—কৈ না ত'। শুনিনি ত'। তিনিও বক্তৃতা দিতেন নাকি? একটা অতি তুচ্ছ লোকের বক্তৃতা শোনো নাই ব'লে কেউ হয়ত উপহাস ক'রে বস্‌বে। সুতরাং চল না একবার এডোয়ার্ড মেমোরিয়ালের মাঠে। ভাল লাগুক আর না লাগুক, লোকের কাছে বলা ত' যাবে, হাঁ, শুনেছি।—বক্তৃতায় শ্রোতাদের মধ্যে এই শ্রেণীর

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

লোকও কিছু কিছু থাকে। বক্তাদের মধ্যে যেমন অনেক বক্তা থাকেন, কেবল হুজুগের সদ্ব্যবহার করেন, শ্রোতাদের মধ্যেও তেমন অনেক শ্রোতা আছেন, যাঁদের শোনার চেষ্টাও একটা হুজুগ মাত্র।

সৎকথার সংশক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে বক্তা যখন সৎকথা বলেন আর বলেন নিঃস্বার্থ হিতবুদ্ধিতে, বলবার পশ্চাতে তাঁর নিজের কোনও স্বার্থ সাধনের যখন থাকে না প্রচ্ছন্ন অভিলাষ, তখন সৎকথা নিজের গুণেই নিজের কাজ ক'রে যায়। সুতরাং বক্তার ভিতরে দোষ, ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা বা অপরিপক্কতা যতই থাকুক বা যাই থাকুক, সৎকথার গুণেই তিনি সমাদৃত হন। অর্থাৎ কথায় সৎ বস্তু আছে ব'লেই সেই কথাগুলি লোকে শোনে এবং ঐ সদ্‌বস্তু নিজের মহিমাতেই মানবসমাজের ভিতরে নিজ কাজ ক'রে যায়। সৎকথার সংশক্তি কখনো অস্বীকার করা যেতে পারে না। অতএব যত অধিক লোকে সৎকথা বলতে আগ্রহী হবেন, ততই জগতের মঙ্গল, একথা স্বতঃসিদ্ধ।

কোটি কণ্ঠে কথা বলিতে চাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু একটা দেশ, একটা জাতি বা জগৎটা এত বড় বিস্তৃত একটা জিনিষ যে, তার

ভিতরে সার্ব্বাঙ্গিক জাগরণ আনতে হ'লে শত শত সহস্র সহস্র কণ্ঠে সৎকথা উদ্‌গারিত হওয়া প্রয়োজন। আমি একাকী চেঁচিয়ে গলা ভেঙ্গে গেলাম, আমার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আর কারো কণ্ঠ সংযুক্ত হ'ল না, আমার কথিত ভাল কথাটা অন্য কেউ আবার উচ্চারণ ক'রে অন্যদের শোনাল না,—এভাবে একটা দেশ, জাতি বা জগতের জাগরণ সম্পাদন করা যায় না। আমরা যে যখন কথা বল্‌ছি, প্রায় একাই বল্‌ছি, আমাদের ধ্বনির প্রতিধ্বনি ক'রে দিকে দিকে বহুশত বহু সহস্র কণ্ঠ সে কাজটুকু কচ্ছে না। এইরূপ অবস্থা একটা দেশ বা জাতির বা জগতের জাগরণের পক্ষে পূর্ণতঃ সহায়ক নয়। ভাল কথা যদি কেউ ব'লে থাকেন আর আমরা যদি সত্যি সত্যি বুঝে থাকি যে, এগুলি বাজে কথা নয়, কাজেরই কথা, তা' হ'লে সেই কথার প্রতিধ্বনি, অনুধ্বনি, সমধ্বনি উচ্চারণ ক'রে ক'রে লক্ষ কোটি কর্ণবিবরে তা' প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার কর্ত্তব্যভার প্রতিজনকে যেচে যেচে নিজ স্কন্ধে নিতে হবে। আমি ত' চাই কোটি কণ্ঠে কথা কইতে, কিন্তু একটী কণ্ঠও যে আজ পর্য্যন্ত আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাল না, তার জন্য দোষ দেই কাকে?

নিয়োগ-প্রথার কুফল

জনতা চলিয়া গেলে একজন ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন,—আমার পত্নী সন্তান-প্রসবে অক্ষমা, এজন্য আমি দারান্তর

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

গ্রহণের জন্য তাকে পরিত্যাগ কত্তে চাই। কারণ, আমার একটী পুত্রসন্তান একান্তই প্রয়োজন। পুত্র না থাক্‌লে শ্রাদ্ধ করবে কে, বিষয়-সম্পত্তি কাকে দিয়ে যাব?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—মনে করুন, আপনার এই অসহায়া পত্নী আমাকে উকিল ধরেছেন। আমি কি জবাব দিব জানেন? আমি বল্‌ব, আপনার ভিতরে রতি-সামর্থ্য থাকলেও সন্তান-জননের যোগ্যতা নেই। সুতরাং আপনার স্ত্রীর আবশ্যক হবে, আপনাকে পরিহার ক'রে সন্তান-মুখদর্শনের প্রয়োজনে পত্যন্তর গ্রহণ কর্ব্বার। বলুন, এই প্রস্তাবটা আপনার কর্ণরোচক হবে কিনা!

ভদ্রলোক চমকিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—আপনি এই গূঢ় সংবাদ জানলেন কি ক'রে?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—স্রেফ অনুমানের উপরে কথাটি বলেছি। এ রকম ঘটনা কখনো কখনো ঘট্‌ছে এবং সন্তান-জননে অসমর্থ স্বামী স্ত্রী-বেচারীকে বাধ্য কত্তে চেষ্টা কচ্ছেন অন্য কোনও পুরুষের দ্বারা সন্তান লাভের উপায় দেখ্‌তে। তাঁর যুক্তি এই যে, ভূমিটার যখন মালিক তিনি, তখন যেই উৎপাদন করুক, ফসলের মালিক তিনিই।

এবার ভদ্রলোক অকপটে সকল কথা স্বীকার করিলেন। বলিলেন যে, তার পারিবারিক ইতিহাসটাও ঠিক তাই। কিন্তু স্ত্রীটি অত্যন্ত একরোখা, সে কিছুতেই স্বামীর কথা শুনিবে না, বরং গর্জ্জন করিয়া শাসাইতে থাকিবে যে, তোমার নিজের

সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা নাই জানিয়াও তুমি টাকার জোরে আমার বড় বোনকে বিবাহ করিয়া নিয়া আসিয়াছিলে এবং সে তোমার কুপ্রস্তাব অনুযায়ী পরপুরুষ দ্বারা সন্তান লাভে রাজি হয় নাই বলিয়া তলপেটে লাথি মারিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছিলে। তথাপি আমার স্বার্থান্ধ পিতা অর্থলোভে আমাকে তোমারই হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমিও আমার দিদির মতন জীবন দিয়া দিব, তবু এ পাপকার্য্য করিব না,—ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যতক্ষণ তুমি তোমার স্ত্রীর কাছে স্বামীরূপে পূজাই থাক্‌বে, ততক্ষণ সে তোমার অনুরোধে, নির্দ্দেশে, নিয়োগে, এমনকি আদেশেও অন্য পুরুষের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন কর্ত্তে পারে না। এটা কেবল তার সংস্কারেরই বিরোধী, তা'নয়, এটা তার আত্মসম্মানজ্ঞানেরও বিরোধী। তোমার স্ত্রী হয়েছে ব'লেই ত' সে গণিকার মত অন্যচারিণী হ'তে পারে না। সতী সাধ্বী পতিব্রতা ব'লে তার মনে একটা সাত্ত্বিক অভিমান আছে, যা' না থাক্‌লে নারী-সমাজে তার কোনো মূল্যই নেই, যা' না থাক্‌লে সে নিতান্ত হীন, হেয়, অস্পৃশ্য, অপাংক্তেয় একটা পিশাচী মাত্র। সুতরাং তোমার আদেশ বা অনুমোদন পেয়েছে ব'লেই সে নিয়োগ-প্রথা গ্রহণ কর্ত্তে পারে না। বল্‌বে, শাস্ত্রে ত' এমন ঘটনা অনেক ঘটেছে ব'লে বর্ণিত আছে। থাকুক, কিন্তু তা' অনুবর্ত্তন করার তোমার প্রয়োজন কি? যে-কারো একটী সুন্দর শিশুকে নিয়ে তোমরা কি পোষ্যপুত্র রাখ্‌তে পার না?

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—তুমি তোমার স্ত্রীকে অন্য একজন বাধ্য পুরুষের দ্বারা সন্তান-লাভের চেষ্টায় ত' লাগিয়ে দিলে। কিন্তু ঐ পুরুষের ঔরস পেয়েও যদি কোনো কারণে স্ত্রীর গর্ভে সন্তান না আসে? আসা না-আসার নিশ্চয়তা ত' তোমার হাতে নেই। তখন কি তুমি দ্বিতীয় আর একটী পুরুষের কাছে তোমার স্ত্রীকে নিয়োগ কর্ব্বে? মনে করা গেল যে, প্রথম ব্যক্তির সংশ্রবেই তোমার স্ত্রী সন্তানবতী হ'ল কিন্তু নীতিবোধের বাঁধ একবার ভেঙ্গে গেলে তোমার স্ত্রী যে নিজেই দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ একটী পুরুষের সংশ্রবের জন্য লালায়িত হবে না, তার নিশ্চয়তা কি? স্বামী ব্যতীত অন্য ব্যক্তির সংসর্গ-মধ্যে যদি সে কোনও নূতনত্বের আস্বাদন পায়, তবে সন্তান পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে সে ক্ষান্ত না হ'তে পারে, তার আচরণ উদ্দাম অবাধ্য হ'তে ত' পারে। এই ঝুঁকিটা সে নিজে নিতে চাচ্ছে না, তবু তুমি জোর ক'রে তাকে এই বিপদের মধ্যে ফেলতে চাও কেন? হোক্ না সন্তান-লাভের প্রয়োজনে, কিন্তু তোমার স্ত্রী অন্যের সংসর্গ পাবার পরে প্রথম যখন তোমার কাছে এসে দাঁড়াবে, তখন তুমি কি তার পানে সেই সম্মান-বোধ নিয়ে তাকাতে পার্ব্বে, যেই সম্মান-বোধটা আজও তার প্রতি তোমার আছে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার স্ত্রীটি বয়সে নবীনা, তুমি বয়সে তার চেয়ে ঢের ঢের বড়। জীবন-মৃত্যুর স্বাভাবিক

নিয়মে তোমাদের আয়ুরেখা চল্‌লে তোমার মৃত্যুই তার মৃত্যুর আগে হবে এবং তার ত' বৈধব্য অবশ্যম্ভাবী। তুমি যার কাছে স্ত্রীকে নিয়োগ করিয়ে সন্তান লাভ কর্ব্বে, তোমার স্ত্রীর বৈধব্য অবস্থায় সেই ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর প্রতি প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে কিরূপ অসদ্‌ব্যবহার কর্ব্বে কত্তে পারে, সেই কথাগুলি কি তুমি চিন্তা করেছ? সে চাইবে, এই অসহায়া বিধবাটিকে নিজের রক্ষিতার মত রাখতে এবং তোমার বিষয়-সম্পত্তিগুলির উপরে তার রাহুগ্রাস বিস্তার করার প্রয়োজনে তোমার স্ত্রীকে কুৎসার শাসনে উঠাবে, বসাবে, শায়েস্তা কর্ব্বে। তার ঔরসে জাত সন্তানটী যদি পুত্র না হ'য়ে হয় কন্যা, তবে ত' তার পোয়াবারো হবে। সে নিরন্তর চ'খ রাঙ্গিয়ে মাতা ও কন্যা দুজনকেই করবে অত্যাচার এবং দুটী চক্ষুর বদলে চারিটি চক্ষু সারা জীবন কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন কত্তে কত্তে অন্ধ হবে। এই বিধবা বা ঐ কুমারী যদি কখনো অপগর্ভা হয়, তবে দুষ্ট এই দুঃশাসনের কুৎসা রটনা না ক'রে তারা বাধ্য হবে গ্রামের সব চেয়ে শান্ত, শিষ্ট, ভদ্র, সদাচারী সৎলোকের উপরে অপকার্য্যের দায়িত্ব ঠেলে দিয়ে এমন বিশ্রী বেমানান পরিস্থিতিতেও নিজেদের ইজ্জতকে একটু উঁচুতে তুলে ধরবার অপচেষ্টা কত্তে। যখন তুমি এই জগতে তোমার মরদেহ নিয়ে বিরাজ কর্ব্বে না, তখন এই অভাগীদের অবস্থাটা কি হবে ভেবে দেখো। নিজ পত্নীকে অপরের শয্যাসঙ্গিনী হতে দিয়ে বৃথা এসব ঝঞ্ঝাট ডেকে

এনো না। নিজ স্ত্রী পরের অঙ্কগতা হ'লে কেবল তার দেহটারই কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেনা, মনটাও বদ্‌লে যায়। যা' আছ, বেশ সুখে আছ, সুখে থাক্‌তে ভূতের কিল খাবার লোভ করো না। মনঃপ্রাণ ঈশ্বরে সমর্পণ ক'রে দুজনেই কোনো সাধু-সন্তের কৃপাশ্রয় গ্রহণ কর, গুরুর নির্দ্দেশানুযায়ী সাধন-ভজনে রত হও, সদ্‌বংশজাত একটী ভাল ছেলেকে কচি বয়সে পোষ্যপুত্র-রূপে গ্রহণ কর এবং তাকে ভালভাবে শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান্ ও চরিত্রবান্ ক'রে তোলার চেষ্টায় বাকী জীবনটুকু কাটিয়ে দাও। গৃহস্থের পবিত্র গৃহাঙ্গনকে গণিকালয়ে পরিণত ক'রো না।

উলিপুর (রংপুর)
৩০শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪২
(১৫ই আগষ্ট, ১৯৩৫)

গতকল্য বেলা বারোটা তের মিনিটে রংপুর ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বিকাল দুটা সাতচল্লিশ মিনিটে কুড়িগ্রাম পৌঁছিয়াছেন। সেখান হইতে বারো মাইল কাদা ছয় ঘন্টায় ঠেলিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি মোটর-যোগে উলিপুর শ্রীযুক্ত নিতাইদয়াল বসুর বাড়ীতে শুভাগমন করিয়াছেন। অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি মৌনী আছেন।

পুপুন্‌কী আশ্রম হইতে যে সহকর্ম্মীটী ২৭শে শ্রাবণ (১২ই আগষ্ট) তারিখে রংপুর আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, অদ্য তাঁহাকে উলিপুর দেবমন্দিরের প্রাঙ্গণে ভাষণ দিতে নির্দ্দেশ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দেওয়া হইল। গ্রামটীর আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা ভালই হইয়াছে। বক্তৃতার বিষয়,—ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রকৃষ্ট পন্থা।

জাতীয় জাগরণ ও ব্রহ্মচর্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি নিতাইদয়াল বাবুর গৃহে বসিয়া চিঠিপত্রের উত্তর দিতেছেন। বরিশাল জেলান্তর্গত নিয়ামতি-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দেশব্যাপী কোনও বিরাট জাগরণ সৃষ্টি করিতে হইলে শত শত শুদ্ধচেতা মানুষের প্রয়োজন হইবে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্দ্ধদেশে দেশ ও জগতের মঙ্গলকে স্থান দান করিয়া তাহার অনুকূলে ধারাবাহিক আন্দোলন চালাইয়া যাওয়ার জন্য। ব্রহ্মচর্য্যের নিষ্ঠা ও ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি অনুরাগ তোমাদিগকে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কাজ করিবার ধৈর্য্য দান করিবে। সুতরাং অন্য সকল কাজের ভিত্তিস্বরূপ তোমরা ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শকে গ্রহণ কর। ভোগবাদ বা প্রচ্ছন্ন ভোগলোলুপতা মানুষের মনে এমন সব দুর্ব্বলতার বীজাণু সৃষ্টি করে, যাহারা আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলিয়া ধরা পড়ে না কিন্তু গুরুতর কোনও দুর্ঘটনা ঘটাইবার পরে আত্মপ্রকাশ করে এবং তখন তাহাকে স্পষ্টতঃ চিনিয়াও লাভ আর কিছুই হয় না। ভোগবাদ স্বদেশসেবকের পক্ষে গ্রহণীয় কোনও সৎ মতবাদ নহে। ভোগলুব্ধেরা ত্যাগকে সম্মান না দিতে

পারে কিন্তু ত্যাগবুদ্ধির অনুশীলন ও বিকাশের মধ্যেই জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ নিহিত আছে। আমরা ব্রহ্মচর্য্যের নাম করিয়া দেশাভিমানী সদাস্থ যুবকদের মনকে তাহাদের সঠিক লক্ষ্য হইতে দূরে সরাইয়া দিতেছি, এইরূপ অন্যায় অভিযোগের কোনও ভিত্তি নাই। ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের নাম করিয়া কেহ যদি ব্যক্তিপূজার প্রবর্ত্তনে চেষ্টিতে হইয়া থাকে, তবে তাহাদের মধ্যে আমাদের মতন ক্ষুদ্র ব্যক্তিরা নাই। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যিনিই ব্রহ্মচর্য্যের ভাবধারাকে পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, স্বীকার করিতেই হইবে যে, তিনি দেশাত্মবোধকেই করিয়াছেন শক্ত বনিয়াদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ফরিদপুরের প্রভু জগদ্বন্ধু একান্তই ঈশ্বর-প্রেমিক ছিলেন কিন্তু তাঁহার প্রচারিত ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কিত উপদেশাবলী অনেক স্বদেশ-প্রেমিককে যে প্রেরণা দান করিয়াছে, একথা সর্ব্বজন বিদিত। স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রগম্ভীর উপদেশাবলী ব্রহ্মচর্য্য-ভিত্তিক বলিয়াই এত সহজে মানুষের প্রাণমন বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অশ্বিনী কুমার দত্তের সমগ্র জীবন-ব্যাপী রাজনৈতিক ও সমাজ-সচেতন সৎকর্ম্মমালা ব্রহ্মচর্য্যের গরীয়সী শক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই তাঁহার বাগ্মিতায় অসাধারণত্ব না থাকিলেও তাহা সহস্র সহস্র যুবকের মর্ম্মভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের অসামান্য দক্ষতা-সম্পন্ন বাগ্-বিভূতি-বিমণ্ডিত আচার্য্য ও প্রচারকদের অমূল্য উপদেশ-সমূহের প্রতি সাধারণ ভাবে এদেশবাসী তেমন আগ্রহ করিয়া যে কর্ণপাত

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

করে নাই, তাহার একটী সুস্পষ্ট কারণ এই যে, তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যকে আদি ও অকৃত্রিম সম্বল বলিয়া প্রচার করিবার অধ্যবসায়টুকু হইতে মনে হয় আংশিক বিযুক্ত ছিলেন। ঋষি বঙ্কিমের আনন্দমঠে তাঁহার ধ্যান-জগতের সন্তান-দলের আদর্শটী ব্রহ্মচর্য্যের জ্যোতিধারায় পরিস্নাত বলিয়াই বাঙ্গালীর যৌবনকে যেন দাবানলের ন্যায় তড়িদ্‌গতিতে সুপরিব্যক্ত করিয়া দিল। যৌন-রস-রসিক কথাসাহিত্যিকেরা অন্যতর চিন্তার প্লাবন ঘটাইয়াও সেই আদর্শের মহিমাকে খর্ব্ব করিতে পারেন নাই এবং কদাচ পারিবেনও না। নিরপেক্ষ বিচারের দ্বারা আমার উক্তিগুলির যাথার্থ্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিও। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও হুঙ্কার করিয়া বলিতে শোনা যাইতেছে যে, ত্যাগ কখনো একটা জাতির আদর্শ হইতে পারে না, আদর্শ বা লক্ষ্য হইবে ভোগ। অলস নিরুদ্যম অকর্ম্মণ্য অপদার্থদিগকে অন্তরের আকাঙ্ক্ষাসমূহকে সহস্র পন্থাতে প্রসারিত করিয়া দিবার উপদেশ আমরা নিজেরাও শত শত বার দিয়াছি। কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য বা মর্ম্মার্থ এই নহে যে, ভোগই করিব, ত্যাগ নিরর্থক। ত্যাগ করিতে না শিখিলে মানুষের ভোগের যোগ্যতা বা অধিকার কদাচ আসে না। ত্যাগের নাম করিয়া আমরা যে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া নিজেদের দৌর্ব্বল্য, কাপুরুষতা ও নপুংসকত্বকেই প্রশ্রয় দিয়াছি, আমাদের উল্লিখিত দ্বয়ের উপদেশের প্রতিবাদ তাহারই

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বিরুদ্ধে। বস্তুতঃ শক্ত পাথরের কংক্রিট দিয়াই দুর্গের ভিত্তি পিটাইতে হয় এবং সেই কংক্রিটের অপর নামই হইতেছে ব্রহ্মচর্য্য।"

ধ্যানস্থ মন

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত ঈশ্বরদী-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ধ্যানপ্রশান্ত চিত্ত জ্ঞানের জন্মভূমি। অস্থির চঞ্চল চিত্তে খোশ-খেয়াল, প্রবণতা বা আসক্তির জন্ম হইতে পারে কিন্তু জ্ঞানের উদয় হয় না। জ্ঞান সর্ব্বদাই প্রত্যয়-সিদ্ধ, অস্থির চঞ্চল চিত্ত প্রত্যয়হীন নানা চিন্তার উন্মার্গগামী ক্রীড়াশালায় পরিণত হয়। এই জন্যই প্রভু বুদ্ধ প্রতিটি শিষ্যকে ধ্যাননিরত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ভাবিয়া দেখ, একটী ধ্যানপরায়ণ যোগী ধ্যানী বুদ্ধ-মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজেকে বুদ্ধে রূপান্তরিত করিবার অভিলাষে একাগ্র নয়নে তাকাইয়া রহিল। পথের আততায়ী শত্রু তাহাকে পদাঘাত বা অস্ত্রাঘাত করিল, তবু সে নড়িল না। আস্তে আস্তে আকাশে বিষম দুর্য্যোগের সৃষ্টি হইল, উন্মত্ত বাতাস তাহার গাত্রাবরণ হরণ করিয়া নিয়া গেল, তবু সে নড়িল না। প্রবল শিশির-পাত আস্তে আস্তে তুষারপাতে পরিণত হইল, হিমশীতল বরফের চাকাগুলি নির্ম্মম ভাবে আকাশ হইতে বর্ষিত হইতে লাগিল, তথাপি সে স্থানত্যাগ করিল না। পরদিন প্রভাত কালে

সূর্য্যোদয় ঘটিল, আস্তে আস্তে বরফ গলিতে আরম্ভ করিল, আপাদমস্তক বরফে-আবৃত-দেহ ধ্যানপরায়ণ যোগী তখনো বুদ্ধমূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া তাঁহার ধ্যান চালাইয়াই যাইতেছে— এ দৃশ্য কল্পনার নেত্রে তাকাইয়া দেখ, তারপরে বল যে, দৃশ্যটী তোমার ভাল লাগিল কিনা, তোমার মনের উপরে কোনও স্থিতরেখা টানিয়া গেল কি না, তোমার চিরচঞ্চল চিত্তে একটা স্থিরতার আভাস দান করিয়া গেল কি না। নিজে ধ্যান করিলে যে প্রশান্তি আসে, অপরের ধ্যানস্থ স্নিগ্ধ অচঞ্চল মনটীর উপরে অভিনিবেশ দিলে তাহারই কতকটা আপনা আপনি আসিয়া যায়।"

তুমিই বিশ্বগুরু

চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত বারৈয়াঢালা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"গুরুর জীবনে যদি ত্রুটি এবং অপরাধ থাকে, তাহা হইলে বাহিরের লোকে ত' করিবেই, এমনকি তাঁহার শিষ্যরাও সুযোগমত বা প্রয়োজনানুযায়ী তাঁহার অপবাদ করিতে ছাড়িবে না। সুতরাং গুরু-রূপে যাঁহারা সমাজবাসী নরনারীকে মুক্তিপথে পরিচালিত করিতেছেন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের আগে নিজ নিজ চরিত্রের ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিজ নিজ ত্রুটি এবং অসম্পূর্ণতাগুলি আবিষ্কার করিতে হইবে এবং তৎপরে সংশোধনে ব্রতী হইতে হইবে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

জীবনে আদর্শ পুরুষ হইতে পারিলাম না, আচরণে রহিয়া গেলাম আরণ্য পশু, আর বচনের বাহারে বা শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃতির দক্ষতা দিয়া অন্য মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া সকলের মাথার উপরে গুরুগিরির ছটা ঘুরাইলাম, ইহা এক অত্যাশ্চর্য্য রকমের আত্মপ্রতারণা। এই কথাগুলি আমাদের প্রত্যেকের ভাবিবার আছে। ব্যক্তিগত ভাবে বলিতে পারি যে, আমি আমার নিজের অসম্পূর্ণতাগুলি সম্পর্কে সর্ব্বদা এত সচেতন আছি যে, কদাচ আমি জ্ঞাতসারে কোনও প্রাণীকে আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে ডাক দেই না। ঐ জন্যই তোমাদের মত কত শত জন আমার কাছে আসিয়া অতীব ঘনিষ্ঠ হইয়া কাতর কণ্ঠে অনুনয় করিয়াও 'এস, শিষ্য হও,' বাণী শুনিতে পায় নাই। আমার ভিতরে যিনি থাকাতে আমি কাহারো কাহারো গুরু, তিনি যে তোমার ভিতরেও আছেন, ইহা আমি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। তিনি যদি দয়া করিয়া তোমার ভিতরে জাগিয়া উঠেন, তাহা হইলে একটী মুহূর্ত্তের মধ্যে তুমিই বিশ্ব-গুরু হইয়া যাইতে পার। তোমার এই সুমহতী সম্ভাবনার কথা আমি কেবল বিশ্বাসই করি না, আমি প্রত্যক্ষ অনুভব করি, মনে হয় যেন সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া আস্বাদন করি। তুমি নিজেই যখন সকল গুরুর আদিগুরু, তখন আমাকে আবার গুরু বলিয়া সম্মান করিতে চাহিতেছ কেন ?"

অসবর্ণ-বিবাহ ও চরিত্র

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত পাঁচগাছি-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বৌদ্ধশাস্ত্র জাতক গ্রন্থের আখ্যায়িকাগুলি পাঠ করিলে অনুমিত হইতে পারে যে, বুদ্ধদেব বিবাহের ব্যাপারে অসবর্ণ-বিবাহের প্রচলনে বা বিরোধে আগ্রহী ছিলেন না। ক্ষত্রিয় রাজা প্রসেনজিৎ যখন জানিতে পারিলেন যে, তিনি পত্নীরূপে যাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই বাসব-ক্ষত্রিয়ার মাতা ছিল দাসী আর পিতা ছিল ক্ষত্রিয়, তখন তিনি পত্নী বাসব-ক্ষত্রিয়া এবং পুত্র বিরূঢক উভয়কে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন। বুদ্ধদেব তখন প্রসেনজিৎকে বুঝাইয়াছিলেন,—'হে মহারাজ, মাতৃকুলের উৎকর্ষাপকর্ষে কিছু আসিয়া যায় না, পিতার জাতিগোত্রই আভিজাত্যের পরিচায়ক।' জাতকে আছে, ব্রাহ্মণের ঔরসে গণিকার গর্ভজাত উদ্দালক ব্রাহ্মণত্ব পাইয়াছিলেন। ভিক্ষুদের মধ্যে জাতিভেদের কোনও স্বীকৃতি ছিল না কিন্তু উপাসক বা গৃহস্থ বৌদ্ধদের মধ্য হইতে তিনি জাতিভেদ তুলিয়া দেন নাই বা দিতে চাহেন নাই। কিন্তু তাঁহার সমকালে বা আবির্ভাবের ফলে যে সকল অসবর্ণ বিবাহ ঘটিয়াছে, তাহাতে অনুলোম বিবাহই প্রধানতঃ লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক কালে আমাদের দেশে অনেক অসবর্ণ-বিবাহই হইতেছে, তাহাতে অনুলোমের চেয়ে প্রতিলোমেরই

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আধিক্য দেখা যায়। অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে সমাজমধ্যে বিবাহাদি ব্যাপারে গভীর বিক্রম কোথায় কতটা কি ভাবে রাজত্ব করিবে, তদ্বিষয়ে অনুমান করিবার উপায় কিছুই নাই। হিন্দুতে হিন্দুতেই অসবর্ণ বিবাহ নহে, হিন্দুতে মুসলমানে, হিন্দুতে খ্রীষ্টানে, হিন্দুতে বৌদ্ধে এবং সর্ব্বপ্রকার অহিন্দুতে আর অহিন্দুতে বিবাহের বোঝাপড়া কতদূর গড়াইবে, তাহা দেশের রাজনৈতিক ভাগ্যবিবর্ত্তনের উপরে বিশেষ ভাবে নির্ভর করিবে। ধর্ম্মীয়-উন্মাদনা কোথাকার জল কোথায় নিয়া যাইবে, তাহাও কেহ জানে না। অপরের কোনও অনিষ্ট কামনা না করিয়া নিজেদের ধর্ম্মসঙ্ঘকে সম্প্রসারিত করিবার চেষ্টায় ব্রতী হওয়ার অধিকার প্রত্যেকের আছে এবং কেহ কেহ সেই অধিকারকে সম্প্রসারিত করিবার উপায়-স্বরূপে ভিন্ন সম্প্রদায়ের কন্যাকে বিবাহ দ্বারা স্বীকার করিয়া নিবার চেষ্টাও দুর্ব্বার গতিতে করিতে পারে। এই সকল নানা জাতীয় সম্ভাবনা ও সমস্যার ভাবনায় মনকে নিপীড়িত না করিয়া প্রতিজনে সর্ব্বজনীন ভাবে দেশবাসী মানব-মানবীদের চরিত্রগত ধ্যান ও ধারণাকে উচ্চ কোটিতে আরোপণ করিবার চেষ্টা কর। কেহ যদি অসবর্ণ বিবাহ করিতে চাহে ত' করুক, আমরা শুধু চাহিব যে, সংশ্লিষ্ট পাত্র ও পাত্রী যেন চরিত্রের দিক দিয়া উজ্জ্বল হয়। চরিত্র-ভ্রংশ ঘটিলেই মানুষ বিবাহের

ব্যাপারে জাতি-বর্ণাদির সামাজিক বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া থাকে, এই অনিষ্টকর ধারণাটীর কোনও মূল বা সূত্র সংসার-জীবনে থাকিতে দেওয়া হইবে না। নরনারীর বিবাহ কখনো দেহগত ইন্দ্রিয়-ব্যবহারের কল্পনা-বিরহিত হইতে পারে না কিন্তু ইন্দ্রিয়ের তাড়নাতেই মানুষ জাতি-বর্ণ-ধর্ম্মাদির সামাজিক গণ্ডী ছেদন করিয়া উন্মার্গগামী হইয়াছে, এইরূপ অপবাদের যাহাতে কোনও ভিত্তি না থাকে, প্রত্যেকটী মানুষকে তদুপযুক্ত হইতে হইবে। বিবাহ বিবাহই এবং বিবাহের পরে পুরুষ ও নারী নিজেদের মধ্যে বুঝাপড়ার ফলে কি করিবে, না করিবে, তাহা নিয়া অবান্তর চর্চ্চায় বাহিরের লোকের কোনও লাভও নাই, অধিকারও নাই। কিন্তু যাহারা বিবাহিত হইল, তাহারা পরস্পর যেন পরস্পরকে এই বিশ্বাসটুকু করিতে পারে যে, ইহাদের একজনেও উচ্ছিষ্ট বস্তু নহে, অপরের ভুক্তাবশিষ্ট নহে, ইহারা অনাঘ্রাত পুষ্পসম পবিত্র এবং একে অন্যের সহিত বিবাহ দ্বারা মিলনের যে অধিকার পাইল, সেই অধিকারের সদ্ব্যবহারের অপর নাম নিষ্কলুষ দেবপূজা। প্রাচীন ভারত বিবাহের বর আর বধূর মধ্যে ঠিক এই জিনিষটীই চাহিয়াছিল। সুরুচিমান পাশ্চাত্যের চিন্তাশীলেরা এই জন্যই বলিয়াছেন যে নববিবাহিত বরবধূর বাসর-ঘরে কেহ গিয়া উঁকি মারিও না, কারণ এই রাত্রির দৃশ্যাবলি দেখিবার অধিকার কোনও দেবদূতকেও দান করা হয় নাই।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আদিম প্রকৃতির তাড়না ও প্রতিষেধ-পন্থা

পাবনা জেলান্তর্গত শাহজাদপুর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"স্ত্রীলোক দেখিলেই তোমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া ওঠে এবং ক্ষণকালের মধ্যে ইন্দ্রিয়-বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া তোমাকে এমন ভাবে কামান্ধ করে যে, তুমি আর আত্মসম্বরণ করিতে পার না,—ইহা কদাচ তোমার স্বাভাবিক অবস্থা নহে। কোনও কোনও স্ত্রীলোকেরও পুরুষ দেখিলে, বিশেষ করিয়া সুশ্রী যৌবনবন্ত বলবান্ পুরুষ দেখিলে, ঠিক অনুরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। ইহা তাহাদের পক্ষেও কোনও স্বাভাবিক অবস্থা নহে। একদা মানুষের মনের গঠন ঠিক এই স্তরেই পড়িয়া রহিয়াছিল কিন্তু বিবর্ত্তনের সাথে সাথে তাহার দেহের গঠনে ও মনের কাঠামোতে অশেষ পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। তথাপি যে কাহারও ভিতরে আদিম প্রবৃত্তির এইরূপ প্রাধান্য দেখা যায়, তাহারও কতকগুলি কারণ আছে। মনস্তাত্ত্বিকেরা এখনও সবগুলি কারণকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই কিন্তু ত্রিকালদর্শী ঋষিরা এই অবস্থার প্রতীকারের ব্যবস্থা অনেক যুগ আগেই করিয়াছেন। নিয়ত জগন্মঙ্গল-চিন্তা করিতে থাকিলে তাহার ফলে আস্তে আস্তে মানুষ মাত্রেরই দেহের পরমাণুতে এবং মনের তরঙ্গাবলিতে রূপান্তর ঘটিয়া থাকে।

সেই পথে পাদচারণাই আদিম প্রকৃতির উদ্দাম তাড়নার হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার নিরাপদ ও শ্রেষ্ঠ উপায়।"

উলিপুর
৩১শে শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৪২
(১৬ই আগষ্ট, ১৯৩৫)

মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা

স্থানীয় সরকারী ডাক্তারখানার ডাক্তার শ্রীযুক্ত চিন্ময় লাহিড়ী প্রশ্ন করিলেন,—মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত সার্থকতা কিসে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সর্ত্তহীন, যুক্তিহীন, প্রতিদানবুদ্ধিহীন জনসেবাই মনুষ্য-জীবনে সার্থকতা লাভের শ্রেষ্ঠ পথ।

মানব সভ্যতার সমুন্নতি

উলিপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত চক্রবর্ত্তী, এম-এ, বি-টি অনুরোধ করিতে আসিয়াছেন যে, অদ্যই বেলা দুই ঘটিকায় তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকটে কিছু উপদেশ-ভাষণ শুনাইতে হইবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ছাত্র-সমাজ আমার প্রাণের প্রাণ। তাদের হিতার্থে আমি যে-কোনো কাজ কর্ত্তে প্রস্তুত। মুখ দিয়ে দুটী উপদেশ-বাণী উচ্চারণ কর্ত্তে আর আপত্তি কি?

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

যেখানে সুযোগ পাচ্ছি, তাদের সঙ্গে অন্তরের অন্তরঙ্গ হ'য়ে মিশবার চেষ্টা আমি কচ্ছি এবং তার ফলও নিশ্চয়ই ভাল হচ্ছে। কিন্তু একা আমার হিতবচনে ত' আর তাদের আমূল পরিবর্ত্তন হ'তে পারে না। তাদের প্রত্যেকের জীবনের মূল বনিয়াদ তৈরী হয়েছে ত' তাদের পিতার ঔরসে আর মাতার গর্ভে। সেখান থেকে যারা খুব ভাল উপাদান নিয়ে বেরিয়ে এসেছে, তাদের মধ্যে কাজ কর্ত্তে গেলে তা' হয় সুফলপ্রসূ ও আশাতীত শুভ। সুতরাং আসল প্রয়োজনটা হচ্ছে ধারাবাহিক তপস্যার দ্বারা বংশধারার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা। সে কাজ একদিনের নয় বা এক যুগেরও নয়। সমগ্র মানব-সমাজের সমুন্নতি সাধনের লক্ষ্য নিয়ে সেই কাজটী দেশ ও জগৎ জুড়ে সর্ব্বত্র হ'তে থাকা আবশ্যক। শুধু ছাত্রদের জন্য যেটুকু করার দরকার, তাও সঙ্গে সঙ্গে ক'রে যেতে হবে। আমাদের প্রতিজনের লক্ষ্য হবে মানব-সভ্যতার সর্ব্বাঙ্গীণ সমুন্নতি।

দুর্ব্বলের ক্ষমা

অপর একজন প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আত্মরক্ষার মনোভাব এবং শত্রুর প্রতি ক্ষমাভাব দুইটী যেন দুই মেরুর দুই প্রান্তে অবস্থিত দুইটী বিসদৃশ বস্তু। যেখানে আত্মরক্ষার প্রয়োজন আছে, বুঝতে হবে যে, সেখানে শত্রু আছে। শত্রুর প্রতি মানুষের বিশ্বাস কখনো আসে না।

যাকে অবিশ্বাস করি, তার প্রতি প্রকৃত ক্ষমাভাবও আসে না। যাকে বিশ্বাস করি না, তার দ্বারা গুরুতর অপরাধের অনুষ্ঠান হবার পরেও তাকে ক্ষমা করা অধিকাংশ সময়েই কপটতা। আবার, যাকে শাসন করার ক্ষমতা আমার নেই, তাকে ক্ষমা করা ত' একেবারেই নিরর্থক ব্যাপার। সে-ত' আমার কাছে ক্ষমা চায় নাই, তবে আমি তাকে ক্ষমা ক'রে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া ছাড়া আর কি কাজটুকু কর্ল্লুম? শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমার চর্চ্চাটা আগেকার প্রয়োজন নয়, তার প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে নিজের বল বৃদ্ধি করা। যে বলবান্, ক্ষমার চর্চ্চা সে-ই কর্ব্বে। যে দুর্ব্বল এবং লাঞ্ছিত, সে যখন ক্ষমার অনুশীলন করে, তখন অধিকাংশত সে ভণ্ডামিই করে। ক্ষমা মহতের লক্ষণ কিন্তু দুর্ব্বলের ক্ষমা প্রকৃত ক্ষমা নয়। দুর্ব্বলের ক্ষমা হচ্ছে নিজের অক্ষমতার পূতিগন্ধকে ক্ষমার গরদের শাড়ী দিয়ে ঢেকে রাখা মাত্র।

প্রতিহিংসা, শত্রু-দমন ও যুদ্ধ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু প্রতিশোধের স্পৃহা সাধারণ মানুষকে এত নিম্নস্তরে নামিয়ে দেয় যে, তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না, অমানুষে সে পরিণত হয়। প্রতিহিংসার বুদ্ধি থেকে প্রমুক্ত যে প্রতীকার-পন্থী দৃঢ় মন, সে-ই মাত্র পারে শত্রু দমন কত্তে। অর্থাৎ প্রতীকার-কার্য্য যতই নিষ্ঠুর বা নৃশংস হোক্, হিংসা-বিহীন মনে তা' করণীয়

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হবে। এই পৃথিবীতে যুদ্ধের দামামা কি চিরতরে কখনো স্তব্ধ হবে? যতকাল প্রবলের অন্যায় উৎপীড়ন নির্দ্দোষ নিরীহ দুর্ব্বল মানুষগুলির উপরে চল্‌বে, ততকাল যুদ্ধেরও প্রয়োজন থাক্‌বে। মানুষ যদি প্রেমবুদ্ধিতে সকল মানুষকে স্নেহের আলিঙ্গন দিতে কখনো অতীব ব্যাপক ভাবে সমর্থ হয় এবং অন্য মানুষদের মনে এই আস্থা সঞ্চারিত ক'রে দিতে পারে যে, কেউ কারো শোণিত-শোষণ কর্ব্বে না, একমাত্র তা' হ'লেই পৃথিবী থেকে যুদ্ধ চিরতরে বা সুদীর্ঘ কালের জন্য তিরোহিত হ'তে পারে।

যুদ্ধের কারণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পৃথিবীতে যুদ্ধ ঘটে কেন? মানুষের প্রভুত্ব-বিস্তারের দুর্দ্দম লালসাই যুদ্ধের জনয়িত্রী শক্তি। কারো থাকে যশের লালসা। কারো থাকে ধনের লালসা। কারো থাকে হাজার হাজার রমণীকে বন্দিনী করার এবং ক্রীতদাসী-রূপে বিক্রয় করার লালসা। স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা ও প্রবালাদি লুণ্ঠনের জন্যও জগতে অনেক যুদ্ধ ঘটেছে। যতগুলি যুদ্ধের খবর ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে, প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যাবে, কোনো কিছুর অবৈধ লালসা শক্তিমান্ দল-পরিচালকের প্রেরণার উৎস-স্বরূপ হয়েছে। তবে স্পষ্ট ক'রে কেউ সেই সত্য কথাটা স্বীকার করেন নি। বলেছেন, অসভ্যদের বর্ব্বরদের সভ্য করার জন্য

যুদ্ধ কচ্ছি। বলেছেন, অধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক করার জন্য যুদ্ধ কচ্ছি। বলেছেন, আত্মরক্ষায় অপটু অনাথ নিরাশ্রয়-দিগকে নির্ভরযোগ্য নিরাপদ আশ্রয়ের ছত্রচ্ছায়াতলে টেনে আনবার জন্য যুদ্ধ কচ্ছি। কেউ কেউ আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য, নিজস্ব ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি রক্ষার জন্য, নিজের ভাষা সাহিত্য ও কুলপ্রথাগত অনাদিকাল-সমাগত সুপ্রথাগুলিকে মহতী বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষার জন্য, কেউ বা দেশ ও জাতির স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করেছেন।

যুদ্ধ কতকাল থাকিবে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—রামায়ণের যুদ্ধটা কেন হ'ল? সীতা হরণের দরুণ। ট্রয়ের যুদ্ধ কেন হ'ল? হেলেন-হরণের দরুণ। ম্যাসিডোনিয়া হ'তে শুরু ক'রে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত যুদ্ধের পর যুদ্ধ কেবলি হ'তে থাক্‌ল কেন? আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় করার উচ্চাকাঙ্ক্ষার দরুণ। ওয়াটারলুর যুদ্ধ হ'ল কেন? নেপোলিয়ানের পৃথিবী জয়ের দুরাকাঙ্ক্ষারই ফলস্বরূপে। চেঙ্গিস্‌খান, তৈমুরলঙ্গ, নাদির শাহ প্রভৃতি কেন এত নরহত্যা কর্‌লেন? ধন লুণ্ঠনের লোভে, সাম্রাজ্য বিস্তারের লালসায়, নারী হরণের আগ্রহে। শিখ যুদ্ধ, আফগান যুদ্ধ, মারাঠা যুদ্ধ এসব কেন ঘট্‌ল? ইংরাজের সাম্রাজ্য বিস্তারের লালচে। যে যে কারণে অতীতে নানা সময়ে নানা দেশে যুদ্ধ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হয়েছে, সেই সেই কারণগুলি যতদিন বিদ্যমান থাক্‌বে, ততদিন যুদ্ধের হাত থেকে নিস্তার নেই।

ভারত কি নিরাপদ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেমন দেশ সহজে যুদ্ধের শিকার হয়? তেমন দেশ, যে দেশ নানা ভাবে আমাদের দেশটার মতন। ভারতবর্ষে অতি সহজে শস্য জন্মে। কার না এমন দেশের প্রতি লোভ হয়? নাদির শাহ্ নারকেল খেয়ে বলেছিলেন,—বাঃ, চমৎকার ত' এ দেশ, যেখানে গাছের ফলে রুটিও থাকে, পানীয় জলও থাকে! আমরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। একত্র মিলতে পারি না, মিলতে চাই না। আহম্মদ শাহ্ আবদালী জিজ্ঞেস করেছিলেন,—ঐ যে এত ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, এর কারণ কি? উত্তর পেলেন,—মারাঠী সৈন্যেরা নানা স্থানে তাদের রান্না কচ্ছে। কেন? উত্তর হ'ল, ওরা এক জাত ত' অন্য জাতের হাতে খাবে না। উৎসাহিত হ'য়ে আহম্মদ শাহ্ আবদালী বল্লেন,—তবে আর আমাকে পায় কে? পানিপথের যুদ্ধে ওরা নিশ্চয়ই পরাজিত হবে। —দক্ষিণে বিশাল মহাসমুদ্র, উত্তরে উত্তুঙ্গ হিমালয় দেখিয়ে আমরা ব'লে থাকি, আমরা নিরাপদ। কিন্তু আমাদের এই অনুচিত নিরাপত্তা-বোধই আমাদিগকে বহিঃশত্রুর আক্রমণের শিকার ক'রে ফেল্‌বে। ইংরেজরা সাগর পার হ'য়ে প্রমাণ করেছে যে, ভারত নিরাপদ নয়। একদিন হিমালয়ের উত্তর

বা পশ্চিম অঞ্চল থেকে কোনো এক শক্তিমান্ জাতি কামানের মুখে পাহাড়-পর্ব্বত উড়িয়ে দিয়ে ভারতে প্রবেশ ক'রে আর একবার প্রমাণ ক'রে দেবে যে, আমরা ভারতবাসীরা নিরাপদ নই।

ভারতের ভিতরেও নিরাপত্তার অভাব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শুধু তাই নয়। ভারতের ভিতরেও আমরা নিরাপদ নই। দাঙ্গায় আর যুদ্ধে তফাৎ কি? লক্ষ লক্ষ লোক যখন সুশৃঙ্খল ভাবে এবং বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনার অধীন হ'য়ে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে যুদ্ধ বিদ্যা আয়ত্ত ক'রে তারপরে নিষ্ঠুর হত্যালীলায় প্রমত্ত হয়, আমরা তখন বলি যে, যুদ্ধ বেধেছে। কিন্তু নানা স্থানে যখন কিছু কিছু লোক নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে ধারাবাহিক কোনো শিক্ষার্জ্জন না ক'রেও বিশৃঙ্খল ভাবে ইতস্তত গৃহদাহ, নরহত্যা ও নারীধর্ষণ শুরু করে, তখন আমরা বলি যে, দাঙ্গা শুরু হয়েছে। যুদ্ধ সর্ব্বাবস্থাতেই সুপরিকল্পিত ব্যাপার। কিন্তু দাঙ্গা জিনিষটা পূর্ব্বপরিকল্পিতও হ'তে পারে বা পরিকল্পনা-বর্জ্জিতও হ'তে পারে। এই দাঙ্গা বস্তুটী জয়-পরাজয়ের কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারে না, নইলে এগুলিও ছোট-মোট যুদ্ধই ত' বটে। সমগ্র ভারতে নানা পকেটে এই দাঙ্গা জিনিষটীর জন্য কি যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ ক'রে রাখা হয় নি? অন্ধেরা না দেখতে পারে কিন্তু চক্ষুষ্মান্ প্রত্যেক

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ব্যক্তির চোখে এসব স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে। কোনো শক্তিমান্ পক্ষের উস্কানিতে বা কোনো বুদ্ধিমান্ বিদেশী জাতির অর্থানুকূল্যে এই দাঙ্গা নামক বস্তুটীর অনুশীলন যদি একযোগে ভারতের সর্ব্বত্র হঠাৎ শুরু হ'য়ে যায় এবং তার পশ্চাতে যদি সেনাপতিত্ব করার যোগ্য কোনও লোকের সুদক্ষ পরিকল্পনা বিদ্যমান থাকে, তাহ'লে তখন কি এই বিশ্বাসটীকে অটুট রাখা সম্ভব হবে যে, ভারতে আমরা সবাই নিরাপদ? ভারতে এমন কয়েক কোটি লোকের বাস, যাঁরা বহুশত বৎসর ধ'রে পুরুষানুক্রমে এই ভারতের মাটিতেই ভূমিষ্ঠ হ'য়ে আস্‌ছেন কিন্তু যাঁরা ভারতকে স্বদেশ ব'লে মনে করেন না। তাঁদের দৃষ্টি ভারতের বাহিরে এক ভিন্ন দেশে। মহামতি বিপিনচন্দ্র পাল এই বিষয়ে নেত্রপাত ক'রে সত্য কথা বল্‌তে সাহস পেয়েছিলেন ব'লে ১৯২১ ইংরাজীতে সমস্ত স্বদেশবাসী তাঁকে জীয়ন্তে কবর দিয়ে তবে ছেড়েছে। এটা ইতিহাসের কথা।

ভারতই আমার স্বদেশ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতকে বিপন্মুক্ত কর্ত্তে হ'লে ভারতে অবস্থানকারী প্রত্যেকটী নরনারীর মনে এই প্রত্যয়, এই সঙ্কল্প ও এই ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে দিতে হবে যে, আমরা যে যে দেশ থেকেই একদা এসে থাকি, আমরা সবাই ভারতবাসী, আমাদের সামগ্রিক উন্নতি ভারতের

প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উন্নতির সঙ্গে নিত্য-সংবদ্ধ, আমাদের ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম্ম ও সামাজিক বিন্যাস যতই বিভিন্ন বা বিচিত্র হোক্ আমরা সবাই এক এবং অভিন্ন, আমাদের এক জায়গায় মিলিত হবার মঞ্চ নিশ্চয়ই আছে এবং না থেকে থাক্‌লে আমরা আপ্রাণ পরিশ্রমে তা' নির্ম্মাণ কর্ব্বই কর্ব্ব, বিভিন্ন প্রান্তে বাস করি ব'লে আমরা পরস্পরের পর নই, শত্রু নই, বিভিন্ন ধর্ম্মের অনুশাসনানুযায়ী ঈশ্বর-সাধনা করি ব'লে আমাদের স্বদেশ বা ঈশ্বর বিভিন্ন নন, ভারতের যা-কিছু অতীত মহত্ত্ব ও গৌরব, সব কিছুর উত্তরাধিকারী আমরা সকলে, ভারতের যা-কিছু দুর্ব্বলতা ও কলঙ্ক, তা' দূর কত্তে হবে আমাদের সকলকে সমভাবে এবং সম-উদ্যোগে। ভারতীয় আর্য্য-বংশোদ্ভবদের আদি অবস্থান যদি ইরাণ বা কাস্পিয়ান বা ককেশাস বা সাইবেরিয়াও হয়ে থাকে, তবু আজ ভারতই আমাদের স্বদেশ এবং নিত্যকাল ভারতই আমাদের স্বদেশ থাক্‌বে। ভারতীয় অনার্য্য-বংশোদ্ভবদের আদি নিবাস যদি মেসোপোটামিয়ার নিকটবর্ত্তী সুমের বা আফ্রিকা বা অষ্ট্রেলিয়াও হ'য়ে থাকে, তবু আজ ভারতই আমাদের স্বদেশ এবং চিরকাল ভারতই আমাদের স্বদেশ হ'য়ে থাক্‌বে। ইরাণ, তুরাণ, ইরাক, আরব, আর্ম্মেনিয়া, মঙ্গোলিয়া বা পামির থেকে যদি আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এদেশে এসে থাকেন এবং শুধু হত্যাকাণ্ড আর লুণ্ঠন ক'রে সরে না গিয়ে যদি এদেশেই বাস্তব্য ক'রে থাকেন এবং এদেশের প্রচলিত

ধর্ম্ম গ্রহণ থেকে বিরত হ'য়ে নিজেদের বিশিষ্ট এক ধর্ম্মকে প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে ধ'রে থেকে ভারতের সর্ব্বগ্রাসী সাংস্কৃতিক বলয় থেকে নিজেদের আলাদা ক'রে রাখতে সমর্থ হয়েও থাকেন, তথাপি ভারতই আমাদের স্বদেশ এবং ভারতের স্বার্থই আমাদের স্বার্থ। এই ভাবের উদ্বেলতা দ্বারা প্রতিটি প্রাণকে সঞ্জীবিত করাই হবে ভারতকে বিপন্মুক্ত ক'রে রাখার একমাত্র সদুপায়। ধর্ম্মীয় গোঁড়ামি তুরস্কের স্বাদেশিকতাকে ম্লান কত্তে পারে নি, এটা একটা প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। একই পরিবার-মধ্যে নানা ধর্ম্মর যুগপৎ উপস্থিতি সত্ত্বেও জাপানীদের স্বদেশ-প্রেম কণামাত্র নিস্প্রভ হয় নি, এটাও একটা ঐতিহাসিক সত্য। যা' তুরস্কে বা জাপানে সম্ভব হয়েছে, তা' ভারতে অসম্ভব কেন হবে?

বেলা দুই ঘটিকায় উলিপুর হাইস্কুলের হলে শ্রীশ্রীবাবামণির ভাষণ হইল।

সুন্দর হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রথম সূর্য্যের অরুণাভামণ্ডিত সুন্দর মুখচ্ছবি দেখে প্রভাতের পাখিকুল পরমানন্দে মেতে উঠে পরমেশ্বরের জয়গানে আকাশ-বাতাস আকুলিত ক'রে নিদ্রিত জগদ্বাসীর ঘুম ভাঙ্গায়। আমি চাই, বৎসগণ, তোমাদের প্রতিজনের পবিত্র মুখচ্ছবি দর্শন ক'রে জগতের কবিগণ পিকুকুলকুহরণে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত ক'রে গেয়ে উঠুন,—

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

'এসেছে তারা এসেছে, যাদের প্রতীক্ষায় হাজার হাজার বছর আমরা কেবলই দিন গুণেছি, তারা এসেছে।' তোমরা জাতির সম্পদ, তোমরা জাতির অলঙ্কার, তোমরা জাতির গৌরব, তোমরা জাতির শ্রেষ্ঠ আশার শুদ্ধতম প্রতীক। তোমাদের চাই নিষ্কলঙ্ক শুভ্র-জীবন, তোমাদের জীবনে চাই নিষ্কলুষ মহত্ত্বের অনুপম সব দৃষ্টান্ত। তোমাদের পানে তাকিয়ে যেন ভবিষ্যতের মানবকুল উচ্ছ্বাস-ভরে বল্‌তে বাধ্য হয়, ঐ দেখা যায় আমাদের আলোকস্তম্ভগুলি যেখান থেকে বিনির্গত রশ্মিরেখা অনুসরণ ক'রে ভবিষ্যতের সমুদ্রপোতসমূহ নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে নিরাপদে উত্তাল-তরঙ্গময় মহাসমুদ্রে পাড়ি জমাবে। সত্য, প্রেম ও পবিত্রতার তোমরা প্রতীক, শান্তি ও শৌর্য্যের তোমরা প্রতিচিত্র। তোমরা তোমাদের জীবনালেখ্যের মধ্যে কুৎসিত, কদর্য্য, অসুন্দর কোনো কিছুকে প্রবেশাধিকার দিও না। সরল হও, সবল হও, পবিত্র হও, সুন্দর হও।

বক্তৃতা দেড় ঘন্টাকাল হইল।

অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকার সময়ে উলিপুর দেবমন্দিরের প্রাঙ্গণে আর একটী জনসমাবেশ হইল এবং শ্রীশ্রীবাবামণি তাহাতে দুই ঘন্টাব্যাপী একটী ভাষণ প্রদান করিলেন।

সভ্যতার চরমোৎকর্ষ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নরনারীর সম্পর্ককে সরল ও স্বাভাবিক করার মধ্যেই সভ্যতার কৃতিত্ব। নারীর প্রতি পুরুষের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

যথেচ্ছ ব্যবহারকে শাসন-শৃঙ্খলিত ও সংযত করার জন্যেই জগতে বিবাহ-প্রথার সৃষ্টি হয়, নারীকে চিরপরাধীন করার জন্য নয়। একমাত্র সন্তান-জনন-সম্পর্কিত বিবিধ ক্রিয়া ও কর্ম্মফলগুলি ছাড়া জীবনের অন্য সব ব্যাপারে নারী ও পুরুষ সমান, এই সত্য সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হ'লেই সভ্যতার চরমোৎকর্ষ হবে। উভয়ের দৈহিক পার্থক্য কি মনোবৃত্তিরও পার্থক্য-বিধান করে না? সাধারণ অবস্থায় নিশ্চয়ই করে কিন্তু অভ্যুন্নত অবস্থায় তা' করে না। অভ্যুন্নত অবস্থায় নারী নিজের কাছে নারী নয়, স্বয়ং পরব্রহ্ম, পুরুষ নিজের কাছে পুরুষ নয়, স্বয়ং পরব্রহ্ম, নারী পুরুষের কাছে নারী নয়, স্বয়ং পরব্রহ্ম, পুরুষ নারীর কাছে পুরুষ নয়, স্বয়ং পরব্রহ্ম। অভ্যুন্নত অবস্থায় নারীও ব্রহ্ম, পুরুষও ব্রহ্ম, সুতরাং উভয়ের সম্পর্কের ভিতরে ব্রহ্মচেতনাই একমাত্র সত্যিকার চেতনা, ব্রহ্মাস্বাদনই একমাত্র সত্যিকার আস্বাদন। ঠিক এই কথাটীকে একটু ঘুরিয়ে বললে এও বলা চলে যে, নারী নিজের কাছে নারী নয়, নিত্য-কৃষ্ণ-দাস, পুরুষ নিজের কাছে পুরুষ নয়, নিত্য-কৃষ্ণ-দাস, নারী পুরুষের কাছে নারী নয়, নিত্য-কৃষ্ণ-দাস, পুরুষ নারীর কাছে পুরুষ নয়, নিত্য-কৃষ্ণ-দাস। অভ্যুন্নত অবস্থায় নারীও নিত্য-কৃষ্ণ-দাস, পুরুষও নিত্য-কৃষ্ণ-দাস, সুতরাং উভয়ের সম্পর্কের ভিতরে এবং দৈহিক বা মানসিক যাবতীয় আদান-প্রদানের ভিতরে কৃষ্ণ-দাসত্বের নিত্য আস্বাদনই একমাত্র সত্যিকারের আস্বাদন, কৃষ্ণদাসত্ব-চেতনাই একমাত্র সত্যিকার চেতনা। এখানে

কৃষ্ণ বল্‌তে যার যার ইষ্টকে অর্থাৎ পরমাভীষ্ট পরমেশ্বরকে বুঝ্‌তে হবে। Stereotype ক'রে, ছাঁচে আবদ্ধ ক'রে, একমাত্র নন্দঘোষ-নন্দন দ্বিভুজ মুরলীধারীকেই যে বুঝতে হবে, তা নয়। যিনি অণুরও অণীয়ান্, যিনি গুরুরও গরীয়ান্, সেই পরমেশ্বরকে যে যেমন ক'রে ভাবে, বোঝে বা গ্রহণ করে, তাঁর সঙ্গে পুরুষও যেমন অভেদ, নারীও তেমন অভেদ অথবা তাঁর সেবক-রূপে পুরুষের যে সার্থকতা, তাঁর সেবিকা-রূপে নারীরও সেই সার্থকতা। এই বোধটীতে পৌঁছুতে মানব-সভ্যতার বহু লক্ষ বৎসর পথ-পর্য্যটন প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু এই বোধটীকে একেবারে বোধিতে পরিণত করার মধ্যেই হবে সভ্যতার চরম উৎকর্ষ। সভ্যতার সেই চরমোৎকর্ষই আমাদের লক্ষ্য। একটু সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি পাঠ কর্‌লে দেখা যাবে যে, একদিকে যেমন তাতে মনুষ্য-সমাজের আদিম অবস্থার নানা বিপর্য্যয় ও বিশৃঙ্খলার স্পষ্ট পরিচয় আছে, তেমন আবার ব্রহ্মচেতনার এই স্তরটীর দিকেও ইঙ্গিত করা আছে। এক হিসাবে নারী ও পুরুষ পরস্পরের অনুপূরক, অন্য এক হিসাবে নারী ও পুরুষ একত্র মিলে এক অভেদ-পরমাত্মা। সভ্যতার উন্নত অবস্থায় এরা অনুপূরক, সভ্যতার উন্নততম অবস্থায় এরা অভেদ-পরমাত্মা।

কুড়িগ্রাম (রংপুর)
৩২শে শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৪২
(১৭ই আগষ্ট, ১৯৩৫)

কুড়িগ্রামের সরকারী উকিল শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র রায়ের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আমন্ত্রণে শ্রীশ্রীবাবামণি প্রাতে কুড়িগ্রাম আসিয়াছেন। ইহা রংপুর জেলার একটী মহকুমা-শহর।

সৎকথার সার্থকতা

রংপুরের অন্তর্গত মাহিগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সৎকথা শুনিয়া উপকৃত বোধ করা আর উল্লসিত হওয়াই একটা মস্ত বড় কথা নহে। হাজার হাজার সৎকথার মধ্য হইতে একটী দুইটীকে বিশেষ করিয়া বাছিয়া নিয়া তাহাদিগকে জীবনের কর্ম্মে, জীবনের ধর্ম্মে, জীবনের জাগ্রত ভবিষ্যতে রূপান্তরিত করিবার আপ্রাণ চেষ্টার মধ্যেই সৎকথা কথনের বা শ্রবণের প্রকৃত সার্থকতা রহিয়াছে। আশা করি, আমার রংপুর শহরের জ্বালাময়ী বক্তৃতাবলি শুধু তুবড়ী-বাজিরই স্থলাভিষিক্ত হইবে না, তোমাদের জীবনের অনুশীলনের মধ্য দিয়া দেশ ও জগতের স্থায়ী সম্পদে পরিণত হইবে।"

ঐক্য তথা প্রাণের যোগ

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত কুমিল্লা-নিবাসী জনৈক পত্রপ্রেরকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কাহারও সহিত যোগাযোগের চেষ্টাকে তুমি শ্রদ্ধার সহিত দেখিবে না, কাহারও সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া

তাহার সহিত মতামত-বিনিময়ের দ্বারা নিজেদের কর্ম্মপন্থার ন্যূনতম সামান্যতটুকু আবিষ্কারেরও চেষ্টা তুমি করিবে না, অথচ ঘরে বসিয়া কল্পনার রঙ্গীণ ফানুস উড়াইলেই তোমাদের মধ্যে নিবিড় ঐক্য এবং গভীর সখ্য স্থাপিত হইয়া যাইবে, এমন কাব্যে আমার বিশ্বাস নাই। তোমার অনেক কাজ, এজন্য তুমি অন্যদের সহিত যোগাযোগ করিবার সময় দিতে পারিবে না আর অন্যান্যেরা বুদ্ধিহীন বর্ব্বর বলিয়া তাহারা তোমার সহিত যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ পাইবে না,— এইরূপ মনোভঙ্গিমা কোনও ঐক্যবদ্ধ সংপ্রয়াসের পক্ষে অনুকূল নহে। ছোটদের মধ্যেও তুমি মহত্ত্বের অনুসন্ধান করিবে এবং বড়দের মধ্যেও তাহারা নিজেদের সমকক্ষ একটী প্রিয়জনকে পাইবে,—মানসিক আবহাওয়াটা যখন এইরূপ হইবে, জানিও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার রুচি, জন্ম ও সাফল্য মাত্র তখনই সম্ভব হইবে। একাই তুমি বিশ্ববিজয় করিবে এবং একা তাহা না করিতে পারিলে তোমার দিগ্বিজয় নিয়া কোনও প্রয়োজন নাই, ইহা অহঙ্কৃত দাম্ভিকেরই উক্তি। একজন ভীম একা হিড়িম্ব রাক্ষস বধ করিতে পারেন কিন্তু কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ জয় করিতে পারেন না, তাহাতে আরও বহু রথী, মহারথীর প্রয়োজন হয়, তাহাতে সপ্ত অক্ষৌহিণী সাধারণ সৈনিকের আবশ্যকতা পড়ে। একা রামচন্দ্র লঙ্কাজয় করিতে পারেন নাই। তাঁহাকেও বানরদের মত হেয় ব্যক্তিদের সাহায্য নিতে হইয়াছিল। যাহাদের সহিত প্রাণের যোগ স্থাপন করিতে

পারিবে না, তাহাদের নিয়া ঐক্য হয় না এবং ঐক্য ব্যতীত কোনও দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপক অমঙ্গলের উৎপাটনও সম্ভব নহে।"

ঠকাইব না ও ঠকিব না

নোয়াখালী জেলান্তর্গত দাগনভূইঞা-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জীবনকে সুখময় করিবার পথ জানিতে চাহিয়াছ। সেই পথ সরলতার পথ, সরসতার পথ, দয়া-মায়া-ভালবাসার পথ, প্রবঞ্চনাহীন প্রতারণাবর্জ্জিত সৎ ও সাধু জীবন যাপন করিবার পথ। স্বার্থের মুখে মানুষের প্রকৃত চরিত্রের পরীক্ষা হয়। যেখানে স্বার্থের কাড়াকাড়ি নাই, সেখানে দ্বন্দ্বের মারামারিও নাই। স্বার্থবোধ সেখানেই সব চেয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করে, যেখানে একজন লোককে কর্ম্মঠ অথচ নিরীহ জানিয়া কোনও বুদ্ধিমান লোক তাহাকে ব্যবসায়ের অংশভাক্ করে। একজনের চূড়ান্ত ত্যাগ ও কল্পনাতীত পরিশ্রমে সমৃদ্ধির সৌধমালা গড়িয়া ওঠে আর অন্য জনে বিনা শ্রমে বা অল্প শ্রমে তাহার সবটুকুই একাকী লুণ্ঠন করিয়া নিতে প্রয়াসী হয়। মুখে খুবই ভাল মানুষ, অতীব অমায়িক ও ভদ্র থাকিয়াও এই সকল বিশ্বাসঘাতক নিজ সহকর্মীর পৃষ্ঠদেশে অতীব গোপনে ষড়যন্ত্রের ছুরিকাঘাত করে। এই জন্যই আমাদের দেশে ভাগের ব্যবসায়ে অভ্যুদয় নাই। অথচ শ্রম ও মূলধন বিপুল পরিমাণে সংগ্রহ বা বিনিয়োগ করিতে হইলে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

একাধিক ব্যক্তির সম্মিলিত অধ্যবসায় একান্তই আবশ্যক। সুতরাং তোমাদের প্রতিজনের প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, অন্যে আমাকে ঠকাইলে ঠকাউক, আমি কদাচ কাহাকেও ঠকাইব না। তাহার মানে এই নহে যে, অন্যে যাহাতে আমাকে ঠকাইতে না পারে, তাহার জন্য আমি সাবধান থাকিব না। ঠকাইব না এবং ঠকিব না, এই দুইটী প্রতিজ্ঞাই যুগপৎ করিতে হইবে।"

ছোট বড় সকলের আত্মোৎসর্গ চাহি

ঢাকা বনগ্রাম-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমরা কি লক্ষ্য করিয়াছ যে, সম্প্রতি বঙ্গদেশে বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে যে সকল ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান বা সমাজ-সেবামূলক সংস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশেরই লক্ষ্য সমাজের অনাদৃত অংশের নরনারীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার সেবাকে উদার অন্তঃকরণে ছড়াইয়া দেওয়া হইলেও, তাহাদের কর্ম্মিবৃন্দসমূহ সৃষ্ট হইতেছে সাধারণতঃ সমাজের উচ্চ স্তরে অবস্থিত বংশসমূহের কুলপ্রদীপদেরই দ্বারা? লক্ষ্য কি করিয়াছ যে, যাহাদের জন্য সেবা, তাহারা শুধু সেবা গ্রহণেই তুষ্ট থাকিতেছে, সেবা দিবার জন্য প্রাণদানে তাহাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি বা প্রতিযোগিতা সৃষ্ট হইতেছে না। আমার মতে ইহা দুর্লক্ষণ। ছোট হইয়াছ কেবল

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সেবা নিবার জন্য, সেবাদানের কার্য্যে জীবনোৎসর্গ করিয়া কেহ নিজ ক্ষুদ্রত্বকে দূর করিবে না, ইহা ত' দারুণ ভাবে কেবল ঠকিয়া যাইবার কথা। সেবা দিয়া সেব্যকে আমরা ছোট অবস্থা হইতে টানিয়া বড় করিয়া তুলিব, ইহাই ত' অভিলষণীয় হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হইতেছে না। কেন হইতেছে না? উহাদের শিক্ষার অভাবের দরুণ? উহাদের কুলপ্রথানুগত সংস্কাররাশির দরুণ? উচ্চবর্ণীয় প্রতিষ্ঠান-পরিচালকদের কোনও প্রকার অবহেলা বা অবজ্ঞার দরুণ? ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহার ভিক্ষু-সঙ্ঘে সকল জাতিকে স্থান দিতেন। শঙ্করপন্থীদের মধ্যে একমাত্র দণ্ডী সন্ন্যাসীদের বাদে অন্য সকল সন্ন্যাসী-সঙ্ঘে সর্ব্বজাতির প্রবেশাধিকার স্বীকৃত রহিয়াছে। সুতরাং আমরা উচ্চবর্ণীয়েরা বাধা দিতেছি বলিয়াই নিম্নবর্ণীয়েরা জনসেবাকার্য্যে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে না, একথাও ত' প্রমাণিত হয় না। কিন্তু কথাটা দস্তুর মত ভাবিবার। ছোট ও বড়, অবজ্ঞাত ও সমাদৃত সকল মানুষ জনকল্যাণে জীবনোৎসর্গ করিতে আসিবে, জাতির জাগরণ ত' ঘটিবে তখন।"

নিষ্ঠাবান্ হও

ঢাকা জেলান্তর্গত গাওদিয়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সৎসঙ্কল্প নিয়া একবার যে কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছ, পূর্ণ সাফল্য লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর তাহাতে ক্ষান্ত হইবে না, এই প্রতিজ্ঞা কর। জীবনে কতবার ত' কত কাজে হাত দিলে কিন্তু কোন কাজেই ত' জিদ করিয়া লাগিয়া থাকিলে না। অতীত জীবনের ঘটনাবলি চিন্তা করিয়া দেখ যে, যখন যে কাজেই হাত দিয়াছ, আজ পর্য্যন্ত যদি শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাহাতেই লাগিয়া থাকিতে, তাহা হইলে কোন্ অসাধ্য তোমার দ্বারা সিদ্ধ হইতে না পারিত? তুমি মহাবল না হইতে পার কিন্তু কাজে লাগিয়া থাকিলে ক্ষুদ্র পিপীলিকাও কল্পনাতীত ঘটনা ঘটাইয়া দিতে পারে। নিষ্ঠার এই শক্তি আছে বলিয়াই ত' তোমাদিগকে সফল হইবার আশীর্ব্বাদ দিবার আগে দেই নিষ্ঠাবান্ হইবার আশীর্ব্বাদ। একই লক্ষ্যে একই পরিকল্পনা নিয়া সুদীর্ঘকাল দৃঢ়তার সহিত লাগিয়া থাকিলে জগতে কি যে করা যায়, তাহা তোমরা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাও নাই বলিয়াই জান না। নিষ্ঠাশীলতার অপার অসাধারণত্বে আমি এই জন্যই বিশ্বাসী যে, অতুলনীয় কোনও প্রতিভার অধীশ্বর না হইয়াও, কেবল জোর করিয়া কাজে লাগিয়া থাকিবার সৌভাগ্য হেতু আমি নিষ্ঠার মহনীয় শক্তির প্রকৃত মূর্ত্তি এবং তজ্জনিত সফলতার গভীরতা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমি যাহা সত্য বলিয়া জানি, তাহাই তোমাদিগকে বলিতেছি, নতুবা কতকগুলি অর্থহীন

উপদেশ দিয়া কথার বাজে খরচ করিবার আমার রুচিও নাই, অবসরও নাই।"

যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা-কথন

ঢাকা জেলান্তর্গত মাণিকগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"শ্রীকৃষ্ণ যে যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা-ভাষণে প্ররোচনা দিলেন, আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তি তাহার ভিতরে কোনও ভাগবতী লীলা প্রত্যক্ষ করিতে যে অসমর্থ, একথা আমাকে সরল মনে স্বীকার করিতে হইতেছে। এই মিথ্যার প্রত্যক্ষ ও অতীব নিষ্ঠুর ফল নিরস্ত্র দ্রোণাচার্য্যের নৃশংস অপমৃত্যু, পুণ্যশীল ও সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের যেই রথ কদাচ ভূমিতল স্পর্শ করিত না, এই মিথ্যার অব্যবহিত ও সদ্যঃ ফল তাহার ভূমিস্পর্শ রূপ অধঃপতন এবং এই মিথ্যার দূরবর্ত্তী ফল যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শন। উল্লিখিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলগুলি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে যে, নিজেকে ভগবান্ বলিয়া জানিয়াও যদি কেহ আজ্ঞাবহ ব্যক্তিকে মিথ্যায় প্ররোচিত করেন, তথাপি সেই নির্দ্দেশ শুভপ্রদ নহে। উল্লিখিত ফলগুলিই বরং স্পষ্ট করিয়া বলিতেছে যে, পরম সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা সত্ত্বেও মিথ্যা হইতে দূরে থাকাই যুধিষ্ঠিরের কর্ত্তব্য ছিল। পাশার দানে দ্রৌপদীকে হারাইয়াও যিনি মনে মনে ভাবিতে পারিয়াছিলেন যে, সত্য রক্ষার জন্যই দ্রৌপদীর অকথনীয়

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অপমান দর্শনেও প্রতিবাদ না করাই সঙ্গত, সেই সত্যশীল মহাপুরুষের এইরূপ দিগ্‌ভ্রম সত্যই শোচনীয়। মহাভারতের কাহিনীই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছে যে, অন্য কোনও হিতকামীর পক্ষে যুধিষ্ঠিরের এই আচরণ কদাপি অনুকরণীয় নহে। এই কাহিনী হইতে আমরা এই উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের আচরণ গ্রাম্য কূটনীতি-বিশারদ ধূর্ত্ত চাণক্যদের মতন হইলে আমরা কি জীবন-পথে চলিতে চলিতে এই সব দৃষ্টান্তের কুফল গ্রহণে অরুচিসম্পন্ন হইতে পারিব? শ্রেষ্ঠরা যে আচরণ করেন, ইতরেরা তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে, ইহা ত' শ্রীকৃষ্ণেরই স্বমুখনিঃসৃত বাণী।"

জীবন-পরীক্ষা ও জীবন-লীলা

নোয়াখালী জেলান্তর্গত নাজিরপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জীবনের প্রতিটি ঘটনা আমাদের যোগ্যতার উপরে ভগবানের পরীক্ষা, এই ভাবে জীবনটাকে ধরিয়া নিলে প্রত্যেকটী অসুবিধা-জনক পরিস্থিতিতেই মনের ভিতরে এই যুক্তিতে একটা সান্ত্বনার সঞ্চার হয় যে, পরীক্ষা যখন দিতেই হইবে, তখন আর ভয় সঙ্কোচ রাখিয়া কি হইবে। সারা বৎসর পড়িয়া থাকি আর না থাকি, পরীক্ষার দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষাগারে যাইতেই হইবে এবং দোয়াত-কলম-কালি লইয়া পরীক্ষার খাতা লিখিতেই হইবে। জানা না-জানা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর লিখিবার জন্য ক্ষিপ্র গতিতে কাজ করিতে হইবে এবং মনের যাবতীয় অভিনিবেশকে অন্য দিক হইতে টানিয়া আনিয়া একমুখ করিতে হইবে। মনোযোগিতার এই একাগ্রতার ফলে হঠাৎ অনেক দিনের ভুলিয়া-যাওয়া অনেক কথা মনে পড়িয়া যাইবে এবং যে পরীক্ষায় ফেল মারিব বলিয়া বুক দুরুদুরু করিতেছিল, সেই পরীক্ষা-সাগর আমার নিকটে উত্তরণীয় হইয়া পড়িবে। এভাবে জীবনকে দেখিলে কোনও দুর্ভাগ্য-জনক অবস্থাতেই মানুষ একেবারে মুষড়িয়া পড়ে না। কিন্তু আর এক ভাবেও জীবনটাকে দেখিতে পার। পরীক্ষা তিনি করিতেছেন, ইহা সত্য কিন্তু তিনি কি আমাদের পদার্থত্ব বা অপদার্থতার পরিমাণ জানেন না বলিয়াই পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছেন? তিনি আমাদের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সব কিছু জানেন কিন্তু তিনি আমাদিগকে বিকশিত করিয়া তুলিতে চাহেন। অথবা শুদ্ধতর ভাষায় বলিব, তিনি নিজেকে আমাদের মধ্য দিয়া বিকশিত, প্রস্ফুটিত, বিস্তারিত করিতে চাহেন। এই কারণেই নিত্য নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়া আমাদিগের কর্ম্মশক্তি ও ধ্যানরুচিকে বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত করিবার এই নিত্য নবায়মান কৌশল। আমাদের জীবন শুধু পরীক্ষাই নহে, ইহা এক লীলা। পরীক্ষায় থাকে শুষ্কতা, লীলায় থাকে সরসতা, মধুরতা, অনির্ব্বচনীয় আস্বাদশীলতা। তোমার জীবনকে তুমি

তাঁহার বিচিত্র লীলা ভাবিয়া লীলা-রূপে দর্শন করিবার চেষ্টা কর। দেখিবে, জীবন-গতির সবলতা কত দ্রুত বাড়িয়া যায় অথচ জীবন হইতে পরুষতা ও অসুন্দরতা কত দ্রুত সরিয়া যায়।"

প্রতাপ চন্দ্র রায়

অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় জনসভার কাজ আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র রায় মহাশয়ই সর্ব্ববিষয়ে ব্যবস্থার ভার নিয়াছেন। তিনি চারিদিকে ছুটাছুটিতে ব্যস্ত। বাবামণি আসিয়াছেন কুড়িগ্রামে, বাবামণির বক্তৃতা হইবে কুড়িগ্রামে, কুড়িগ্রাম আজ ধন্য হইল, এই ভাব নিয়া তিনি স্থানে স্থানে যাইতেছেন এবং শহরের গণ্য-নগণ্য, খ্যাত-অখ্যাত সর্ব্ববিধ লোককে কেবল সভাস্থলে পাঠাইতেছেন।

ইতোমধ্যে বক্তৃতারম্ভের সময় হইয়া গেল। একজন ভদ্রলোক স্থানীয় প্রথম মুন্সেফ শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সভাপতিত্বে বরণ করিলেন। সভারম্ভ হইয়া গেল। সভাপতির অনুরোধ-ক্রমে শ্রীশ্রীবাবামণি বক্তৃতারম্ভ করিলেন।

সভাপতির কি প্রয়োজন

কিন্তু ইতিমধ্যে প্রতাপ বাবু ফিরিয়া আসিয়াছেন। বলিলেন,—এসব সভায় আবার সভাপতির প্রয়োজন কি?

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ঋষি-মহর্ষিরা উপদেশ দিবেন, আমরা অজ্ঞান জীবেরা বিনীত মনে জ্ঞান আহরণ কর্ব্ব, ভক্তিরস সঞ্চয় কর্ব্ব, পুণ্যলাভ কর্ব্ব, তার মধ্যে আবার সভাপতির প্রয়োজন কি? আর এমন এক অসাধারণ বক্তাকে পেয়ে তাঁর সম্পর্কে একটা নিতান্ত tame introduction দেওয়ার কি অর্থ হ'তে পারে? আমি থাক্‌লে ভাল ক'রে পরিচয়টা দিয়ে দিতে পার্ত্তাম। নিজ কর্ণে রংপুর শহরের পাঁচ ছয়টা বক্তৃতা আমি শুনেছি। দেখেছি, বক্তৃতা কাকে বলে।

ধর্ম্ম ও মানব-প্রেম

শ্রীশ্রীবাবামণি বক্তৃতা দিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—মানুষের একটা সমাজ আছে। সমাজ প্রতিষ্ঠা এই জন্যই সম্ভব হয়েছে যে, সকল মানুষের জন্য একটা নির্দ্ধারিত নৈতিক মান কার্য্যকর করার চেষ্টা এখানে আছে। এই জন্যই মানুষ মাত্রেরই দাবী সব মানুষের জন্য সমান সুযোগ। একদল মানুষ একেবারে অমানুষ হ'য়ে থাক্‌বে, আর একদল মানুষ দেবতা হ'য়ে অন্তরীক্ষে বিচরণ কর্ব্বে, সমাজ-গঠনের এটা কখনো উদ্দেশ্যও হ'তে পারে না, সার্থকতাও এতে আসতে পারে না। বহু লক্ষ বৎসর ধ'রে নানা বিচিত্র দেশের নানা বিচিত্র আবহাওয়াতে জাত ও পরিবর্দ্ধিত হওয়ার ফলে এক মানব-গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য মানব-গোষ্ঠীর আকারগত, স্বভাবগত, রুচিগত, উন্নতির স্তরগত এবং ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা-

সম্পর্কিত নানা রূপ পার্থক্য সৃষ্ট হ'য়ে থাক্‌তে পারে কিন্তু সবাই যে মানুষ, এই কথাটির স্বীকৃতিই হচ্ছে, সমাজ-গঠনের প্রথম অঙ্গীকার। কেউ আগে জন্মেছে এবং বেড়েছে ব'লে বড়র সুবিধা সে দাবী কত্তে পারে, কেউ পরে জন্মেছে এবং বেড়েছে ব'লে ছোটর সুবিধা সে দাবী কত্তে পারে, এটা অন্যায় নয়। কিন্তু সমগ্র মানব-জাতি একই জাতি, এই কথাটা সবাইকে স্বীকার কত্তে হবে। ধর্ম্ম নামে একটী বস্তু নানা দেশে নানা ভাবে যখনি আবির্ভূত হয়েছে, তখনি তার প্রধান কর্ত্তব্য হয়েছে বিশ্বের সমস্ত মানবকে আপন ব'লে গ্রহণ কর্ব্বার রুচি সৃষ্টি ক'রে দেওয়ার। প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্ম তখনই সার্থক, যখন তার প্রচারের ফল হয় নির্ব্বিচার মানব-প্রেম। মানুষ মানুষকে ভালবাস্‌বে, এর চেয়ে বড় কথা মানুষের জীবনে আর কি হ'তে পারে?

ধর্ম্ম কখন অধর্ম্ম হয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু ধর্ম্ম যখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচারিত হয়, তখন তার ভিতরে পাপ, কপটতা, নিষ্ঠুরতা ও অবিচার প্রবেশ করে। তখন ধর্ম্মেরই নাম ক'রে মানুষ ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়। ধর্ম্ম যখন গোষ্ঠী-বিশেষের স্বার্থ-পুষ্টির জন্য অপর গোষ্ঠীগুলির উপরে আততায়ী হয়, তখন ধর্ম্ম নিজেকে নিজে খণ্ডিত করে, নিজেকে নিজে লঙ্ঘন করে,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ধর্ম্ম যখন ব্যক্তি-বিশেষের খোশ-খেয়ালকে অপরের বিবেক ও বিচারকে স্তব্ধ ক'রে দেবার জন্য অত্যাচাররূপে আত্মপ্রকাশ করে, তখন ধর্ম্ম অধর্ম্মে পরিণত হয়, তখন ধর্ম্ম অধর্ম্মের হয় জনয়িতা। ধর্ম্ম যখন মানুষের মনে কাপুরুষতা, দুর্ব্বলতা, পাপকর্ম্মে লিপ্ততা সৃষ্টি করে, তখন ধর্ম্ম হয় অধর্ম্মের ফুলশয্যা। একজন সাধারণ মানুষ যে কুকর্ম্ম কর্ল্লে হবে নিন্দার্হ ও দণ্ডনীয়, একজন অসাধারণ মানুষ সে কাজ কর্ল্লে তার জন্য নিন্দা বা দণ্ড বিহিত না হ'য়ে হয় যদি প্রশংসার গুঞ্জন, তবে বুঝতে হবে, ধর্ম্ম এখান থেকে অনেক দূরে পলায়ন করেছে, ধর্ম্ম এখানে নেই।

ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কি কি যুক্তি আছে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সম্প্রতি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ধর্ম্মের বিরুদ্ধে মনীষী ও যশস্বী ব্যক্তিরা পর্য্যন্ত তীব্র আন্দোলন শুরু করেছেন। এতে প্রকৃত ধার্ম্মিকদের দুশ্চিন্তা করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই কিন্তু ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক প্রচারণা চতুর্দ্দিকে আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে, তার স্বপক্ষে নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। ধর্ম্ম মানুষকে শান্তি দিয়েছে এবং দেবে, এটাই ইতিহাস এবং আশা। কিন্তু ধর্ম্মানুসরণ যদি মানুষকে সেই সকল সদ্‌গুণ না দেয়, যা হচ্ছে ব্যক্তির,

জাতির, সমাজের এবং জগতের সর্ব্বজনের শান্তির আকর, তা' হ'লে ব্যাপারটা কি শোচনীয় হয় না? অনেক মানুষের মনের কবিত্ব তা'দিগকে ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করে। অনেক মানুষের শান্তি, তৃপ্তি, সন্তোষের লালসা তা'দিগকে ধর্ম্মের অনুরাগী করে। অনেক মানুষ মানবে অকৈতব প্রেমকে মহার্ঘ সম্পদ জ্ঞান ক'রে ধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। স্বার্থবুদ্ধি কখনো এই প্রেম, এই সন্তোষ, এই তৃপ্তি, এই শান্তি দিতে পারে না। কুট-কৌশল, চালিয়াতি, শোষণ, উৎপীড়ন এবং অপরের উৎখাতন কখনো এই পরমলোভনীয় বস্তুগুলিকে প্রাপণীয় ক'রে তোলে না। সুতরাং কেন মানুষের মন ধর্ম্মের নাম শুনলে বিরক্ত বা আতঙ্কিত হবে না? ধর্ম্মের নাম ক'রে অবিচার বা ব্যভিচার করার জন্য ধর্ম্মের অপব্যবহার ত' প্রায় সকল দেশেই ব্যাপক ভাবে দেখতে পাওয়া গেছে বা যাচ্ছে। তবে কেন বিজ্ঞ মানুষেরা মনুষ্য-সভ্যতার ভবিষ্যৎ ভেবে সতর্ক হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব কর্ব্বেন না? ধর্ম্মানুরাগ মানুষের মধ্যে যেমন একটা স্বাভাবিক বৃত্তি, ধর্ম্মের নাম শুনলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠাও ত' তেমনি একটী স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হ'তে চলেছে।

সন্নীতির অনুশীলন ও মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির সম্ভাব্যতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমরা যারা নিজেদিগকে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ধার্ম্মিক ব'লে মনে করি, অথবা আমরা যারা ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট ব'লে নিজেদিগকে অনুভব করি, তাদের প্রত্যেকের আজ কর্ত্তব্য হচ্ছে, অপক্ষপাত ভাবে এই কথাগুলির বিচার করা এবং ধর্ম্মান্দোলনের দিকে মনকে বেশী বিক্ষিপ্ত না ক'রে সুনীতি ও সুবিচারের প্রয়োজন ও সম্ভাবনার দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করা। কোন্‌টা সৎ কাজ আর কোন্‌টা অসৎ কাজ, কোন্‌টা সন্নীতি-বর্দ্ধক আর কোন্‌টা নীতি-বিগর্হিত, এই বিষয়ে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের লোকের মনোভাব একই রকম। কিন্তু কোন্‌টা ধর্ম্ম আর কোন্‌টা অধর্ম্ম, এইটা নিয়ে পৃথিবীর নানা জাতির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে দারুণ গরমিল ও মতভেদ আছে। ছাগহত্যা যদি পাপ না হয়, তবে গোহত্যা পাপ হবে কেন, এই প্রশ্নের জবাব কি আমরা সবাই একই রকম দিতে পার্ব্ব? কিন্তু হত্যা মাত্রেই কেন নীতিবিগর্হিত, এই প্রশ্নের উত্তর পৃথিবীর সব দেশের মানুষ প্রায় এক ভাষাতেই দেবে। জীবহত্যা ব্যতীত মানুষের বেঁচে থাকা কঠিন, তাই বাধ্য হ'য়ে মানুষ জীবহত্যা করে, কিন্তু যত অল্প সংখ্যক জীবকে হত্যা করা সম্ভব, তাই করে ব'লে হত্যার সমর্থকেরাও রায় দেবেন। যার ধর্ম্ম যাই হোক্, পৃথিবীর সব লোক যদি নিজ নিজ জীবনকে সন্নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বার চেষ্টা করে, তা' হ'লে অনেক অশান্তি থেকে রক্ষা পাবার উপায় মানব-জাতি আবিষ্কার কর্ত্তে সমর্থ হবে। যেই মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি নিত্য নূতন

চিত্ত-চমৎকারী আবিষ্কার সমূহ ক'রে যাচ্ছে যেন বিদ্যুতের বেগে, সেই মানুষ কি জগদ্ব্যাপী শান্তি-প্রতিষ্ঠার কাজে তার প্রতিভার বিশেষত্ব দেখাবে না?

অসংখ্য বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক তথ্য-সমূহের সমাবেশ করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি পূর্ণ আড়াই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা দান করিলেন।

সভাপতির ভাষণ

সভার উপসংহারে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—শুনেছিলাম এক জন সাধু-মহাত্মা একটী ভাষণ দেবেন। সাধারণ কৌতূহল নিয়ে সভাস্থলে এসেছিলাম। বক্তৃতা শুনে স্তব্ধবাক্ হ'য়ে গেলাম। সুন্দর একটী সৎসিদ্ধান্তকে অবলম্বন ক'রে এত তথ্যের সমাবেশ আর এত কঠিন বিষয় এত সরল ভাষায় প্রকাশ যে কখনো সম্ভব, তা' নিজ কর্ণে না শুনলে বিশ্বাস কত্তে পারতাম না। আমি সর্ব্বসাধারণের পক্ষ থেকে শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজকে অনুরোধ কচ্ছি যেন তিনি এই শহরে আরও কয়েক দিন ভাষণ দেন। পতিত-পাবনী গঙ্গাকে পাবার জন্য আমাদের কারো কষ্ট ক'রে হরিদ্বার বা হৃষীকেশে যেতে হ'ল না, কুড়িগ্রামের ভগীরথ প্রতাপ বাবু শঙ্খনিনাদ ক'রে তাঁকে এখানে যখন নিয়ে এসেছেন, তখন আমরা চাই, পবিত্র এই গঙ্গানীর আমরা আরও পান কর্ব্ব, এই উপদেশ-স্রোতোধারায় আমরা অবগাহন ক'রে কৃতার্থ হব।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সমবেত জনতা জয়ধ্বনি করিয়া এবং করতাল-বাদ্য করিয়া এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

অকল্পনীয় গুণগ্রাহিতা

তাড়াতাড়ি শ্রীশ্রীবাবামণি পকেট হইতে ছোট্ট ডায়েরিখানা বাহির করিয়া দেখিলেন এবং বলিলেন,—ভাদ্র মাসের চার তারিখ বুধবার আমাকে গাইবান্ধা পৌঁছুতেই হবে। সুতরাং আপনারা যদি আদেশ করেন, তা' হ'লে আমি আরো তিন দিন ভাষণ দিতে পার্ব্ব।

সমবেত সজ্জন ও মহিলাগণের আনন্দোচ্ছল কলরব এবার শুধু সভাস্থলকেই প্রকম্পিত করিল না, আকাশ-বাতাস মথিত করিল। দলে দলে নরনারী নিজ নিজ পথে জয়ধ্বনি দিতে দিতে গৃহে ফিরিতে লাগিলেন এবং সকলকে উচ্চরবে বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—বাবামণির বক্তৃতা আরও তিন দিন হইবে, সবাই বক্তৃতা শুনিতে অবশ্যই আসিবেন।

কুড়িগ্রাম

৪ঠা ভাদ্র, বুধবার, ১৩৪২

(২১শে আগষ্ট, ১৯৩৫)

পয়লা, দোসরা ও তেসরা ভাদ্রের তিনটী বক্তৃতার কোনও নোট পাওয়া যায় নাই। এই তিন দিনই জনতার সংখ্যা ছিল অগণিত।

চাঁদা তোলার প্রয়োজন নাই

শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র রায় বলিলেন,—বাবামণি, আপনি জনমনে এমন আলোড়ন এনেছেন যে, এখন যদি আমি আপনার আশ্রমের জন্য চাঁদা তুলতে বের হই, তাহ'লে এই ক্ষুদ্র শহর থেকেই পাঁচ হাজার টাকা তুলে দিতে পারি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কোনো প্রয়োজন নেই। এই শহরে বক্তৃতা কালে আমার রচিত পুস্তক প্রায় পাঁচ শত টাকার মত বিক্রয় হয়েছে। এই টাকাটাই আমার যথেষ্ট। দরিদ্রের আশ্রম দরিদ্র ভাবেই চলুক, ধনৈশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য আশ্রম-কর্ম্মীদের মনে অহমিকা ও অপচয়ের স্পৃহা উদ্রিক্ত কর্ব্বে।

প্রতাপ বাবু এই প্রসঙ্গে স্বকীয় কতকগুলি অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিলেন। বলিলেন,—কোনো আশ্রম আসেন তাঁদের জনসেবার পরিকল্পনা দেখিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে দিয়ে টাকা তুলতে। কোনো আশ্রমের কর্ম্মীরা আসেন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে খুঁচিয়ে তুলে তার পরে টাকা আদায় কত্তে। কোনো কোনো আশ্রম বা মঠ আবার ভয় দেখিয়ে, অভিসম্পাত ক'রে, টাকা তোলেন। একজন ত' আমার বৈঠকখানায় বসে স্পষ্ট বল্লেন,—পাঁচ শ' টাকা কেন দেবেন না? ব্রহ্মশাপে কি শেষটায় ভস্ম হ'তে চান? আমি ত' অবাক্।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—টাকা আমার ধ্যেয় বস্তু নয়। আমার ধ্যানের বস্তু অন্য কিছু। টাকার লোভ নিয়ে দেশ ভ্রমণ আমাতে সম্ভবে না।

গাইবান্ধা

৬ই ভাদ্র শুক্রবার, ১৩৪২

(২৩শে আগস্ট, ১৯৩৫)

গত পরশু অপরাহ্ণ পাঁচটায় শ্রীশ্রীবাবামণি গাইবান্ধা পৌঁছিয়াছেন। গতকল্য মৌনী রহিয়াছেন। গতকল্য কেহ কেহ কিছু প্রশ্ন নিয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিয়া জবাব দিতেও সম্মত হন নাই। আজ সেই সকল প্রশ্নকর্ত্তাদের মধ্যে কেহ কেহ আসিয়াছেন। তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য, মৌনাবস্থাতে লিখিয়া প্রশ্নের উত্তর দিলে দোষ কি?

মৌনব্রত

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যিনি মৌনব্রত পালন কর্ব্বেন, নিশ্চয়ই তাঁর এই ব্রত পালনের পিছনে কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য থাকবে। লিখে লিখে জবাব দিলে যদি তাঁর সেই উদ্দেশ্যের কোনো ব্যাঘাত না ঘটে, তবে তাঁর পক্ষে লিখে লিখে উত্তর দিতে বাধা কি? কিছু বাধা নেই। তবে, মৌনের সাধারণ উদ্দেশ্য বাক্-সংযম হ'লেও, তার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে চিত্ত-সংযম। লিখে লিখে জবাব দিতে হ'লে মনটা ত' আর

বিশ্রাম পায় না। বাইরের কাজ থেকে বিশ্রাম নিয়ে মনটাকে অন্যতর সূক্ষ্ম কাজে লগ্ন করা যদি থাকে কারো উদ্দেশ্য, তবে দিস্তায় দিস্তায় কাগজ লিখে বা দিবারাত্র শ্লেটে লিখে আর লেখা মুছে মুছে ক্লান্ত হওয়ার মধ্যে ত' কোনো সার্থকতা নেই। অনেক মৌনব্রত-পালনকারীকে দেখা যায়, অস্ফুট স্বরে কথা বল্‌তে। তাঁরা মনে করেন, কণ্ঠের ধ্বনিটা না বেরুলেই মৌন পালন করা হ'ল, ফিস্ ফিস্ ক'রে অস্পষ্ট উচ্চারণে সঙ্গি-বিশেষের বোধগম্য ক'রে বল্‌তে পারলেই মৌনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হ'ল। কেউ এক বৎসর, কেউ দশ বৎসর, কেউ বা যাবজ্জীবন মৌন পালন ক'রে থাকেন, দেখা যায়। মৌনপালনের প্রকৃত উদ্দেশ্য তাঁদের কি, সেটা তাঁরা নিজেরাই অন্য সকলের চেয়ে বেশী জানেন। তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্যের সহায়ক হ'লে কেন তাঁরা মৌনব্রত পালন-কালে লিখে লিখে ক্লান্ত হ'তে সম্মত হবেন না? অনেক সময়ে মুখর ব্যক্তির মুখের কথা শোন্‌বার আগ্রহ সাধারণ মানুষের থাকে না কিন্তু তিনি মৌনী আছেন জান্‌লে তাঁর বক্তব্য জানবার জন্য প্রবল কৌতূহল অনুভব ক'রে তারা এসে জড় হয়। লোককে নিজের বক্তব্য সুকৌশলে শুনিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে যদি কেউ মৌনব্রত গ্রহণ করেন, তা' হ'লে তাঁর পক্ষে লিখে লিখে ক্লান্তি আহরণ ত' একটা পরম কর্ত্তব্য কাজ। সবাই বগ্ বগ্ ক'রে কথা ব'লে যাচ্ছে, আর ইনি মৌনী হ'য়ে বসে আছেন, এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ত' বটে। বিস্ময়-বিমুগ্ধ মন যে-কোনও কথাকে অকপট আগ্রহ নিয়ে শোনে। মৌনব্রতীদের ব্রত-পালন এই হিসাবে সামাজিক হিতসাধক ব্যাপার। প্রকৃত মৌনী পুরুষ যদি অন্তরকে পরম সত্যের সাথে লগ্ন রাখার প্রয়োজনে বহিরের লোকের সঙ্গে চিন্তার আদান-প্রদান বন্ধ ক'রেও দেন, তবু তাঁদের নিঃস্বার্থ পরহিতব্রত চিন্তা জগৎকে নানা ভাবে লাভবান্ করে।

মৌনকালের সতর্কতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মৌনকালে মৌনব্রতীর বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকা উচিত, যেন সেই সময়ে কাম, ক্রোধ আর লোভের তিনি বশীভূত না হন। মৌনী সাধুদের সকলেই অতি সহজে বিশ্বাস করে। এই জন্যই মৌনী অবস্থায় সাধু ব্যক্তিদের সাবধানতার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। মৌনী ব্যক্তি অন্যের কোনও অসঙ্গত ব্যবহারের প্রতিবাদ কত্তে পারেন না, এই জন্যই তাঁর অবস্থান করা উচিত এমন স্থানে, যেখানে সহসা কামোদ্রেক, ক্রোধোদ্রেক বা লোভোদ্রেকের সম্ভাবনা কম। মৌনী পুরুষের পক্ষে নির্জ্জনে কদাচ কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে একটী মুহূর্ত্তের জন্যও অবস্থান করা উচিত নয়। মৌনী ব্যক্তি ধন, তৈজসাদি বা শয্যা-বস্ত্রাদি আহরণের জন্য চেষ্টা কর্ব্বেন না, এটা তাঁর পক্ষে একটী উৎকৃষ্ট নিয়ম। মৌনী ব্যক্তি কদাচ কোনো মাদক দ্রব্য সেবন কর্ব্বেন না,

এইটি তাঁর পক্ষে অবশ্য-প্রতিপাল্য নিয়ম হওয়া উচিত। বাক্-সংযমের ন্যায় সহজে আয়ত্ত করার মত সংযমে যাঁর রুচি, মদ, ভাং, তাম্রকূট সেবনের উপরে তাঁর সংযম প্রতিষ্ঠিত হওয়া নিশ্চয়ই একান্ত ভাবে আবশ্যক।

মৌনী ব্যক্তির পক্ষে কি কি নিষিদ্ধ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মৌনী সাধক মৌন-কালে নিজের অন্তরের সঙ্গে প্রকৃত পরিচয় স্থাপন করেন। তিনি অনেক সময়ে মনের ভিতরে সঙ্গোপনে লুক্কায়িত এমন অনেক কামনা-বাসনাকে ধরে ফেলেন, যারা তাঁর অন্তরের ভিতরে কল-কোলাহলের নীচে বা গভীর অন্ধকারের স্তূপের মাঝে সুকৌশলে লুকিয়ে ছিল। এর ফলে অনেক সময়ে তাঁর কামাবেগ, ক্রোধাবেগ বা লোভাবেগ হঠাৎ হঠাৎ বেড়েও যেতে পারে। এই সময়ে এই সকল আবেগকে সংশোধিত ক'রে উচ্চতর চিত্ত-ভাবনায় পরিণত করার চেষ্টা তাঁর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। সেই চেষ্টাটি মুখ্যতঃ যে ঈশ্বর-সাধন বা আত্মানাত্ম-বিচার বা ভক্তিমূলক মনোভঙ্গীর চর্চ্চা, এতে দ্বিমত নেই। মৌনব্রত পালন-কালে গ্রাম্য চরিত্রের বর্ণনা সমন্বিত গল্প-উপন্যাস পাঠ, নাটক-যাত্রাভিনয় দর্শন বা ইন্দ্রিয় বিলাসের প্ররোচক সঙ্গীত শ্রবণ করতে এই জন্যই বারণ। যে সব সংসর্গে বা অনুশীলনে ঝগড়া-কলহের প্রবৃত্তি বাড়তে পারে,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মৌন কালে সেই সকল সংসর্গ পরিহার ক'রে চলাও নিয়ম। যে স্থানে অবস্থান কর্লে অপ্রাপ্যকে পাবার জন্য অশেষ লালসার উৎপত্তির সম্ভাবনা আছে, তেমন স্থানে মৌনী ব্যক্তির বাস করা বা অস্থায়ী ভাবে থাকাও উচিত নয়। এই অপ্রাপ্য বস্তু ধন হ'তে পারে, বস্ত্র হ'তে পারে, কোনো লোভনীয় পুরুষ বা লোভনীয়া নারী হ'তে পারে। মৌনী ব্যক্তির পক্ষে বিবাহ-সভায় বা রাজসিক সমারোহপূর্ণ আড়ম্বরাদিতে যোগদান অবিধেয়। মৌনী সাধকের পক্ষে নারী বা পুরুষ কাহাকেও আলিঙ্গন দেওয়া বা চুম্বন করা উচিত নয়। মৌনী সাধকের পক্ষে নগ্ন ভাবে অবস্থানও ঠিক নয়।

সাধুরা উলঙ্গ থাকেন কেন

প্রশ্ন হইল,—অনেক সাধুরা উলঙ্গ থাকেন কেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বস্ত্র জোটে না, তাই উলঙ্গ থাকা হয়, এসব যুক্তি ধোপে টেকে না। কাপড় যার মিলে না, সে কৌপীন বা লেঙ্গট পরিধান ক'রেও থাকতে পারে। সূতী বস্ত্র বা গামছা যার মিলে না, তার পক্ষে বৃক্ষ-বল্কল পরিধানও একটা সমাধান। বস্ত্রাভাবে মানুষ ইচ্ছা ক'রে উলঙ্গ রয়েছে, এই দৃষ্টান্ত বড় কম। ক্ষণভঙ্গুর পৃথিবীতে বাস্তব্য-কালীন এই জীবনটা নিতান্তই নশ্বর, এখানে সবাই উলঙ্গ অবস্থাতেই জন্মলাভ করে এবং উলঙ্গ হ'য়েই একেবারে

শেষ যাত্রার জন্য তৈরী হয়, এই দুইটী ঘটনার মাঝখানে কয়েকটা দিন আর বস্ত্র ও আবরণ ব্যবহার ক'রে লাভটা কি, এই রকমের বিচার-বুদ্ধি থেকেই প্রধানতঃ নাগা সাধুরা উলঙ্গ থাকেন। লজ্জা-ভাব সৃষ্টির অনেক আগে থেকেই মানুষ শীতাতপ-নিবারণের উদ্দেশ্যে বস্ত্রাবরণাদি ব্যবহার কত্তে শিখেছে। বস্ত্র ও আবরণ ব্যবহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত ও অভ্যস্ত হওয়ার পরে তাদের মনে এই ভাব জেগেছে যে, বস্ত্রহীন বা আবরণহীন অবস্থায় থাকা লজ্জাজনক। কারো পুরুষাঙ্গ বা স্ত্রী-অঙ্গ দর্শনে আদি কালের মানুষের কোনো লজ্জা-সঙ্কোচের কারণ ছিল না। পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ যেমন ইন্দ্রিয়াদি দর্শনে, প্রদর্শনে, ব্যবহারে কোনো লজ্জা বোধ করে না, আদি কালের মানুষের সমাজে মানুষের মনের অবস্থাটা তাই ছিল। কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের মিলন-জাত দৈহিক ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের মানসিক সম্পর্কের মধ্যে যখন নানা বিমিশ্র ভাবের উৎপত্তি ঘট্‌ল এবং এক মানুষ এই একটী ব্যাপারের মহিমাতেই বিপরীত-লিঙ্গী অপর মানুষটীর কাছে বিশেষ একটী সমাদরের পাত্র হ'ল, তখন থেকেই যৌন মিলনের মধ্যে অধিকার-বাদ, বৈধত্ব-বাদ, নিষেধবিধি-প্রয়োগ প্রভৃতির সৃষ্টি হ'ল। শরীরের নিগূঢ় অঙ্গবিশেষ সম্পর্কে লজ্জার সৃষ্টি হবার পক্ষে এগুলি অনুকূল কারণ-স্বরূপ হ'ল। এখন ত' এই লজ্জা আমাদের প্রতিজনেরই চরিত্রের একটা বিশেষত্ব

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

এবং লজ্জাকে নারীর ভূষণ ব'লেই বর্ণনা করা হয়। এইরূপ সমাজ-ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পরেও যে অনেক-সাধু উলঙ্গ থাকেন, সেটা সত্যই দৃষ্টিকটু ব্যাপার।

উলঙ্গ থাকা বারণ কেন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উলঙ্গ হ'য়েই মানুষ চূড়ান্ত কামক্রিয়াগুলির অনুশীলন ক'রে থাকে। এই জন্যই কাউকে উলঙ্গ অবস্থায় দর্শন কর্ল্লে বা তার সংগুপ্ত অঙ্গ-সমূহ চোখে পড়লে সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকেরই মনে কামক্রিয়ার কথা জাগ্রত হয়। এই কথাটী উপলব্ধি ক'রেই সজ্জন-সমাজে উলঙ্গ থাকা বা কাউকে উলঙ্গ করা অন্যায় ব'লে বিবেচিত হয়। কিন্তু এই ব্যাপারে ভণ্ডামিও বড় কম হয় না। হরিদ্বার কুম্ভমেলায় নাগা সাধুরা উলঙ্গ অবস্থায় শোভাযাত্রা ক'রে বের হন ব'লে অনেকের আপত্তির অন্ত নেই। কিন্তু সিনেমার ছবিতে একটী মেয়েকে উলঙ্গ বা অর্দ্ধোলঙ্গ অবস্থায় দেখান হ'লে সে দৃশ্যের মধ্যে আর্ট লক্ষ্য ক'রে তাঁরা কৃতার্থ হন। কালীমূর্ত্তি কেন উলঙ্গিনী, এই কথা ভেবে এঁদের আফশোষের অন্ত নেই, ছিঃ ছিঃ ব'লে শত ধিক্কার দিতেও এঁদের কুণ্ঠা নেই কিন্তু যাদুঘরে বা প্রদর্শনীতে উলঙ্গিনী যুবতী মূর্ত্তির হুবহু প্রতিচ্ছবি দর্শন ক'রে এমন একটা সুন্দর, সুচারু, পরম লোভনীয় দৃশ্য দেখবার সুযোগ দানের জন্য তাঁরাই আবার মহান্ চিত্রকারের তুলিকাকে শত ধন্যবাদ দিতে দিতে কম্পিত-

কলেবর হন। সৌন্দর্য্য নগ্নতায়ও নেই, সৌন্দর্য্য আবরণেও নেই, সৌন্দর্য্য এমনই একটা বস্তু, যা অভাবনীয় এক আস্বাদন নিয়ে বাস করে দ্রষ্টার চোখের পাতায় আর বাস করে তার আস্বাদন-শক্তিতে। এই জন্যই নগ্না কালীমূর্ত্তি যার চোখে সুন্দর, সহস্র আভরণে বিমণ্ডিতা নানা প্রাবরণে সুসজ্জিতা দুর্গামূর্ত্তিও তার চোখে সুন্দর। সুন্দর যখন শিবহীন, তখনই তা অসুন্দর। সমাজ-ব্যবস্থা এবং লোকপ্রথাগুলির সৃষ্টি বা প্রতিষ্ঠা এই শিবের বা কল্যাণের দিকে তাকিয়ে, সৌন্দর্য্যের দিকে তাকিয়ে নয়। এই জন্যই মানুষ উলঙ্গ থাকাকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখ্‌তে বিরত হয়েছে। প্রায় ক্ষেত্রেই মলত্যাগ কালে, মূত্রত্যাগ কালে বা স্নানকালে মানুষকে উলঙ্গ বা অর্দ্ধোলঙ্গ হ'তেই হয়। ডাক্তারেরা পেটে অস্ত্রোপাচার করার সময়ে রোগীকে উলঙ্গ ক'রে নেয়। ধাত্রীরা সন্তান-প্রসবের সময়ে মাতাকে উলঙ্গ ক'রে নেয়। সন্তান প্রসূত হবার সময়ে নিজেও উলঙ্গ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় আর প্রসবকারিণীও থাকেন উলঙ্গিনী। উলঙ্গ থাকাটা যখন স্বাভাবিক, তখন উলঙ্গ থাকায় কোনো দোষ ঘটে না। উলঙ্গ থাকাটা যখন অস্বাভাবিক, উলঙ্গ থাকাকে তখন নিষিদ্ধ ব'লেই মেনে চলা উচিত। মৌনব্রত পালন-কালে কেউ উলঙ্গ থাক্‌লে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তার মনে কাম-ভাব জাগ্রত হ'লে হ'তে পারে ব'লেই মৌনকালে উলঙ্গ না থাকাই সঙ্গত।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কর্ত্তব্য পালন করিতেই হইবে

স্থানীয় উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীর একটী ছাত্র আসিয়াছে এই প্রস্তাব লইয়া যে, সে সংসার ত্যাগ করিবে এবং আশ্রমে বাস করিবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা কেউ জানো না যে, আশ্রমও একটা সংসার। সেখানে জন্মদাতা পিতা নেই কিন্তু জ্ঞানদাতা পিতা, ব্রহ্মদাতা পিতা আছেন। তাঁর প্রতি কর্ত্তব্য আছে। সেখানে সহোদর ভ্রাতা নেই কিন্তু পরমার্থ-ভ্রাতা বা গুরুভাই আছেন, তাঁদের প্রতি কর্ত্তব্য আছে। সংসারে থাক্‌লে যেমন নানা রকমের কর্ত্তব্যের দায় পোহাতে হয়, আশ্রমেও তেমনই জান্‌বে। সংসার ছেড়ে আশ্রমে এসেছ ব'লেই মনে ক'রে ব'সো না যে, কর্ত্তব্যের দায় থেকে উদ্ধার পেয়েছ। সংসারেই থাক আর সংসার ত্যাগই কর, আশ্রমোচিত কর্ত্তব্য পালন তোমাকে কত্তেই হবে। সুতরাং অকারণে বা সামান্য কারণে সংসার ত্যাগের বুদ্ধি কখনো কত্তে নেই।

সংসার ও সন্ন্যাস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেশ ও সমাজের পরিস্থিতি অনুযায়ী কোনো কোনো সময়ে সংসার ত্যাগের দিকে লোকের ঝোঁক বাড়ে, কোনো কোনো সময়ে সংসারী হবার দিকে লোকের আগ্রহাতিশয্য ঘটে। কিন্তু বিবাহিত হ'য়ে সংসারী

হওয়া আর বিবাহ-বর্জ্জন ক'রে বা দারত্যাগ ক'রে সংসার-ত্যাগী হওয়া, দুইটাই সমান গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। একটীকে হেয় আর অপরটীকে শ্রেয় বলে মনে করা ভুল। শ্রীরামকৃষ্ণের পিতামাতা সংসারাশ্রমী না হ'লে তাদের এই পৃথিবী-পূজিত পুত্রকে জগদ্বাসী প্রণাম কর্ব্বার সুযোগ পেত না। শঙ্করাচার্য্য সংসারী হ'য়ে শত পুত্রের জনক হ'লে শঙ্কর-প্রতিভার পরিচয় থেকে বিশ্ব সংসার বঞ্চিত থাকৃত। সংসার বা সন্ন্যাস, এর কোনোটাই শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট নয়। সংসার কার পক্ষে পূর্ণতার পরিপূরক হচ্ছে, সন্ন্যাস কার পক্ষে আত্মবিকাশের চূড়ান্ত সহায়ক হচ্ছে বিবেচ্য শুধু এই কথাটুকুই।

প্রকৃত সমাধান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সন্ন্যাসীরা স্বভাবতই উপার্জ্জন-বিমুখ। মানে, তাঁরা দেশের ধনবৃদ্ধি ঘটান না। National Prosperity বা জাতীয় আর্থিক অভ্যুদয় বলতে যাকে বুঝায়, তার তাঁরা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সহায়ক নন। হয় রাজা, নয় ধনী, নয় সাধারণ সম্বলের গৃহীরা তাঁদিগকে অন্ন-পানীয় প্রদানের দায়িত্ব নেন এবং এই অন্ন পানীয় গৃহীদিগকেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্জ্জন ক'রে নিতে হয়। অতএব গৃহীদের মধ্যে অনেকেই লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী-পালনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে ব্যগ্র হবেন, এটাও স্বাভাবিক।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অথচ, সাধারণ সংসারী জীবনের আবল্য হ'তে নিজেকে নিষ্কৃতি দিয়ে যাঁরা একেবারে অবসর-প্রাপ্ত, তাঁদের পক্ষেই জনসেবামূলক প্রচণ্ড কর্ম্মযজ্ঞে আত্মাহুতি দেওয়ার সুযোগ বেশী। সুতরাং সামাজিক ও আর্থিক জীবনের উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী ও সংসারীর মধ্যে ভারসাম্য চিরকালই এক দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলছে। আজ তোমার মত শত শত কিশোরকে সন্ন্যাসাভিমুখী মন নিয়ে ব্যগ্রতা সহকারে আমাদের কাছে ছুটে আস্তে দেখ্ছি, এটা যেমন আনন্দজনক ব্যাপার, তেমন আবার ঘটনাবলির আবর্ত্তনে এমন দিন এই দেশেই এসে যাবে, যখন প্রকৃত সন্ন্যাসী বা যথার্থ ত্যাগী কর্ম্মীর অভাবে অধিকাংশ মঠ, মিশন, আশ্রম ও প্রতিষ্ঠানগুলিতে কেবল চামচিকার পাখার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাবে। একটা শক্ত রকমের দুর্ভিক্ষ, একটা ব্যাপক ধরণের ঝঞ্ঝা বা বন্যা, একটা নিদারুণ মহামারী, একটা অপ্রত্যাশিত মহাযুদ্ধ এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দিতে পারে। সুতরাং এই কথা অকপটে স্বীকার ক'রে নেওয়াই ভাল যে, সংসার বা সন্ন্যাস কখনই মানব জীবনের সমস্যাবলীর শেষ সমাধান নয়। যে-কোনো অবস্থায় জীব-হিতার্থে আত্মদানের প্রয়াসই মানবজীবনের যাবতীয় সমস্যার প্রকৃত সমাধান।

তোমার আদর্শ এবং আদর্শ সমাজ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জিদ ক'রে বসো না যে,

সন্ন্যাসী তোমাকে হ'তেই হবে। এই জিদ্‌ও ক'রো না যে সংসারী তুমি হবেই হবে। বাহ্যতঃ সংসারী হ'য়েও মনে প্রাণে যে সংশিতব্রত সন্ন্যাসী বা কার্য্যতঃ সন্ন্যাসী হয়েও সর্ব্বজীবের প্রতি প্রেমভাবসম্পন্ন যে মমত্বপরায়ণ সংসারী, তারা দুজনেই দুই দিক দিয়ে তোমার আদর্শ। যে সমাজে গৃহী মাত্রেই জগৎকল্যাণকল্পে নূতন নূতন ত্যাগী কর্ম্মীর আত্মপ্রকাশের সহায়ক, সেইটাই-হচ্ছে আদর্শ-সমাজ। যে সমাজে ত্যাগপ্রবুদ্ধ ব্যক্তি শুধু আত্মহিত সাধনে ব্রতী না থেকে, বিশ্বজনের মুক্তির লক্ষ্যে আমৃত্যু শ্রম ক'রে যায়, সেইটাই হচ্ছে আদর্শ সমাজ। ভবিষ্যতে তেমন আদর্শ-সমাজ নিশ্চয়ই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, এই আশাটুকু অন্তরে পোষণ ক'রে আমাদের প্রত্যেকের চল্‌তে হবে। তেমন অবস্থা সমাজে যখন আস্‌বে, তখন গৃহী এবং সন্ন্যাসী পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক হ'য়ে কাজ কর্ব্বেন।

আশ্রম-বাসের কৃচ্ছ্রতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কোনো কোনো অঞ্চলে এই পারস্পরিক অনুপূরকের ভাবটী স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমি যে অঞ্চলে আশ্রম করেছি বা কত্তে বাধ্য হয়েছি, সে দেশে জ্ঞানের অভাব, বোধশক্তিরও অভাব। তাই দানেরও অভাব, ত্যাগেরও অভাব। এমন জায়গায় যাদের আশ্রম, তাদের আশ্রমে ত্যাগী হ'য়ে যাবার বুদ্ধি কখনো ক'রো না।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ওখানে আমি একটী প্রাণীকেও পেট ভ'রে খেতে দিতে পার্ব্ব না। ওখানে যারা আস্‌বে, তাদের আমি ধন দিতে পার্ব্ব না। দিতে পার্ব্ব চির-দারিদ্র্যের দুঃখ। অভাব মোচনের কোনো সরল পথ আমাদের জানার মধ্যে নেই। সমগ্র জীবন কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করা একটা তুচ্ছ ব্যাপার নয়। সুতরাং হুট্‌ ক'রে আশ্রমের দিকে রওনা হয়ো না। যারা ওখানে যাচ্ছে, অধিকাংশেই ত' কিছুকাল পরে আশ্রম ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে শুধু এই জন্য যে, একদিকে যেমন ক্ষুধার তাড়না, অন্য দিকে তেমন জলাভাব, দুটোই এক সঙ্গে কর্ম্মীদের নিষ্পেষণ কচ্ছে। তার চেয়ে বাড়ী ব'সে ভক্তিভরে মা-বাবার সেবা কর্লে দেশের সেবা অনেক বেশী হবে।

মাতাপিতার প্রতি কর্ত্তব্য পালন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পিতৃমাতৃসেবাকে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রো না। যে ব্যক্তি পিতামাতার সেবা কত্তে কুণ্ঠিত, তার স্বদেশ-সেবা, স্বজাতি-সেবা, গুরুসেবা, মানব-সেবা বা জগৎ-সেবা সবই একটা প্রহসন। পিতামাতাকে সর্ব্বপ্রকারে সুখী কোনো পুত্রকন্যাই কদাচ কত্তে পারে না, এটা সত্য। কিন্তু তাঁদের প্রতি সেবানুকূল ভক্তিভাব নিয়ে তাঁদের দুটা চারটা তুচ্ছ সেবা প্রত্যহ প্রত্যেক পুত্রকন্যা কত্তে পারে। এই কাজটুকু কত্তে পারার মধ্যে যে কত বড় কৃতিত্ব আছে, তা' কিছুকাল

পিতৃমাতৃসেবা করার পরে প্রত্যক্ষ হ'তে পারে। পিতামাতার উপরে দাবী নয়, তাঁদের প্রাপ্য সেবার যতটুকু সম্ভব, তা' তাঁদের দেওয়ার ঋণটাকেই জীবনে বড় ক'রে দেখ্‌তে হয়। এর ভিতরেই তোমার মনুষ্যত্ব-প্রমাণের এবং মনুষ্যত্ব-বিকাশের সব চেয়ে বড় সুযোগ। আমরা যারা অকল্পনীয় কারণে সংসার থেকে বেরিয়ে এসে নানা কর্ম্মে ব্যস্ত থাকার দরুণ পিতৃমাতৃসেবায় অক্ষম, তাদের দৃষ্টান্ত তোমরা অনুসরণ ক'রো না। আমরা সংসার ত্যাগ করেছি ব'লে অনুতপ্ত নই কিন্তু আমরা যদি তারপরেও পিতৃমাতৃসেবা অব্যাহত রাখ্‌তে পারতুম, তবে আমাদের আত্মপ্রসাদে অধিকার হ'ত। মাতাপিতার প্রতি কর্ত্তব্য পালন মনুষ্য-জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা কেন প্রয়োজন

অপরাহ্ণে গাইবান্ধা থিয়েটার হলে শ্রীশ্রীবাবামণির প্রথম বক্তৃতাটি হইল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমরা শুধু আমাদের একার জন্য নই, আমাদের প্রতি জনের জীবন বিশ্ববাসী অপর সকলের কুশলের জন্য, আমাদের উন্নতি, উৎকর্ষ, সমৃদ্ধি ও চরিতার্থতার প্রয়োজন আমাদের ব্যক্তিগত অতি ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ কতটুকু কল্যাণের জন্য নয় পরন্তু বিশ্ববাসী প্রত্যেকটী প্রাণীর কল্যাণের জন্য,—এই বোধটীকে জীবনের মূলদেশে স্থাপন কর্ত্তে পারলেই আমাদের জীবনব্রতের প্রথম অর্দ্ধেক সাফল্য

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

এসে গেল, এ কথা মনে করা চল্‌তে পারে। কিন্তু ব্যক্তিকেন্দ্রিক সুখের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি আমরা শত শত পুরুষ ধ'রে। তাই এই শুভ সঙ্কল্পটীকে জীবনে বরণ ক'রে নেওয়া আমাদের পক্ষে হয় দুঃসাধ্য। যাতে এই দুঃসাধ্য কাজটীকে অবলীলাক্রমে আমরা প্রতিজনে সম্পাদন কর্ত্তে পারি, তার ক্ষেত্র-রচনা হিসাবেই প্রাচীন ভারতবর্ষ জীবনের ভিত্তিমূলে ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষাকে স্থাপন করেছিলেন। তখন ঋষিরা সন্তান প্রার্থনা কর্ত্তেন নিজ নিজ তপস্যাকে ধারাবাহিক প্রযত্নে অনন্তকালব্যাপী প্রবহমানতা দেবার শুভ উদ্দেশ্যে।

বক্তৃতা দেড়ঘণ্টাকাল হইল।

গাইবান্ধা

১৩ই ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৪২

(৩০শে আগষ্ট, ১৯৩৫)

৬ই ভাদ্র শুক্রবার হইতে ১১ইভাদ্র বুধবার পর্যন্ত এই ছয় দিনই গাইবান্ধা থিয়েটার হলে শ্রীশ্রীবাবামণির দুই ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা হইয়াছে। সভাপতিত্ব করিয়াছেন স্থানীয় মহকুমা-শাসক। ১২ই ভাদ্র বৃহস্পতিবারও যাহাতে সপ্তম বক্তৃতাটি হয়, এজন্য অনেকেই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণি সেই দিন মৌনী ছিলেন।

ব্রহ্মচর্য্যের শক্তি

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি সিরাজগঞ্জ যাইবেন। স্থানীয় মহকুমা-

শাসক মহোদয় প্রশ্ন করিলেন,—আমি রংপুরে প্রদত্ত আপনার অন্ততঃ দশটী ভাষণ শুনেছি। কুড়িগ্রামের ভাষণ শুনতে যেতে পারি নি, তাই গাইবান্ধার ছয়টি ভাষণই নিয়মিত শ্রোতা রূপে শুনেছি। রংপুরে আপনি যা বলেছেন, গাইবান্ধাতেও তাই বলেছেন কিন্তু আশ্চর্য্য হ'য়ে যাচ্ছি এই কথা ভেবে যে, বক্তব্য বিষয় এক হ'লেও বিষয়-বিন্যাস একেবারে অভিনব। যে সব দৃষ্টান্ত ও তথ্যের সমাবেশে আপনার রংপুরের বক্তৃতাগুলি সমৃদ্ধ ছিল, গাইবান্ধাতে তার একটীও আপনি ব্যবহার করেন নি। নূতন নূতন দৃষ্টান্ত ও নূতন নূতন তথ্যের সমাবেশ ক'রে শ্রোতাদের চমকিত ক'রে দিয়েছেন। এত গ্রন্থ আপনি পড়লেন কবে, এত তথ্য আপনি স্মরণ রাখ্‌লেন কি ক'রে? শুধু এই একটী কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য আমি আজ আপনার সঙ্গে দেখা কত্তে এসেছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।

শ্রীযুক্ত সুকুমার চক্রবর্ত্তী নিকটেই ছিলেন। তিনি বলিলেন,—বুঝতে পারলেন না স্যার? স্বামীজী যে ব্রহ্মচর্য্যের প্রচারক। ব্রহ্মচর্য্যের শক্তি কি, মহিমা কি, তা তিনি এসব দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ ক'রে যাচ্ছেন। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে শুনেছি যে, তিনি একবার এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিট্যানিকার পাতাগুলি শুধু উল্‌টে যাচ্ছিলেন। ভক্ত বল্লেন,—না মশায়,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

এত বড় এক বই, যার হাজার হাজার পাতা আর সূক্ষ্ম হরফের ছাপা, তা পড়ে মনে রাখা যায় না। বিরাট বইখানা ভক্তের হাতে তুলে দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দজী বল্লেন,—জিজ্ঞেস কর, দেখ, আমি গড়্‌গড়্ ক'রে ব'লে দিতে পারি কিনা। ভক্ত জিজ্ঞাসা শুরু কর্‌লেন। আর, স্বামী বিবেকানন্দজী একধার থেকে অনর্গল ব'লে যেতে লাগ্‌লেন। এসব ত' এই আজকালকার ঘটনা।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাকে অত বড় ক'রে দেখিও না সুকুমার। আমি একটা সাধারণ লোক। সাধারণ লোকদের পংক্তিতে বসিয়ে আমার বিচার ক'রো। মহান্, বিরাট, অসাধারণ মহাপুরুষদের সঙ্গে তুলনা ক'রে আমার কথা ব'লো না।

মহকুমা শাসক বলিলেন,—রায় বাহাদুর শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতন প্রসিদ্ধ পুরুষ এই রংপুর জেলায় নেই। কিন্তু তাঁর বাড়ীতে কোনো সাধু-সন্ত সম্বর্দ্ধিত হয়েছেন, এমন কথা শোনা যায় না। আপনি যখন তাঁর বাড়ীতে উঠে পুষ্পবাটিকাটী দখল করেছেন, তখনি বুঝেছি, আপনি সাধারণ ব্যক্তি নন। ব্যক্তিগত কাজে রংপুর যেতে হয়েছিল, দশ দিন ছিলাম। দশ দিনই আপনার ভাষণ শুনেছি। আফশোষ ছিল যে, বাকী কয়দিনও কেন শুনতে যেতে পার্‌লুম না। আমাদের গাইবান্ধায় এসেছেন শুনে আমি নিজে গরজ ক'রে সভায়োজন করাই। সব বিধি-ব্যবস্থায় সুকুমার বাবু প্রাণপণে

খেটেছেন, অর্থব্যয় করেছেন। সরকারী কর্ম্মচারী হয়েও আপনার সভায় সভাপতিত্ব কত্তে কুণ্ঠা বোধ করিনি কেবল এই জন্য যে, আপনি সাধারণ মানুষ নন।

শ্রীশ্রীবাবামণি আবার হাসিলেন।

আমার বক্তৃতা লাভলোভবর্জ্জিত বিশুদ্ধ জনসেবা

শ্রীযুক্ত সুকুমার চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—অনেক নরনারী আপনার বক্তৃতাবলি শোনার পরে দীক্ষা নেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ কচ্ছেন। আপনি যদি আপনার যে-কোনও একদিনের বক্তৃতায় দীক্ষা দেবেন ব'লে একটু ব'লে দিতেন, তা হ'লে অসংখ্য লোক দীক্ষা গ্রহণ ক'রে নিজেদের জীবন ধন্য জ্ঞান কত্ত।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি বক্তৃতা দিচ্ছি মানুষের মনের প্রসারকে বাড়িয়ে দিতে, জ্ঞানের দিগন্তকে বিস্তারিত কত্তে, তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা নিজেদের পরিজ্ঞাত বিষয়গুলির আলোকে অপরিজ্ঞাত নূতন সত্যকে আবিষ্কার করার রুচি, চেষ্টা ও প্রেরণাকে সঞ্চারিত কত্তে। লোককে দীক্ষা দেবার জন্য ত' আমি বক্তৃতা দিয়ে বেড়াই না, কিম্বা লোকের কাছ থেকে চাঁদা তোল্‌বার ফিকিরও ত' এটা নয়। আমার বক্তৃতা বিশুদ্ধ জনসেবা, স্বার্থগন্ধহীন জনকল্যাণ-সাধন, লাভলোভ-বর্জ্জিত অধ্যবসায়। এর সম্মান আলাদা,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সম্ভ্রম আলাদা। দলে দলে লোককে বাগ্‌জালে আবদ্ধ ক'রে শিষ্যত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য এমন দৈবী সম্পদের অপব্যবহার করা আর একে অসম্মান করা এক কথা। দীক্ষার হিড়িকের যেমন ভাল দিক্ আছে, তেমন মন্দও আছে।

অখণ্ড-সাধনা

শ্রীযুক্ত সুকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কয়েকটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার প্রদেয় দীক্ষা অখণ্ড-দীক্ষা। এই দীক্ষা জাতিভেদ, বর্ণভেদ, অধিকারী-অনধিকারী ভেদ, উচ্চ-নীচ-ভেদাভেদ কিছুই মানে না। সকল দীক্ষার্থীর জন্য এক নাম, এক মন্ত্র, এক লক্ষ্য, এক সাধনা। এই জন্য এর নাম অখণ্ড-সাধনা।

ব্রাহ্মণত্বের জাগরণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই সাধনার মূলদেশে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণত্ব, ব্রাহ্মণত্বের স্বীকৃতি, ব্রাহ্মণত্বের ধ্যান ও অনুধ্যান, ব্রাহ্মণত্বের অঙ্গীকার, অনুশীলন ও আচরণ। মানুষ মাত্রেরই ভিতরে শুধু তপস্যার অগ্নি-সন্দীপনের প্রতীক্ষায় যে ব্রাহ্মণত্ব দিন গুণছে, ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, অত্রি, অঙ্গিরা, যাজ্ঞবল্ক্য ও কাশ্যপ প্রভৃতির ন্যায় সেই ব্রাহ্মণত্বকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস সর্ব্ববর্ণে

সর্ব্বপ্রথমে করণীয়। এই জন্যই আমার প্রদেয় দীক্ষায় সর্ব্বজাতিতে ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্রের অবাধ বিতরণ। এতে স্ত্রী-শূদ্রের পার্থক্য-বিচার নেই।

জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রাহ্মণের লক্ষণ হচ্ছে জগৎকল্যাণ। ব্রাহ্মণ কখনো একাকী নিজের কল্যাণের জন্য তপস্যা করে না, তার জপ, তপ, সাধন, ভজন, বাক্য, কর্ম্ম ও চিন্তা সবই জগৎকল্যাণের জন্য। তাই আমার প্রদেয় দীক্ষায় প্রত্যেকের জগৎকল্যাণ-সঙ্কল্প বাধ্যকর। ভাব্‌তে হবে যে, দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা সব-কিছু জগৎকল্যাণের জন্য তৈরী হচ্ছে। হাত, পা, চোখ, মুখ, নাক, কাণ, বুক, পেট, পিঠ, অস্থি, চর্ম্ম, মেদ, মজ্জা, মাংস, রক্ত, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস প্রভৃতি যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদি যে জগতের কল্যাণের জন্যই তৈরী হচ্ছে, এইটী ভাবতে হবে এবং মনে মনে সমগ্র দেহটাকে বারংবার পরিভ্রমণ ক'রে অধিকাংশ দেহাংশে এই সঙ্কল্পকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে তুল্‌বার অনুশীলন প্রতিদিনই চালিয়ে যেতে হবে।

যে জগন্মঙ্গল-চিন্তক, অখণ্ড নামে তারই অধিকার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ওঙ্কার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে দিলাম

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আর অমনি একজন আমার শিষ্য হ'য়ে গেল, ব্যাপারটা এত সহজ নয়। এই দীক্ষায় দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব জগন্মঙ্গল-চিন্তার দায়িত্ব। জগন্মঙ্গল-চিন্তাটী ভাল ভাবে ক'রে নিয়ে তারপরে বসবে ওঙ্কার-সাধনে। এতকাল ব্রাহ্মণ-নামধারীরা ওঙ্কারকে তাঁদেরই একচেটিয়া অধিকারের বস্তু ব'লে দাবী ক'রে এসেছেন কিন্তু কেউ জগন্মঙ্গল-চিন্তার মূলে ওঙ্কার-সাধনায় ব্রতী হন নি। তারই জন্য অন্যান্যদের ওঙ্কারে অধিকার খর্ব্ব করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও ওঙ্কারের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। নতুবা ব্রাহ্মণের ছেলের আবার হ্রীং, ক্লীং, শ্রীং, ঐং, হুং প্রভৃতি খণ্ড-বীজমন্ত্র জপ করার প্রয়োজন কি ছিল? অপরকে অধিকার-চ্যুত করে গিয়ে দুর্ভাগ্য ব্রাহ্মণ-কুলতিলকেরা নিজেরা দুইটী পরম সম্পদ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে গেলেন,—একটী হচ্ছে ব্রাহ্মণোচিত জগৎকল্যাণ-চিন্তন, অন্যটী হচ্ছে ওঙ্কার-মন্ত্রযোগে ঈশ্বর-সাধনার রুচি, প্রবৃত্তি ও অভ্যাস। স্ত্রীলোক বা শূদ্র যদি জগন্মঙ্গলচিন্তাকারী হয়, তবে ওঙ্কার-মন্ত্রে তারও অধিকার আসে। সেই অধিকারই আমি লক্ষ লক্ষ লোককে দিয়ে যাব। ব্রাহ্মণও যদি কেবল নিজের স্বার্থের জন্য জপ-তপ-ধ্যান-ধারণা-যোগ-আরাধনা করে, তার সাধনার ফল বিশ্বজগৎকে বিলিয়ে দেবার যদি না থাকে তার রুচি, কেবল নিজ মুক্তি-সাধনায় যদি ধাবিত থাকে তার উদ্যম, তা'হ'লে এমন স্বার্থপর জীবের ওঙ্কার-জপে কোনো অধিকার নেই।

আত্ম-সমর্পণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অখণ্ড-দীক্ষার আর একটী বিশেষত্ব এই যে, এতে ভগবানের কাছে "দাও" "দাও" রব তোলার প্রথা নেই। রূপ দাও, ধন দাও, যশ দাও, শত্রুকে বিনাশ কর ইত্যাদি ব'লে ভগবানকে বিরক্ত করার প্রয়োজন-বোধ নাই। বহুক্ষণ ধ'রে তোমার নাম যে জপ কর্‌লাম পরমেশ্বর, তার ফলে আমার চিত্তে এসেছে প্রশান্তি, প্রাণ ভ'রেছে তৃপ্তিতে, এখন আমি তোমার কাছে আবার নিজে মুখ ফুটে কোন্ বস্তু প্রার্থনা কর্ব্ব প্রভু? যে ভাবে আমার বা জগতের বা সকলের হয় শুভ, তা' তুমি তোমার নিজের ইচ্ছামতন কর ঠাকুর, আমি তোমার শরণাগত হ'য়ে বিনা শর্ত্তে বিনা দাবীতে সম্পূর্ণ-রূপে আত্মসমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হলাম।—এই ভাবটী নিয়ে অখণ্ড-সাধক তাঁর উপাসনা শেষ করেন। আত্মস্বার্থ চিন্তা নেই, কেবলি পরকল্যাণ-কোমলা যে দীক্ষা, তা' নেবার জন্য মানুষের কি সহজে আগ্রহ হবে? কিন্তু যাদের হবে, তারা ব্রাহ্মণ হবে, তারা আর শূদ্র হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌বে না।

মনকে পাহারা দাও

অদ্যই শ্রীশ্রীবাবামণিকে সিরাজগঞ্জ যাইতে হইবে, সেখানে মাত্র একটি দিন থাকিয়া তিনি পুনরায় রংপুর

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

যাইবেন। রংপুরের অধিবাসীদের বক্তৃতা শুনিবার শখ এখনো মিটে নাই, সপ্তদশ সংখ্যক বক্তৃতা রংপুর বালিকাদের হাইস্কুলে, অষ্টাদশ সংখ্যক বক্তৃতা তাজহাট রাজবাড়ীতে এবং ঊনবিংশ সংখ্যক বক্তৃতা কৈলাস রঞ্জন হাইস্কুলে হইবে বলিয়া ইতিমধ্যে তারিখ নির্দ্ধারিত হইয়া প্রচারও হইয়া গিয়াছে। ইহারই মধ্যে আবার এক ফাঁকে একদিন প্রাতে ৪টা ২০তে রংপুর হইতে রওনা হইয়া রাত্রি ৯টায় মুজঃফরপুরে পৌঁছিতে হইবে এবং মুজঃফরপুর হইতে যে রাত্রে রংপুর ফিরিয়া আসিতেছেন, তার পরদিনই তাজহাট রাজবাড়ীর ভাষণ।

জিনিসপত্র গুছাইতে গুছাইতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শরীরটা আমার দৌড়ে বেড়াচ্ছে, রসনা আমার ভাষণ-মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কত কসরৎ কচ্ছে। তা দিয়ে কিন্তু আমার বিচার হবে না। বিচার হবে সেই তথ্য নিয়ে যে, আমার মনটা কখন কোথায় কি ভাবে কি কাজে লগ্ন হ'য়ে আছে। আর একজনও আমার মতন তাড়াহুড়া ক'রে মরছে যে কোন্ ষ্টেশানে কতক্ষণ আমার সঙ্গে সে দেখা কর্‌বে। যার মন যখন যেখানে, আসলে সে তখন সেখানেই আছে। এই জন্যই সাধকেরা ব'লে থাকেন, মনকে পাহারা দাও, মনই তোমার আসল মাণিক।

বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য

সত্য সত্যই নির্দ্দিষ্ট একটী জংশনে একটী যুবককে তাহার পত্নীকে সহ প্রতীক্ষারত অবস্থায় দেখা গেল। তাহাদের বাড়ী নোয়াখালী জেলায়। স্বামীটী কৃষি-বিভাগে চাকুরী করেন। উভয়ের প্রার্থনা দাম্পত্য জীবনে ব্রহ্মচর্য্য যেন পালন কত্তে পারেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পারবে না কেন? নিশ্চয়ই পার্ব্বে। দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী-পুরুষ সব অসাধ্য সাধন কত্তে পারে, যদি তাদের মনে এই বিশ্বাস থাকে যে, গুরুবাক্য কখনো মিথ্যা হয় না। তোমাদের আরো বিশ্বাস থাকা চাই যে, তোমরা সদ্গুরুর নির্দ্দেশ পালনে সমর্থ। তোমাদের এই বিশ্বাসও থাকা চাই যে, বিবাহিত জীবনে সংযম-পালন অসাধ্য নয়, অসম্ভব নয়। সংযত জীবন বিবাহিতের পক্ষেও স্বাভাবিক হ'তে পারে। জড় দেহটাকে জড় মনে ক'রো না। এটা বিশ্বচৈতন্যের আধার। তোমাদের দেহ দুটার মধ্যে প্রতি অনুপরমাণুতে অমিত শক্তি সঞ্চিত হ'য়ে আছে। তাদের ভিতরের শক্তিকে যে দিন চোখে দেখ্‌তে পাবে, সেদিন এই কথা ভেবে একবারে অবাক হ'য়ে যাবে যে, এত বড় বিরাট দেহটার ভিতরে যা-কিছু আছে, শরীরের যেকোনো একটা পরমাণুর ভিতরে তার সব-কিছু আছে। স্থূলের ভিতরে সূক্ষ্মের অবস্থিতি সহজে বুঝতে পারা যায় কিন্তু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ভিতরে যাবতীয় স্থূলটুকুর অবস্থান কি ক'রে সম্ভব হয়, এটা সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝা সম্ভব নয়। একমাত্র জ্ঞানদৃষ্টি দিয়েই এটা দেখা যায়, একমাত্র পূর্ণ প্রজ্ঞার বলেই একে বুঝা যায়। কিন্তু স্বামী ও স্ত্রীর দুটা সম্পূর্ণ স্থূল দেহ একটার পাশাপাশি আর একটা অবারিত স্বাধীনতা নিয়ে অবস্থান কচ্ছে, তার মানে এই নয় যে, একজন আর একজনের ভিতরে পূর্ণ ব্রহ্মকে দর্শন কত্তে পার্ব্বে না, দেখ্‌বে শুধু ভোগের উপকরণকে। কোটি কোটি পরমাণুর প্রত্যেকটার নিজস্ব জীবনেতিহাস রয়েছে এবং সেই ইতিহাসের সহস্র বিচিত্রতা নিয়েও তারা একটা দেহে এসে সুশৃঙ্খল ভাবে মিলিত হয়েছে। এই মিলন তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সত্তা বা সম্ভাবনাকে একটুকুও ক্ষুণ্ণ করে নি। যে-কোনো অনুকূল অবস্থায় এক একটা সমগ্র মানুষের এক একটা জীবকোষ তার প্রতিচ্ছবি বা প্রতিনিধি। ঠিক তেমনি আবার তোমাদের দুটা দেহ সম্পূর্ণ পৃথক্ থেকেও একত্বে, অভিন্নত্বে, অভেদ-সত্তাতে এমন ভাবে মিলতে পারে, যার পরিণাম আত্মায় আত্মায় মিলন এবং পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য। মিলেছ বিবাহের দ্বারা। তোমাদের মিলন আরও সত্য হবে তখন, যখন একের ভিতরে অপরে নিজেকে এবং নিজের ভিতরে প্রত্যেকে অপরকে দেখ্‌তে পাবে। এটা দাম্পত্য ক্রীড়া নয়, এটা দাম্পত্য লীলা। একের ভিতরে যখন অপরে নিজেকে খুঁজে পাবে, তখন বিশ্বভুবন তোমাদের কাছে আপন হয়ে যাবে,

বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য

সত্য সত্যই নির্দ্দিষ্ট একটী জংশনে একটী যুবককে তাহার পত্নীকে সহ প্রতীক্ষারত অবস্থায় দেখা গেল। তাহাদের বাড়ী নোয়াখালী জেলায়। স্বামীটি কৃষি-বিভাগে চাকুরী করেন। উভয়ের প্রার্থনা দাম্পত্য জীবনে ব্রহ্মচর্য্য যেন পালন কত্তে পারেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পারবে না কেন? নিশ্চয়ই পার্ব্বে। দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী-পুরুষ সব অসাধ্য সাধন কত্তে পারে, যদি তাদের মনে এই বিশ্বাস থাকে যে, গুরুবাক্য কখনো মিথ্যা হয় না। তোমাদের আরো বিশ্বাস থাকা চাই যে, তোমরা সদ্‌গুরুর নির্দ্দেশ পালনে সমর্থ। তোমাদের এই বিশ্বাসও থাকা চাই যে, বিবাহিত জীবনে সংযম-পালন অসাধ্য নয়, অসম্ভব নয়। সংযত জীবন বিবাহিতের পক্ষেও স্বাভাবিক হ'তে পারে। জড় দেহটাকে জড় মনে ক'রো না। এটা বিশ্বচৈতন্যের আধার। তোমাদের দেহ দুটার মধ্যে প্রতি অনুপরমাণুতে অমিত শক্তি সঞ্চিত হ'য়ে আছে। তাদের ভিতরের শক্তিকে যে দিন চোখে দেখ্‌তে পাবে, সেদিন এই কথা ভেবে একবারে অবাক হ'য়ে যাবে যে, এত বড় বিরাট দেহটার ভিতরে যা-কিছু আছে, শরীরের যেকোনো একটা পরমাণুর ভিতরে তার সব-কিছু আছে। স্থূলের ভিতরে সূক্ষ্মের অবস্থিতি সহজে বুঝতে পারা যায় কিন্তু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ভিতরে যাবতীয় স্থূলটুকুর অবস্থান কি ক'রে সম্ভব হয়, এটা সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝা সম্ভব নয়। একমাত্র জ্ঞানদৃষ্টি দিয়েই এটা দেখা যায়, একমাত্র পূর্ণ প্রজ্ঞার বলেই একে বুঝা যায়। কিন্তু স্বামী ও স্ত্রীর দুটা সম্পূর্ণ স্থূল দেহ একটার পাশাপাশি আর একটা অবারিত স্বাধীনতা নিয়ে অবস্থান কচ্ছে, তার মানে এই নয় যে, একজন আর একজনের ভিতরে পূর্ণ ব্রহ্মকে দর্শন কত্তে পার্ব্বে না, দেখ্‌বে শুধু ভোগের উপকরণকে। কোটি কোটি পরমাণুর প্রত্যেকটার নিজস্ব জীবনেতিহাস রয়েছে এবং সেই ইতিহাসের সহস্র বিচিত্রতা নিয়েও তারা একটা দেহে এসে সুশৃঙ্খল ভাবে মিলিত হয়েছে। এই মিলন তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সত্তা বা সম্ভাবনাকে একটুকুও ক্ষুণ্ণ করে নি। যে-কোনো অনুকূল অবস্থায় এক একটা সমগ্র মানুষের এক একটা জীবকোষ তার প্রতিচ্ছবি বা প্রতিনিধি। ঠিক তেমনি আবার তোমাদের দুটা দেহ সম্পূর্ণ পৃথক্ থেকেও একত্বে, অভিন্নত্বে, অভেদ-সত্তাতে এমন ভাবে মিলতে পারে, যার পরিণাম আত্মায় আত্মায় মিলন এবং পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য। মিলেছ বিবাহের দ্বারা। তোমাদের মিলন আরও সত্য হবে তখন, যখন একের ভিতরে অপরে নিজেকে এবং নিজের ভিতরে প্রত্যেকে অপরকে দেখ্‌তে পাবে। এটা দাম্পত্য ক্রীড়া নয়, এটা দাম্পত্য লীলা। একের ভিতরে যখন অপরে নিজেকে খুঁজে পাবে, তখন বিশ্বভুবন তোমাদের কাছে আপন হয়ে যাবে,

তখন তোমরা ভগবৎ-সত্তায় পরিণত হ'য়ে যাবে। তখন তোমরা আর ক্ষণভঙ্গুর-দেহাশ্রয়ী ক্ষীণজীবী মনুষ্যমাত্র থাক্‌বে না। বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য গায়ের জোরে হয় না, ধ্যানের বলে হয়। ধ্যানকে দেহের ঊর্দ্ধে নিয়ে তোল, অভিনিবেশ দাও একে অন্যের আত্মায় আর দুইটী আত্মার অভেদত্বকে অবিরাম ভগবন্নামের সহায়তায় আস্বাদন কর। এ পথ পিচ্ছিল, সুতরাং ভুলভ্রান্তি হতেই পারে। তাতে দমে যেয়ো না।

ময়মনসিংহ

২৫শে ভাদ্র, বুধবার, ১৩৪২

(১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫)

প্রাতে ৫টা ৮ মিনিটে রংপুর ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ময়মনসিংহ ষ্টেশানে আসিয়া পৌছিয়াছেন। উঠিয়াছেন গাঙ্গাটিয়ার অতুল বাবুর বাসায়। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী চৌধুরী ষ্টেশান হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়াছেন।

অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শহরের আরও পাঁচ সাত জন বিশিষ্ট ব্যক্তি রেলষ্টেশানে শ্রীশ্রীবাবামণিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আনন্দ মোহন কলেজের দর্শনাধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও ছিলেন। একজন অক্ষয় বাবুর সহিত শ্রীশ্রীবাবামণির পরিচয় স্থাপনের জন্য কিছু বলিলে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই শিবতুল্য সাধক পুরুষকে আমি অনেক কাল আগে থেকেই চিনি। বাবা গম্ভীর নাথের এমন অনুগত শিষ্য আর কে আছেন? এই জেলায় শত শত ছাত্রের জীবনে ইনি সত্য, প্রেম ও পবিত্রতার দীপশিখা জ্বেলে দিয়ে চিরস্মরণীয় হয়েছেন। বরিশালে যেমন অশ্বিনী কুমার দত্ত আর জগদীশ মুখোপাধ্যায়কে না চিনলে বরিশালকে চেনা হয় না, ময়মনসিংহে তেমন অক্ষয় বাবুকে না চিনলে ময়মনসিংহকে চেনা হয় না।

সকলেই একবাক্যে এই কথার সমর্থন করিলেন।

আগামী দিন শ্রীশ্রীবাবামণি মৌনী থাকিবেন। কথা হইল যে, তার পরের দিন শ্রীশ্রীবাবামণির প্রথম ভাষণটী হইবে। স্থান ঠিক হইয়াছে টাউন হল।

ময়মনসিংহ

২৭শে ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৪২

(১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫)

তোমাদের জীবন উৎসর্গীকৃত

ঢাকা রমনা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সকলে মিলিয়া পণ কর যে, বুকের রক্ত দিয়া তোমরা দেশের ইতিহাস লিখিবে এবং সেই রক্ত পরের নহে, নিজের বুকের। নিজেদের স্বাস্থ্য, চরিত্র, সততা, আদর্শপরায়ণতা

এবং নিত্যগতিশীলতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তোমাদের পথ চলিতে হইবে। একদিনের জন্যও থামিয়া থাকিও না। এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভীত হইও না। এক নিমেষের জন্যও কাপুরুষোচিত আত্ম-অবিশ্বাসকে মনের কোণে ঠাঁই দিও না। প্রতিটি নিঃশ্বাসের পরমায়ু জগদ্বাসীর ভবিষ্যৎ গৌরব রচনার জন্য নিয়োজিত করিতে হইবে। কদাচ ভুলিও না যে, তোমাদের জীবন উৎসর্গীকৃত।"

গণ-সংযোগ কর

চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত আন্ধারমাণিক-নিবাসী এক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কিশোরগঞ্জ, ঢাকা, শ্রীহট্ট, বর্দ্ধমান, রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা প্রভৃতি স্থানে ধারাবাহিক বক্তৃতাবলি বর্ষণের পরে লক্ষ্য করিয়াছি যে, অনেক দিনের কঠিন মৃত্তিকা জলে ভিজিয়া নরম হইয়াছে, অনেক যুগের অনাবাদি জমির ওলট-পালট ঘটিয়াছে। অনেক অবিশ্বাসী আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইয়াছে, অনেক হতাশ অবশ প্রাণ আশারুণা উষার কোমল কিরণ দেখিতে পাইয়াছে। আরও কত কত ক্ষুদ্রতর স্থানে গিয়াছি এবং সর্ব্বত্রই এই একটী পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছি। এগুলি ত' সবই ভাল কথা কিন্তু ইহার পরে আর কাহারও কি কিছু করিবার নাই? আমিই কি একা কণ্ঠ-বিদারণ করিয়া মন্ত্রবাণী উচ্চারণ করিব, তোমরা সকলে নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কাল কাটাইবে? শিষ্য সংগ্রহের জন্য ত' আমি এই বক্তৃতাবলি দিয়া যাইতেছি না। ধন-সংগ্রহের জন্যও নহে। তবে কেন এত শ্রম করিতেছি, বল ত'। বলিতে তোমরা পারিবে, কারণ তোমাদের শৈশব হইতে তোমরা আমাকে জান, প্রত্যক্ষ ভাবে জান, দৈনন্দিন জীবন-যাপনের সহজ পরিচিতির মধ্য দিয়া আমাকে চেন। আমার কথা সাত কাহন আমাকেই বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে হইবে না। কিন্তু আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে, নিজ নিজ স্থানে বসিয়া তোমরা কেহই কিছু করিতেছ না। কেন করিতেছ না? আমি যদি বেলুচিস্থানের কোয়েটায় গিয়া কিছু বলিয়া থাকি তোমরা তাহা হইলে ব্রহ্মদেশের মৌলমীনে কেন তাহার প্রতিধ্বনি তুলিবে না? আমার একনিষ্ঠ নিরলস পরিশ্রমের ফলে কোথাও যদি মানুষের ভাবধারায় একটা নূতন গতিবেগের সৃষ্টি ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে নিরন্তর বিন্দু বিন্দু বারিবর্ষণের দ্বারা সেই গতিবেগকে অব্যাহত রাখিবার দায়িত্ব ত' তোমাদের। স্নেহধারা, প্রেমধারা, ভক্তিধারা, জগজ্জনহিতার্থে জীবনদানের সঙ্কল্প-ধারাকে তোমরা কিছুতেই আর মন্দীভূত হইতে দিও না। আমার কণ্ঠস্বর দুদিনের কিন্তু যে সত্যের সে ঘোষণা করিতেছে, তাহা নিত্যকালের, তাহা শাশ্বত। মানুষের ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনকে বিশ্বতোমুখ করিয়া দিবার জন্য, মানুষের ক্ষণিকের সার্থকতাকে চিরস্থায়ী সফলতার রূপ দিবার

জন্য তোমরা জনে জনে প্রতিটী মানুষের সহিত অন্তরের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন কর। আজ আমাকে কেহই চিনে না কিন্তু আমার অন্তরের সত্যকে একদা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পূজা করিবে।"

সাধন ও ভণ্ডামি

বরিশাল জেলান্তর্গত আমতলী-নিবাসী অপর একজন পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যাহারা সাধন করে, তাহাদের মধ্যে বিনা প্রয়াসে কতকগুলি স্বাভাবিক লক্ষণের সৃষ্টি হয়। সেই লক্ষণগুলি দেখিয়া বাহিরের লোকে তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হয় এবং তাহাদিগকে সম্মান করে। সাধন না করিয়াও সাধকের সম্মান পাইবার জন্য তখন এক শ্রেণীর লোকের হয় দুর্নিবার লালসা। তখন বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে ভণ্ডামি করিতে হয়। ভণ্ডামির ফল সাময়িক সম্মান। সাধনের ফল চিত্ত-প্রশান্তি। ভণ্ডের সম্মান দুই চারি দিন মাত্র থাকে, তারপরেই তাহা লোপ পায়। তখন অসাধক ভণ্ডের মনে নিদারুণ আক্রোশের সৃষ্টি হয়। এই আক্রোশ তাহাকে আবার নূতনতর অবনতির দিকে টানিয়া নেয়। সকলকে ডাকিয়া বল,—এস ভাই সাধন করি। সকলে মিলিয়া প্রতিজ্ঞা কর,—কদাচ ভণ্ডামি করিব না। সাধন করিলেই ত্যাগ আসিবে, ত্যাগ আসিলেই শান্তি

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আসিবে। তোমার সংস্পর্শ শত শত জনের অন্তরে সাধনের স্পৃহা জাগরিত করুক। তোমার দৃষ্টান্ত সহস্র সহস্র মানুষকে স্বার্থত্যাগের পথে প্রধাবিত করুক। তোমার দর্শনে মানুষের অন্তরে শান্তি ও অভয় ফুটিয়া উঠুক। তোমার স্মরণ মাত্রে দুঃস্থ মানুষ, দুর্ব্বল মানুষ, অবশ, হতাশ, বিবশ মানুষ অকূল পাথারে কূল পাউক, স্ববশ, আশারূণ ও সবল হইয়া উঠুক। হিসাব করিয়া দেখ, জীবনের সহস্র সৎ কাজে প্রকৃত প্রস্তাবে ঠিক কয়টির মধ্যে তুমি নিজেকে ভাণ, ভণ্ডামি বা অভিনয় হইতে মুক্ত রাখিতে পারিয়াছ। হিসাব করিয়া নিজের যথার্থ মূল্য ও স্থিতিস্থান নিরূপণ কর এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হও।"

শাশ্বত পথিক

যশোহর জেলান্তর্গত বাঁশগ্রাম-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমাকে আমার তরুণ কর্ম্ম-জীবনে তোমরা দেখিয়াছ। কিন্তু তখন তোমরা নিতান্ত কচি, নিতান্ত কাঁচা। আমাকে দেখিলেও মনে রাখা তোমাদের পক্ষে সম্ভব কিনা, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু ইহাও ত' একটা সত্য কথা যে, যে আমাকে একবার দেখিয়াছে, খুব বিরল ক্ষেত্রেই সে আমাকে জীবনে ভুলিয়াছে। আমি অন্যের মতন হাটি নাই, অন্যের

মত বসি নাই, অন্যের মত হাসি নাই, অন্যের মত বলি নাই। আমি আমারই মতন হাটিয়াছি মেদিনী কাঁপাইয়া, আমি আমারই মতন বসিয়াছি ধ্যান-গম্ভীর প্রশান্তিতে, আমি আমারই মতন হাসিয়াছি দিগন্ত মুখরিত করিয়া, আমি আমারই মতন কথা কহিয়াছি কম্বুকণ্ঠে বজ্রনাদে নির্ভয়ে। যখন আমাকে দেখিয়াছ, তখন তোমরা নিতান্তই বালক। সেই দিনও আমার জীবনের যাহা লক্ষ্য ছিল, আজও তাহাই আমার লক্ষ্য। আমি একই পথে অবিরাম গতিতে চলিয়াছি, থামি নাই, গতি-পরিবর্ত্তন করি নাই, মতি-পরিবর্ত্তন করি নাই, ভুল পথ ধরিয়াছি মনে করিয়া এক কদমও পিছু হঠি নাই। অবিচলিত আত্মবিশ্বাসে নির্ভর করিয়া আমি পথ-পরিক্রমা করিয়া চলিয়াছি। আমি জানি, আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে দেশ, জাতি ও জগৎ। আমি জানি, আমার পথ ও লক্ষ্য উভয়ই নির্ভুল। কিন্তু লক্ষ্য করিয়া হর্ষ-কম্পিত-কলেবর হইতেছি যে, তোমরাও নিজেদিগকে আমার সহিত একই সুত্রে যুক্ত রাখিয়াছ। একদা আমার শরীর বৃদ্ধ হইবে, তোমরা হইবে প্রৌঢ়। তখনও কি তোমরা আমার সঙ্গে সমান তালে চলিবার প্রয়াস পাইবে? পাইবে, এই কথা ভাবিতে আনন্দ-শিহরণ জাগে। কিন্তু পৃথিবীর একটা প্রাণীও হয়ত শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকিতে চাহিবে না বা পারিবে না। একথা ভাবিতে আমার হৃৎকম্প হয় না। আমি একলা চলিতে গেলেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার সাথে সাথে চলিবে। কারণ, আমি শাশ্বত পথিক।”

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে হইবে

মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত বনওয়ারীবাদ-নিবাসী এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“উপার্জ্জক পুত্র হইবে অকারণে আত্মঘাতী, সুশিক্ষিতা কন্যা হইবে নীচ-সংসর্গে কুলত্যাগিনী, বর্ষীয়সী মাতা হইবেন উন্মাদরোগগ্রস্তা, বর্ষীয়ান পিতা হইবেন বদমেজাজি ও অমিতব্যয়ী, বন্ধু হইবে বিশ্বাসঘাতক আর নিকট আত্মীয়েরা হইবে বিত্তনাশক ও সন্তাপবর্দ্ধক,—বিপদের এই বেড়াজালের মধ্যেও তোমাকে মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে হইবে। জগতে আরও বহু জনে এইরূপ বিপদে বা ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক সঙ্কটে পড়িয়াছেন এবং বিহ্বল না হইয়া কেবল ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, সুকাল-প্রতীক্ষা, ভগবদ্‌বিশ্বাস ও দৃঢ়তার বলে সকল ঝঞ্ঝা অতিক্রম করিয়া নিরাপদ পোতাশ্রয়ে পৌঁছিয়াছেন। এই কথাটী মনে রাখিয়া চলিতে থাক। মনকে দুর্ব্বল হইতে দিও না। যুবকদের আত্মঘাত নিদারুণ হতাশা হইতে ঘটিয়া থাকে। তোমার পুত্র যে ভাবে শরীর ছাড়িয়াছে, এভাবে যাহাতে অন্য কাহারও পুত্র মৃত্যুর কোলে না গড়াইয়া পড়িতে পারে, তাহার জন্য বরং ব্যাপক জন-সেবায় ব্রতী হও। তোমার কন্যা সুশিক্ষিতা হইয়াও নীচ সংসর্গে পড়িয়া কুলত্যাগিনী হইয়াছে, যাহাতে অপর কাহারও কন্যা এরূপ বিপথে না চলিতে পারে, তাহার জন্য সুপরিকল্পিত ভাবে এক কর্ম্মযজ্ঞ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে নিরন্তর আহুতি দিতে

থাক নিজের জীবনের মূল্যবান্ দিনগুলির অধিকাংশকে। নিজের দুঃখ তোমাকে পরের দুঃখ বিদূরণে উদ্বুদ্ধ করুক। দুঃখ তখনই সার্থক, যখন একজনের দুঃখ সহস্র জনের দুঃখরাশির মূলোৎপাটনে দেয় প্রেরণা। মাতার মস্তিষ্করোগ, পিতার অমিতব্যয়, বন্ধুদের বিশ্বাসঘাতকতা নির্ম্মূল করিবার উপায় হয়ত তোমার হাতে নাই। কিন্তু ইহাদের কল্যাণের জন্য, পরিবর্ত্তনের জন্য, সংশোধনের জন্য বিদ্বেষ-বিহীন অন্তরে ভগবানের কাছে অকপট চিত্তে প্রার্থনা জানাইতে পার। ব্যাকুল প্রার্থনা একদিন না একদিন কিছু না কিছু পরিমাণে ফলিবেই ফলিবে। চতুর্দ্দিকে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ-রাশির মতন অগণিত বিঘ্ন ও বিপত্তি দেখিয়া বিহ্বল হইও না।

আত্মহত্যার কারণ ও প্রতীকার

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যুবকদের মধ্যে আত্মহত্যার অধিকাংশই ঘটিয়া থাকে ব্যর্থ প্রণয়ের হতাশা হইতে। কিছু ঘটে দারিদ্র্যের চরম কষাঘাতের ফল-স্বরূপ। কতক ঘটে দুরন্ত রোগে নিরাময়ের আশা দূর হইয়া যাওয়াতে। বাকীগুলি ঘটে সাময়িক মতিচ্ছন্নতায় বা আকস্মিক উন্মত্ততায়। যৎ-সামান্য ঘটিয়া যায় নিছক বাহাদুরী করিতে গিয়া। প্রণয় জিনিষটাকে সাধারণত যেরূপ খেলো ভাবে গ্রহণ করা হয়, তাতে প্রণয়ে ব্যর্থতা আত্মহত্যার প্ররোচনা দিতেও পারে। অবিশ্রান্ত প্রচারের দ্বারা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

যুবকদের মনে এই প্রত্যয়কে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে যে, প্রণয়টাই জীবনের সব চেয়ে বড় কথা নয়, ত্যাগ করিবার ক্ষমতা, যোগ্যতা, দৃষ্টান্তই জীবনের বড় কথা। ব্যাপক প্রচার করিতে হইবে যে, আত্মহত্যা দ্বারা মানুষ জীবনের কোনও সমস্যারই সমাধান করিতে পারে না। প্রচার করিতে হইবে যে, নিজ কর্ম্মফল নিজেই সাহসের সহিত ভোগ করিয়া যাইবার দুঃসাহসের ভিতরে যেমন অশেষ বীরত্ব রহিয়াছে, অদৃষ্টের সহিত যুদ্ধ করিতে বিরত হইয়া নিজের হাতে নিজের জীবন-দীপটী নিবাইয়া দিবার ভিতরে তেমনি অতুলন কাপুরুষতা বিদ্যমান। মরা বা বাঁচা খুব বড় কথা নহে, যে-কোনও একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া যে-কোনও দিন যে-কেহ মরিয়া যাইতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকা, বীরের মতনই বাঁচিতে হইবে।"

পিতামাতার আশীর্ব্বাদ জীবন-পথের পাথেয়

মালদহ জেলান্তর্গত ভোলাহাট-নিবাসী এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সকল সময়ে বা সকল কাজেই মাতৃ-পিতৃ-আশীর্ব্বাদ লাভ করা সকল পুত্রকন্যার সৌভাগ্যে ঘটে না কিন্তু জীবনের যে-কোনও মহদ্‌ব্রতে আত্মনিয়োগ করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা উচিত যাহাতে মাতৃপিতৃ-আশীর্ব্বাদটুকু অবশ্যই

পাওয়া যায়। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার ও অন্ধ অপবিশ্বাস আদি দ্বারা আচ্ছন্ন সেকেলে পিতামাতার কাছে মহৎ ও সৎ কর্ম্মে অনুমোদন লাভের প্রত্যাশা যদি নাও থাকে, তথাপি বিনীত চিত্তে এই আশীর্ব্বাদটুকু লাভের চেষ্টা করিতেই হইবে। তাঁহারা অজ্ঞান হউন, মূর্খ হউন বা সেকেলেই হউন, তথাপি তাঁহারা পিতা ও মাতা। পশু বা পক্ষী পিতা বা মাতার সম্মান জানে না, কিন্তু মানুষ ক্রমবিকাশের পথে তাঁহাদের মান, মর্য্যাদা ও মহিমা জানিতে পারিয়াছে। আধুনিকতার দোহাই দিয়া কেহ যেন নিজেদিগকে পিতা-মাতার আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত করিয়া রিক্ত হস্তে পথ চলিতে চাহে না। পিতামাতার সরল মনের উদার আশীর্ব্বাদ সন্তানের জীবন-পথে এক মূল্যবান্ পাথেয়।"

ভাদ্রমাসে গাভীর প্রসব

নদীয়া জেলান্তর্গত চাকদহ-নিবাসী এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভাদ্র মাসে তোমার গাভী বৎস-প্রসব করিয়াছে বলিয়া তুমি উদ্বিগ্ন হইয়াছ। তোমার প্রতিবেশীরা বলিতেছেন, ইহা অতীব কুলক্ষণ, ইহা দ্বারা অমঙ্গল হইবে। এই সব কথা ও ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক জানিও। শ্রীকৃষ্ণ ভাদ্র মাসে জন্মিতে পারিলেন, কাহারও কোনও অমঙ্গল হইল না। এই একটী

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দৃষ্টান্তই কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট আশ্বাসদায়ক নহে? যেই দিনে যেই ক্ষণে যে কেহ জন্মগ্রহণ করুক, আমার মতে সেইটাই একটী শুভদিন, সেই ক্ষণই একটী শুভক্ষণ। চৈত্র মাস অপয়া বলিয়া সেই মাসে কাহারও বিবাহ হয় না, অথচ এই মাসটাতেই জন্মিয়াছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। পৌষ মাসেও বিবাহ নিষিদ্ধ রহিয়াছে, অথচ প্রভু যীশুখ্রীষ্ট, গুরু গোবিন্দ সিংহ প্রভৃতি এই মাসটাতেই জন্মিয়াছিলেন। আমাকে তোমরা কত ভালবাস, কত ভক্তি কর, আমিও এই পৌষ মাসেই নরদেহ নিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম। পৌষ মাস বর্জ্জনীয় কিসে? জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ সকল মাসে এবং সকল বারেই হইতে পারে, কোনও মাস বা বারই অশুভ বা অশুদ্ধ নহে। প্রতিটি দিন পরমেশ্বরের সৃষ্ট। তুমি বা আমি দিবারাত্রির স্রষ্টা নহি যে, তোমার আর আমার মুখের কথায় কোনও দিনটী পবিত্র আর কোনও দিনটী অপবিত্র হইয়া যাইবে। শুক্রবারটী জুম্মা নমাজের বার বলিয়া মুসলমানেরা ইহাকে অন্য যে-কোনও বার অপেক্ষা পুণ্যতর জ্ঞান করিয়া থাকেন। কিন্তু অপর সকল বারই তাঁহাদের যে-কোনও শুভকর্ম্মের পক্ষে প্রশস্ত। ইহার ফলে মঘা-অশ্লেষার দৌরাত্ম্যে মুসলমানরা নির্ব্বংশ বা বিনষ্ট হইয়া যান নাই। রবিবার স্যাবাথ ডে বলিয়া খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের মধ্যে পবিত্রতর দিন বলিয়া গণ্য। কিন্তু আমি যতটুকু শুনিয়াছি, অন্যান্য বারে শুভকার্য্যে ইঁহাদের বাধা নাই। মঙ্গলবার আমার জন্মবার বলিয়া আমার গোঁড়া ভক্তগণ

এই বারে যদি মঘা বা অশ্লেষা নক্ষত্রও পড়ে, তথাপি অন্নপ্রাশন, গৃহপ্রবেশ, হাতে খড়ি প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্যে পশ্চাৎপদ হয় না। কারণ, তাহাদের দৃষ্টিতে এই বারটী অন্য সকল বারের চেয়ে পুণ্যতর। কিন্তু তাই বলিয়া অন্য কোনও বার তাহাদের কাছে হেয় বা অশুচি বলিয়া কেন বিবেচিত হইবে? তীর্থযাত্রা করিতে যত ইচ্ছা পাঁজি দেখ, ক্ষতি নাই, কারণ তুমি দুদিন দেরী করিয়া রওনা হইলে তীর্থগুলি পাখা মেলিয়া মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় উড়িয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইবে না। কিন্তু যুদ্ধ করিতে যাইবার কালেও পঞ্জিকা দেখিয়া ঘরের বাহির হইতে হইলে পরাজয়ের কলঙ্ক-কালিমা মুখে চখে লেপন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। প্রচলিত গ্রাম্য কুসংস্কারগুলির উৎপত্তির কারণ যত যুক্তিযুক্তই হউক, আধুনিক যুগের ঘটনাবলির সহিত সমান তালে চলিয়া মানব-সভ্যতার অগ্রগামী দূত রূপে চলিবার সাধ থাকিলে, পল্লীবাসি-সুলভ সহজ-সরলতা ও মানসিক দুর্ব্বলতা পরিহার করিতেই হইবে। দান করিয়া ল্যাঠা চুকাইতে চাহ, ভাল কথা কিন্তু ভাদ্র মাসে গাভী বিয়াইয়াছে বলিয়া এই ধেনু ও এই বৎস দ্বারা যদি তোমার হইতে পারে অমঙ্গল, তাহা হইলে তোমার এই দান যে গ্রহণ করিবে তাহারও কি অমঙ্গল হইতে পারে না? অমনি ত' গরীবকে ডাকিয়া আনিয়া শীতের দিনে একখানা ছেঁড়া কাঁথাও দান করিবার তোমার শক্তি নাই বা রুচি নাই কিন্তু তোমার স্ত্রীর কলেরার দাস্ত

কলেরার দাস্ত দ্বারা কলুষিত নূতন কন্থাখানা যদি গরীব বেচারীকে ডাকিয়া দান কর, তবে তাহা দ্বারা তোমারই বা কোন্ পুণ্য হইবে, তাহারই বা কোন্ কুশল জন্মিবে? তার চেয়ে নবজাত বাছুরটীকে যত্ন করিয়া বাঁচাও এবং বাড়াও, ভাল করিয়া খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া গাভীটির দুগ্ধদান-সামর্থ্য বর্দ্ধিত কর এবং যেদিন হইতে তাহার দুগ্ধ রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে সেবনোপযোগী হইবে, সে দিন হইতে যাবতীয় দুগ্ধ অন্ততঃ একমাস কাল নিকটবর্ত্তী হাসপাতালে গরীব রোগীদের পান করিবার জন্য পাঠাও। কুসংস্কারকে সদ্ব্যবহারে আনা যায়। এই ভাবে তাহা কর।"

অতীত নিয়া গর্ব্ব কাহারা করে

অপরাহ্ন ছয় ঘটিকায় ময়মনসিংহ সূর্য্যকান্ত টাউন হলে শ্রীশ্রীবাবামণির প্রথম ভাষণ হইল।

ময়মনসিংহ জেলার নগর-জ্যেষ্ঠেরা সমবেত ভাবে নাম স্বাক্ষর করিয়া উপযুক্ত বিজ্ঞাপনাদি প্রচার করিয়া পূর্ব্বেই সকল ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

আনন্দমোহন কলেজের দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"যাঁহারা সংবাদপত্র পাঠ করেন, স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসজীর পরিচয় তাঁহারা প্রত্যেকেই জানেন। যাঁহারা সংবাদপত্র পাঠ করেন না, অল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহারা স্বামীজীর

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অত্যদ্ভুত বাগ্মিতার পরিচয় পাইবেন। সুতরাং আপনাদের নিকটে তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিবার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন।"

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণির ভাষণ শুরু হইল। তিনি বলিলেন,—যাদের বর্ত্তমান অবস্থায় কোনো সম্পদ, কোনো গৌরব, কোনো সম্মাননীয় যোগ্যতা থাকে না, তারাই অতীত নিয়ে গর্ব্ব করে, বড়াই করে, অতীতের কাহিনীর চর্ব্বিত-চর্ব্বণ ক'রে ক'রে বর্ত্তমানের অভাব ও দৈন্য-দশার লজ্জাটুকু ঢাক্‌তে চায়। অনেকের মতে আমরা ভারতবাসীরা এই দোষে দোষী। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়, আমাদের দেহে নাই বল, মনে নাই সাহস, চরিত্রে নাই ধৈর্য্য, চেষ্টায় নাই দৃঢ়তা, লক্ষ্যে নাই নিষ্ঠা, জীবন-যাত্রায় নাই সাবলীলতা, নীতি-জ্ঞানে নাই যুক্তিযুক্ততা আর রাষ্ট্রে নাই স্বাধীনতা। যে সকল গৌরবাবহ সামগ্রী থাকলে দশ জনের কাছে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ানো চলে, তার অধিকাংশই আমাদের নাই, অথচ আমরা আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের বর্ণনার কালে কত মুখর, কত উৎসাহী।

অতীত ভারত বর্ত্তমান ভারতের বুকে সুখশয়নে সুপ্ত

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অভিযোগটী যথার্থ। কিন্তু আর একটা দিক্‌ও আছে। অন্য কোন্ কোন্ দেশের লোকের অতীত নিয়ে গর্ব্ব করার এমন সুযোগ আছে? অন্য কোন্

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কোন্ জাতির বর্ত্তমান জীবনে অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের একটী মাত্র কণাও খুঁজে পাওয়া যাবে? অ্যাসিরিয়া ছিল, মিটানি ছিল, ব্যাবিলোনিয়া ছিল, মিশর ছিল অতীতের অতি মহৎ অতি বৃহৎ অতীব শক্তিশালী সম্পদশালী সম্মাননীয় দেশ বা জাতি। কিন্তু তাদের অতীত উৎকর্ষের একটুখানি ফল্গু-ধারাও কি তাদের বংশধরদের বর্ত্তমান জীবনে বিদ্যমান আছে? অথচ প্রাচীন বৈদিক যুগের স্মরণাতীত ইতিহাস এখনো ক্ষুদ্রতম এক একটী বীজাণু-রূপে হ'লেও ভারতবর্ষে বিদ্যমান। বর্ত্তমান ভারতে যে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথের আর্বিভাব সম্ভব হ'ল, তা ত' ঐ সুদূরের বিস্মৃত অতীত সূক্ষ্ম সাধন-স্রোতে আমাদের যুগ পর্য্যন্ত প্রবহমান রয়েছে বলেই। প্রাচীন ভারতের দিব্য পটভূমিকা আজও ক্ষীণ ভাবে হ'লেও জীবিত আছে ব'লেই আজকের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের আমরা আমাদের মাঝখানে পেয়েছি। প্রাচীন মিশরের সভ্যতা আজ যে জন্য বর্ত্তমান মিশরের প্রাণে নব-প্রেরণার সঞ্জীবনা সৃষ্টি কত্তে অক্ষম, প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ঠিক তারই বিপরীত কারণে আমাদের যাবতীয় প্রেরণার উৎস। রামমোহন বা দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র বা রাণাড়ে তাঁদের প্রেরণা সংগ্রহ করেছেন, আধুনিক কোনও উৎস থেকে নয়, সেই বৈদিক যুগের বিস্মৃত এক চির-জাগ্রত জীবন-প্রবাহ থেকে। সুতরাং ভারতবাসীর অতীত নিয়ে গৌরব করার

অধিকার আছে। অতীত ভারতের ধ্যানের জগৎ আর বর্ত্তমান ভারতের ধ্যানের জগৎ আজও এক এবং অভিন্ন। অতীত ভারতের বিস্মৃত-প্রায় ভাষা বর্ত্তমান ভারতের ভাষা-ফলকের মাঝে অলোপ্য ভাবে ক্ষোদিত হ'য়ে আছে, এটাও একটা আশ্চর্য্য ঘটনা। বর্ত্তমান ভারতের বুকে অতীত ভারত সুখশয়নে নিদ্রিত ব'লেই তাকে আমরা ভুলে যেতে পারি না।

ইয়োরোপ ও আমেরিকা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ইয়োরোপ একটা উন্নত সভ্যতার গর্ব্ব কত্তে পারে এবং ক'রে থাকেও। তাদের এই গর্ব্বের মধ্যে আমরাও কোনও অসঙ্গতি খুঁজে পাই না। ভুজবলে যে বড় হ'য়েছে সে নিজেকে বড় ভাবুবে, এটাতে আমাদের আপত্তি করার কি আছে? কিন্তু তাদের সভ্যতা আমাদের কাছে যেন উৎপীড়কের ভূমিকা নিয়েছে। আরবের সভ্যতা যখন আততায়ীর মূর্ত্তি ধারণ ক'রে পূর্ব্বে, পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে একটার পর একটা ক'রে স্বাধীন জাতির স্বাধীনতা হরণ কত্তে লাগ্‌ল এবং নিজেদের ধর্ম্মপ্রচারের দাপটে চারিদিকে ত্রাস সঞ্চার কত্তে লাগ্‌ল, তখন পদানত কোনো জাতিই আরবীয় বা তৎপরবর্ত্তীদের দিগ্বিজয়কে প্রীতির চক্ষে দেখেনি। ঠিক তেমনি ইয়োরোপের বিজ্ঞান-প্রবুদ্ধ উচ্চাকাঙ্ক্ষ জাতি-সমূহ যখন এশিয়ার ও আফ্রিকার নানা অঞ্চলে বাণিজ্য-সূত্রে প্রবেশ ক'রে আস্তে আস্তে একটার পর

একটা দেশকে অর্থনীতির নাগপাশে বদ্ধ ক'রে শোষণ শুরু কর্ল্, তখনো কেউ তাদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখ্‌তে পারে নি। বরং সবাই দেখেছে এদেরকে ভীতির চক্ষে, আতঙ্কের দৃষ্টিতে। কিন্তু এঁরা নিজেরা নিজেদিগকে শ্রেষ্ঠ ব'লে জ্ঞান করেন এবং ভারতবাসীর ন্যায় দুর্ভাগা জাতিগুলিকে হেয় এবং নগণ্য মনে করেন। এঁরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের মহিমা প্রকাশ কত্তে গিয়ে বারংবার নিজেদের পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তিকাহিনীর কথা স্মরণ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে সব কাহিনী সত্যিকারের কি বস্তু? দস্যুতাপ্রিয় কতকগুলি শক্তিশালী দল-সংগঠকেরই কি কাহিনী সেগুলি নয়? আমরা একজন রক্তপিপাসু ব্যারণ বা হত্যারু যুদ্ধনায়ককে দিয়ে আমাদের বংশাবলির মহিমা কীর্ত্তন করি না। আমরা দোহাই দেই একজন বশিষ্ঠের, একজন বিশ্বামিত্রের, একজন কপিলের, একজন শাণ্ডিল্যের, একজন ভরদ্বাজের বা একজন বাল্মীকির,—জীবন যাঁদের ব্যয়িত হ'ল কেবল তপশ্চর্য্যায় এবং এই তপশ্চর্য্যার একমাত্র উদ্দেশ্যই হ'ল ত্রিভুবনের সকলের কুশল। কিন্তু ইয়োরোপিয়ানরা নিজ নিজ পূর্ব্বপুরুষের গৌরবের জয়গান ক'রে নিজেদের ঐহিক অভ্যুদয়কে উদ্বুদ্ধ কত্তে চেষ্টা করেছেন ব'লে আমরা তাদের দোষী জ্ঞান করি না। আমেরিকাবাসীদের নিজেদের কোনো অতীত নেই ব'লেই তারা অতীতের গর্ব্ব পরিহার করেছে এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড বেগে পদক্ষেপ কত্তে কত্তে এগিয়ে চলেছে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আমাদের যখন অতীত একটা আছে এবং সেই অতীত যখন অতীব মহৎ, অতীব পুরাতন এবং অসামান্য গৌরবের আস্পদ, তখন আমরা অতীতকে ভুলেই বা থাক্‌ব কেন? অতীতের গর্ব্ব নিশ্চয়ই আমরা কর্ব্ব এবং সেই গৌরবের ধারা যাতে আমরা নিজেদের স্কন্ধে বহন ক'রে এগিয়ে যেতে পারি, তার চেষ্টাও কর্ব্ব। তবে এক্ষেত্রে একটী কথা মনে রাখতে হবে যে, ঐতিহাসিক যুগের আমাদের যে অতীত, তাতে এমন অনেক ভুলভ্রান্তির প্রমাণ আছে, যা অধঃপাত-সাধক ও ক্ষতিকর, যা পরিহর্ত্তব্য ও লজ্জাজনক। সেইগুলির পুনরাবৃত্তি থেকে আমরা নিজেদের ভবিষ্যৎকে বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টাও নিশ্চয়ই কর্ব্ব। এতে অসতর্কতা, অবসাদ, আলস্য বা উপেক্ষা থাকা হবে অপরাধ।

বক্তৃতা পূর্ণ দুই ঘণ্টাকাল চলিল।

ময়মনসিংহের প্রথম বক্তৃতার ধন্যবাদ প্রসঙ্গে

স্থানীয় বার-অ্যাসেসিয়েশানের সভাপতি মহাশয় ধন্যবাদ-প্রসঙ্গে বলিলেন,—প্রত্যেকটী আগন্তুককে একেবারে বিস্ময়-বিমুগ্ধ নিঃশব্দ শ্রোতার ভূমিকায় আগাগোড়া দেখিতে পাওয়ার দৃষ্টান্ত খুব সম্ভবতঃ ময়মনসিংহ শহরে এই প্রথম। এই স্বামীজীকে তাঁহার মৌনব্রতাবলম্বী অবস্থায় আমরা ময়মনসিংহ শহরের পথে-ঘাটে বিশেষ করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে মাঝে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মাঝে দেখিয়াছি। দেখিয়া, কে ইনি, জানিবার জন্য কৌতূহলীও হইয়াছি কিন্তু পরিচয় পাইবার সুযোগ ঘটে নাই। আজ এই সভাস্থলে বক্তৃতা-দান উপলক্ষ্যে উচ্চারিত তাঁহার প্রত্যেকটী শব্দের মধ্য দিয়া আমরা তাঁহার যে পরিচয় পাইলাম, তাহা ভারতের শাশ্বত আত্মার অবিসংবাদিত সত্য পরিচয়। তিনি বলিয়াছেন, প্রাচীন বলিয়াই অতীত অবহেলার বস্তু নহে, নবীন বলিয়াই সভ্যতার বর্ত্তমান গতি তুচ্ছ করিবার মত নহে, উভয়ের মধ্যে সুসঙ্গত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া আমাদিগকে আমাদের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে হইবে। যদিও শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসজী বক্তৃতা প্রসঙ্গে নিজের জীবন বা কর্ম্মাদর্শ সম্পর্কে কোনও কথা ইঙ্গিতেও প্রকাশ করেন নাই, তথাপি আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে একথা জানিতে পারিয়াছি যে, ইনি ছোট-নাগপুরের অন্তর্গত মানভূমে একটী আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন এবং আশ্রম-সমূহ পরিচালনের সনাতন-পথ ভিক্ষাকে একেবারে বর্জ্জন করিয়া কাজ করিতেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে ইহা একেবারে অভিনব এবং আশ্চর্য্যজনকও বটে। অথচ আমরা রংপুর হইতে রেলেরভাড়া দিয়া তাঁহাকে এখানে নিয়া আসি নাই, তিনি নিজ ব্যয় নিজেই বহন করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কয়েকটী পয়সা খরচ করিয়া একটি আমন্ত্রণ-লিপি পাঠাইয়াছিলেন। স্বরূপানন্দজীকে ময়মনসিংহে পাইবার জন্য আমাদের সকলের তরফ হইতে ঐ কয়টী মাত্র

পয়সাই খরচ। অথচ কি মধুময়ী বাণীই না তিনি শুনাইলেন। আমার সুদৃঢ় ধারণা এই যে, জনসাধারণের যদি আগে জানা থাকিত যে, তিনি কত বড় একজন উঁচুদরের বক্তা, যদি জানা থাকিত যে, ইনি বক্তৃতা ত' দেন না, গদ্যে গদ্যে গান গাহিয়া যান, যে গান প্রাণের পরতে পরতে স্নিগ্ধতা ও রসালুতা সঞ্চার করে, আর আমরা যদি টিকিট করিয়া শ্রোতাদের এই হলে বসাইয়া দিতে পারিতাম, তাহা হইলে হাজার কয়েক টাকা ঐ ভাবেই অনায়াসে তাঁহার আশ্রমের জন্য সংগৃহীত হইয়া যাইত। এমন বাগ্‌বিভূতি যাঁহার কণ্ঠে সাক্ষাৎ সরস্বতী দেবীর ন্যায় নিজ হস্তে বীণার তারে ঝঙ্কার তুলিয়া থাকে, তিনি অর্থ সংগ্রহে উদাসীন, ভিক্ষাটনে অনিচ্ছুক, স্বাবলম্বনকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াও গর্ব্বিত নহেন, ইহা এক অপরূপ দৃষ্টান্ত। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব, প্রাচীন ভারত মরিয়া যান নাই। প্রাচীন ভারত এই নবীন তাপসের মধ্য দিয়া আবার নূতন করিয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছেন।

ময়মনসিংহ
২৮শে ভাদ্র, শনিবার, ১৩৪২
(১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫)

বীরেন বাবুর সৌজন্য

গৃহকর্ত্তা বীরেন বাবু একটী চমৎকার প্রস্তাব করিলেন। বলিলেন,—আমি একটী নিয়ম ক'রে দিতে চাই।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বলুন।

বীরেন বাবু।—এই যে সারাদিন সারা রাত আপনার সঙ্গে লোকেরা দেখা-সাক্ষাৎ কত্তে আস্‌বে, এইটী আমি হ'তে দেব না। এই শহরে অনেকগুলি বক্তৃতাই আপনি দেবেন। প্রত্যেকটী স্থান যেমন নির্দ্ধারিত হয়ে গেছে, তেমন প্রচারিতও হ'য়ে গেছে। আপনার কথা শুনতে কেউ চান ত' সেই সব সভাতে কেন যাবেন না? বাড়ীতে এসে আপনাকে হাজার কথায় বিব্রত ও বিরক্ত করা আমি ত' সঙ্গত ব্যাপার ব'লে মনে করি না। আপনি বক্তৃতা দিয়ে ঘরে ফিরে এলে যদি ক্লান্তি বোধ না করেন, তবে যার সঙ্গে যা' বলার, বল্‌বেন। আপনার যে রকম চিঠির উপদ্রব দেখ্‌তে পাচ্ছি, তাতে সারাদিন ত' পত্র লিখ্‌তেই ব্যস্ত থাকতে হয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আপনার প্রস্তাব সাধু, তবে একটী কথা। কোনো গরীব লোক দেখা কত্তে এসে যেন এই ধারণা নিয়ে ফিরে না যায় যে, আমি জমিদারের বাড়ীতে উঠেছি ব'লে আমার অহঙ্কার বেড়েছে।

বীরেন বাবু হাসিয়া বলিলেন,—ওটাও একটা বিপদ বটে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আরও একটী কথা। কোনও মহিলা যেন কদাচ একাকিনী বা রাত্রিকালে আমার সঙ্গে

দেখা কত্তে না আসেন। কারণ, সন্ধ্যার পরে বা দিনে রাত্রে কোনও সময়েই নিরিবিলি আমি কোনও মহিলার সঙ্গে কথা বলি না, একটী ছোট্ট বালিকার সঙ্গেও না।

শ্রীশ্রীবাবামণি পত্রলিখনে মনোযোগ দিলেন।

পিতৃপুণ্যের ফল

কিন্তু বীরেন বাবু আবার কথা তুলিলেন। বলিলেন,—জানেন স্বামীজী, গতকাল আপনার বক্তৃতার পরে শ্রোতারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হ'য়ে এক এক দল এক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কেবল আলোচনা করেছেন যে, আপনি কে। অবশ্য, সত্য আবিষ্কারে খুব দেরী হ'য়ে যায় নি। একজন বল্লেন,—ইনি সতীশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, যেই সতীশ বাবু এই ময়মনসিংহ শহরে সম্ভবতঃ বারো চৌদ্দ বৎসরের বেশী কাটিয়ে গেছেন। আর একজন বল্লেন,—সতীশবাবু তাঁর স্বরচিত সৎসঙ্গীত সমূহ গেয়ে গেয়ে এই শহরের হাজার হাজার লোককে মুগ্ধ ক'রে গেছেন। অমনি আর একজন বল্লেন,—পিতার সঙ্গীতের কণ্ঠস্বর আজ আমরা পুত্রের বক্তৃতার সুরধ্বনিতে আরোহণে আর অবরোহণে যেন মার্গ-সঙ্গীতের ন্যায় গম্ভীর ও উদাত্ত ভাবে শুনতে পেলাম। অর্থাৎ আমি বুঝতে পেরেছি যে, আপনার পিতৃদেবকে যাঁরা চিনতেন, তাঁরা প্রত্যেকে একবার ক'রে আপনার সঙ্গে দেখা না ক'রে ছাড়বেন না।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শ্রীশ্রীবাবামণি বিনীত ও আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন,—এটা ত' পিতৃ-পুণ্যের ফল। এটা ত' আমার কোনও কৃতিত্বের কথা নয়। নিশ্চয়ই আপনি প্রতিটি প্রাণীকে আমার সঙ্গে দেখা কর্ব্বার জন্য সুযোগ দিবেন। আমার চিঠি লেখার কাজে যতই ক্ষতি হোক্ আমি প্রত্যেককে সাদরে আমার সামনে বসিয়ে কথাবার্ত্তা বল্‌ব।

বীরেন বাবু বলিলেন,—আশ্চর্য্য।

আদিবাসীদের শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি ও দারিদ্র্য

স্বাধীন ত্রিপুরার * অন্তর্গত দশধা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ত্রিপুরার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে একটী দুইটী জমাতিয়ার ও নোয়াতিয়ার ভিতরে আমার কাজ করিবার সুযোগ হইয়াছিল এবং পথ-পর্য্যটন-কালে দুই একটী রিয়াং ও রূপিণীর ভিতরেও কাজ করিয়াছি। আমার মনে হইয়াছে যে, রিয়াং জাতিটার ভিতরে অতি দ্রুত এবং ব্যাপক ভাবে কাজ করিবার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। তোমরা এই জাতিটার

* তৎকালে ত্রিপুরা রাজ্যকে "স্বাধীন ত্রিপুরা" বলা হইত। শাসক ছিলেন ত্রিপুরার মাণিক্য-বংশীয় নরপতিগণ।

ভিতরে প্রেম সহকারে প্রবেশ করিবার চেষ্টা কর। ব্যবসায় করিবার প্রয়োজনে ইহাদের মধ্যে ঢুকিয়া ইহাদিগকে ঠকাইয়া নিজেরা ধনী হইবার চেষ্টা যেন কেহ না করে। ইহারা অশিক্ষিত, সহজ-বিশ্বাসী ও সরলপ্রাণ। ইহাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াইয়া ইহাদের জীবনে শুচিতার সঞ্চারণা করিয়া, ইহাদের অনাহার ক্লিষ্ট উদরে দুমুঠা অন্ন যোগাইবার সামর্থ্য বর্দ্ধন করিয়া, ইহাদিগকে সৎশিক্ষা ও সুসংস্কৃতির অধিকারী করিয়া তুলিবার জন্য ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহাদের সামাজিক জীবন হইতে পাপ, ব্যভিচার, পানদোষ যাহাতে দূর হয়, পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান মানুষজন্মকে ইহারা যাহাতে সার্থক করিতে পারে, সে উদ্দেশ্য নিয়া ইহাদের মধ্যে যাইতে হইবে। অর্থনৈতিক শোষণ এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের কুটিল পন্থা বর্জ্জন করিয়া আমাদিগকে ইহাদের মধ্যে কাজ করিতে হইবে। উচ্চ আদর্শবাদের প্রভাব সৃষ্টি করিয়া ইহাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিতর হইতে বিভেদের দূরত্ব আমরা অপসারণ করিতে পারি। রিয়াং, মলসুং, কইফেং, চাক্‌মা, মিজো, ডিমাছা, জেমি, নাগা প্রভৃতি নানা গোষ্ঠীর ভিতরে আকৃতিগত পার্থক্য অত্যন্ত সামান্য। ইহারা সকলে একটা শুচিতাপূর্ণ আদর্শের উপাসক হইলে হয়ত ইহাদের মধ্যে নিবিড় ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে। তিপ্‌রা, রূপিণী, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কেও এই কথা খাটে। তিপ্‌রারা দীর্ঘকাল ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে বলিয়া তাহারা হয়ত অন্যান্য-দিগকে নিজেদের সমকক্ষ রূপে পরিণত হইতে দিতে চাহিবে না। কিন্তু কাহারও জাতিগত শ্রেষ্ঠতা কিছু থাকিলে তাহা আমরা নষ্ট করিতে চেষ্টা কেন করিব? যদিও পূর্ব্বাঞ্চলের এই সকল অধিবাসীরা একদল পণ্ডিতের মতে মঙ্গোলয়েড বংশের অবতংস বলিয়া বর্ণিত, তথাপি একটি চমৎকার কথা এই যে, ইহাদের মধ্যে কোনও কোনও গোষ্ঠী নিজেদিগকে হয় কাশ্যপ ঋষির বংশধর বলিয়া মনে করেন, কোনও কোনও গোষ্ঠী নিজেদিগকে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই ধারণা এবং বিশ্বাস ইহাদিগকে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠতম তপস্যার সহিত এক অদৃশ্য সূত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইহার ফলে, সেই সাধনার বিপুল বিস্তৃতি ইহাদের মধ্যে করিয়া যাইবার পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে, যেই সাধনা আমরা করি এবং যেই সাধনায় আমরা আগ্রহী শত সহস্র জনকে দীক্ষিতও করি। পৃথিবীর সর্ব্বজাতি মিলিয়া একটী জাতি হউক এবং সেই জাতিটি কর্ম্মে ও ধর্ম্মে, চিন্তায় ও আচরণে, আচারে ও বিচারে, ভাবে ও প্রভাবে সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হউক, এইটাই ত' আমরা চাহি। কিন্তু আগেই ত' বলিয়াছি, ক্ষুধার্ত্ত জঠরগুলিতে অন্ন দিবার ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গেই করিতে হইবে। শিক্ষাদান, দীক্ষাদান, সংস্কৃতির প্রসার, শুচিতা-সাধন, সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি— সব কিছুরই মূলদেশে একটী সুখী, সন্তুষ্ট, দারিদ্র্যহীন জঠর

প্রয়োজন। অবশ্য, আগে দারিদ্র্য দূর করিব, তারপরে অন্য সব কাজ করিব, ইহা এক অবাস্তব কল্পনা। কাজগুলি সবই চলিতে থাকিবে কিন্তু প্রতিটী পদক্ষেপের কালে দেখিতে হইবে যে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাদের দারিদ্র্য-দুঃখ বিনাশ করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিতে পারি। নতুবা একদা ক্ষুধার তাড়না ইহাদিগকে এমন অপথে হয়ত ঠেলিয়া দিবে যে, তখন আপদ সামলাইবার আর কোনও উপায় থাকিবে না।"

অতীত নিয়া দুশ্চিন্তা করিও না

ঢাকা জেলান্তর্গত চালাকচর-নিবাসী এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অতীতে কুকর্ম্ম করিয়াছ, বেশ করিয়াছ। তাহা নিয়া আর দুশ্চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। এখন সাহসের সহিত অসৎ কর্ম্মের অসৎ ফলটুকু ভুগিয়া লও আর প্রতিজ্ঞা কর যে, জীবনে আর দ্বিতীয়বার বিবেক-বিরোধী কাজ করিবে না। অনুতাপের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। কিন্তু সমগ্র জীবন ভরিয়াই যদি অনুতাপের অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে হয়, তবে ত' কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু অন্ধ হইলে চলিবে না। নিজের কাজটীকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে বিরত ছিলে বলিয়াই ত' কুকর্ম্ম করিয়া কষ্ট পাইতেছ। অতীতকে অতীতের গর্ভে ডুবিতে দাও, ভবিষ্যৎকে নূতন করিয়া গড়িবার জন্য বদ্ধপরিকর হও।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শোক ও দুঃখকে অগ্রাহ্য কর

ঢাকা জেলান্তর্গত নরেন্দ্রপুর-নিবাসী এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"শোক নাই, দুঃখ নাই এমন জীবন নাই। ভালবাসিলেই ব্যথা পাইতে হইবে, সুখের আশা করিলেই দুঃখ পাইতে হইবে। অথচ মানুষ ভাল না বাসিয়াও পারে না, সুখলোভ না করিয়াও পারে না। সুখ-লালসা তাহাকে শ্রম করিতে প্রেরণা দেয়, ভালবাসা তাহাকে ত্যাগের মন্ত্র শিখায়। শ্রম আর ত্যাগ এই দুইটী ছাড়া মানুষের জীবন অচল ও অর্থহীন। শোক-দুঃখকে অনিবার্য্য জানিয়াই সংসারে থাকিতে হইবে এবং বিচরণ করিতে হইবে সিংহ-বিক্রমে। যতই গভীর হউক, যতই অসহ হউক, শোক এবং দুঃখকে অগ্রাহ্য করিয়া পথ চল।"

আদর্শকে ভুলিও না

চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত চক্রশালা-নিবাসী এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সংসারের সহস্র কর্ত্তব্য পালনের মধ্য দিয়াই তোমাকে তোমার আদর্শের সেবা করিয়া যাইতে হইবে। সেই আদর্শ হইতেছে, নিরন্তর পরমেশ্বরের মঙ্গলময় নাম স্মরণ। সেই আদর্শ হইতেছে, প্রত্যেকটী মানুষকে নিজ জন জানিয়া তাহার

মঙ্গল-সাধনের জন্য যতটুকু সাধ্য চিন্তা, চেষ্টা ও বাক্য ব্যয় করা। সেই আদর্শ হইতেছে, নিজের ঐহিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক উন্নতি-সাধন-চেষ্টার সহিত বিশ্ববাসী সকলের উক্ত ত্রিবিধ উন্নতি ঘটানোর অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য অকপট চিত্তে পরিশ্রম করা। সেই আদর্শ হইতেছে নিজের একক প্রজ্ঞালাভ বা মুক্তিতে তুষ্ট না থাকিয়া বিশ্ববাসী সকলের প্রজ্ঞালাভ বা মুক্তিকে ত্বরান্বিত করিবার আবেদন লইয়া প্রতিটি হৃৎস্পন্দনে জাগ্রত থাকা। সেই আদর্শ হইতেছে, আমি ঈশ্বরের, ঈশ্বর আমার এবং ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া সকলের, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলেই আমার,—এই তত্ত্বকে ভাব ও কর্ম্ম এই উভয় দিক দিয়া নিজ জীবনে উপলব্ধি করার। এই আদর্শকে কখনও ভুলিও না, তাহা হইলেই দেখিবে যে সংসারের সহস্র জটিলতার জট আপনি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। আদর্শকে যে ভোলে না, প্রলোভন তাহার ঘাড় মট্‌কাইতে পারে না, পথের পিচ্ছিলতা তাহার পতন ঘটাইতে সমর্থ হয় না, আলেয়ার আলো তাহার দিগ্‌ভ্রম উৎপাদন করিতে শত চেষ্টা করিয়াও বিফল হয়, কাচকে সে হীরা মনে করে না, পিতলকে সে সোণা ভাবে না।"

ইংরাজ, হিন্দু ও মুসলমান

পাবনা জেলান্তর্গত চান্দাইকোনা-নিবাসী এক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

"অধিকাংশ হিন্দুই মন্দির গড়ে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বা ব্যক্তিগত মনোবাসনার প্রেরণায়, সমগ্র সমাজকে নিয়া তাহার চিন্তা কম। অধিকাংশ মুসলমান মসজিদ গড়ে সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের সামূহিক প্রয়োজনের দিকে তাকাইয়া বা তাহাদের সাংঘিক মনোভঙ্গিমার প্রেরণায়। একটী মসজিদ গড়িল ত' উহাতে সকল মুসলমানের নমাজ পড়িবার অধিকার জন্মিল। ইহার সামাজিক সুফল কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, একটু চিন্তা করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে। হিন্দুর শত শত শাস্ত্র, সহস্র সহস্র উপশাস্ত্র, মুসলমানের শাস্ত্রগ্রন্থ মূলতঃ মাত্র একখানা। শাস্ত্রে শাস্ত্রে বিরোধ ঘটিলে হিন্দু ধর্ম্মাচার্য্যেরা সকলে মিলিয়াও সর্ব্বসম্মত একটী সিদ্ধান্ত দিয়া চূড়ান্ত ভাবে বিবাদ মিটাইয়া দিতে পারেন না। দ্বিমত, ত্রিমত থাকিয়াই যায়। মুসলমানের বিবাদ-মীমাংসার দাড়িপাল্লা মাত্র একটী এবং তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, যে সেই সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে রাজি নহ, সে মুণ্ডটী দিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হও। সহজ বিচার, সরল মীমাংসা। ইহাতে সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব নিয়া আলোচনা করিবার অবকাশ হয়ত কমিয়াছে কিন্তু সমাজ-জীবনে ঐক্য ও সংহতির বল বাড়িয়াছে। সমাজ-জীবনে যাহারা ঐক্যবদ্ধ ও সংহত, ধনবল তাহাদের কম থাকিলেও, শিক্ষার দিক দিয়া তাহারা অনগ্রসর থাকিলেও, কেবল ঐক্যবদ্ধ চেষ্টার ফলে তাহারা অলভ্যকে লাভ করে, অপ্রাপ্যকেও পায়। ইংরাজ মুসলমানকে ভালবাসেন, এমন কথা সত্য নহে। ইংরাজ মুসলমানকে ভয়

করেন এবং ভয় করেন বলিয়াই তাহাদিগকে হিন্দুর বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিয়া নিরন্তর ব্যস্ত রাখিবার কৌশলটীকে একটী চমৎকার হাতিয়ার বলিয়া মনে করিতেছেন। ইংরাজ হিন্দুকে বিন্দুমাত্রও ভয় করেন না। কারণ, হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য নাই। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে বিশ্বস্ত ভাবে সেবা দিবার প্রবৃত্তি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, যাহার জন্য ইংরাজ রাজকার্য্য-সাধনার্থে হিন্দুদিগকে ডাকিয়া ডাকিয়া চাকুরী দিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুরা চিন্তাশীল জাতি, তাহারা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চার মহিমা বোঝে, মনে মনে তাহারা ইংরেজের দাসত্ব হইতে মুক্তির উপায় খোঁজে। হিন্দু কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিকেরা ইংরাজের চাকুরী করিতে করিতে সুকৌশলে ইংরাজের দুর্গ-প্রাকারের মূল দেশে মাটির তলায় সকলের অজানিতে বারুদের স্তূপ জমাইয়া রাখিয়া যাইতেছেন, একথা ইংরাজরা এতদিনে বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই একদল কেরাণী সৃষ্টির জন্য যে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে তাঁহারা চালু করিয়াছিলেন এই রঙ্গীণ স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে যে, ভারতবাসীগুলিকে তাঁহারা একদা একদল নকল ইংরাজে পরিণত করিবেনই করিবেন, সেই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নিজেরাই কি করিয়া ব্যর্থ করিয়া দিতে পারেন, সেই দুশ্চিন্তা তাঁহাদিগকে ধরিয়াছে। হিন্দুকে তাঁহারা ভয় করিতেন না কিন্তু বিশ্বাসও করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং সরলবুদ্ধি, নিরীহ ও

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অশিক্ষিত বা অৰ্দ্ধ-শিক্ষিত মুসলমানদের হাতে গৃহদাহ করিবার জ্বলন্ত মশাল তুলিয়া দিয়া তাঁহারা মজা দেখিবার উত্তপ্ত আশায় নিয়ত গোঁফে চারা দিতেছেন। এসব কৌশল সফল হইবে, না বিফলে যাইবে, তাহা ভবিষ্যতের ইতিহাস বলিবে কিন্তু মুসলমানের সমাজ-গঠনও ধর্ম্মজীবন হইতে তোমাদের কি কি শিক্ষণীয় আছে, তাহা বিচার করিয়া বুঝিয়া নিতে পারিলে পরিণামে তোমরা লাভবান্ হইবে।"

নারীরক্ষা

প্রথম দিনের বক্তৃতায় সূর্য্যকান্ত টাউন হলে লোকের স্থান-সঙ্কুলান হয় নাই বলিয়া অদ্য হইতে ভাষণাবলি দুর্গাবাড়ীতে হইবে বলিয়াই প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু অদ্য তারিখে আবার সূর্য্যকান্ত টাউন হলে নারীরক্ষা-সমিতিরও বার্ষিক সভা আছে। সুতরাং বেলা তিনটায় শ্রীশ্রীবাবামণিকে তাঁহার ময়মনসিংহের দ্বিতীয় ভাষণটী টাউন হলেই দিতে হইল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নারীরক্ষার কর্ত্তব্যকে সাম্প্রদায়িকতার চিন্তায় অনুরঞ্জিত করা ভুল হবে। নারীর উপরে অত্যাচার নিবারণের জন্য সর্ব্বপ্রকার সৎপন্থার আশ্রয় নিতে হবে কিন্তু অন্তরে কোনও সাম্প্রদায়িক ভাব আমরা রাখব না। এই শুভকার্য্যে সর্ব্বজাতির, সর্ব্ববর্ণের, সর্ব্বধর্ম্মের সহৃদয় লোকদের এনে আমরা কাজে লাগাব। নিজের সহোদর ভ্রাতাও যদি নারী-নিপীড়নে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে, তবে

তাকেও ক্ষমা করব না, রেহাই দিব না। নিজেদের অন্তরকে কর্ব্ব শুদ্ধ ও পবিত্র, তবেই আমরা এই দুঃসাহসিক কর্ত্তব্য পালনে সমর্থ হব।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বোধের কুফল

পুপুন্‌কী আশ্রম হইতে যে কর্ম্মীটি শ্রীশ্রীবাবামণিকে বক্তৃতাদান-কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য রংপুরে আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তুমি যাও আজ দুর্গাবাড়ীতে। এক ঘন্টা পরেই সেখানে আমার তৃতীয় বক্তৃতা। সেখানে সভাস্থলে প্রথম দিকে তুমি বক্তৃতা দিয়ে শ্রোতাদের ঘন্টাখানিক ধ'রে রাখ্‌বে। তোমার বক্তব্য বিষয় আমি গুছিয়ে দিচ্ছি। প্রথমেই ব'লে নেবে যে, বাবামণি ক্লান্ত ব'লে এক ঘন্টা পরে সভাস্থলে আসবেন, ততক্ষণ আমিই দুচারটি কথা বলি।

কর্ম্মীটি বলিলেন,—সবাই ত' আপনার বক্তৃতা শোনার জন্য ব্যগ্র। আমার কথায় কর্ণপাত কর্ব্বেন কেন? আর, আপনি একেবারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় বক্তৃতারম্ভ করেন, এটাও ত' প্রত্যেকে জানে, কালও প্রত্যক্ষ করেছে। আপনিই আজ বলুন, আমি বল্‌ব না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে ত' বাবা তোমাকে এনে বড় ভুল ক'রে ফেলেছি। রংপুরে কৈলাসরঞ্জন হাইস্কুলের বক্তৃতা-কালে তুমি নিতান্ত অনিচ্ছায় দুচারটা কথা বলেছ।

তার ফলে তোমার একটা বাক্যও কোনও শ্রোতার প্রাণকে স্পর্শ করে নি। রংপুরে তাজহাট রাজবাড়ীর সভায় তুমি একটী বাক্যও উচ্চারণ কর নি। আমাকে একাই শ্রম কত্তে হয়েছে। অথচ শুনেছি, তুমি তোমার নিজের জন্মভূমি ত্রিপুরা জেলার নানা স্থানে কত উদ্দীপনা-পূর্ণ ভাষণ দিয়ে কত লোককে উদ্বুদ্ধ করেছ। যা' এক জায়গায় সম্ভব, তা' অন্য জায়গায়ও সম্ভব। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে এ কথার ব্যত্যয় হচ্ছে। স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য পুপুন্‌কী আশ্রমে গিয়েছিলে, বেশ করেছিলে। আমাকে সাহায্য করার নাম ক'রে আবার রংপুরে ছুটে আসা কেন? তোমার উলিপুরের ভাষণ ত' লোকের প্রশংসাই পেয়েছিল। তবে, আমি সভাস্থলে ছিলাম না ব'লে তোমার মনে সাহস বেশী ছিল। এখানেও ত' তোমার বক্তৃতাকালে আমি দুর্গাবাড়ীতে থাক্‌ব না। তবে ভয় পাচ্ছ কেন? এরূপ অনিচ্ছায় যদি কাজ কর, তবে ত' আমাকে আমার নোয়াখালী জেলার গ্রামগুলির ভ্রমণ-তালিকা, সন্দ্বীপ এবং বরিশালের প্রগ্রাম সবই বাতিল কত্তে হয়। একা এত কষ্টশ্রম করা ত' আমার পক্ষে বড় শক্ত হবে। লোকে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে বক্তৃতা শুনতে চায়, নইলে তাদের পথশ্রম পোষায় না।

এক রকম জোর-জবরদস্তি করিয়াই সহকর্ম্মীকে দুর্গাবাড়ীতে পাঠান হইল।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ধীরেন বাবু প্রশ্ন করিলেন,—বাবামণি, এই যুবকটী বোধ হয় ব্রাহ্মণের ছেলে নয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—মানে?

ধীরেন বাবু বলিলেন,—ব্রাহ্মণের ছেলে হ'লে এর ভিতরে বিনয় থাক্‌ত। গুরু নিজের সঙ্গে রেখে বক্তৃতা বিদ্যায় শিক্ষাদান কচ্ছেন, এমতাবস্থায় শিষ্যের ভিতরে কত আনুগত্য, কত বিনয় থাকা উচিত।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রাহ্মণের ছেলে হ'লেই বিনয় হয়, এটা কাজের কথা নয়। বিনয় এলেই মানুষ ব্রাহ্মণ হয়, এটাই কাজের কথা। বেতকে বাঁকা করা যত সহজ, বাঁশকে বাঁকা করা তত সহজ নয়। একদা ব্রাহ্মণ-সন্তানের ভিতরে বিনয় একটী কুল-সংক্রামিত সদ্‌গুণ ছিল, আজ আর তা' নেই। কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, সকলের ঘরের ছেলেদের একই রকমের রুচি, প্রকৃতি এবং গোঁ দেখা যাচ্ছে। সমগ্র জাতিটাকেই ব্রাহ্মণে পরিণত করা আমার লক্ষ্য কিন্তু কাজটা বড়ই কঠিন এবং বহুযুগব্যাপী কর্ম্মের ফলে তা' সম্ভাব্য। এই ছেলেটী কিন্তু বড়ই সৎ ও মহৎ কিন্তু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ এত উগ্র যে, অন্যের সঙ্গে মিলে কাজ করার তার রুচি বা প্রবৃত্তি নেই। একা ভ্রমণ করার জন্য যদি পাঠিয়ে দিতাম, তবে সে রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, ময়মনসিংহ বক্তৃতার বিস্ফোরণে একেবারে ফাটিয়ে দিয়ে যেতে পারত।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ভারত সম্পর্কে বিস্ময়কর সত্য

এক ঘণ্টা পরে অর্থাৎ বক্তৃতার যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি ময়মনসিংহ দুর্গাবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ময়মনসিংহের তৃতীয় বক্তৃতারম্ভ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জল, ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র, ভূকম্প ও নানা উৎপাত মিলে একটা বৎসরে সমগ্র দেশের ভূমিতলে, জলে ও বাতাসে নানা রূপ নূতন নূতন উপাদানীভূত বস্তুর সংস্পর্শ ও বিকর্ষ ঘটে। তাতে এক সময়ের শীতল দেশ উষ্ণ দেশে আর এক সময়ের উষ্ণ দেশ শীতল দেশে পরিবর্ত্তিত হয়। এই পরিবর্ত্তন ভূতাত্ত্বিক বা ঋতু-পরিবর্ত্তন-ঘটিত। কিন্তু মানুষ যখন জন্ম নিতে আরম্ভ কর্ল্ল এবং এক দেশের মানুষ যখন ভিন্ন ভিন্ন দেশে নিরীহ যাযাবর বা উগ্র আক্রমণকারী রূপে পর্য্যটন শুরু কর্ল্ল, তখন থেকে মানুষের চেষ্টায় এই একটা নির্দ্দিষ্ট ভূমিই নানা বিচিত্র বিশেষত্ব লাভ কর্ত্তে শুরু করল। তার চাইতেও বড় কথা দাঁড়াল এই যে, মানুষের মনের ক্রমবিকাশ তার আদি চিন্তার ধারাকে অনুসরণ ক'রেই নানা ভাবে বিকশিত হ'তে লাগ্‌ল। সৃষ্ট হ'ল নূতন নূতন সভ্যতার। অধিকাংশ প্রাচীন সভ্যতা বয়সের জরাভারে নিপীড়িত হ'য়ে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেতে লাগ্‌ল, নিত্য নূতনের ঘটতে লাগল আবির্ভাব। কোথাও কোথাও অতি আদিম সময়ের সমুচ্চ চিন্তা পরবর্ত্তী অতি আধুনিক কালের পর্য্যন্ত

মর্ম্মদেশকে জয় ক'রে চিরস্থায়ী অধিষ্ঠান রচনা কর্ল্ল। অন্য কোনও দেশের পক্ষে যদি একথা মিথ্যা হ'য়ে থাকে, তবে অন্ততঃ ভারতবর্ষের পক্ষে একথা সত্য। আর অন্য কোনও দেশের পক্ষে যদি একথা সত্য হ'য়ে থাকে, ভারতবর্ষের পক্ষে একথা সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক ও সর্ব্বাপেক্ষা জাগ্রত সত্য। বিবেকানন্দ, অরবিন্দ বা রবীন্দ্রনাথের মুখে সত্যসমুজ্জ্বল যে সকল বাণী শুনি, কে অস্বীকার কর্ত্তে পার্ব্বে যে, তা ভারতের প্রাচীন ঋষিদের ধ্বনির প্রতিধ্বনি নয়? অথচ প্রাচীন ঐ ঋষিদের অভ্যাগম ও বর্ত্তমান যুগের ঋষিকল্প মহাপুরুষদের আবির্ভাবের মধ্যবর্ত্তী কালটুকুর মধ্যে পৃথিবীর কত দেশের কত বড় বড় সভ্যতার উত্থানও ঘট্‌ল, পতনও ঘটল এবং সেই পতন এমনি অধঃপতন যে, অতীতের এত বড় বড় সভ্যতার একটা কায়াহীন দীর্ঘশ্বাস পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিগন্তের মধ্যবর্ত্তী স্থানগুলিতে আর কখনো শোনা গেল না। মিশরের পিরামিড কেবল মৃত-কঙ্কালই বহন করল, সেই কঙ্কালে নাক, মুখ, চোখ অবিকৃত থাকলে কি হয়, একটা নিঃশ্বাস-বায়ুরও রব তাতে নেই। অ্যাসিরিয়ার রণ-বাহিনীর হৃৎকম্পদায়ক অসিঝনৎকার দলিলে দলিলে জাগ্রত থাক্‌লে কি হয়, সে অসির একটু ছায়াও কোনো সূর্য্যোদয়ে কোনো সূর্য্যাস্তে আর কেউ দেখ্‌তে পেল না। অথচ অজ্ঞাত-পরিচয় আমাদের ঋষি-পূর্ব্বপুরুষগণ যা ক'রে গেছেন, যা ভেবে গেছেন, আজও আমরা ত্রিসন্ধ্যায় তা স্মরণ না ক'রে পারি না।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

প্রাচীনের সঙ্গে এই যে আমাদের লিঙ্ক বা সংযোজন, এটাকে সমূলে বিধ্বস্ত করার মত বিরাট বিরাট দুর্ঘটনা এই ভারতের ভূমিতে কম ঘটে নি, চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অতি নিদারুণ ভাবে এক এক সময়ে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে, যার ফলে ভয়ে আমাদের অন্তরাত্মা কতবার অব্যক্ত ভাষায় আর্ত্তনাদ ক'রে উঠেছে কিন্তু আমরা মরি নি। এটা সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসের মধ্যে সব চেয়ে বিস্ময়কর এক ঘটনা। সেই বিস্ময়কর ব্যাপারের মধ্যে আর একটী অধিকতর বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, সঙ্কীর্ণতা ও অনুদারতার জন্য সমগ্র পৃথিবীর কুখ্যাতি অর্জ্জন করার দুর্ভাগ্য সত্ত্বেও ভারতের গণ-মানস ভিন্ন মত ও ভিন্ন পথ সম্পর্কে, ভিন্ন মতের প্রচারকারী ও ভিন্ন পথের পথচারীদের সম্পর্কে এত উদার ও কুণ্ঠাহীন, যার আবার তুলনা পৃথিবীর কোথাও নেই। এই বিচিত্র শাশ্বত সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠা রেখে আমাদের তাকাতে হবে ভবিষ্যতের দিকে।

প্রাচীনের শাশ্বত সত্য ভবিষ্যতের মধ্যেও বিদ্যমান থাকিবে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কি? দলে দলে মানুষেরা নরমুণ্ডশিকারী হ'য়ে কোষমুক্ত অসি হস্তে পঙ্গ-পালের মত তাই ক'রে যেতে থাকবে, যা' ক'রে গেছেন চেঙ্গিস খাঁ আর তৈমুরলঙ্গ? না কি, পরহিতার্থে জীবন দান

বা অস্থিদান ক'রে কৃতকৃতার্থ হবে শিবিরাজ বা দধীচির দল? সারা পৃথিবীর নানা দেশে কে কোন্ মনীষী এই বিষয়ে কি ভাব্ছেন, তার গবেষণার জন্য আজ আমাদের বহুযুগরুদ্ধ গৃহদ্বার ও গবাক্ষগুলিকে খুলে দিতে হবে। যৌবনের যাবতীয় শক্তিকে ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি দেশে প্রতিটি অঞ্চলে ছড়িয়ে নিয়ে বল্‌তে হবে,—খুঁজে তোমরা বের ক'রে নাও, বর্ত্তমান বিশ্ব-সমস্যার প্রকৃত সমাধান কি। জাতিতে জাতিতে বৈর, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কলহ, দেশে দেশে বিরোধ-বিসম্বাদ, মানুষে মানুষে অসম্প্রীতি ও অসাম্য কি চিরকালই আমরা চল্‌তে দিব? ভবিষ্যতের সুখসুন্দর শান্তির জন্য আজ যদি ক্ষণেকের জন্য আমরা অত্যুৎসাহে নিজেদের অতীত গৌরব কতকটা ভুলেও যাই, তবে তাকে ক্ষমার দৃষ্টিতেই দেখ্‌তে হবে। অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমান অনেক সময়েই সমান তালে পা ফেলে চলতে যে পারে না, একথা মিথ্যা নয়। কিন্তু অতীতের যা' প্রকৃত সত্য, তা বর্ত্তমানের সহস্র নব নব অভিনবত্বের মধ্য দিয়েও নিজের মহিমাতেই বেঁচে থাকে। অতএব ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে অত্যুৎসাহী নবযুবকদের ভিতরে যদি অসম্ভাব্য কল্পনার বা স্বপ্নাবেশের উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়, তা' হ'লে আমাদের তা' নিয়েও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হ'তে হবে না। এই সকল আপাত-বিরোধের মধ্য দিয়েও প্রাচীনের শাশ্বত সত্য নিজের ক্ষমতাতেই নিজের সিংহাসনটীকে অটুট অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হবে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের শাশ্বত সত্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি সেই শাশ্বত সত্যকে দেখ্‌তে পেয়েছি। আমি দেখেছি তার জ্যোতির্ম্ময় বরবপু। আমি শুনেছি তার মোহন বংশীনিনাদ। আমি স্পর্শ করেছি সেই সত্যের পেলব অঙ্গ। আমি আস্বাদন করেছি সেই সত্যের মধুর চাইতেও মধুরতর সুখস্বাদ। আমি উভয় নাসার শ্বাসবায়ুতে লাভ করেছি তার দিব্য সৌরভ। সেই সত্য স্মরণ মাত্র আমার সর্ব্ব অঙ্গে প্রতিটি রোমকূপে আনন্দের তুফান ছুটতে থাকে। সেই সত্যের নাম ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য একটী অদ্ভুত শব্দ, যা' অনাদি এক যুগে ভারতে উচ্চারিত হয়েছিল। ব্রহ্মচর্য্য একটী অদ্ভুত ব্রত যা' ভারতে স্মরণাতীত কালে অনুশীলিত হয়েছিল। ব্রহ্মচর্য্য একটী অত্যদ্ভুত জীবন-দর্শন, যা' জীবন-দর্পণ রূপে সম্মুখে থেকে মানুষকে অনায়াসে তার আত্মদর্শন ঘটিয়ে দেয়। কত কত দুর্ঘটনা ভারতের বুকের উপরে ঘটেছে, কত ক্ষতি হয়েছে, কত হয়েছে ধ্বংস মানুষের সম্পদ, মানুষের সম্মান, মানুষের জীবন। কিন্তু তবু ঋষিকণ্ঠ অকুণ্ঠ কণ্ঠে কেবল ক'য়ে ক'য়ে গিয়েছিল,—"ব্রহ্মচর্য্য কর এবং করাও।" আরো কত দুর্ব্বিপাক ভারতের বুকের উপরে ঘট্‌বে। আরো কত অকথনীয় কুদৃশ্যের অবতারণা হবে, আরো কত অত্যাচার উৎপীড়ন, অবিচার, অবিশ্বাস, নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতা এবং অমানুষিক পাশবিকতা ভারতের

আছে ললাট-লিখন, তবু ঋষিকণ্ঠ বারংবার তারস্বরে উচ্চারণ কর্বে,—"ব্রহ্মচর্য্য কর এবং করাও।" হয়ত একদা নব্য চিন্তাধারা যা' কিছু প্রাচীন, তাকেই উপহাস ক'রে বল্বে, প্রাচীন সদাচারের চেয়েও ত' অনেক প্রাচীনতর হচ্ছে মাতৃগমন, ভগিনীসম্ভোগ, কন্যাধর্ষণ, সুতরাং প্রাচীনত্বের দোহাই দিয়ে কেন তা' চালানো যাবে না? হয়ত একদা বিধি-নিষেধের সবগুলি প্রাচীরকে ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে নারীমাত্রকেই সমগ্র পুরুষ-জাতির সম্ভোগ্য এবং পুরুষ মাত্রকেই সমগ্র নারী জাতির সংলভ্য ব'লে আইন, প্রথা বা নজীর সৃষ্ট হবে, কিন্তু তবু ভাববার কোনো কারণ নেই। ভারতের প্রাচীন ঋষির কণ্ঠস্বর ঐ ব্যাপক ব্যভিচারের আপ্লবের মাঝেও মানুষের অন্তরাত্মায় আত্মপ্রকাশ ক'রে গম্ভীর আরাবে ঘোষণা কর্বেন,—"ব্রহ্মচর্য্য কর এবং করাও।" ঘটনার তাড়নে, পরিস্থিতির পীড়নে, দুর্ভাগ্যের নিদারুণ দুর্দ্দৈবে লক্ষ লক্ষ নরনারী ছিন্নমূল ও নিরাশ্রয় হ'য়ে দেশ-দেশান্তরে একটুখানি নিরাপদ আশ্রয় সংগ্রহের আশায় দূর দেশে এবং দুর্দ্দেশে গিয়ে প'ড়ে অনাতিথেয় প্রতিবেশীদের মদনাতুর দুশ্চরিত্রতার জালে আটক পড়ে বিচারবর্জ্জিত মূঢ়তায় সদ্ধর্ম্মে, সতীধর্ম্মে, ইন্দ্রিয়গত নিষ্ঠায়, সদাচারে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হ'য়ে একেবারে নারকীয় পশুতে পরিণত হ'য়ে গেলেও তাদের সর্ব্বনাশ-দগ্ধ বক্ষপঞ্জরের মাঝে একদিন হঠাৎ এই আপ্তবাণী শুনে দীর্ঘকালের মোহ-তন্দ্রাঘোর পরিহার ক'রে জেগে উঠ্বে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

এবং সেই আপ্তবাণীটী আর কিছুই নয়,—"ব্রহ্মচর্য্য কর এবং করাও।" শক, হুন, পারদ, পহ্লব, মঙ্গোল, ইয়ুচি, গ্রীক্ আদির আক্রমণে এই ভারতবর্ষে কি বারংবার লক্ষ লক্ষ ধর্ষণসম্ভ্রাত বা ব্যভিচার-জাত পুত্রকন্যার জন্ম ঘটে নাই এবং ক্ষণকালের জন্য অথবা কতিপয় বৎসরের জন্য সামগ্রিক ভাবে জাতির নৈতিক ও মানসিক অধঃপতন ঘটে নাই? কিন্তু ইতিহাস সুস্পষ্ট ভাবে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ ক'রে ব'লে দিচ্ছে যে, ভারতের প্রাচীন জীবনের পরম সত্যকে এত ক'রেও গলা টিপে মেরে ফেলা যায় নি। সেই সত্য ব্রহ্মচর্য্যের সত্য, যেই সত্যকে আশ্রয় ক'রে বারংবার অন্ত্যজরা দলে দলে ব্রাহ্মণ্যের উচ্চ কোটিতে আরোহণ ক'রে প্রাচীন ঋষির তপস্যাকে ভবিষ্যতের দিকে চিরপ্রবাহমান রেখে এসেছে এবং চিরকাল রাখ্বে।

বিশ্বের কাছে ভারতের বাণী

বক্তৃতা আড়াই ঘণ্টা কাল চলিল। এই বক্তৃতাটিতে শ্রীশ্রীবাবামণি এত শাস্ত্র-বচন ও এত ঐতিহাসিক তথ্যের অবতারণা করিলেন যে, শ্রোতৃবর্গ বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া রহিলেন।

বক্তৃতা শেষ হইয়া গেলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গাঙ্গাটিয়ার বাসায় আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত কথোপকথনে বসিলেন। তিনি

বলিলেন,—আপনার আজকের বক্তৃতায় আমি আপনার যুক্তিনিপুণতা লক্ষ্য ক'রে অবাক হ'য়ে গিয়েছি। পৃথিবীর ইতিহাস আপনি যেরূপ আপেক্ষিকতার দৃষ্টিতে বিচার করেছেন, তাও অতুলনীয়। বিশ্বের কাছে ভারতের বার্তা বহন ক'রে যাবার যোগ্যতা আপনাতে এত সুস্পষ্ট যে, আমি আপনাকে একান্ত ভাবেই অনুরোধ কর্ব্ব যে, আপনি কি একটী বার সারা পৃথিবীটা ভ্রমণ ক'রে আসতে পারেন না? আপনার মুখ থেকে কথা শুনলে বিশ্ববাসীরা ভাল ক'রে বুঝতে পারত যে, ভারতের কি বলার আছে, কি দেবার আছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—প্রস্তাবটী উত্তম কিন্তু স্বদেশেই আমার কত কাজ। বাইরে যাব কি ক'রে? বিশ্বের সকল দেশই আমার স্বদেশ কিন্তু এই অধঃপতিত জাতির গুরুতর এক অবনত দশায় এখানে জন্মেছি। আমার উপরে প্রথম সেবার দাবী এই দেশটার।

ইহার পরে অক্ষয় বাবু এমন অনেকগুলি মূল্যবান্ কথা কহিলেন, যাহার যৌক্তিকতা শ্রীশ্রীবাবামণি অবশ্যই স্বীকার করিলেন। তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পৃথিবীর সব দেশ একটাই দেশ। পৃথিবীর সব জাতি একটাই জাতি। পৃথিবীর সব ভাষা একই ভাষা নয় কিন্তু একই ভাবের বাহক বা প্রতিচ্ছবি। অন্য ভাষাভাষীর সঙ্গে মনোভাব-

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বিনিময়ের উপযুক্ত কোনও সাধারণ মাধ্যম জানা থাকলে পৃথিবীর সব দেশের মানুষই ত' আমার ঘরের মানুষ। আমি যদি বিদেশে না যেতে পারি, তা' হ'লেও বিদেশ ত' আমার কাছে নিশ্চয়ই আসতে পারে। কালপ্রতীক্ষায় দোষ কি?

ময়মনসিংহ
২৯শে ভাদ্র রবিবার, ১৩৪২
(১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫)

মানুষ ও পশু

দুই এক ঘন্টা রাত্রি থাকিতেই একটী যুবক গাঙ্গাটিয়ার বাসার সম্মুখস্থ রাস্তায় পায়চারি করিতেছে। শ্রীশ্রীবাবামণি শেষ রাত্রে পত্র লিখিতে লিখিতে রাস্তার সেই যুবককে দেখিতে পাইলেন। তাহার দিকে তাকাইতেই যুবকটী জানালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—আমার একটু কথা আছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি গৃহদ্বার খুলিয়া দিয়া বলিলেন,—ভিতরে এস। শান্ত হ'য়ে বসো। তারপরে কথা শুনব।

যুবক বলিল,—ঘরে আরো লোক আছে। আমি এখানে আমার কথা বলতে পার্ব্ব না। কিন্তু কথা আমার জরুরী।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে ক্ষণিক অপেক্ষা কর। একখানা পত্র নিতান্ত অসমাপ্ত অবস্থায় রয়েছে, সেটী শেষ করে নিই।

শ্রীশ্রীবাবামণি পথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পথ চলিতে চলিতে

শ্রীশ্রীবাবামণি যুবকটীর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া স্নেহ-ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বল বাছা, তোমার কি আছে জিজ্ঞাস্য।

যুবকটী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দৃঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—কালকে আপনি বক্তৃতা-স্থলে যে সব কথা বল্লেন, তা' সত্য?

—কোন্ কথা বাবা?

—ঐ যে বল্লেন, কদাচার, হীনাচার, ব্যভিচার ইত্যাদি সব দারুণ ভাবে প্রসারিত হবার পরেও আমাদের ভাববার কিছু নেই। প্রাচীন যুগের ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ আবার এসে নিজ প্রভাব বিস্তার কর্ব্বে। এই কথাটা সত্য?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঐ দেখ পূর্ব্বদিকের আকাশ, সূর্য্য উঠি উঠি কচ্ছে। এ দৃশ্য যেমন সত্য, আমার বাক্য ঠিক তেমনি সত্য। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পাপজ সন্তানেরা নিজেদের জন্ম-বৃত্তান্তকে অগ্রাহ্য ক'রেও একদা ঘোষণা কর্ব্বে,—"ব্রহ্মচর্য্য কর এবং করাও।" একদা আমরা পশু ছিলাম ব'লেই ত' আজ মানুষ হ'তে পেরেছি। সে পশু ছিলাম আমরা আকারে এবং প্রকারে। কিন্তু এখন আবার আকারে মানুষ থেকেও প্রকারে পশু ব'নে যেতে পারি। রক্ত-মাংসের এটাই স্বাভাবিক প্রবণতা। কিন্তু পশুত্বের চরম অনুশীলনের পরেও বারংবার আমাদের মানুষ হবার জন্য প্রাণে জাগ্‌বে আকূতি। তখন আমরা শত বিরুদ্ধ কুশিক্ষা সত্ত্বেও বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ কর্ব্ব,—"ব্রহ্মচর্য্য কর এবং করাও।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নারী পুরুষের অসংযম-ঘটিত নানা ব্যাপারেরই ফলে পৃথিবীর সব দেশকে যুগের পর যুগ লোকসংখ্যাবৃদ্ধির গুরুতর উৎপাত সহ্য কত্তে বাধ্য হ'তে হয়েছে। শান্ত, শুদ্ধ, সংযত পরিবেশের শান্তিময় সংসার-নীড় ভেঙ্গে চুরে দিয়ে যুগে যুগে দুর্দ্দুরেরা অবাধ ব্যভিচারের অনুকূল পরিস্থিতি করেছে সৃষ্টি কিন্তু বিষ্ঠার ক্রিমি-কীটের মতন উদ্দেশ্যবিহীন চঞ্চলতার মাঝখানেও হঠাৎ জেগে গেছে মানুষের সুস্থির প্রজ্ঞা এবং সে তারস্বরে ঘোষণা করেছে,—"ব্রহ্মচর্য্য কর এবং করাও।"

যুবকটী প্রণত হইল। সে তাহার ব্যক্তিগত জীবনের কতকগুলি সমস্যার উদ্‌ঘাটন করিয়া বিশেষ উপদেশ প্রার্থনা করিল এবং উপদেশ লাভান্তে স্বগৃহে প্রস্থান করিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি পুনরায় আসিয়া পত্র লিখিতে বসিলেন।

অপয়া ভূমি সম্পর্কে

ফরিদপুর জেলান্তর্গত চিকন্দী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কোনও জমি বা বাড়ী সৌভাগ্যবর্দ্ধক অথবা কোনও জমি বা বাড়ী দুর্ভাগ্যকারক, এইরূপ মনোভাব দূর করিয়া দাও। জমির পিছনে যোগ্য শ্রম, সেবা ও যত্ন দিলে তবেই তাহার কাছে সুফল প্রত্যাশা চলে। কোন্ জমিতে কোন্ জিনিষের অভাব আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া নিয়া সেই জিনিষগুলি উপযুক্ত মাত্রায় জমিতে যোগ্য ভাবে প্রদান

করিলে তাহার সম্পর্কে দুশ্চিন্তা করিবার কারণ কমিয়া যায়। তবে কোনো কোনো জমির সহিত অন্তরের ক্লেশবর্দ্ধক ইতিহাস জড়িত থাকে। মনের শান্তির জন্য সেই সকল ভূমি পরিত্যাগ করা অবিধেয় নহে।"

কীর্ত্তনের সুর

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত ময়নামতি-নিবাসী এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"প্রত্যেক স্থানেই তোমাদের নিজস্ব কীর্ত্তন-দল থাকা দরকার। এমন দল, যাহারা সকলে সমকণ্ঠে ঠিক একই রকম শুদ্ধ সুরে কীর্ত্তন করিতে পারেন। একদা যেই ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুর আমার মৌনভঙ্গের সময়ে শ্রীভগবানের কৃপায় আপনা আপনি বাহির হইয়াছিল, সেই সুর এতকাল চলিয়াও কিন্তু কাহারও নিকটে পুরাতন হয় নাই। তোমরা সর্ব্বত্র সেই সুনির্দ্দিষ্ট সুরকে বিশুদ্ধ ভাবে শিক্ষাদানের চেষ্টায় নামিয়া যাও। প্রতি গ্রামে, প্রতি শহরের প্রতি পাড়ায় বিশুদ্ধ সুরে কীর্ত্তন গাহিবার যোগ্যতা-সম্পন্ন কীর্ত্তন-দক্ষদের সৃষ্টি করিয়া তোলার ভিতরে পরিণাম-শুভ একটী বিশেষ লাভ আছে। প্রত্যেক সুরের নিজস্ব এক একটা আবেদন থাকে। আমাদের কীর্ত্তনের ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুর এমন একটি বিশেষ ভাবাবেগ সৃষ্টি করে, যাহা ছয় রাগ বা ছত্রিশ রাগিণীর নানা বিচিত্রতার মধ্যেও পাওয়া যাইবে না। এই সুর কাহারও কষ্টকল্পনায় বা কসরতের ফলে আসে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নাই, আসিয়াছে ধ্যান-প্রশান্ত মনের ভিতরে অবস্থিত পরমেশ্বরের অযাচিত করুণায়। কীর্ত্তনে সুরবৈচিত্র্য থাকিলে নিশ্চয়ই তাহা অতীব চিত্তাকর্ষক হয়। কিন্তু চিত্তকে আকর্ষণ করাই ত' কীর্ত্তনের চরম উদ্দেশ্য নহে। কীর্ত্তনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে মনকে ধ্যানাবিষ্ট করিয়া তোলা। উপবিষ্ট অবস্থায় আসর-কীর্ত্তনই হউক বা চলন্ত অবস্থায় নগর-কীর্ত্তনই হউক, কীর্ত্তনের প্রত্যক্ষ শুভফল হওয়া প্রয়োজন পরমেশ্বরের অকৃত্রিম ও অবাধ ধ্যানাবেশ। সুতরাং স্থল-বিশেষে সুরের ও তালের নানাবিধ বৈচিত্র বরং বর্জ্জনীয় বলিয়াই গণ্য হইতে পারে। রাত্রি-জাগরণ আছে বলিয়া আমি ত' কদাপি অহোরাত্র কীর্ত্তনকে পছন্দের মন্তব্য দেই না কিন্তু উদয়াস্ত কীর্ত্তনেও সুরের একঘেয়েমি দূর করিবার জন্য নানা রাগে নানা তালে কীর্ত্তন করিবার রীতিকে আমি পছন্দের দৃষ্টিতেই দেখি। কিন্তু বারংবার ইহা লক্ষ্য করিয়া অবাক্ হইয়াছি যে, হরিওঁ কীর্ত্তনের আমাদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুরটী যেমন সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শ্রবণেও একঘেয়ে বলিয়া মনে হয় না, অন্য যে-কোনও রাগ-রাগিণী বা তালে গীত কীর্ত্তনকে তেমন সঙ্গতি-সম্পন্ন বলিয়া কদাচ মনে হইবে না। কীর্ত্তন নিজে শুনিবার জন্যও, অপরকে শুনাইবার জন্যও। কিন্তু সুর শুনিলাম, মন মজিল না, এমন শোনা ত' প্রকৃত প্রস্তাবে শোনা নয়, একটু আমোদ-প্রমোদে কালহরণ করিলাম মাত্র। যে কীর্ত্তন শুনিলে পরমেশ্বরে আসিবে ধ্যানাবেশ, তাহাই প্রকৃত কীর্ত্তন। তাহাই

সার্থক কীর্ত্তন। বড় বড় তাল আর বড় বড় রাগ কীর্ত্তনের প্রাণ নহে, কীর্ত্তনের প্রাণ অনুরাগ। অনুরাগ আসে মনের সুবিনীত শুশ্রূষু ভাব হইতে, সুরের অতীত পরম সত্যকে সুরের মধ্য দিয়া আস্বাদন করিবার প্রবৃত্তি হইতে।"

সমবেত উপাসনা সম্পর্কে

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত ভবানীপুর-নিবাসী একজন পত্র-লেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কোথাও সমবেত উপাসনা হইতেছে বা হইবে জানিলে, সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে। প্রথম দিকের সারিগুলিতে প্রকৃত সুরজ্ঞ ব্যক্তিদের বসিতে দিয়া নিজে তাহাদের পিছনে বসিতে কখনো নিজের অমর্য্যাদা হইল বলিয়া অভিমান করিবে না। কেহ তোমাকে আমন্ত্রণ না করিলেও সংবাদ পাওয়াটাই এক প্রকারের আমন্ত্রণ বলিয়া মনে করিবে। বিশেষ করিয়া, কেহ শোকার্ত্ত হইয়া শোকাপনোদনের উদ্দেশ্যে সমবেত উপাসনা করিলে তাহাতে যোগদান করিবার চেষ্টা সব চেয়ে বেশী করিবে। কাহারও গৃহে বা অঙ্গনে দারুণ স্থানাভাব ঘটার সম্ভাবনা থাকিলে, কেহ বা নিজ গৃহে অত্যধিক জন-সমাগম অসুবিধাজনক বিবেচনা করিলে, তোমরা দূর হইতে মনে মনে সেই সমবেত উপাসনার সহিত সংযোগ রক্ষা করিলেই কর্ত্তব্য পালিত হইল বলিয়া জ্ঞান করিবে। যেখানেই সমবেত উপাসনাতে

যাও, পুষ্প বা বিল্বপত্র বা তুলসী বা দূর্ব্বা বা ফলমূল বা নকুলদানা, কদমা, বাতাসা বা অন্য যে-কোনও রকমের পূজোপকরণ নিজ হাতে করিয়া অতি সামান্য পরিমাণ হইলেও নিয়া যাইবে। লক্ষপতি ধনীর গৃহে সমবেত উপাসনা হইলেও ইহা করিবে। দীন-দরিদ্রের ঘরে হইলেও ইহা করিবে। যাহার গৃহে সমবেত উপাসনা, তাহার এই পুণ্য কাজটুকুর সহিত পূর্ণ সহযোগ রক্ষা করা তোমার একান্ত করণীয়। সমবেত উপাসনাকে কেহ অবহেলা করিও না, কারণ এই অবহেলা দ্বারা আমাকেই অবহেলা করা হইবে। কাহারও সহিত ঝগড়া-ঝাটি বা মামলা-মোকর্দ্দমা আছে বলিয়াই সমবেত উপাসনার আসরে তাহার সহিত বসিবে না, এই সব নীচ মনোভাব কেহ পোষণ করিবে না। সমবেত উপাসনাতে বসিয়া তুমি কাহারও উপকার করিতেছ না, নিজেই হইতেছ উপকৃত এবং কৃতার্থ, এই ভাব নিয়া সমবেত উপাসনাতে বসিও। উপাসনাকালীন স্তোত্রপাঠাদি সবই যে মনের ধ্যানাবেশকে প্রগাঢ় করার সদুদ্দেশে, এই কথাটী কখনও ভুলিও না। অন্যান্য যাহারা তোমার সহিত সমবেত উপাসনায় বসিল, তাহাদের প্রতি অন্তরে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিও। জগতের শ্রেষ্ঠতম সদুদ্দেশ্যে মানুষের সহিত মানুষের মিলন এক পরমপুণ্যজনক কাজ, ইহারা সবাই আসিয়া না জুটিলে ত' এ কাজটী হইত না। এই কারণেই তোমাদের অন্তরে কৃতজ্ঞ ভাব থাকাটা সঙ্গত। প্রতিটি

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

উপাসনার আসরে বসিবার পূর্ব্বক্ষণে তুমি যেই মানুষটী ছিলে, আসর ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিবার সময়ে তুমি যাহাতে তাহার চাইতে উন্নততর, মহত্তর ও প্রশান্ততর মনটী নিয়া ফিরিতে পার, এই দিকে প্রখর লক্ষ্য রাখিও। প্রসাদের ব্যবস্থা থাকিলে প্রসাদ-গ্রহণ-পর্ব্বকে কি ভাবে কোলাহল-বর্জ্জিত, হুড়াহুড়ি-বর্জ্জিত, শান্তি ও স্নিগ্ধতায় মধুর করিয়া তোলা যায়, তদ্বিষয়ে প্রত্যেকে লক্ষ্য দিও। উচ্ছৃঙ্খল বালক-বালিকাদের স্বভাবই যদি অনুকরণ করিলে, তবে আর তোমাদের সাবালক হওয়ার মহিমা রহিল কোথায়? প্রসাদ বাড়ী নিয়া যাইবার জন্য কেহ চাহিতে যাইও না, ইহা এক প্রকারের ক্যাংলামি, যাহা আমি দুই চক্ষে দেখিতে পারি না। যেটুকু প্রসাদ যাহাকে দেওয়া হইয়াছে, তাহারই কিয়দংশ যত্ন করিয়া পকেটে প্রবেশ করাও এবং ঐ কিয়দংশকেই টুকরা টুকরা করিয়া বাড়ীর প্রত্যেক লোককে বাঁটিয়া দাও। আমি এইরূপ শৃঙ্খলাই পছন্দ করি। দিনের পর দিন যাহাতে অধিকাধিক নরনারী সমবেত উপাসনাতে যোগ দিবার জন্য রুচি-সম্পন্ন হয়, তোমরা তাহার অনুকূলে উপযুক্ত প্রচার-কর্ম্ম চালাইয়া যাইও। সমবেত উপাসনা-স্থলে যোগদানকারিণী প্রত্যেকটী বালিকা, কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধাকে প্রত্যেককে নিজের মায়ের মত সম্ভ্রম ও সম্মান দিয়া চলিবে। সমবেত উপাসনায় উচ্ছৃঙ্খল চিত্ত-ভাবের আদান-প্রদানের ফলে যাহাতে নীতি-বিগর্হিত কোনও ঘটনা কদাচ না ঘটিতে পারে,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

এই বিষয়ে প্রত্যেকে তোমরা খড়্গহস্ত হইও। লোককে সমবেত উপাসনার শুদ্ধ ও অবিকৃত খাঁটি সুর শিক্ষা দানের জন্য চেষ্টা করিবে এবং তজ্জন্য নিজে আগে শুদ্ধ সুর অভ্রান্ত ভাবে শিখিয়া লইবে। কেহ তোমার সুরের বা লয়ের ভুল দেখাইয়া দিলে কদাচ চটিবে না, তোমার সত্য সত্য ভুল হয় কিনা, তাহা জানিবার জন্য যোগ্যতর সুর-শিক্ষকের সহায়তা লইবে। জিদ এবং অহঙ্কার এই দুইটী জিনিষকে তোমরা প্রাণ থাকিতে সমবেত উপাসনার মতন পবিত্র ব্যাপারে প্রবেশাধিকার দিও না।"

বিশ্বের সকলকে আপন কর

মালদহ জেলান্তর্গত এনায়েতপুর-নিবাসী এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পৃথিবীর মানচিত্র এক আজব বস্তু, ইহার সীমারেখাগুলি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। একদিন যেখানে যে জাতি, যে ধর্ম্ম বা যে রাজনীতি, যে অর্থনীতি ছিল না, আজ কিম্বা কাল হয়ত সেখানে সেই জাতি, সেই ধর্ম্ম, সেই রাজনীতি বা সেই অর্থনীতি আসিয়া সেই দেশ জুড়িয়া বসিল। এই ভাবে শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানবের অশান্তি-বর্জ্জিত সরল জীবন-যাপন-প্রণালীর উপরে নিরন্তর নিত্য নূতন অবস্থানিচয়ের অপ্রত্যাশিত ও অনভ্যস্ত চাপ আসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এই সত্যটা থাকিয়াই যায় যে, পৃথিবীর সকল

মানুষই প্রকৃত প্রস্তাবে একটা জাতি এবং প্রকৃত মানুষ কখনই পশু নহে। শারীরিক আকারে ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের দিক দিয়া পশুত্বের স্তর হইতে মনুষ্যত্বের স্তরে উন্নীত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের স্কন্ধের উপরে এই দায়িত্ব চাপিয়া গেল যে, বিশ্বের সকল মানুষকে আমাদের আপন করিতে হইবে। দায়িত্বের এই বোধ হইতেই মানুষের মনে ধর্ম্মপ্রচারের অভিলাষ জাগরিত হইল। ধর্ম্মপ্রচারকেরা যদি সেই কল্যাণোদ্দেশ্য হইতে পথচ্যুত হইয়া থাকেন, তথাপি আমরা যেন কদাচ তাহা না হই, ইহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। যে যেখানে দাঁড়াইয়া আছ, সে সেখান হইতেই সমগ্র পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া দেখ আর বিচার কর, বিশ্বের সমস্ত মানুষকে আপন করিয়া লইবার আমাদের হাতে কি সদুপায় রহিয়াছে। বিশ্বের সমস্ত মানুষ যখনই আমার আপন হইল, সঙ্গে সঙ্গে আমি দেবতা হইলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার মানবজন্ম গ্রহণের সার্থকতা সম্পাদিত হইল। বিশ্বের সকলে যতক্ষণ না আমার নিকটে আপন হইয়া আসিতেছে, ততক্ষণ আমি নিজেও যে আমার আপন হইতে পারিলাম না।"

ভয়ের ধর্ম্ম ও প্রেমের পূজা

বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত ইঁথোরা-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জগতে নানা দেশে নানা যুগে অনেক দেবতার পূজা

প্রচলিত করা হইয়াছে সরল-বিশ্বাসী লোকগুলিকে কেবল ভয় দেখাইয়া আতঙ্কের মহিমায়। এসব দেখিয়াই পণ্ডিতেরা মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থল ভয়। ভয় না থাকিলে অধিকাংশ তথাকথিত ধার্ম্মিক ব্যক্তিরাই কখনো পূজার্চ্চনাদি করিয়া নিজেদের ধার্ম্মিকতা প্রদর্শনের চেষ্টা করিতেন না। আমরাও ত' ধর্ম্মপ্রচার করিয়া থাকি। সাবধান থাকিতে হইবে যে, আমাদের সম্পর্কে যেন কেহ কদাচ এই মন্তব্য করিতে না পারে যে, আমরা ভয় দেখাইয়া মানুষকে ধার্ম্মিক বানাইবার চেষ্টা করিয়াছি। অভিশাপের ভয় দেখাইয়া মানুষকে পুণ্যকর্ম্মে প্রণোদিত করিবার চেষ্টার মতন হাস্যকর নির্ব্বুদ্ধিতা জগতে আর কিছুই নাই, জানিও। ধর্ম্মকে মানুষ আশ্রয় করিবে অভয় হইবার জন্য, অভয় বিতরণের জন্য, অভয়ের সাধনার জন্য। লোভ দেখাইয়া মানুষকে পুণ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করার চেষ্টাও দেখা গিয়া থাকে। এমন কি, এমন কাজেও প্রবৃত্ত করার চেষ্টা করা হয়, যে কাজের ফল ধর্ম্মজনক, না অধর্ম্মজনক, পুণ্যসাধক, না পাপবর্দ্ধক, তাহাও জানা নাই। অমুক স্থানে অমুক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, অষ্টোত্তর-শতশ্রীযুক্ত করিয়া তাঁহার নামটী দশ জন নূতন লোককে পত্র দ্বারা সাত দিনের মধ্যে জানাইয়া না দিলে আপনার পুত্র-কন্যা-স্ত্রী প্রভৃতির দ্রুত নিধন ঘটিবে এবং কাজটী ঝট্‌পট্ করিয়া ফেলিলে আপনি অমুক ভাগ্যবান্ বা তমুক লক্ষ্মীমন্ত ব্যক্তির ন্যায় ডার্ব্বি লটারীর প্রথম প্রাইজ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বা কে. সি. এস. আই. ইংরাজোপাধি লাভ করিয়া নরকুলে ধন্যাতিধন্য পুরুষে পরিণত হইবেন,—এই জাতীয় বেনামী পত্রের আধিক্যে ডাকবিভাগের গুরুভার পত্রপেটিকাগুলি গুরুতর ভাবে যে প্রপীড়িত হইতেছে, ইহার ত' আমরা প্রায় প্রত্যহ প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতেছি। এসব যে অলস অকর্ম্মণ্য লোকদের সময় কাটাইবার ফন্দী মাত্র, তাহা বুঝিয়াও কি তোমরা অকারণে ঐ সকল ভীতির প্রচারে অথবা লোভের প্রসারে সহায়ক হইতেছ না? সঙ্কল্প করিয়া এসব অনুচিত শ্রম হইতে নিজেদিগকে বিরত করিতে হইবে। অমুক ঋষি, মুনি বা তপস্বী যদি দয়া করিয়া ভূমণ্ডলের কোনও স্থানে আবির্ভূতই হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিজ মহিমাতেই জগতে নিজ তপস্যার অনুযায়ী প্রচার ও প্রতিষ্ঠা পাইবেন। বেনামী পত্রের অভিসম্পাতের হুঙ্কারে কম্পিতকলেবর হইয়া অথবা পদোন্নতির বা ধনসম্পত্তি লাভের প্রলোভনে পড়িয়া মহাত্মা পুরুষদের নাম লিখিয়া দশকে দশকে পোষ্টকার্ড খরচ করিয়া কোনও লাভ নাই। পুলিশ দারোগার প্রহার হইতে বাঁচিবার জন্য দারোগাকে ঘুষ দেওয়া কি ধর্ম্মকার্য্য? তবে, রোগ বা মহামারীর ভয়ে দেবপূজা ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া গণিত হইবে কেন? দেবতার পূজা একমাত্র তখনই সঙ্গত, যখন ইহার উদ্দেশ্য হইবে ভক্তিলাভ। ভয়ের চাপে কখনো কখনো ভক্তির উদ্রেক হয় বটে, কিন্তু তাহা এত নিম্নস্তরের ভক্তি যে, উহা সহজে কাহাকেও অভয়ের রাজ্যে উত্তরণ করাইয়া দেয়

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বরকে আমরা যেন প্রেমের টানেই পূজা করি, এই অতীব সুন্দর, চির-অনিন্দ্য, অনবদ্য আদর্শটি আমাদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হউক।"

একদা সকলেই আসিবে

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত ফরিদগঞ্জ-নিবাসী এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কোনও একজন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি নিজেকে গুণবান্ বলিয়া মনে করেন, অথচ সমবেত উপাসনায় সপ্তাহে একটী দিনের জন্যও আসেন না, কোনও একজন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি নিজেকে জীবহিতকামী মহাপুরুষ বলিয়া জ্ঞান করেন কিন্তু লোক-কল্যাণমূলক কোনও আলোচনায় বা অনুষ্ঠানে কদাচ যোগদান করেন না,—এই সকল তথ্য নিয়া নিজেদের মধ্যে আলোচনা-প্রত্যালোচনা করিয়া সময় ক্ষেপ করিবার মধ্যে কোন্ সার্থকতা আছে? যাহারা ভাল বুঝিয়া এই সব অনুষ্ঠানে আসিয়া যোগদান করে বা সরল চিত্তে এই সব সৎ কাজের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে, তাহাদের নিষ্ঠা ও আগ্রহ যাহাতে দিনের পর দিন বর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহার দিকে প্রতি জনে দৃষ্টি দাও। ভাসা-ভাসা ভালবাসা নিয়া যদি লক্ষ লোকও আসে, তার চেয়ে অনেক ভাল তারা, যারা সংখ্যায় অত্যল্প হইলেও প্রাণভরা ভালবাসা নিয়া আসে। যদিও ইহাই আমাদের লক্ষ্য

যে, অধিকতম-সংখ্যক লোকের মনে একটী নির্দ্দিষ্ট সৎকার্য্যের প্রতি দৃঢ়-নিবদ্ধ অনুরাগ সৃষ্ট হউক, তথাপি সমাজে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন উদাসীন ব্যক্তিদের চাইতে আমাদের নিকটে সমাজে অপ্রতিষ্ঠিত তাহারাই অধিকতর আদরণীয়, আসলে যাহাদের প্রাণ পরের জন্য কাঁদিয়াছে, যাহাদের কাণে আদর্শের ডাক পৌঁছিয়াছে। কৌপীন পরিয়া ব্রহ্মচারী সাজিয়াও যেজন নিজের ব্যক্তিগত সুখেরই চর্চ্চা করিতেছে, সে যতখানি বড়, কৌপীন না পরিয়া ব্রহ্মচারীর ভাণ না করিয়া যেজন আত্মস্বার্থসেবার মধ্য দিয়াও প্রাণপণে বিশ্বজনের স্বার্থের সেবক হইবার চেষ্টা করিতেছে, সে তার চেয়ে বড়। সকলে আসিয়া বিশ্বপিতার চরণ-তলে একত্র হইলে আনন্দের জয়ধ্বনি দিও কিন্তু যাহারা আসিল না, তাহাদের প্রতি অন্তরের বিরক্তি রাখিও না। একদা সকলেই আসিবে। সে দিনটী খুব দূরে নহে। এই বিশ্বাস রাখিয়া কাজ করিয়া যাও। কেহ কেহ নিজেদিগকে বড় মনে করিয়া তোমাদের কাছ হইতে দূরে রহিয়াছে। ইহাদিগকে পাওয়া একটু শক্ত। কারণ, তোমাদের বিনয় ইহাদের উপলব্ধিতে আসিবে না, তোমাদের ঔদ্ধত্য ইহাদের ঔদ্ধত্যকে বর্দ্ধিত করিবে। কেহ কেহ নিজেদিগকে ছোট মনে করিয়া তোমাদের কাছ হইতে দূরে রহিয়াছে। প্রেম দিয়া, ভালবাসা দিয়া, স্নেহ দিয়া, সমাদর দিয়া ইহাদিগের মনের কুণ্ঠা ও ব্যবহারের সঙ্কোচ তোমরা সহজেই দূর করিয়া দিতে পারিবে। জগতে ইহারাই ত' সংখ্যায় বেশী। তোমাদের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

চাই নিরভিমান স্নেহ, চাই আত্মীয়বৎ সরল ব্যবহার। ইহারা তোমাদের সঙ্গ পাইবার পর হইতে যাহাতে ইহাদের নৈতিক চরিত্র এবং ব্যবহারিক শিষ্টাচার দিনের পর দিন মধুরতর হইতে পারে, তদ্বিষয়ে তোমাদের সকলের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। উপাসনার আসরের মাধ্যমে তোমাদের সহিত পরিচিত হইবার পরে কাহারও নৈতিক ও ব্যবহারিক জীবনের উন্নতি ঘটিতেছে, এইটুকু যদি যে-কোনও সাধারণ লোকে দেখিতে পায়, অমনি সে তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধালু হইবে এবং তোমাদের এভাবে অনুরাগীর সংখ্যা বাড়িতেই থাকিবে। তোমাদের উপাসনার আসরে যোগদানের ফলে কেহ প্রশান্তচিত্ত, স্থিরবুদ্ধি ও অনুদ্বিগ্নমনা হইতেছে দেখিলে, দ্রষ্টা মাত্রেই তোমাদের উপাসনায় যোগদান করিতে আগ্রহ অনুভব করিবে। চিরকালের স্বভাব অনুযায়ী তোমরা যদি উপাসনার আসরেও নিজেদের মধ্যে কেবল ঝগড়া-ঝাটির অনুশীলন কর, তাহা হইলে এরূপ ঘটিবে না। একদা সকলকেই তোমাদের উপাসনা-মণ্ডপে নম্র মনে, বিনীত হৃদয়ে, শান্ত স্নিগ্ধ ভাব লইয়া আসিয়া যোগ দিতে হইবে, এই বিশ্বাস রাখিয়া প্রতি জনে কাজ কর।"

কচি বয়সে দীক্ষা গ্রহণের ভালো দিক

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত গালিমপুর-নিবাসী এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

'দীক্ষা নেওয়া না হইলে বিবাহ করিতে পারিবে না,

তোমাদের সমাজে এই যে নিয়মটী রহিয়াছে, তাহা তোমাদের সমাজস্থ কাহারও কাহারও নিকটে লৌহ-নিগড়ের ন্যায় উৎপীড়ক বলিয়া মনে হইতে পারে। বিবাহটী ত' কোনও প্রকারে হইয়া গেল কিন্তু ভবিষ্যতে কন্যাদানের প্রয়োজন-সময়ে সে দীক্ষিত নহে বলিয়া তাহার কন্যাদানেরও অধিকার জন্মিবে না, এই নিয়মটী একেবারে ফাঁসীর মঞ্চে তুলিয়া দিবার মতনই অতীব অসহনীয় বোধ হইতে পারে। কোনও একটা নিয়ম বা প্রথা যখন কাহাকেও উৎপীড়ন করিবে, তখন তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার এবং ঐ অসহনীয় অবস্থার প্রতীকার সাধনের তাহার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু উল্লিখিত নিয়মটীর ভালো দিকটাকে ত' আমি উড়াইয়া দিতে পারিতেছি না। দীক্ষা গ্রহণ একটা অধীনতা-স্বীকার, এই কথা বলিয়া যদি কেহ দীক্ষাকে নিজ জীবন হইতে বাদ দিয়া দিতে চাহে, তবে তৎসম্পর্কে আমি কোনও কথা বলিব না। কিন্তু দীক্ষার প্রয়োজন জীবনের কোনও না কোনও সময়ে অবশ্যই আছে, এই কথাটী যদি কেহ স্বীকার করে, তবে তাহাকে বলিব যে, এই পবিত্র কর্ত্তব্যটী যতটা কচি বয়সে সম্পাদন করা যায়, ততই ভাল। দীক্ষা নেওয়া বাস্তব প্রস্তাবে একটা সুনির্দ্দিষ্ট আধ্যাত্মিক-সাধনার শৃঙ্খলার মধ্যে নিজ জীবন-ব্যাপারটীকে স্থাপন করিয়া নেওয়া ছাড়া আর কিছুই নহে। কোনও কোনও আধ্যাত্মিক সাধনার শৃঙ্খলাই এমন যে, এক মানুষ অন্যান্য মানুষের প্রতি কর্ত্তব্য-পরায়ণ ও

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

প্রেম-প্রসারক হইতে বাধ্য হয়। সেই সকল ক্ষেত্রে এই সুনির্দ্দিষ্ট শৃঙ্খলার মধ্যে নিজের জীবন-চর্য্যাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা ও অঙ্গীকার দোষাবহ নহে, বরং লাভজনক। খ্রীষ্টানের ব্যাপ্‌টিজ্‌ম অতি অল্প বয়সে হইয়া যায় বলিয়া তাহার সমগ্র জীবনের যাবতীয় অধ্যবসায়ের উপরে লোকোত্তর-চরিত যীশুখ্রীষ্টের জীবনের শিক্ষা ও উপদেশাবলির প্রভাব সারাটা জীবনই থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা অত্যধিক থাকে। মুসলমানের সোন্নৎ-প্রক্রিয়া যদিও দীক্ষার তুল্য কোনও ব্যাপার নহে কিন্তু শরীরের প্রত্যঙ্গ-বিশেষের আবরক চর্ম্মচ্ছেদন রূপ একটী অনুষ্ঠানকে একটী ধর্ম্মীয় কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া অতি কচি বয়সে হইয়া যায় বলিয়াই তাহার ফলটুকু ঐ ব্যক্তির সমগ্র জীবনের উপরে বিপুল প্রভাবে বিদ্যমান থাকে। বড় হও, বিচার করিয়া ভালমন্দ সব বুঝিয়া লও, তাহার পরে এই কাজটুকু কর,—এইরূপ নির্দ্দেশ যদি এই সমাজভুক্ত পুরুষদের উপরে থাকিত, তাহা হইলে, বলা শক্ত যে, পূর্ণ বয়স পাইবার পরে কয়জন পুরুষ এই অনুষ্ঠানটীকে অঙ্গীকার করিয়া লইতে আগ্রহী হইতেন। কচি বয়সে কাজটী হইয়া যাইবার ফলে পূর্ণ বয়সের সময়ে এই কাজটীর স্বাভাবিক ফল যাহা, তাহা মুসলমান পুরুষেরা নির্ব্বিচারে ভোগ করিতে পারিতেছেন। নানাবিধ সামাজিক সমস্যা যেই সময়ে হিন্দু-সমাজের হিতচিন্তকদিগকে বারংবার স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, হিন্দু-যুবকেরা রতি-সামর্থ্যে মুসলমান যুবকদের কাছে

হেয় বলিয়াই অধিকাংশ স্থানে নানা অকথনীয় সামাজিক বিভ্রাট ঘটিয়া যাইতেছে, যাহার ফল সংখ্যাল্পতার বৃদ্ধি এবং সংখ্যালঘুতা-প্রাপ্তির উপক্রম, সেই সময়ে এই কথাটী কিন্তু কাহারও মনে জাগিতেছে না যে, আবাল্য ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার শিক্ষা আমরা আমাদের বালকগণকে দেই নাই বলিয়াই এই ব্যাপারে প্রতিযোগিতা একটা অসম ব্যাপারে গিয়া পরিণত হইতেছে। কথাটী যদিও দীক্ষার প্রসঙ্গে আসে না, তথাপি দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করিতে হইল। দীক্ষাও যদি অল্প বয়সে হইয়া যায় এবং দীক্ষা লাভের পরবর্ত্তী জীবনাংশটুকুতে যদি তদনুকূল বাতাবরণ পরিরক্ষিত হয়, তাহা হইলে সুদীক্ষা একটী জীবনের উপরে অকল্পনীয় কল্যাণ বিস্তার করিতে পারে। কোনও কোনও সমাজের ভিতরে দীক্ষাকে বাধ্যকর করার চেষ্টা এই কারণেই হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। পুরোহিতেরা চাল-কলার বরাদ্দ বাড়াইবার জন্য এইরূপ বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, ভাবিলে ভুল করা হইবে। কারণ, দীক্ষারূপ ব্যাপারে পুরোহিতের কাজ কিছুই নাই, লভ্যও নাই। গুরুদেবেরা আর পুরোহিতেরা প্রায় চিরকালই সম্মান এবং কর্ত্তব্যের দুইটী বিভিন্ন স্তরে বাস করিতেছেন। একজন অপর জনের কাজের মাঝখানে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন না এবং একের লভ্য বাড়াইবার জন্য অপরের সহিত ষড়যন্ত্রেরও প্রয়োজন পড়ে না। গুরুকে বা পুরোহিতকে শিষ্য বা যজমানেরা সাধারণতঃ যাহা দিয়া আসিতেছেন, বেশ কয়েক

শত শতাব্দীর খোঁজ নিলে জানা যাইবে যে, তাহা নিতান্তই তুচ্ছ নীবারকণা বা কয়েকটী কাঁচকলা। রাজ-রাজড়াদের গুরু বা পুরোহিতের কথা নিতান্তই স্বতন্ত্র। কিন্তু মানুষের ক্রমজাগরণশীল যুক্তিবাদ গুরুর প্রয়োজনীয়তাকে দিনের পর দিন লঘু করিয়া দিতেছে এবং আধুনিক যুগের চিন্তাশীল ধর্ম্মনায়কদের ব্যক্তিগত উপদেশ সমূহের প্রভাব পুরোহিতগণের উপবেশনের জীর্ণ কুশাসনখানাকে অনেক দূরে সরাইয়া নিয়া যাইতেছে। এখনও যে তোমরা পুরোহিতকে ডাক, তাহা ত' কেবল সমাজে একঘরে হইবার ভয়ে। এখনো তোমাদের বিবাহ দিনের একটী তিথি আগে হইলেও যে দীক্ষা দানের জন্য গুরুর শরণাপন্ন হও, সে ত' ঐ সমাজেরই ভয়ে। সমাজ এইটুকু ভয় তোমাদিগকে না দেখাইলে, তোমরা গুরু বা পুরোহিতকে গ্রাহ্যও করিতে না। তবু যে কোনও একটা উপলক্ষ্য করিয়া জীবনে একটী দিনের জন্য গুরুর তল্লাসে বাহির হও, ইহা গুরুদেবের ভাগ্য নহে, ইহা তোমাদেরই সৌভাগ্য। একদল অর্দ্ধশিক্ষিত গুরু তোমাদের কর্ণে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া একটী করিয়া মন্ত্র শুনাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়াই না আজও তোমরা সেই মন্ত্রের মহিমায় নিজেদের বিশিষ্ট এক সভ্যতার জন্য গর্ব্ব করিয়া বেড়াইতেছ। নতুবা কবে যে তোমরা ইতিহাসের অতলে ডুবিয়া মরিতে, তার ঠিকানা নাই এবং তাহাই যদি ঘটিয়া যাইত, তাহা হইলে আমাকেও তোমাদের কাছে দিতার পর দিস্তা কাগজ খরচ করিয়া পত্র

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

লিখিতে হইত না। তোমাদেরও আমার চিঠিগুলি পাঠ করিয়া ক্লান্ত হইতে হইত না। তোমরা যাহারা যাহারা প্রয়োজনে পড়িয়া বা প্রাণের তাগিদে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছ, তাহারা যখনই বুঝিতে পরিলে যে, এই দীক্ষা সত্য সত্যই তোমাদের জীবনের মঙ্গলাবহ হইয়া উঠিতেছে, তখনই তোমাদের কর্ত্তব্য হইবে, নিজ নিজ পরিবারের কচি ছেলেমেয়েদিগকে এই দীক্ষায় দীক্ষিত হইবার বিষয়ে আগ্রহী করিয়া তোলা। দীক্ষামাত্রেই অশুভকর, আতঙ্কর বা বিপজ্জনক নহে। নিজেরা দীক্ষিত হইবার পরে নিজেদের আস্বাদনের দ্বারা কি অনুভব করিতে পার নাই যে, এই দীক্ষা সর্ব্বজীবকুশলপ্রদ কিনা? উত্তর যদি ইতিবাচক হয়, তবে কেন তোমরা নিজ নিজ পুত্রকন্যাগুলিকে এই পবিত্র পথে পাদচারণা করিতে প্রেরণা দিবে না? জীবনের মূল্যবান্ সময় পার করিয়া দিয়া দীক্ষা নিয়াও ত' তোমরা নিজেরাও বুঝিতেছ যে, আগে ইহা পাইলে কত ভাল হইত।"

মনোবিকারের প্রতিকার

বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত গলসী-নিবাসী এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মনের বিকার নাই, এমন ব্যক্তি দুর্ল্লভ কিন্তু বিকারের মাত্রাধিক্য বা মাত্রাল্পতার দরুণ কেহ পাগল বলিয়া কেহ বা প্রকৃতিস্থ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। মনোবিকারের কারণ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

যাহার পক্ষে যাহাই হইয়া থাকুক, মানুষের হাতে কাজ তুলিয়া দিতে পারিলে এবং সেই কাজের প্রতি তাহার দরদ, দায়িত্ববোধ বা মমত্বের সৃষ্টি করিতে পারিলে একটা কাজের মতন কাজ করা হইল বলিতে হইবে। রুচিপ্রদ ও প্রিয় কোনও কাজ পাইয়া গেলে সেই কাজেরই মহিমায় অধিকাংশ ব্যক্তির মনো-বিকার হ্রাস পাইয়া থাকে। যাহাকেই দেখিলে মনে হইবে যে, মনের মধ্যে বিকার ঢুকিয়াছে, তাহাকেই নিয়মিত ভাবে কোনও সহজ-করণীয় প্রিয় কার্য্যে রত করিবার চেষ্টা করিবে।"

মনোবিকারের কারণ

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মনোবিকারের কারণ জানিতে পারিলে তাহার প্রতীকার সহজতর হয়। অধিকাংশ সময়েই মানুষের আহত অভিমান তাহাকে ক্ষুব্ধ করে এবং ক্রোধের মুখে সেই ক্ষোভকে প্রকাশ করিবার উপায় না থাকায় তাহা বন-পথের গোপন অগ্নির ন্যায় আস্তে আস্তে জীবনের পাদদেশকে সর্ব্বপ্রথমে দেয় জ্বালা, তারপরে বহু ধূম উদ্‌গিরণ করিতে করিতে গগনস্পর্শী উচ্চতায় উল্লম্ফন দিতে শুরু করে। সে কাহাকেও ভালবাসে বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছে এবং সেই ভালবাসার হয়ত প্রতিদান পায় নাই। সে কাহারও জন্য সমগ্র জীবন গাধার

খাটুনী খাটিয়াছে কিন্তু বিনিময়ে হয়ত একটু সপ্রশংস দৃষ্টিও লাভ করে নাই, যে কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া নিজের যাবতীয় সম্পদ অপরের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল কিন্তু বিশ্বাসঘাতক মান-সম্ভ্রম সব লুটিয়া খাইয়াছে, যে কাহাকেও জীবন-সর্বস্ব বলিয়া পূজা করিতেছিল কিন্তু বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য কাহারও প্রাণে এক কণা বিবেক-বুদ্ধির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় নাই, যে পড়াশুনা করিয়াছিল ভাল এবং পরীক্ষাও ভাল দিয়াছে কিন্তু পরীক্ষার খাতা চুরি করিয়া অন্যে হইয়াছে লাভবান্ এবং সে দুর্ভাগ্যের অতলে ডুবিয়া গিয়াছে, যে নিজের অশেষ পরিশ্রমে যে অভাবনীয় গবেষণা-কার্য্য করিয়াছিল,—তাহার যশ, সুনাম ও প্রতিদান সে না পাইয়া তাহার অস্তিত্বের এক উচ্চতর স্তরের কর্মীর সৌভাগ্যের দুয়ার খুলিয়া দিল,—এই জাতীয় নানা ক্লেশকর ঘটনায় অন্তরে যে পুঞ্জীকৃত বেদনার সঞ্চার হয়, মানুষ সাধারণতঃ মনোবিকারের রোগগ্রস্ত হয় তাহারই দরুন। অবশ্য কতকগুলি ক্ষেত্র আছে, যেখানে পুরুষানুক্রমিকতা তার নিজের কাজ প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী করিয়া যাইতেছে এবং পাগলের বংশে সবগুলি লোককে না হউক, কিছু কিছু লোককে পাগল করিয়া ছাড়িতেছে। যে-কোনও ক্ষেত্রেই হউক, কাহারও হাতে যদি কাজ তুলিয়া ধরিতে পার, তাহা হইলে তাহার মনোবিকার সারিয়া যাইবার সহায়তা হইবে। কথিত হয় যে,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মহাকবি মিলটন পাগল হইয়া গিয়াছিলেন এবং পুষ্পোদ্যানের পরিচর্য্যা করিতে করিতে সুস্থ হইয়াছিলেন।"

বেকার-সমস্যা ও মনোবিকার

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

"এত বড় একটা স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গদেশটার উপরে ১৯০৫ হইতে ১৯১০ পর্য্যন্ত চলিয়া গেল, সেই আন্দোলনটাই ভিন্ন আর একটা রূপ নিয়া ব্যাপক ভাবে ১৯২১ সাল হইতে বেশ কতকগুলি বৎসর সমগ্র ভারতবর্ষটার উপর দিয়া বহিয়া গেল এবং সেই আন্দোলনের জের এখনো নানা ভাবে দেশের মধ্যে অব্যাহত চলিতেছে, তথাপি দেশের ভিতরে বেকার মানুষকে কর্ম্ম দিবার কোনও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা হয় নাই বলিয়া অদূর ভবিষ্যতে বেকার-সমস্যা এমন এক মারাত্মক মূর্ত্তি ধারণ করিবে, যাহা আজ অনেকে কল্পনাও করিতে পারিতেছে না। দেশে যদি লোকসংখ্যা বেপরোয়া ভাবে কেবলই বাড়িতে থাকে এবং অর্থার্জ্জনের সহজ সরল স্বাভাবিক উপায়গুলি প্রসারিত না হইয়া হইতে থাকে কেবলই সঙ্কুচিত, তাহা হইলে উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিরা উপার্জ্জনে অক্ষমতা হেতু দুশ্চিন্তা করিতে করিতে এমন পাগল হইয়া গিয়া একক ও দলবদ্ধ ভাবে যে নানা রূপ

অকাণ্ড কুকাণ্ড করিয়া দেশবাসীর হৃৎকম্প উপস্থিত করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে?"

কাজ কর এবং কাজ দাও

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সুতরাং নানারূপ রাজনৈতিক শ্লোগান না তুলিয়া রব তুলিতে হইবে,—কাজ কর এবং কাজ দাও। কাজ প্রত্যেককে করিতে হইবে। কাজ করিব না আর আন্দোলন করিব ইহাতে চলিবে না। প্রত্যেককে চেষ্টা করিতে হইবে অন্যকে কাজ জোগাড় করিয়া দিবার জন্য। কেবল নিজের কাজ বা নিজের পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রের কাজ বাগাইয়া অন্যদের হঠাইয়া দিবার কুবুদ্ধি রাখিলে চলিবে না। সমগ্র মনুষ্য-জাতিকে উন্মার্গগমন হইতে রক্ষা করিতে হইলে প্রত্যেককে যেমন কাজ হাতে নিতে হইবে, তেমন প্রতিজনের হাতে কাজ তুলিয়াও দিতে হইবে। সুখের বিষয়, বর্ত্তমানে দুই একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি এই ধরণের চিন্তা আরম্ভ করিয়াছেন।

নিঃসন্তানের পুনর্ব্বিবাহ

যশোহর জেলান্তর্গত ডুমারিয়া-নিবাসী এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অনেক বৎসর যাবৎ বিবাহ করিয়াছ কিন্তু সন্তানাদি

হইতেছে না বলিয়া মনঃকষ্টে দিন-যাপন করিতেছ। ভাবিতেছ, আবার একটী বিবাহ করিলে হয়ত নবপত্নীর গর্ভে তোমার ভাবী বংশধর আবির্ভূত হইবে। কিন্তু তোমাদের সন্তান না জন্মিবার মূল কারণটী কি তোমার পত্নীর গর্ভে, না তোমার শুক্রকোষে বিরাজিত, তাহার ত' মীমাংসা হয় নাই। গর্ভ-দোষ হেতু যদি নিঃসন্তানতা ঘটিয়া থাকে, তবে আর একটী বিবাহ করিয়া গর্ভান্তরে সন্তান মিলিবার আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু স্বামীর অণ্ডকোষদ্বয়ে যদি সেই ক্ষমতা না থাকিয়া থাকে, যাহার বলে শুক্রকোষে শুক্রের গমন কালে সুস্থমুণ্ড ও প্রাণবন্ত শুক্রকীটের সেখানে আবির্ভাব ঘটিবে, তাহা হইলে পঞ্চাশটী দারান্তর গ্রহণ করিয়াও ত' তোমাকে নিঃসন্তানই থাকিতে হইবে। এই বিষয়ে তোমরা উভয়ে আগে নিশ্চিন্ত হইয়া যাও। পত্নীর ঋতুকালে ডিম্বকোষে প্রাণসঞ্চারক উপযোগিতা আছে কিনা কিম্বা সন্তান-জন্মের বাধক অন্য কোনও গুরুতর বিঘ্ন রহিয়াছে কিনা, অথবা তোমার নিজের এই বিষয়ে প্রকৃত যোগ্যতার অভাব কোথায় এবং কতটুকু, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার মতন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বর্ত্তমান যুগের অগ্রসর চিকিৎসকদের হাতে আসিয়া গিয়াছে। কোনও বিঘ্ন-সম্ভাবনা থাকিলে তাহা দূর করিবার উপায়ও আংশিক ভাবে তাঁহাদের করতলগত। আগে সেই দিক দিয়া করণীয় যাবতীয় কর্ত্তব্য সমাপন কর, তারপরে দারান্তর গ্রহণের চিন্তা করিও।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বিবাহের গণ্ডী-বিচার

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা পত্নীর সহোদরাকে নিজ ভগিনীর মতন জ্ঞান করে এবং তাহাদের বিবাহ করা দোষাবহ মনে করে। হিন্দুরা খুড়াত, জেঠাত, পিসতুত, মাসতুত, মামাত ভগিনীকে বিবাহ করা দোষাবহ জ্ঞান করে এবং নিকট কুটুম্বের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করাকে পাপরক্ত-জনক মনে করে। মুসলমানদের বিবাহের ব্যাপারে এত বাছ-বিচার নাই। কোনও কোনও সমাজে কেন এইরূপ বাছ-বিচার আসিল, কোনও কোনও সমাজে কেন এইরূপ বাছ-বিচার আসিল না, তাহার ঐতিহাসিক পটভূমিকা আবিষ্কার করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে, এই বিষয়ে কোনও কোনও ক্ষেত্রে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের এবং হিন্দুদেরও চেয়ে খ্রীষ্টানদের বিচার অধিকতর প্রশংসনীয়। সবাই সবাইকে বিবাহ করিতে পারিবে, ইহা একেবারে আদিম যুগের রীতি। সুনির্দিষ্ট একটী গণ্ডীর ভিতরে নরনারীর যৌন মিলন কদাচ ঘটিবে না, ইহা পরবর্ত্তী এবং উন্নততর সমাজের বিচার। নিকটতম আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ হইবে না,—এই প্রথাটা মঙ্গল জনক। আধুনিকতার উন্মার্গগামিতাকে প্রতিরুদ্ধ করিবার পক্ষে এইরূপ নিষেধাত্মক ব্যবস্থা হিতকর। ইহা উদ্ভিন্ন-যৌবন যুবক-যুবতীদের স্বচ্ছন্দ বিহারের বাধা। বেড়া থাকিবে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

না অথচ বাগান করিব, ইহা অকল্পনীয় ব্যাপার। বেড়া আছে বলিয়াই তাহাকে উল্লঙ্ঘন করিবার প্রবৃত্তি ক্ষেপিয়া ওঠে, এই কথাও সম্পূর্ণ শ্রদ্ধেয় নহে। সমাজ-বিধির বেড়া বা বাধা ত' সমাজভুক্তদের কল্যাণের দিকে তাকাইয়াই সৃষ্টি করা হইয়াছে। বিবাহের দিন বরেরা নিজ নিজ শ্যালিকাকে ত' ভগিনীর দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। কিছুকাল পরে সেই শ্যালিকাকেই বিবাহ করিবার বাতিক ত' এক প্রকারের উন্মাদ-রোগ। দারান্তর গ্রহণ যাহার একান্তই প্রয়োজন, তার জন্য তার শ্যালিকটী ছাড়া অন্য কোনও পাত্রী কি খুঁজিলে মিলিবে না? তবে, কোনও শ্যালিকা একেবারে অরক্ষণীয়া অবস্থায় পড়িলে এবং প্রাক্তন ভগিনীপতি মহোদয় পত্নী-দায়ে ঠেকিলে এইরূপ বিবাহ ঘটিতে দেখা যায়। তথাপি খ্রীষ্টান ভদ্রলোকদের মতন আমিও বলিব, স্ত্রীর ভগিনী বরেরও ভগিনীই বটে, অন্ততঃ তাহাকে ভগিনীর মতন জ্ঞান করিয়া চলাই ভগিনীপতিদের কর্ত্তব্য। শ্যালিকা ও ভগিনীপতিদের মধ্যে যে অশালীন অন্তরঙ্গতার খবর মাঝে মাঝে শুনা যায়, সেইগুলি সমাজের কলঙ্কই বটে, গৌরব নহে।"

বিবাহের উদ্দেশ্য-সমূহের বৈচিত্র্য

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দুইটী পৃথক্ বংশের মধ্যে বিবাহ একটী সেতুবন্ধন। দুইটী পরিবারের মধ্যে বা আলাদা দুইটী সমাজের মধ্যে

একটী বিবাহ অনুষ্ঠিত হইলে তাহা দ্বারা ঐ দুই পরিবারে, ঐ দুই গোষ্ঠীতে বা ঐ দুই সমাজের মধ্যে মৈত্রীর একটা সেতুবন্ধন রচিত হয়। ইহা দ্বারা দুইটী পরিবারের, গোষ্ঠীর বা সমাজের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান আস্তে আস্তে কমিয়া যায়। এই কারণেই সর্ব্বতোব্যাপী সমতার প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তিরা নির্ব্বিচারে সর্ব্বজাতির, সর্ব্ববর্ণের, সর্ব্বসম্প্রদায়ের সর্ব্বদেশীয়, সর্ব্বভাষাভাষী নরনারীদের মধ্যে অকুণ্ঠ বিবাহ-বন্ধন সৃষ্টি করিতে অত্যন্ত আগ্রহশীল। এতৎপ্রসঙ্গে কিছু কিছু দুঃসাহসিক চেষ্টা কোথাও কোথাও হইয়াছে। তাহার ফলাফল কি ঘটিয়াছে, তাহা স্পষ্ট রূপে বলিবার মতন পর্য্যবেক্ষণ কেহ করে নাই। কিন্তু একদা দেশ-জয়ের উপায়-স্বরূপে এতজ্জাতীয় চেষ্টা ব্যাপক ভাবে কিন্তু অতীব গোপনতার সহিত, অবলম্বিত হইতে পারে। বিজয়েচ্ছু জাতির পুরুষেরা যদি বিজিতব্য জাতির লোকদের ভিতরে আসিয়া লোক-চক্ষুর অগোচরে মিশিয়া যায় এবং নির্ব্বিচারে সর্ব্ববর্ণের ও সর্ব্বাবস্থার রমণীদিগকে পত্নীত্বে গ্রহণ করে, তাহা হইলে ভাবী কালে স্বদেশবাসীদের দ্বারা এই দেশ আক্রমণ করাইবার এবং পদানত রাখিবার কল্পনাতীত এক অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া ফেলা যাইতে পারে। দুর্ব্বার মঙ্গোল-বাহিনী রাশিয়ার অধিকাংশটাই জয় করিয়া ফেলিয়া নরহত্যার তাণ্ডবে দেশটাকে পুরুষহীন করিয়া দিয়া রমণীদের গর্ভে যে সন্তানগুলি উৎপাদন করিয়াছিল, তাহাদের বংশধরদের কাহারও কাহারও

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

প্রতিচ্ছবি আজও রাশিয়াতে পাওয়া যাইবে, যাহাদের মুখ দেখিয়া চীনের নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগকে অবাক্ হইয়া ভাবিতে হইবে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের মুখের আদলে এই মুখগুলি সৃজিত হইল কি করিয়া। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনা কোনও কোনও স্থানে ঘটিয়াছে, যেখানে বিজয়ী সেনারা আক্রান্ত দেশের পুরুষগুলিকে নির্ব্বিচারে নিধন করিয়াছে শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, গর্ভধারণক্ষমা রমণীগুলির প্রত্যেকে যেন আক্রমণকারী এই বর্ব্বরদের ঔরসজাত সন্তানদিগকেই শুধু প্রসব করিতে বাধ্য হয়। ইহা যে আক্রান্ত দেশের অধিবাসীদের পক্ষে কত বড় দুর্ভাগ্য, তাহা বলিবার নহে। ইহার ফলে অনেক আক্রান্ত দেশ তাহার অতীত গরিমা ভুলিয়া গিয়াছে, অনেক দেশের অতীত ইতিহাস মুছিয়া গিয়াছে, অনেক জাতির অতীতের স্মৃতি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে বৈধ বিবাহ বা অবৈধ বিবাহ সব-কিছুরই চরম ফল দাঁড়াইয়াছে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ণ বা আংশিক বিলোপ। কিন্তু বিবাহের তাহাই ত' প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। বিবাহের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইতে পারে বংশধর রক্ষা কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে স্বামী ও পত্নীর মিলনের মধ্য দিয়া নিত্য পুরুষ ও নিত্য প্রকৃতি-স্বরূপে বিদ্যমান পরমেশ্বরকে নিজ নিজ জীবনে এবং পরস্পরের জীবনে আস্বাদন। এই মূল্যবান্ কথাটুকু যে বুঝিয়াছে, সে কদাচ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল না বলিয়া দারান্তর গ্রহণে ব্যগ্র হয় না।"

অদ্য দুর্গাবাড়ীতে অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণির ময়মনসিংহের চতুর্থ বক্তৃতাটী হইল।

ভারতীয় আর্য্য সভ্যতার বিশেষত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একদা একদল যাযাবর অন্ন-অন্বেষণকারী পরিচিত এক দেশ থেকে অপরিচিত আর এক দেশে ভ্রমণ কত্তে কত্তে পৃথিবী সম্পর্কে নিজেদের ভৌগোলিক জ্ঞান বর্দ্ধন ক'রে ক'রে কেবলি এগিয়ে যেতে লাগলেন, এইটাই প্রাচীন আর্য্য-জাতির চূড়ান্ত ইতিহাস নয়। তাঁরা অনন্ত শূন্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রপুঞ্জ দেখ্‌তে দেখ্‌তে জ্যোতির্বিদ্যায় হলেন একদিকে পারঙ্গম আবার নিত্য নূতন দেশে স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের গোষ্ঠীগত জীবনের সঙ্গে শত্রু ভাবে এবং মিত্র ভাবে এই উভয় ভাবেই পরিচিত হ'তে হ'তে আবিষ্কার ক'রে ফেললেন বিশ্বের সমস্ত বিচ্ছিন্ন নানা জাতীয় মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে একটী পরমসুন্দর সত্যের অবস্থিতি, যাঁকে তাঁরা নাম দিলেন ব্রহ্ম ব'লে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র তাঁরা এই ব্রহ্মকে দর্শন কর্ল্লেন এবং এই ব্রহ্মেরই বাচক অনুচ্চারিত মহানাদ ওঙ্কারকে ইতিবাচক মহামন্ত্র-রূপে লাভ কর্ল্লেন। সমগ্র বসুধা তাঁদের কুটুম্ব হ'য়ে গেল এবং একধার থেকে বিনাশ ক'রে নয়, যতটা সম্ভব, সবাইকে স্বসমাজের অঙ্গীভূত ক'রে নেবার চেষ্টায় তাঁরা নেমে গেলেন। এই চেষ্টা গ্রীকো-আর্য্যদের বা রোমানো-

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আর্য্যদের মধ্যে আদৌ ছিল না। প্রাচীনতম জ্ঞানকে বেদ-রূপে লাভ করার সৌভাগ্য গ্রীকো-আর্য্য বা রোমানো-আর্য্যদের কখনো ঘটে নি, যে কারণে তারা এই পরম বস্তুকে ধ'রে রাখবার যোগ্য লাইব্রেরীর খোঁজে নেমে স্মৃতিশক্তির চর্চ্চা কত্তে গিয়ে হঠাৎ ব্রহ্মচর্য্য নামক এক অসাধারণ জীবনচর্য্যার সাক্ষাৎ পেল না। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণত্রয় সৃষ্টির কারণও যা, চতুর্থ বর্ণ সৃষ্টির কারণও ঠিক তাই। বেদ-মন্ত্রকে মনে রাখবার প্রয়োজনে ব্রাহ্মণ ব'লে একটা নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী পূর্ণতঃ ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যাবার পরে স্বভাবতই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ক্ষত্রিয়কে, খাদ্যবৃদ্ধির প্রয়োজনে বৈশ্যগণকে, এক একটা আলাদা শ্রেণী রূপে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হ'ল এবং যেহেতু মানবপ্রেমের জন্মলাভ জাতিভেদ সৃষ্টির আগে থেকেই ঘটেছে, সেই হেতুতে এই সমাজ-শৃঙ্খলার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট একটী অংশ-পূরণের জন্য শূদ্রকে আস্‌তে হ'ল, এবং সে আস্তে আস্তে আর্য্য-গোষ্ঠীতে প্রবেশ কর্ল্ল গোত্রাধিপতি কোনও ঋষির অনুগত হ'য়ে সমাজের সেবক-রূপে। কিন্তু যুগে যুগে তাকে উন্নততর স্তরে ওঠবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয় নি। কত শূদ্র কত সময়ে বৈশ্য হয়েছে, কত বৈশ্য কত সময়ে ক্ষত্রিয় হ'য়েছে, কত ক্ষত্রিয় কত সময়ে ব্রাহ্মণ হ'য়েছে, কখনো কখনো কোনো শূদ্র বা কোনো বৈশ্য নিজ শূদ্রত্ব বা বৈশ্যত্ব থেকে সোজা একটা ডবল প্রমোশনে ব্রাহ্মণত্ব পেয়েছে। শাস্ত্রে নানা স্থানে নানা ভাবে এই সকলের

অসংখ্য দৃষ্টান্ত পরিকীর্ণ হ'য়ে আছে। একটী মানুষ অপর মানুষটী থেকে অসমান ততক্ষণ, যতক্ষণ তাদের তপস্যার মধ্যে রয়েছে সিদ্ধির তারতম্য। কিন্তু তপস্যায় যখন তাঁরা সমান, তখন তাঁদের ব্রাহ্মণত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকৃত হয় নি। অপর সকলকে পদানত ক'রে রাখার জন্য ব্রাহ্মণের আবির্ভাব নয়, পরম সত্যকে নিজেদের তপস্যার দ্বারা জানবার এবং জীবনে ধরে রাখবার জন্যই ব্রাহ্মণের আবির্ভাব। এবং কৃণ্বন্ত বিশ্বমার্য্যম্—সমগ্র জগতের যাবতীয় অধিবাসীকে আর্য্য ক'রে নাও, এটা ব্রাহ্মণদেরই অনুশাসন। পর-ধর্ম্মকে নিপীড়ন ক'রে, পরধর্ম্মীদের শিরশ্ছেদ ক'রে, পরধর্ম্মাবলম্বী পুরুষদের একধার থেকে নির্ব্বিচারে হত্যা ক'রে তাদের স্ত্রীদের, কন্যাদের, মাতাদের, ভগিনীদের জোর ক'রে অধিকার ক'রে বিশ্বকে আর্য্য করার স্বপ্ন তাঁরা কখনো দেখেন নি। নিজ ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এই শিক্ষাটীকে অধিগত ক'রেছিলেন যে, একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি, মতের ভিন্নতার জন্য সত্যের ভিন্নতা জন্মে না। অতএব সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরাই সমাদরণীয়। অন্য ধর্ম্মের উপরে আঘাত না করার যে একটা বিশেষ শিক্ষা, এইটাই ভারতীয় আর্য্যজাতির সভ্যতা বিস্তারের মূলদেশে অবস্থিত একটী চাবিকাঠি। এই বিশেষত্বকে ভুলে গেলে ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতার মর্ম্মকথা কখনো বুঝা যাবে না। ভারতেতর অন্যান্য দেশের ইতিহাসে আমরা অনেক দিগ্বিজয়ী সেনাপতির বা দিগ্বিজয়ী

আক্রমণকারী-গোষ্ঠী-সমূহের বিবরণ পাঠ করেছি এবং তাদের আচরণের বীভৎসতায় হৃৎকম্প অনুভব করেছি। পাশ্চাত্য লেখকেরা কেউ কেউ এবং পাশ্চাত্যের অন্ধ শিষ্য আমাদের দেশের অধিকাংশ ইতিহাস-বেত্তারা ভারতে আর্য্যদের বিকাশ ও বিস্তার সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সেই নৃশংস নিষ্ঠুর উৎপীড়কদের বর্ণনারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। কিন্তু তাঁরা এই একটা অতি সহজ ও সরল সত্য ভুলে গেছেন যে, শক, হূন, মঙ্গোল বা ইয়ুচিদের মতন আর্য্যেরা এক একটা অক্ষৌহিণী পরিমিত দলে দেশ থেকে দেশান্তরে পর্য্যটন ক'রে বেড়ান নি। খাদ্যের অন্বেষণে যদি তাঁরা পামির থেকে বা এশিয়া মাইনরের তৃণহীন মালভূমি থেকে এসে থাকেন, তবে পথে পথে যাতে খাদ্যাভাব না ঘটে যায়, তারই জন্য বাধ্য হ'য়ে তাদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হ'য়ে আস্‌তে হয়েছে। ভারতের আরণ্য অঞ্চলে আদিম অধিবাসীদের উপর অত্যাচার তারা কর্ব্বেন কিসের বলে? তাঁরা যদি ইরাণের ধর্ম্মমতান্ধ জরথুস্ত্র-পন্থীদের উৎপীড়নেই স্বর্গভূমি ইরাণ ত্যাগ ক'রে পূর্ব্ব দিকে পালিয়ে আস্‌তে বাধ্য হ'য়ে থাকেন, তবে পৃথিবীর নানা স্থানের সেই বিপন্নদের দেশ-ত্যাগের হিড়িকগুলির স্বাভাবিক প্রকৃতি আমাদের খুঁজে দেখ্‌তে হবে, যারা নিজের চৌদ্দপুরুষের ভিটেমাটি ত্যাগ ক'রে হঠাৎ এক উৎপীড়নের মুখে দেশত্যাগী হ'য়ে অজ্ঞাত এক নূতন দেশে গিয়ে আশ্রয় পাবার আশায় বহির্গত হয়। তারা সুসংগঠিত

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

গুচ্ছে কতগুলি ক'রে লোক থাকতে পারে? এইরূপ নিরাশ্রয় পর্য্যটকদের জন-সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হ'লে সেটাও ত' ভ্রমণ-কালে একটা কম বিপদ নয়। আর্য্যেরা প্রায় সকল সময়েই নিজেদের বংশবাহক রক্তের শুদ্ধি রক্ষার বিষয়ে ছিলেন অত্যন্ত সজাগ। এই থেকেই ত' প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের প্রত্যেকটা দলে রমণীর সংখ্যা উপযুক্ত ছিল। যাঁরা শুদ্ধাচরিতা রমণীদের সঙ্গে নিয়ে দেশ পর্য্যটন করেন, তাদের পক্ষে সেই সব ইতর আচরণ সম্ভব নয়, যা' শুধু পুরুষের দল নিয়ে দেশ-পর্য্যটনকারীদের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। নিজের জননীকে আর বিশ্বের সমস্ত মানবের প্রতিটি জননীকে এক ক'রে দেখা ও সম্মান করা ভারতীয় আর্য্য জাতির বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব পৃথিবীর আর কোনো দেশে কোনো জাতির নেই। এইখানেই ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠত্ব। আর্য্যেরা যে নাগরিক সভ্যতার অধিকারী ছিলেন না, ছিলেন কৃষিভিত্তিক সভ্যতার অধিকারী, এই বিষয়ে দেশী বিদেশী সব ইতিবৃত্ত-লেখক একমত। কৃষিজীবীরা ঘর-সংসার এক সঙ্গে নিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে যায়। নাগরিক সভ্যতার অধিকারীরা নিজেদের পার্থিব সম্পদ ও নারীরত্নগুলি নগরে সুরক্ষিত অবস্থায় রেখে যুদ্ধ দ্বারা দিগ্বিজয় করার জন্য বিপুল-সংখ্যক পুরুষের মদমত্ত বাহিনী নিয়ে ভিন্ন দেশের গ্রাম ও নগর লুণ্ঠন করে। হরাপ্পা আর মহেঞ্জোদারোর সভ্যতা আর্য্যেরা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

এসে বলদর্পিত সৈনিকদের আক্রমণের দ্বারা ধ্বংস করেন নি, ঐ দুই সুপ্রাচীন নাগরিক সভ্যতা আর্য্যদের পঞ্চনদে এসে পৌঁছুবার অনেক আগেই প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে বিনষ্ট হ'য়েছে ব'লে একদল পণ্ডিত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, এই কথাটি মনে রাখতে হবে। সাধারণতঃ কৃষিজীবীর জীবন গ্রামীণ জীবন, এই জীবনের যাপন-প্রণালী ও বিকাশ-শৈলী নাগরিক জীবন থেকে একেবারে পৃথক্। পরবর্ত্তী কালে যে ভারতে বড় বড় সাম্রাজ্যের পত্তন দেখা যায়, তা' প্রাচীন আর্য্যদের ভারত-প্রবেশের অনেক পরের কথা। একথা মনে রাখলে ভারতীয় আর্য্য-জীবনের প্রকৃত মহত্ত্ব কোথায়, তা' বুঝতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। আর্য্যেরা কেবলি আর্য্য নন, তাঁরা মানুষ এবং সেই মানুষ বিশ্বের প্রতিটি মানুষের ভিতরে ব্রাহ্মণ্যের জাগরণের প্রয়াসী।

বক্তৃতা আড়াই ঘণ্টাকাল চলিল।

ময়মনসিংহ

৩০শে ভাদ্র সোমবার, ১৩৪২

(১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫)

প্রেম প্রয়োজন

রাজশাহী জেলান্তর্গত দুধলহাটি-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সমবেত উপাসনায় যোগদান করিবার আহ্বান পাঠাইলে

কেহ আসে না, ইহা এক প্রকারের ব্যাধি। নিজ গৃহে সমবেত উপাসনা হইলে অন্যকে কেহ ডাকে না, ইহা আর এক প্রকারের ব্যাধি। সমবেত উপাসনায় যোগদান করিয়া আসল কাজে সহযোগ না করিয়া অকারণ বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়া যজ্ঞ পণ্ড করিবার চেষ্টা কেহ কেহ করে, ইহা তৃতীয় আর এক শ্রেণীর ব্যাধি। তিনটা ব্যাধিরই কারণ এক নহে কিন্তু তিনটারই প্রতীকার এক। এই প্রতীকার হইতেছে, ভগবানের কাছে অনুদিন অনুক্ষণ প্রার্থনা করা, হে ভগবান্ অন্তরে আমাদের এক কণা প্রেম দাও, আমাদের সুপ্ত অহমিকার বিনাশ সাধন কর, আমাদিগকে কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ কর, আমাদের প্রেমকে সর্ব্বজনীন কর। একমাত্র আড়ম্বর আর হুজুগের সময়েই তোমরা দুই চারি জনে একত্র হইতে চেষ্টা করিয়াছ, নতুবা অন্য সকল ব্যাপারে তোমরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক। এই আত্মকেন্দ্রিকতা তোমাদের সম্ভবতঃ পঁচিশ ত্রিশ শতাব্দী ধরিয়া চলিতেছে। তোমার পূর্ব্বপুরুষদের আর্দশ বিশ্বতোমুখী আর তোমাদের আচরণ একান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও সঙ্কীর্ণ। এই জন্যই মুখে যখন উপদেশ দিতেছ, বিশ্ববাসীকে প্রেম দাও, কাজে তখন চর্চ্চা করিতেছ কেবল ঘৃণা ও বর্জ্জনের। প্রকৃত প্রেমের একটা কণা কখনো পাইলে তোমাদের এই দোষ দূরীভূত হইবে। সুতরাং প্রাণ ভরিয়া ভগবানকে ডাক আর বল, প্রভো, আর কিছু দাও আর না দাও, একটুকু প্রেম দাও। প্রেমের ভাণ আছে, প্রেম নাই, এভাবে কতকাল চলিবে?"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

পল্লীগ্রাম ও শহর

চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত রতনপুর-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পল্লীগ্রামগুলি আমার দৃষ্টিতে তীর্থভূমি। সেই জন্যই পল্লীভ্রমণে আমি অপার আনন্দ পাই। কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির পল্লীভ্রমণে গুরুতর অসুবিধা আছে। কোনও একটা পরিচয়ের সূত্র ছাড়া পল্লীগ্রাম অঞ্চলে গিয়া ভিড়ার মধ্যে অনেক অনিশ্চয়তা থাকে। কেহ চোর ভাবিল, কেহ ছেলেধরা ভাবিল, কেহ পুলিশের গুপ্তচর ভাবিল, কেহ বোমা-বিশারদ বিপ্লবী ভাবিল, এত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমি পল্লীগ্রামেই বিচরণ করিতে অধিকতর আগ্রহী। কিন্তু কোনও উপলক্ষ্য ছাড়া কোথাও যাওয়া চলে না, যদিও আমার প্রকৃত লক্ষ্যটীতে আমি স্থির আছি। আমার লক্ষ্য নিদ্রিত মানুষের জাগরণ, আমার লক্ষ্য অলসকে কর্ম্মোন্মত্ত করা, অবসন্নকে উৎসাহ-প্রেরণায় সঞ্জীবিত করা, দুর্ব্বলের দেহ-মনঃ-প্রাণে বলাধান করা। শহরগুলি অধিকাংশই কপটতার বিষ-পুট্লী কিন্তু সেখানে কাজ করিতে যাওয়ার অনেক রকমের সুবিধাও আছে, যাহা পল্লীগ্রামে নাই। সেখানে উঠিবার মতন কোনও স্থান যদি নাও থাকে, কয়েক ঘণ্টার জন্য হইলেও রেলের প্লাটফর্ম্ম আছে বা কোনও ধর্ম্মশালা আছে, কিম্বা স্কুল-বাড়ী বা কাহারও কাছারী-বাড়ীর বারান্দা আছে। এসবের কিছুই

যদি না থাকে, তবে একটা বারোয়ারিতলা আছে, যার বট বা অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় একটা রাত্রি অনায়াসে কাটাইয়া দেওয়া যায়। একটা রাত্রি পার হইয়া গেল ত' পরের দিনটা কাজ সুরু করিবার পক্ষে সদর রাস্তার যে-কোনও একটা তেমাথা বা চৌমাথাই যথেষ্ট। আমরা যাহারা কদাচ কাহারও কাছ হইতে চাঁদা আদায় করিবার চেষ্টা করি না, তাহাদের পক্ষেও যে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় শহরেই বেশী সময় কাজ করিতে হয়, তাহার একমাত্র কারণ হইল ইহা। কিন্তু আমার সাধারণ ঝোঁকটা পল্লীগ্রামের উপরেই জানিও। কোনও শহরে ঢুকিবার আগেই চিন্তা করি যে, চারিদিকে দশ বিশখানা গ্রাম আগে ঘুরিয়া আসিতে পারিলে কতই ভাল হইত। সত্য কথাও তাহাই। একটা শহরে কাজ শুরু করিবার আগে চারিদিকের দশ বিশখানা গ্রামে কোনও না কোনও প্রকার কাজ হইয়া থাকিলে শহরের কর্ম্মসিদ্ধি অতি অল্প সময়ে হইয়া যায়। এই ত' রংপুর শহরে বিজয়ডঙ্কা বাজাইয়া আসিলাম, কিন্তু আকৃষ্ট হইলেন ত' প্রধানত শহরেরই লোকেরা। শহরের চারিদিকে পঞ্চাশ মাইল ব্যাসে অনেকগুলি গ্রাম ঘুরিয়া আসিয়া যদি শহরে মুখ খুলিতাম, তাহা হইলে কাজের ফল হইত স্থায়ী এবং গভীর। শহরে না চেঁচাইয়া গ্রামেই যে আমাদের বেশী চেঁচান দরকার, এই কথাটী আমি মনে প্রাণে বুঝি। শ্রীহট্ট শহরে পর পর আমি একুশটী বক্তৃতা দিলাম, কিন্তু তাহাতে জেলার অভ্যন্তরে আমার নামটা একটু

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ছড়ানো ছাড়া আর কিছুই ঘটে নাই। ঢাকাই একমাত্র শহর, যেখানে ছয় সাত দিন বক্তৃতার পরেই চিন্তাশীল জন-নায়কেরা আসিয়া পরামর্শ-সভায় সমবেত হইলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে, জেলার আদ্যোপান্ত সর্ব্বস্থানে বিশেষ করিয়া বিক্রমপুরের পল্লীগ্রাম গুলিতে আমাকে ভ্রমণ করিতেই হইবে এবং শহরের নেতৃস্থানীয় সম্মানিত দুই একজন দক্ষ বক্তা আমার সঙ্গে থাকিবেন। পরিকল্পনাটী যদি সফল হইত, তাহা হইলে পল্লীতীর্থযাত্রার আমার মনের সাধটা আংশিক ভাবে মিটিতে পারিত। কিন্তু কাজটা শেষ পর্য্যন্ত আর আরম্ভ হইতে পারে নাই। আমাকে ত' আমার কোনও কাজের জন্য কখনো টাকাকড়ি দিতে হয় না কিন্তু ঢাকা শহরের সজ্জনেরা অন্য দিক দিয়া অসুবিধায় পড়িয়া গেলেন। আমি হয়ত আমার একটা কণ্ঠ দিয়া তাহা সেই ভাবে করিতে পারিলাম না, যাহা যে ভাবে করিবার আমার প্রাণে ছিল সাধ, কিন্তু তোমরা কি একদা আমার বাহু হইয়া, আমার কণ্ঠ হইয়া সহস্র সহস্র জনে যুগপৎ চতুর্দ্দিকে সেই কাজটী করিতে লাগিয়া যাইবে, যাহা আমি খ্যাতিহীন, প্রচারহীন, ধনসম্পদহীন প্রয়াসের দ্বারা অতি সন্তর্পণে একা একাই বৎসরের পর বৎসর করিয়া যাইতেছি? ছোট্ট তোমরা তখন কি বড় হইবে? মৌনী তোমরা তখন কী মুখর হইবে? অশক্ত তোমরা তখন কি সামর্থ্যবান্ হইবে? হয়ত ইহা আমার নিতান্তই দুরাশা, কিন্তু জগজ্জনের কল্যাণ-কল্পে সৎ আশা পোষণ করিতে দোষ কি?"

উপাসনার আসর অহঙ্কার-চর্চ্চার স্থান নহে

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত চুন্টা-নিবাসী এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমাদের বাক্যে ও আচরণে যদি সদ্দৃষ্টান্তের উজ্জ্বলতা থাকে, তাহা হইলে এই ঘনান্ধকার অমানিশাতেও দূর হইতে সেই আলোক দেখিয়া তোমাদের প্রতি অনুরাগাকৃষ্ট হইয়া শত শত অপরিচিত নিজেদের প্রাণের তাগিদে তোমাদের আপন-জন হইবে। আর যাহা যাহা করিলে নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধ কমিবে, অনুরাগ কমিবে, একের প্রতি অন্যের সম্ভ্রম-বোধ হ্রাস পাইবে, নির্ব্বোধের মতন কেবল তাহাই যদি করিতে থাক, তাহা হইলে অতি নিকটের লোকগুলিও তোমাদের কাছে ঘেঁষিতে সাহস পাইবে না, দূরের লোকের কথা ছাড়িয়াই দাও। সমবেত উপাসনার মতন সাত্ত্বিক কাজ করিতে গিয়াও যাহারা অহঙ্কারেরই চর্চ্চা করে, তাহাদের মধ্যে ত্রিবিধ দোষের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ তাহারা এমন বারে বা সময়ে নিজ গৃহে সমবেত উপাসনায় বসিবে, যেই বারে বা সময়ে নিকটবর্ত্তী অন্য স্থানে ঐরূপ একটী অনুষ্ঠান হইবার বিষয় আগেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ তাহারা নিজ গৃহের সমবেত উপাসনায় অন্যান্য সতীর্থদিগকে আমন্ত্রণ জানাইবে না, মনে মনে ভাবিবে যে,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সমবেত উপাসনার সমস্ত সুফল ও দায়িত্ব একাকী তাহাদের এবং এই বিষয়ে অন্যেরা নিতান্তই নগণ্য। তৃতীয়তঃ তাহারা নিজের গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হইলে সাদর নিমন্ত্রণ পাইলেও যাওয়া হইতে বিরত থাকিবে এবং কর্ত্তব্যকে উপেক্ষা করিবে। চতুর্থতঃ, যদি তাহারা অন্যত্র সমবেত উপাসনায় যোগদান করে, তবে অনুষ্ঠানটীর সফলতা-বিধানের জন্য বিনম্র সহযোগ প্রদানের পরিবর্ত্তে নানা বাদ-বিতণ্ডার নানা তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি করিয়া অপরের উপাসনালব্ধ আনন্দ-রসকে তিক্ত বা বিস্বাদ করিয়া দিবে। তোমাদের প্রত্যেকের এই কথাটী মনে রাখিতে হইবে যে, সমবেত উপাসনার আসর হইতেছে বিনম্র আত্ম-সমর্পণের পঞ্চবটী-ছায়া, সমবেত উপাসনার আসর কাহারও ব্যক্তিগত অহমিকা-চর্চ্চার স্থান নহে। কাহারও গৃহে সমবেত উপাসনা হইতেছে দেখিলে বা জানিলে, সে না ডাকিলেও তাহার গৃহের অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার চেষ্টা করিতে পার, যদি মনে করিবার কারণ না থাকে যে, গৃহস্বামী ইহাতে বিরক্ত হইবেন। আমি সমবেত উপাসনাকে সর্ব্বজনীন কল্যাণের জন্য প্রবর্ত্তন করিয়াছি, এই জন্যই ইহার অনুষ্ঠান কাহারও অন্দর-মহলে বা হারেমে হওয়া উচিত নহে এবং এই জন্যই ইহাতে যোগদানেচ্ছু প্রত্যেকের যোগদানের সুযোগ উন্মুক্ত রাখা প্রয়োজন। "আমার বাড়ীর দুর্গাপূজা" যেই হিসাবে সর্ব্বজনীন, "আমার গৃহের সমবেত উপাসনা" তার চেয়ে অনেক বড়

কল্যাণের হিসাবে সর্ব্বজনীন। সমবেত উপাসনার মতন ব্যাপক বস্তুকে কাহারও ব্যক্তিগত অধিকারের জিনিষ করিয়া লওয়া আদর্শ সঙ্গত নহে। কিন্তু ইহা ব্যক্তিগত হইয়া পড়ে তখন, যখন মানুষের অহঙ্কার তাহাকে বিমূঢ় করে। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা ব্যক্তি নিজেকে মূঢ় বলিয়া বুঝিতে পারে না বলিয়াই এই বিভ্রাট। অহঙ্কারীকে তোমরা ক্ষমা করিও, কিন্তু নিজেদের প্রেমালু স্বভাব দিয়া তাহাকে সংশোধিত করিবার চেষ্টাও সঙ্গে সঙ্গে করিও। মাত্রাহীন অহঙ্কার এক প্রকারের মনোবিকার রোগ, ইহার চিকিৎসা কেবল ভগবানের নাম।"

কন্যাদানের উদ্দেশ্য

যশোহর জেলান্তর্গত ডুমারিয়া-নিবাসী অপর এক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সম্প্রদানই বল আর বিবাহ-দানই বল, নিজ কন্যাকে চিরতরে ভিন্ন একটা বংশের ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করিয়া দিতেছ, এই কথাটী ভাবিলে, এমন মাতা বা পিতা নাই, যাহার প্রাণে করুণরস ও বেদনার সঞ্চার না হইবে। কিন্তু কেন এই দান করিতেছ, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ভাবিয়া দেখিলে তোমার মনের ব্যথার লাঘব ঘটিবে। নির্দ্দিষ্ট একটা সদ্‌বংশের মধ্য দিয়া যে সদ্‌গুণগুলি ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া হইয়া বর্ত্তমান আকারে পৌঁছিয়াছে, সেইগুলিকে একটী মাতৃগর্ভের সহায়তায় জগতে আরও বিকশিত হইবার সহায়তা করিবার জন্যই তুমি একজনকে তোমার কন্যাটি সম্প্রদান করিতেছ। ইহাতে উপরন্তু তুমি আর

একটি বিশেষ কাজ করিতেছ এই যে তোমার যে বংশে জন্ম, সেই বংশেরও কতক সদ্‌গুণাবলি উহার সহিত মিশিবার সুযোগ পাইতেছে। এই দৃষ্টিতে বিবাহকে যদি দেখ, তাহা হইলে কন্যাদান একটা সুখের ব্যাপার হইবে, বিষাদের ব্যাপার নহে। জীব-জগৎ ক্রমশঃ উন্নতির দিকেই ধাবিত হইতেছে, ইহাই জীবতত্ত্ববেত্তাদের আমৃত্যু গবেষণায় লব্ধ সিদ্ধান্ত। আমরা প্রতি জনে নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া ভাবী মানবজাতির সমুন্নত এক আবির্ভাবের সম্ভাবনাকেই দান করিতেছি আনুকূল্য, ইহাই আমাদের জীবনের দুঃখ-পুঞ্জের পরম এক সার্থকতা। তোমার কন্যাদানও সেই উদ্দেশ্যে, বরের দ্বারা কন্যার গ্রহণও সেই উদ্দেশ্যে। সেই উদ্দেশ্যের পরিপূরণের পক্ষে সহায়ক বলিয়াই বিবাহিতের ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা দোষমুক্ত হইয়াছে।"

মায়ের আশীর্ব্বাদ

খুলনা জেলান্তর্গত ডুমুরিয়া-নিবাসী জনৈকা পত্রলেখিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"উপায়হীনা চির-দুঃখিনী জননী যখন তাহার সন্তানের হিমাদ্রি-শেখর-সম উন্নতি কামনা করিয়া সুখস্বপ্ন দেখে, তখন প্রতিবেশীরা হয়ত হাসিতে পারে, পারে তাহারা উপহাস করিতে, কিন্তু পৃথিবীতে এইরূপ ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে যে, দুঃখিনীর দুঃখের ধন নিরাশ্রয় বালক পৃথিবীপতিত্ব করিবার জন্য স্বর্ণময় সিংহাসনে বসিয়াছে। দুর্দ্দিন তোমার যতই ভীষণ হউক না কেন, তুমি মন খুলিয়া প্রাণ খুলিয়া তোমার সন্তানকে অনিরাম

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আশীর্ব্বাদ কর মা। মায়ের আশীর্ব্বাদ সন্তানের যে কি অমূল্য ধন, তাহা যাহারা মাকে কখনো ভালবাসে নাই, তাহারা বুঝিবে না। জগতে সকলের আশীর্ব্বাদই মূল্যবান্। এই জন্য প্রয়োজন এমন ভাবে চলার, যাহাতে অসংখ্য জনের আশীর্ব্বাদ একটী মাথার উপরে আসিয়া শেফালীবর্ষণের ন্যায় অবিরত ঝরিতে থাকে। কিন্তু সকল আশীর্ব্বাদের সেরা আশীর্ব্বাদ হইতেছে মায়ের আশীর্ব্বাদ। আমরা মূর্খের দল, জগতের সব মানুষকে চিনিতে পারি কিন্তু কেবল মাকেই চিনিতে পারি না। মাকে চিনিতে না পারার দরুণই আমরা হিংস্র হই, নিষ্ঠুর হই, পরপীড়ক পাষণ্ড হই, দুর্ব্বৃত্ত হই এবং ইহার ফলে চরম দুর্গতিতে পতিত হই। তুমি মা। তুমি তোমার সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করিবার মধ্য দিয়া কেবল তোমার সন্তানটীর নয়, সমগ্র জগদ্বাসীর দুর্ভাগ্য দূর করিয়া দিতে পার। তুমি দরিদ্রা, তুমি অবলা, তুমি অসহায়া, তুমি সম্বলবিহীনা কিন্তু তথাপি একটী স্থানে তুমি জগতের সেরা, তুমি মা। অবিরাম শুধু আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও। আশীর্ব্বাদ কর নিজের সন্তানকে, আশীর্ব্বাদ কর জগদ্ব্যাপী লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মাতৃস্নেহবঞ্চিত অন্য মাতাদের সন্তানকে। একটী সন্তানের মা তুমি তোমার আশীর্ব্বাদ করিবার শক্তিতে সমগ্র বিশ্বের মা হও।"

পত্রলিখন-বিলাসিতা

চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত ফতেয়াবাদ-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

"পত্র লেখা আর পত্র পড়া ত' তোমাদের অধিকাংশের নিকটে একটা বাতিক মাত্রে পরিণত হইয়াছে। এই যে আমি দুরন্ত পরিশ্রম আর চূড়ান্ত অর্থব্যয় করিয়া সহস্র সহস্র পত্র তোমাদিগকে লিখিয়া যাইতেছি, তাহার শতকরা কয়খানা তোমরা পড়, বল ত'! পড়িলে এবং পত্রে বিবৃত উপদেশ-সমূহের অংশ মাত্রও পালন করিলে জগতে কত না কি ঘটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু তোমরা পত্রের স্তূপ বগলদাবা করিয়া গ্রামের পর গ্রাম ঘুরিয়া আসিতে পার, পার না শুধু কোনও কাজ করিতে। পত্র যখন বিলাসিতার সামগ্রী, তখন পত্র লেখাও পাপ, পত্র পড়াও পাপ। পত্রপত্রির বিলাসিতা কবে তোমরা বর্জ্জন করিবে? কোনও কাজ যে কর নাই বা করিবে না, শুধু এই কথাটুকু বলিবার জন্য তোমরা যে পরিমাণ সাহিত্য সৃষ্টি কর, তাহা দেখিয়া অনেক সময় আমার এই ভাবিয়া বিস্ময় জাগে যে, সমগ্র ভারতে কি একমাত্র ভাং আর গাঁজা ছাড়া আর কোনও জিনিষের কখনো আবাদ হয় নাই?"

ব্যাপক সামাজিক চরিত্রবত্তার আবশ্যকতা

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত ফতেপুর-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অমুকেরা আমাদিগকে উস্কাইয়া দিয়াছে, তাই আমরা লুণ্ঠন করিয়াছি, গৃহদাহ করিয়াছি, নারীধর্ষণ করিয়াছি, নরহত্যা

করিয়াছি, আমাদের কোনও দোষ নাই, যত দোষ সব ঐ নন্দঘোষ নামীয় খারাপ লোকটার,—এই সকল যুক্তি কুযুক্তি। চরিত্রবান্ সৎলোককে কেহ আসিয়া এই সকল কুবুদ্ধি দিলে সে কখনও এমন জঘন্য কাজে প্রবৃত্ত হয় না। প্ররোচনার ফলে এই সব ঘটনা অতীব বিরল, প্রবৃত্তির বশেই মানুষ নরপশুতে পরিণত হয় এবং প্রবৃত্তির তাড়নাতেই তাহারা এই সকল অকথ্য অন্যায়ের অনুষ্ঠান করে। বিনা শ্রমে পরের ধন কাড়িয়া লইবার দুঃসাহস ও দুষ্প্রবৃত্তি তোমার ছিল বলিয়াই তুমি অনুরূপ চরিত্র-বিশিষ্ট অন্য দুষ্টদের লইয়া দল বাঁধিয়াছ এবং হয়ত ধর্ম্মের নামে জিগির দিয়া বা রাজনৈতিক শ্লোগান উচ্চারণ করিয়া অসৎ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা করিয়াছ। তুমি চরিত্রহীন। দলবদ্ধ হইয়া যখন মানুষ দিবালোকে সেই সকল নারকীয় কার্য্য করে, যাহা গভীর রজনীতে অতীব গোপনে করিতেও সাধারণ মানুষের মনে কত থাকে লজ্জা, কত থাকে ভয়, কত থাকে সঙ্কোচ আর কত থাকে দ্বিধা, তখন বুঝিতে হইবে যে, একটা দুইটা লোকের চরিত্রগত পতন ঘটে নাই, এই পতন ঘটিয়াছে অতীব ব্যাপক ভাবে। রাজনীতি বা ধর্ম্মের দোহাই একটা অছিলা মাত্র, প্রকৃত প্রস্তাবে স্বর্গসম-শান্তিময়ী ধরণী নরকের চরিত্রহীনদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। সমাজের অধিকাংশ লোক যখন এই সকল পাপকে নীরব দর্শকের দৃষ্টিতে দেখিতে থাকে, একটা প্রতিবাদও করে না বা একটা বলিষ্ঠ বাক্য উচ্চারণ করিয়া অপরাধীদিগকে ধিক্কার দিবার সাহস হারায়, তখন বুঝিতে হইবে যে, নরক সত্য সত্যই

গুলজার হইয়াছে। ব্যাপক সামাজিক চরিত্রহীনতাই ইহার জন্য দায়ী এবং ইহার একমাত্র প্রতীকারের পথও ব্যাপক সামাজিক চরিত্রবত্তার প্রতিষ্ঠা। কথাটা এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিলাম কিন্তু কাজটী সহজ নহে। কাহারও কষ্টার্জ্জিত ধনে যদি আমার এমন লিপ্সা থাকে, যাহা আমাকে শ্রম করিয়া উহা অর্জ্জন করিতে দেয় বাধা এবং দ্রুত ধনী হইতে দেয় প্রবর্ত্তনা, তবে কেন আমি অন্যের ধন লুণ্ঠনের কাজে নেতৃত্ব দিব না? আমার আলস্য নহে, আমার কর্ত্তব্যে অবহেলা নহে, অপরের যাবতীয় উন্নতি ও সৌভাগ্য শুধু সে আমাদিগকে ঠকাইয়া আসিয়াছে বলিয়াই হইয়াছে এবং উহা লুণ্ঠনের আমাদের অধিকার আছে, এই যুক্তি ত' লোভের ঔরসেই জন্মিয়াছে। অপরকে দ্বেষ না করিয়া বা হিংসা না করিয়াও যে আমি নিজের উন্নতি নিজে সাধিতে পারি, এই বিশ্বাসের অভাব হইতেই এই সকল অনাচারের সৃষ্টি হইতেছে। সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোকদের এই কথাগুলি চিন্তা করিয়া প্রতিটি মানুষকে সততা ও চরিত্রবত্তার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা নিশ্চিতই উচিত। নতুবা যুগের পর যুগ যাইবে আর আমরা নূতন নূতন নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত সমূহ মূঢ়ের মতন বসিয়া বসিয়া কেবল দেখিতেই থাকিব।"

হারাণো মর্য্যাদা

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত জিনদপুর-নিবাসী অপর একজন পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ইজ্জৎ বা মর্য্যাদা একবার হারাইলে তাহার পুনরুদ্ধার

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সত্যই কঠিন। কিন্তু বজ্রকঠোর সঙ্কল্প লইয়া কাজে নামিলে সকল অসম্মান একেবারে মুছিয়া যায়। প্রবাদ আছে,—ঋণ-ব্রণ-কলঙ্কানাং কালে লোপো ভবিষ্যতি,—যদি ধৈর্য্য ধরিয়া কাজ করিতে পার এবং সাহসের সহিত কালপ্রতীক্ষা করিতে পার, তাহা হইলে একদা ঋণও শোধ হয়, ব্রণও সারে, কলঙ্কও মোছে। জীবনে একটা ভুল করিয়া ফেলিয়াছ,—তাহাও কোন অমার্জ্জনীয় অপরাধ নহে, তবে তাহা তোমার জীবন-ব্রতের নিষ্পাপ শুভ্রতার মাঝে একটী ক্ষুদ্র মসীবিন্দু,—এজন্য এমন কুণ্ঠিত বা মনমরা হইয়া যাইও না, যাহা তোমার মনের স্বাচ্ছন্দ্য ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উপরে উৎপীড়ন। শরীরটীকে সর্ব্বপ্রযত্নে রাখ সুস্থ, মনটীকে প্রাণপণ যত্নে রাখ তাজা এবং চতুর্দ্দিকের ঘনায়মান মেঘপুঞ্জকে ভাবী বর্ষণের আকর জানিয়া জল ধরিয়া রাখিবার আধারগুলিকে দোষমুক্ত যত্নে নিশ্ছিদ্র কর। আবার যে একদা তুমি ভরা গাঙে নৌকা চালাইবে, এই বিশ্বাস রাখিয়া আস্তে আস্তে প্রস্তুত হও। সাময়িক দুর্ঘটনার চাপে যদি বিভ্রাট কিছু ঘটিয়া থাকে, তবে তাহার কুফলকে সমগ্র জীবনের উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে দিও না। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ত্রিভুবনপূজ্য সত্যবাদী হইয়াও ঘটনার চাপে একটা মিথ্যা বলিয়াছিলেন। না বলিয়া পারিলেই ভাল হইত কিন্তু তিনি না বলিয়া পারেন নাই। তোমার অবস্থাও বলিতে গেলে তাহাই হইয়াছিল। এজন্য অনুতাপ নিশ্চিতই সঙ্গত কিন্তু হাত-পা ছাড়িয়া দিয়া হতাশ হইয়া পড়া অন্যায়।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অখণ্ড-মণ্ডলী

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত শ্যামগ্রাম-নিবাসী অপর এক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অখণ্ডমণ্ডলীকে জানিবে শান্তির স্নিগ্ধ নীড়, অশান্ত হৃদয় শান্ত করিবার আশ্রয়, সংসার-পীড়নে ব্যথাতুর ও রিপুকুলের তাড়নায় উৎকণ্ঠিত মনের সান্ত্বনাদায়ী তীর্থ। অখণ্ডমণ্ডলী এমন একটা প্রতিষ্ঠান, যেখানে কোনও গণ্ডগোল হওয়া উচিত নহে। অখণ্ড-সংহিতা পাঠ আরম্ভ হইবে, সকলে নিঃশব্দে এবং ভক্তি-সহকারে শুনিবে। উপাসনা-কীর্ত্তনাদি চলিবে, সকলে নিজ নিজ কণ্ঠ-সংযোগ বিনীত চিত্তে করিবে, ঔদ্ধত্য সহকারে নহে। প্রসাদের বিতরণ-কালে ভদ্র ও নম্র ভাবে চলিবে, হৈ-হল্লা করিবে না। মণ্ডলীর টাকাকড়ি নিয়া কেহ মিথ্যাচার, অসত্য উক্তি, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা আদি করিবে না। ভক্তিযুক্ত মনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেকে মণ্ডলীতে আসিবে এবং শান্ত স্নিগ্ধ অনুদ্বিগ্ন মনে প্রতিজনে তৃপ্ত হৃদয়ে গৃহে ফিরিবে। মণ্ডলীর মধ্যে বসিয়া কলহ করা আর মাতৃ-অঙ্গে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করা সমান অপরাধ বলিয়া জ্ঞান করিবে। অখণ্ডমণ্ডলী হইবে এমন স্থান, যেখানে সপ্তাহে একটা দিন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে তপ্ত প্রাণকে শীতল করিবার জন্য সকলে প্রাণের আবেগে ছুটিয়া আসিবে, অধিক ডাকাডাকি খুঁজাখুঁজির প্রয়োজন হইবে না। অখণ্ড-মণ্ডলীকে দলাদলির

উর্দ্ধে রাখিতে হইবে এবং আত্মকলহের পঙ্কে ইহাকে কদাচ ডুবিতে দেওয়া হইবে না।"

প্রত্যেকেই দেবত্বের অধিকারী হইতে পারে

চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত ফটিকছড়ি-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অনুন্নত শ্রেণীর লোকের ভিতরে কাজ করিতে হইলে ঠিক তেমনি প্রয়োজন ধৈর্য্যের ও ক্ষমার, উন্নত শ্রেণীর লোকের মধ্যে কাজ করিতে হইলে যেমন প্রয়োজন কৌশল ও বিদ্যাবত্তার। মানুষকে মানুষ-রূপে ধরিয়াই, অর্থাৎ তাহার ভিতরে দেবত্ব বিকাশের পূর্ণ সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে, এই কথা স্বীকার করিয়াই তাহার প্রতি আমার কর্ত্তব্য আমি করিব কিন্তু আমার সহিত তাহার যাবতীয় যোগাযোগ যেন তাহার পক্ষে উৎকর্ষ-বিধায়ক হয়, ইহা দেখিতে হইবে। আমরা পাঁচ জনে মিলিয়া আনন্দোৎসব করি, ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কিন্তু ইহার ফলে যদি আমাদের কাহারও উৎকর্ষ-বিধায়ক কোনও নব-সংস্কার সাধিত না হইল, তবে তাহা মিথ্যা হইয়া গেল। যাহাদিগকে অনুন্নত বলিয়া ভাবিয়াছি, তাহারা অনেক সময়ে অকারণেই এই অভিমান করিতে পারে যে, আমাদেরই ত্রুটির জন্য তাহারা অনুন্নত। এই অভিমান মিথ্যা অপবাদের উপরে স্থাপিত

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হইলে আমরা তাহাদের প্রকৃত সেবক হইতে কেবলই বাধা পাইব। একদল লোক ব্রাহ্মণ হইয়াছিল বলিয়াই অন্যেরা শূদ্র হইয়াছে, না একদল লোক শূদ্র বা অনুন্নত ছিল বলিয়াই অন্যেরা ব্রাহ্মণ হইয়াছে, এই কথাটার মীমাংসা আজও হয় নাই, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। উচ্চ হউক, নীচ হউক, প্রত্যেকেরই মধ্যে দেবত্ব বিকাশের যে চেষ্টা, তারই নাম সংস্কার এবং তারই পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের নাম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আমরা যেন ছৌ-নাচ আর পাহাড়ী মাদলকেই দেবত্ব বিকাশের উপায় মনে না করি। আমরা যেন ত্যাগ ও তপস্যার দৌলতে মানুষের অবনতিকে প্রতিরুদ্ধ করিতে এবং অভ্যুদয়কে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করি। অসীম ধৈর্য্য ছাড়া এই বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না যে, জগতের প্রত্যেকেই দেবত্বের অধিকারী হইতে পারে।"

অখণ্ড-সাধক ও দেবদেবীর পূজা

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়া-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমার নিকটে দীক্ষিত হইয়া তুমি নিজেকে অখণ্ড আখ্যায় সংজ্ঞাত করিতেছ। তাহার কারণ এই যে, তুমি আমার কাছ হইতে এমন মন্ত্র পাইয়াছ, যাহার ভিতরে সর্ব্বমন্ত্র, সর্ব্বসত্য, সর্ব্বতত্ত্ব বিরাজ করে। এই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজা তোমার পক্ষে নিরর্থক। নানা নামে

প্রচারিত ও পূজিত দেবগণ প্রত্যেকে যেই নাম জপিয়া পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া দেবতা হইলেন, তুমি সেই নাম পাইয়াছ। এই জন্য একমাত্র নামব্রহ্ম অর্থাৎ ওঙ্কার-বিগ্রহ ব্যতীত অন্য কোনও বিগ্রহের পূজা করিবার তোমার প্রয়োজন নাই। মনসার পূজা করিলে একটুকু পুণ্য হয়, শীতলার পূজা করিলে আরও একটু পুণ্য হয়, শনির পূজাতে আরও একটু পুণ্য হইল, লক্ষ্মীপূজায় আরও একটু, সরস্বতী পূজায় পুণ্য আরও বাড়িল, এভাবে পুণ্য বাড়াইবার লালচে দেবতার পর দেবতা অর্চ্চিয়া অর্চ্চনাকারীরা নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও বলশালিতা হইতে বিভ্রষ্ট হইয়া কেবলই অবক্ষয়ের পথে চলিয়াছে। অথবা সর্পাঘাতের ভয়ে মনসা পূজা করিয়া, বসন্ত রোগের আতঙ্কে শীতলার পূজা করিয়া, গ্রহশান্তির আশায় শনির পূজা করিয়া, ধন লাভের লোভে লক্ষ্মীর পূজা করিয়া আর বিদ্যালাভের আগ্রহে সরস্বতীর পূজা করিয়া কেবল ভয় আর লালসারই চর্চ্চা মানুষেরা করিয়াছে। এই পথ তোমাদের জন্য নহে। সব দেবতারই মন্ত্র আলাদা আলাদা কিন্তু সব মন্ত্র মিলিলে যাহা হয় এবং সব মন্ত্রের উৎপত্তি যাহা হইতে, তাহাই হইতেছে অখণ্ড-মহানাম বা ওঙ্কার-প্রণব। লোকের দেখাদেখি তোমরা বহু দেবতার পূজায় মনকে নিবিষ্ট করিও না। একমাত্র ওঙ্কার-মন্ত্রেই সমগ্র মনটাকে ঢালিয়া দাও। ইহাতেই তোমাদের সর্ব্বকল্যাণ লাভ হইবে। তবে অপরের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে বা ধর্ম্মীয় সংস্কারে আঘাত দিয়া

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কোনও কাজ করিও না বা কোনও বাক্যালাপ করিও না। নিজের মতে সুস্থির থাকিয়া এককে নিয়া খুশী থাক, বহু দিয়া তোমার কোনও প্রয়োজন নাই।"

ব্রতধারীর ব্রতচ্যুতিতে

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত সিঙ্গারবিল-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ব্রতধারী ব্যক্তি যখন ব্রতচ্যুতির পথে নামে, তখন অধিকাংশ স্থলেই সে অনুভব করিতে পারে না যে, তাহার পা টলিয়াছে এবং সে তাহার পরিগৃহীত পন্থা হইতে আস্তে আস্তে দূরে সরিয়া পড়িতেছে। তাহার কারণ এই যে, হঠাৎ তাহার চলিবার পথের সমতল দৃশ্যের মধ্যে তেমাথা বা চৌমাথার সৃষ্টি হয় এবং সেখানে আসিয়া যে-সব পথ মিলিয়াছে, তাহাদের দৃশ্য অতীব মনোহারী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সেই সময়ে তুচ্ছ একটু কারণ বশতঃ যদি তাহার মাথা একটু ঘুরিয়া যায় অর্থাৎ যদি তাহার সতর্ক বিচার-বুদ্ধি একটু ঘোলাইয়া যায়, তাহা হইলে সে নিজের অজ্ঞাতসারে ভিন্ন একটা পথে পা বাড়াইয়া দেয় এবং পরম নিশ্চিন্তে সেই দিকেই পাদচারণা চালাইতে থাকে। অনেক দূর আসিয়া যখন তাহার মনে সংশয় জন্মে যে, সে ভুলই করিল কিনা, তখন সে এতটাই অগ্রসর হইয়া গিয়াছে যে, ফিরিয়া আসা দুঃসাধ্য মনে হয়। কেহ কেহ জীবনে আর সে দিক হইতে

ফিরিয়া আসিতে পারে না। কেহ কেহ হঠাৎ থামিয়া যায়, মাথা ঠাণ্ডা হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চুপচাপ থাকে এবং গতি ও অগতি উভয় দিকের কথা উত্তম রূপে অবধারণ করিবার পরক্ষণেই বিপরীত যাত্রা শুরু করে। ব্রতধারীর ব্রতচ্যুতি এক নিদারুণ ঘটনা। ইহাতে অনুতাপেরও শেষ নাই, দুঃখ-বেদনা-পরাজয়েরও অন্ত-অবধি নাই, কিন্তু হতাশার স্থান রাখিলে চলিবে না, কে তোমাকে মায়া-জালে বাঁধিয়াছে, কেমন করিয়া আস্তে আস্তে তুমি গৃহীত পথ হইতে সরিয়া গেলে, কেমন করিয়া তোমার মতিভ্রম ঘটিল, কেন জানিয়া শুনিয়াও এখনো অক্টোপাসের আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছ না, তাহার নির্ভুল বিচার আগে করিয়া লও। হতাশ হইও না,—নিজের নির্ভুল পথে ফিরিয়া আসিতে নিশ্চয়ই পারিবে।"

নমস্কার ও প্রণাম

একজন প্রশ্ন করিল,—আপনাকে এত লোকে প্রণাম করে কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাকে অনেক লোকে প্রণাম ত' করেই না, এমনকি সাধারণ সৌজন্য-বোধে এক ভদ্রলোক অন্য ভদ্রলোকের কাছে যে একটা নমস্কার প্রত্যাশা করেন, তাও করে না। কেন করে না, তার কারণ বল্‌তে পারবে? দৃষ্টান্ত ধর, তুমি আমাকে প্রণামও কর নি, নমস্কারও জানাও নি। বল্‌তে পার, কেন কর নি?

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

যুবকটী একটু আমতা আমতা করিল। তারপরে বলিল,—প্রণামই হোক আর নমস্কারই হোক্, একজন আর একজনকে তা' করে কেন, আমি সেটাই জান্‌তে এসেছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—তাই বল। আমার পাওনা নয়, তবু আমি দুচারটী লোকের কাছ থেকে প্রণাম বা নমস্কার কেন আদায় ক'রে নিলুম বা কি ভাবে এই আদায়-কর্ম্মটী করলুম, এটা তোমার প্রশ্ন নয়। তবে শোন বল্‌ছি। আমি একজনকে যে চিনি বা চিনি-চিনি মনে কচ্ছি, তার স্বীকৃতি স্বরূপ আমি তাঁকে একটী নমস্কার জানালুম। এই নমস্কারের অঙ্গভঙ্গী থেকেই আমার অনুভবে এল যে, তাঁর কুশল কামনা আমার কর্ত্তব্য। সুতরাং মুখের ভাষায় তা' প্রকাশ না কর্ল্লেও মনে মনে তাঁর কুশল কামনা কর্ল্লুম। এই অবস্থাটা বা ব্যাপারটীর নাম হচ্ছে নমস্কার। আর আমি একজনকে খুব ভাল ক'রে চিন্‌লুম, আমার ভিতরে আমার অপরিচিত আমার অতীব প্রিয় যে একটী আপন জন আছেন, তাঁকেও যেন এই ভদ্রলোক বা ভদ্র মহিলার ভিতরে দেখ্‌তে পেয়ে, অতীব সূক্ষ্ম ভাবে হ'লেও তাঁকে আমার সঙ্গে অভিন্ন এক প্রেমময় সত্তা ব'লে যেন অনুভব কর্ল্লুম এবং আমার ভিতরের সেই পরমমহৎ বস্তুকে এঁর ভিতরেও দর্শন ক'রে অন্তরের গদ্‌গদ্ ভাব নিয়ে এঁকে সম্মান কর্ল্লুম এবং আত্মদর্শনের আনন্দ আস্বাদন কর্ল্লুম, এর নাম প্রণাম। প্রচলিত প্রথায় নমস্কার চলে সমানে সমানে, প্রণাম চলে গুরু ব্যক্তির প্রতি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্ম আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়-গুহায় বিদ্যমান। তিনিই আমাদের চিনিয়ে দেন, কে আমাদের কি। তাঁর প্রেরণায় জানতে পারি, ত্রিভুবনের সবাই আমাদের আপন ও আত্মীয়। এই আপনত্ব বা আত্মীয়তাকে অনুশীলন করার জন্যই নমস্কার রূপ একটী সুন্দর প্রথার সৃষ্টি। তিনি আমাদের আরও জানিয়ে দেন যে, তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণের মধ্য দিয়েই তাঁকে জানা যায় এবং পাওয়া যায়। আত্ম-সমর্পণের মধ্য দিয়েই তিনি ধরা দেন এবং সেই অধরাকে ধর্‌তে পারলে ভববন্ধন আর থাকে না। সেই অধরা বস্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমারই স্বরূপ, আমিই আমাকে ব্রহ্মাণ্ডময় খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ মনুষ্যবিশেষের ভিতরে যেন আমাকে এক নজর দেখে ফেলে ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও অনুরাগে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌লাম, তখন আমি নিজের কাছে নিজে আত্মসমর্পণ ক'রে বিপুল আনন্দের কল্লোল আস্বাদন। এরই নাম প্রণাম। আমি আমার ক্ষুদ্র সত্তার অহংকে আমার বৃহত্তর সত্তার প্রেম-মাধুর্য্যের চরণে বিকিয়ে দিলাম,—এর নাম প্রণাম।

যুবকটি বলিল,—আমাদের প্রণামের প্রথাটা আমাদের দেশের লোককে চিরকালের জন্য ক্রীতদাস ক'রে রেখেছে। এই প্রথার কি উচ্ছেদের প্রয়োজন নেই?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই প্রথাটার উঠে যাবার প্রয়োজন যদি থাকে, তবে একদা এ প্রথা উঠে যাবে। উচ্ছেদ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সাধনের প্রয়োজন যদি অনুভব ক'রে থাক, তবে সেই কাজে লেগে যেতে দেরী করো না। অন্যায় বা অসঙ্গত ব'লে যাকে বুঝবে, তার সম্পর্কে খড়্গহস্ত হও। তবে একটী কথা, আমার পিতা ও মাতাকে প্রণাম কত্তে যদি কেউ আমাকে নিষেধ করে এবং এই নিষেধ অমান্য কর্‌লে প্রাণদণ্ড দেবে ব'লেও ঘোষণা করে, তবু আমি সেই নিষেধ মানব না। আমি আমার পিতা-মাতাকে অসংখ্যবার প্রণাম কর্ব্ব এবং প্রত্যহ কর্ব্ব। এই বিষয়ে কারো বাধা মানব না।

প্রশ্ন হইল,—আপনার এই জিদের তাৎপর্য্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বুঝি আর না বুঝি, পিতামাতার কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। ঐ পিতার আর ঐ মাতার ভিতরেই একদিন সূক্ষ্ম ভাবে আমি এই পার্থিব অস্তিত্বের সব-কিছু সম্ভাবনা নিয়ে লুকিয়ে ছিলাম। তাঁরাই আমাকে জগতের বুকে প্রকাশমান ক'রে ধরলেন। তাঁরা আমার প্রতি প্রসন্ন, বিরূপ যাই যখন হোন্, আমি তাঁদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম ক'রে যাবই যাব। এই বিষয়ে কারো বাধা মান্‌ব না।

যুবকটী জিজ্ঞাসা করিল,—সন্ন্যাসীরা নাকি জগতে কাউকে প্রণাম করেন না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অন্যে না করুন, আমি করি। আমার পিতামাতার ভিতরে আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাক্‌ব। আমার ভিতরে আমার পিতামাতা ছিলেন,

আছেন এবং থাক্‌বেন। এই কথা এত প্রত্যক্ষ ভাবে সত্য আর কারো সম্পর্কে হ'তে পারে না। আমি আমার পিতামাতার মধ্যে আমাকেই করি প্রণাম, যেই আমি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত থেকেও আরও কিছু বেশী, যেই আমি অণুর চেয়েও অণীয়ান্ সূক্ষ্মের চেয়েও সূক্ষ্ম।

বক্তৃতাদানের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা

স্থানীয় কলেজের একটী ছাত্র প্রশ্ন করিল,—আমি বক্তা হ'তে চাই। আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেন তুমি বক্তা হ'তে চাও, সেই কথাটী আগে বল। যশের লোভে যারা বক্তা হয়, তাদের বড়ই বিপদ। কারণ, কোন্ যুগে কোন্ কথা বল্লে লোকে করতালি দেবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানাই নেই। আজ যে কথাটি বল্লে লোকে করতালি ধ্বনি দিয়ে বক্তাকে সম্বর্দ্ধনা জানাচ্ছে, কাল ঠিক সেই কথাটী বলার দরুণই তাকে অপদস্থ হ'তে হচ্ছে। বক্তৃতা দিয়ে ধনলাভ কর্ত্তে চাও? ব্যবসায় হিসাবে বক্তৃতা-বিদ্যাটা এদেশে এখনো প্রতিষ্ঠা পায় নি। তবে, ভিক্ষা-সংগ্রহের সুবিধার জন্য যদি বক্তৃতা দিতে চাও, সেটা আলাদা কথা। বক্তৃতা দিয়ে দেশের সেবা কর্ত্তে চাও? দেশবাসীকে সদুপদেশ দিয়ে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করা নিশ্চয়ই একটী মূল্যবান্ দেশসেবা কিন্তু আসল সেবা ত' কচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা অশিক্ষিত অনাদৃত অবহেলিত অবজ্ঞাত সাধারণ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মানুষগুলির সঙ্গে একত্র বাস ক'রে তাদের প্রতিদিনকার কাজে কর্ম্মে উৎসাহ, প্রেরণা এবং হিতোপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। এসব দেশসেবককে বাইরের লোকে চিন্‌তে পারে না, এঁদের নাম-গোত্রের পরিচয় খবরের কাগজে পাওয়া যায় না। হাজার জনকে মিলিয়ে তাদের সাম্‌নে বক্তৃতা দেওয়া এঁরা পছন্দও করেন না।

যুবকটী বলিল,—সাহিত্য-চর্চ্চার অঙ্গ-হিসাবে আমি বক্তৃতা-বিদ্যা আয়ত্ত কর্ত্তে চাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বক্তৃতাদানও এক প্রকারের সাহিত্যচর্চ্চা, একথা স্বীকার কর্ত্তেই হয়। সাহিত্যের যেমন দুইটী থাক, একটী স্থায়ী সাহিত্যের, অপরটী অস্থায়ী সাহিত্যের, বক্তৃতারও তেমন দুইটী থাক্ আছে, একটী স্থায়ী বক্তৃতার, অপরটী অস্থায়ী বক্তৃতার। অস্থায়ী বক্তৃতা সাময়িক ভাবে মনে কতকগুলি ভাবের হিল্লোল তুলে দিয়ে চলে গেল, স্থায়ী বক্তৃতার প্রভাব শ্রোতার মনে দীর্ঘকাল থাকে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরণ থাকে। মানুষের সাময়িক প্রয়োজনের ভাষণগুলিকে অস্থায়ী বক্তৃতা আখ্যা দিতে পার। মানুষের চিরস্থায়ী প্রয়োজনের দাবী মেটাবার উদ্দেশ্যে বা যোগ্যতা নিয়ে যে বাগ্মিতার বিস্তার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা' স্থায়ী জিনিষে পরিণত হয়। এই সাহিত্য কাণের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে এবং প্রাণকে কেবল আকুলই করে না, প্রাণকে সঞ্জীবিত ও উচ্ছ্বসিত করে, সবল করে, শক্তিমান্

করে, সুপথগামী করে, করে এক লক্ষ্যে নিয়োজিত। তেমন বক্তৃতা দিতে হ'লে তার যোগ্য হবার জন্য তপস্যা কত্তে হয়। শুধু বচনের বাহার কখনো বক্তৃতা-পদবাচ্য হয় না, মানুষকে বৃহত্তম সার্থকতার দিকে চির-প্রধাবিত ক'রে রাখবার যোগ্যতাতেই বক্তৃতার প্রকৃত সার্থকতা।

বক্তৃতার ভাব ও ভাষা

যুবকটী আরও কতকগুলি প্রশ্ন করিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উন্নততম উচ্চ ভাবকে কর জীবনের উপজীব্য। ভাবটীর কাছে কর নিঃশেষে আত্মসমর্পণ। ভাবের গভীরতার দিকে সাগ্রহ নয়নে তাকিয়ে থাক আর লক্ষ্য কর যে, সেই ভাব কি ভাষার, কেমন ভাষার অভিব্যক্তি প্রদান কচ্ছে। ভাবের থাক অনুগত এবং তারপরে রসনাকে ভাবের হাতে দাও ছেড়ে। ভাবের প্রেরণায় আপনা আপনি যে ভাষাগুলি বিনির্গত হবে, জানবে সেইটুকুই তোমার সফল বক্তৃতা। অনেক চিন্তা ক'রে, কষ্টকল্পনা ক'রে ক'রে, থেমে থেমে যখন তোমাকে বলতে হচ্ছে, তখন আর জোর ক'রে বল্‌তে চেষ্টা করো না। ছুঁড়ে দেওয়া লাটিমের মত বক্তৃতা যখন আপনা আপনি থাম্‌তে যাচ্ছে, তখন তাকে জোর ক'রে আর দীর্ঘায়িত করো না। শ্রোতার যদি হয় কর্ণপীড়া, তাহ'লে আর না বলাই সব চেয়ে ভাল। ভাষা-ব্যবহার কর সংযত ও সুন্দর। কেননা, তোমার ভাষার কৌলীন্য অনেক সময়ে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তোমার মনে নতুন নূতন কুলীন চিন্তার উদ্রেক ক'রে দেবে। মূল ভাব থেকে যেমন তোমার মুখের ভাষা নির্গত হচ্ছে, তেমন আবার তোমার মুখনিঃসৃত ভাষা থেকেও তোমার কাছে নূতন নূতন ভাবের পরিচ্ছন্ন ইঙ্গিতগুলি আস্‌তে পারে। তেমন অবস্থায় ভাব ভাষাকে আর ভাষা ভাবকে উদ্রিক্ত, উল্লসিত ও উৎসারিত ক'রে থাকে। এ যেন এক অত্যদ্ভুত মণিকাঞ্চন সংযোগ, এ যেন তীর্থ-ভূমিতে সদ্‌গুরু-দর্শন। একটী মহদ্ ভাবের কাছে আত্ম-সমর্পণ ক'রে তোমার মন হ'য়েছে তীর্থ, আর শুচিতাপূর্ণ শব্দ-সংযোগে সৃষ্ট হচ্ছে নব নব ভাবের উদ্দীপক অজ্ঞানান্ধকারনাশক গুরুকৃপা।

বক্তৃতাদান শিক্ষার উপায়

যুবকটী বলিল,—আরও কিছু উপদেশ করুন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অসাধারণ ব্যক্তিদের সম্পর্কে একথা অবশ্য খাটবে না, কিন্তু তোমাদের সকলের পক্ষে যা খাটবে, সেই উপদেশ বা পথ-নির্দ্দেশ তোমাদের দিচ্ছি। একটী সুনির্দ্দিষ্ট মহা-মানবকে সর্ব্বপ্রথমে তোমার আদর্শ পুরুষ রূপে ধ'রে নাও। তারপরে তাঁর রচিত সাহিত্যের মধ্যে দাও ডুব। তাঁর রচনাভঙ্গী, তাঁর বাচন-বৈশিষ্ট্য, তাঁর শব্দচয়নের কৌশল ও তাঁর বাগ্‌ধারা সযত্নে আয়ত্ত কর। তারপরে তাঁর রচনার শৈলীকে নিজের বক্তৃতায় সমাবিষ্ট কর। সম্ভব হ'লে জনশূন্য প্রান্তরের মধ্যে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে

তোমার বক্তব্য ব'লে যাওয়ার অভ্যাস কর এবং প্রয়োজন হ'লে মাঝে মাঝে জন-সমুদ্রে দাঁড়িয়ে বলার সাহসও সঞ্চয় কর। আমি লাগামছাড়া ঘোড়া, আমার পক্ষে কারো আনুগত্যে চিন্তার চর্চ্চা বা সাহিত্যিকতা সংগ্রহ সম্ভব হয় নি, কিন্তু তোমরা হয়ত আমার মতন দাম্ভিক কেউ নও, তোমরা তোমাদের প্রিয় চিন্তানায়ক খুঁজে বের ক'রে নাও এবং তাঁর চিন্তাগুলির অনুসরণ ক'রে আগে মনের দিক দিয়ে হও ঐ সকল মহদ্‌ভাবের ভাবুক ও বিশ্লেষক, তার পরে শুরু কর তাকে কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে ভাষায় রূপদান করা। এ ভাবে চেষ্টা কর্লে আস্তে আস্তে প্রত্যেকেই কম-বেশী-গুণসম্পন্ন সদ্‌বক্তায় পরিণত হ'য়ে যেতে পার্ব্বে। তবে, একটা প্রতিজ্ঞা প্রত্যেকেই করো যে, অসদুদ্দেশ্যে কেউ কখনো বক্তৃতাশক্তির অপব্যবহার কর্ব্বে না। কথা বল্‌বে নির্ভয়ে এবং বলবে অন্তরের পরিপূর্ণ সদিচ্ছায় এবং সদুদ্দেশ্যে।

গোমাতা ও গোধন

অদ্য অপরাহ্নে দুর্গাবাড়ীতে ময়মনসিংহের পঞ্চম বক্তৃতা হইল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কথায় বলে, অন্নচিন্তা চমৎকারা। পেটের ক্ষুধা যার প্রবল, উচ্চচিন্তা তার পক্ষে এক নিদারুণ কঠিন কাজ। এই অন্নের তল্লাসে অনাগরিক আর্য্যজাতির নানা স্থানে পর্য্যটন। হয় তাঁরা তাঁদের আদি

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বাসভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন, নতুবা সেই দেশ অন্নদানে অক্ষম ব'লে তাঁরা স্বেচ্ছায় দেশ ত্যাগ করেছিলেন। পুরাণে দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতাড়নের কাহিনী থেকে মনে হয় যে, আর্য্যগণ স্বর্গসম প্রিয় কোনও দেশ থেকে বিতাড়িত হ'য়েই নিজেদের পরবর্ত্তী বাসভূমিতে এসে পৌঁছেছিলেন। পণ্ডিতগণের মতে, জেন্দাবেস্তা এবং বেদ এই উভয়ের মধ্যেই নাকি প্রমাণ আছে যে, ইরাণের সুন্দর ভূমি থেকে ধর্ম্মচর্য্যায় মতভেদের দরুণ এই দেশত্যাগ অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল। যে কারণেই হোক্ আর যে দেশ থেকেই হোক্, আর্য্যেরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে আস্‌তে বাধ্য যে হয়েছিলেন, এই কথাটী সর্ব্বজনস্বীকৃত। কিন্তু একটী অদ্ভুত ঘটনা ঘটল নিত্য নূতন স্থানে খাদ্যান্বেষণকারী যাযাবর এই আর্য্য গোষ্ঠী সমূহের জীবনে, যেদিন বন-প্রান্তর ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তাঁরা দেখ্‌তে পেলেন বৎস-প্রযুক্তা ধেনু, যেই ধেনুর স্তন দুগ্ধভারে বিলোল এবং যেই ধেনুর স্তন থেকে তার বৎস আকণ্ঠ পূর্ণ ক'রে পান কচ্ছে দুগ্ধরূপ অমৃত, যেই বৎসের মুখপ্রান্ত বেয়ে দুগ্ধফেন নির্গত হ'য়ে অঝোরে ভূমিতে হচ্ছে পতিত। আমি যদি সেই দিন সেই বনোপান্তে থাক্‌তাম, তাহ'লে অকবি হ'লেও জগতের মাতৃবন্দনার প্রথম কবিতাটী নিশ্চয় আমিই লিখ্‌তাম। সে সৌভাগ্য আমার হয় নি ব'লে আমার মনে আফশোষের অন্ত নেই কিন্তু সকল আফশোষ মিটিয়ে দিয়ে প্রাগ্‌-বৈদিক যুগের সেই যাযাবর-গোষ্ঠী গাভীটিকে

ধ'রে নিয়ে এলেন তাঁদের অস্থায়ী আস্তানায়। গাভী পোষ মান্‌ল, বৎস বড় হ'ল, উভয়ের গোময়ে জ্বালানি-সমস্যা সহজতর হ'ল, ঐ গোময়ের স্তূপে বিনা কষ্টে এবং আপনা আপনি তণ্ডুল, যব প্রভৃতি বনজাত খাদ্যবীজ চমৎকার ভাবে অঙ্কুরিত হ'ল, নূতন ফসল সৃষ্টি করার বিদ্যা এঁদের হাতে এল। যে গোজাতিকে মৃগ, ছাগ, বিহঙ্গ প্রভৃতির সঙ্গেই একদা খাদ্যের জন্য হত্যা করেও হয়ত দ্বিধা ছিল না, সেই গোজাতি এভাবে আস্তে আস্তে অবধ্য হ'ল। যাগ-যজ্ঞাদি অধ্যাত্মমুখী ক্রিয়া-কর্ম্মে অগ্নিকে সন্ধুক্ষিত করার জন্য যেই হবিঃ অবশ্য প্রয়োজনীয়, যার বর্ণ সুরম্য, যার সৌরভ অপূর্ব্ব, খাদ্যোপকরণ হিসাবে যা হিততম, মেধ্যতম, সেই ঘৃতের সরবরাহকারিণী গাভী আর্য্য-ঋষিদের চোখে এক দিব্য বিভার মোহিনী মায়া সৃষ্টি করল। তাঁরা অনুভবে জানলেন, গাভী শুধু পশু নয়, সে গোমাতা, গাভী শুধু একটা গৃহপালিত বনের পশু মাত্র নয়, তার দেহের প্রতি অঙ্গে অসংখ্য দেবতার বাস, তার শরীরের প্রতি রোমকূপে কোটি কোটি সিদ্ধ মহাপুরুষ ব'সে করছেন তপস্যা। জাগতিক সাধারণ কৃতজ্ঞতা-বোধের সঙ্গে সংযুক্ত হ'ল মনঃকল্পিত নানা সংস্কার, বহু কাল তাঁদের বংশধরদের মধ্যে গোহত্যা হ'য়ে গেল মহাপাতক, হ'য়ে গেল জাতিভ্রষ্টতাজনক দুষ্কৃতি, হ'য়ে গেল নিষিদ্ধ। একদা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে আহার-সামগ্রী রূপে গোমাংসের চল ছিল, এই কথাটি একেবারে বিস্মৃত

হ'য়ে যাবার জন্য যা' যা' প্রয়োজন, আর্য্যগণ তার ব্যবস্থাও কর্লেন। গোজাতির প্রতি এই যে কৃতজ্ঞতা-বোধ, এই ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালবাসা, আমার মতে এইটী তাঁদের সভ্যতার ক্রমবিকাশের একটী মস্ত বড় মাইল-ষ্টোন। গরু তাঁদের খাদ্য রইল না, গরু হ'ল তাদের ধন, গো-ধন। তুচ্ছতম উপকারীর প্রতিও কৃতজ্ঞতা-বোধ হিন্দু মাত্রেরই চরিত্রের সাধারণ বিশিষ্টতা। যে কৃতজ্ঞ নয়, তার মনুষ্যত্ব হিন্দুর দৃষ্টিতে খর্ব্ব। হিন্দু পিতাকে প্রণাম করে কৃতজ্ঞতাবশতঃ, মাতাকে পূজা করে কৃতজ্ঞতাবশতঃ, বিশ্বের কে কোথায় প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন, হিন্দু নিরন্তর তার করে খোঁজ। এই ভঙ্গীটা এসেছে ঐ গোজাতির প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা দেখাবার অনুশীলনটুকু থেকে। বাল্মীকি ঋষি যখন নারদ ঋষির কাছে খোঁজ নিচ্ছেন যে, জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষটীকে, তখন তিনি সেই মানুষটীর যে-সকল সদ্‌গুণের উল্লেখ কচ্ছেন, তাতে স্পষ্ট বলা হচ্ছে সেই মানুষটীর একটী অসাধারণ বিশেষত্ব হওয়া চাই তাঁর কৃতজ্ঞতা-বোধ।

গোদুগ্ধ ও গোময়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু আমরা গোমাতাকে পূজাই করি, বর্ত্তমানে আমরা তার সেবা করি কি? অনেরা খাদ্যলোভে গোহত্যা কর্ম্মে আমরা ক্ষেপে যাই কিন্তু আমরা আমাদের ঘরের গরুগুলিকে পেটটা ভ'রে খেতে দিই কি?

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কোনও সুব্যবস্থা করি কি? বাছুরের প্রাপ্য দুগ্ধটুকুও কেড়ে নেবার জন্য দোহন করা ছাড়া তার আর কোন্ পরিচর্য্যাটুকু করি? গোপাষ্টমীর দিন তাকে সিন্দুর দিয়ে সাজিয়ে, ফুলমাল্য বিভূষিত ক'রে তারপরে পায়ের খুরে "গোমাতরে নমঃ" ব'লে একটু ধান্য দুর্ব্বা আর জল ঢেলে দেওয়া ছাড়া তার পক্ষে লাভজনক আর কিছু করি কি? আমাদের সর্ব্বজনীন অবহেলার ফলে বহুক্ষীরা গাভীর বংশবাহিকাগুলি একে একে দুগ্ধহীনা হয়ে যাচ্ছে, আর ষাট-সত্তর-আশি বৎসর আগে আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র জাহাজ বোঝাই ক'রে আমাদের দেশ থেকে যে সব গাভী নিয়ে গিয়েছিলেন, তাদেরই বংশবাহিকারা কেউ প্রত্যহ অর্দ্ধ মণ, কেউ প্রত্যহ এক মণ ক'রে দুধ দিচ্ছে। আমেরিকানরা গরুর মাংস খায়, গোমাংসকে ঘৃণনীয় মনে করে না, গরুর শরীরের কোন্ অংশের মাংস উপাদানগত ভাবে বা উপকারের দিক্ থেকে কোন্ অংশের থেকে শ্রেষ্ঠ, তা' নিয়ে তাদের বিজ্ঞান-চর্চ্চা চল্‌ছে এবং গোমাংস-তত্ত্ব নিয়ে তারা এক বিরাট বিদ্যার পত্তন করেছে, তবু তাদের দেশের গাভী এত দুগ্ধ দেয় যে, অদূর ভবিষ্যতে তারা নিজেদের দেশের দুধের চাহিদা মিটিয়ে দিয়েও অতিরিক্ত দুগ্ধকে নানা ভাবে রূপান্তরিত ক'রে আমাদের দেশে পাঠাবে। তারা ঘৃত খেতে শেখে নি, তাদের চপ্-ভাজা চর্ব্বি দিয়েই হয় কিন্তু তারা অতিরিক্ত মাখনকে ঘৃতে পরিণত ক'রে আবার আমাদেরই দেশে

পাঠাবে। আমরা নগদ পয়সায় তা' কিনে নিয়ে হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় সাধু-মহন্তদের শিবিরে শিবিরে হোম কর্ম্ম, যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দেব। "গোমাতাকী জয়" ব'লে আমরা যত উচ্চ চীৎকার কচ্ছি, ততই আমাদের গোজাতির বংশ নির্ব্বংশ হবার পথে চলেছে। অথচ এই গোমাতাই আমাদের সভ্যতার বাস্তব এক বনিয়াদ। বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হোক না কেন, গোদুগ্ধের মতন এমন সুষম ও আদর্শ পানীয় জগতে কখনো সৃষ্ট হবে না। বৈজ্ঞানিক সার প্রস্তুত করার চেষ্টা যতই সফল হউক, গোময়-সার চিরকাল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সার রূপে আদরণীয় থাকবে।

গুরুগৃহে শিষ্যদের স্বাবলম্বন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাবতীয় প্রয়োগ-সাপেক্ষ বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে গুরুগৃহেই প্রাচীন বিদ্যার্থী ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত কত্ত। এক এক গুরুকুলে বা ঋষিকুলে এক এক প্রকারের দার্শনিক মতানুযায়ী ব্রহ্মবিদ্যার চর্চ্চা হ'ত। প্রত্যেকটী গুরুগৃহে যে একই ঢংয়ের দার্শনিক চর্চ্চা ছিল না, তা' বিভিন্ন উপনিষৎকে একটু সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য ক'রে গেলেই স্পষ্ট বুঝা যাবে। প্রত্যেকটী উপনিষদেরই প্রতিপাদ্য বিষয় বা প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত একমাত্র ব্রহ্ম হ'লেও ব্রহ্মবিচারের ভঙ্গিমায় এবং চূড়ান্ত সত্যোদ্‌ঘাটনে বেশ বৈচিত্র্যের আভাস পাওয়া যায়। বিষয়গুলি নিতান্ত ছেলে-ভুলান ছড়ার মতন সহজ বা সরল ছিল না

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কিন্তু কিশোর ও তরুণ বিদ্যার্থী নিয়ত আলোচনার দ্বারা এবং নিয়মিত সাধন-কর্ম্মের দ্বারা তাকে আস্তে আস্তে অধিগত ক'রে তুলত। কিন্তু এটা ত' হ'ল তার চিন্তা-জগৎ বা ধ্যান-জগতের কথা। তার বাস্তব জগতেও কর্ত্তব্য ছিল। সকলের সেরা কর্ত্তব্য ছিল গুরুগৃহের গোপালন। গরুই ছিল কি গৃহস্থের, কি আশ্রমাচার্য্যের, কি নরপতিগণের, সকলের প্রধান ধন। কোনো কোনো গুরুগৃহের ক্ষেত ছিল, কোনোটার বা ছিল না কিন্তু ধেনু থাকত সকলেরই এবং এই ধেনুই ঐ আশ্রমের প্রকৃত ধন। এই ধেনুই ছিল আশ্রমবাসীদের প্রধান অবলম্বন। গাভীর দুগ্ধপান সম্পর্কে কোনো কোনো পৌরাণিক কাহিনীতে শিষ্যদের প্রতি আশ্রম-গুরুর নিষ্ঠুর মনোভাবের কথা বর্ণিত থাকলেও সেগুলিকে ব্যাতিক্রম ব'লেই মনে কত্তে হবে। এই ধেনুই ছিল গুরুকুলের প্রত্যেকটী অধিবাসীর প্রধান উপজীব্য, ধেনুর যত্ন না ক'রে তার উপায় ছিল না। দুগ্ধ খাদ্যও বটে, পানীয়ও বটে। এভাবে বিদ্যার্থীরা নিজেদের অন্ন নিজেরা সৃষ্টি কত্ত, অর্জ্জন কত্ত। এটা একটা হেলা-ফেলার কথা নয়। ছাত্রের জীবনে এটা একটা বিরাট কথা। গুরুকুলে বিদ্যার্থীরা নিজ অন্নের অর্জ্জনকারী আত্মসম্মান-জ্ঞান-সম্পন্ন শিষ্য। অন্নের বিনিময়ে গুরু তাদের কাছ থেকে কিছুই নিতেন না, কিন্তু শিষ্যরাই বা পড়ে পড়ে গুরুর অন্ন ধ্বংস কর্ব্বে কেন? প্রাচীন ভাষায় এই স্বাবলম্বনকে বলা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হ'য়েছে গুরুসেবা ব'লে। শিষ্যকুলের এই অসামান্য পরিশ্রম ও নিষ্ঠাকে যে নামেই ডাকা হোক্ এটা প্রকৃত প্রস্তাবে ছিল তাদের স্বাবলম্বনী শক্তির অনুশীলন।

গুরুগৃহের অন্তেবাসী ও বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষু

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যেই যুগে গুরুগৃহে প্রত্যেক বালককে যেতে হত আট বৎসর বয়সে, সেই যুগের আশ্রম-বাস আর ভগবান্ বুদ্ধের আর্বিভাবের পরে যে সকল "বিহার" নামক আশ্রম স্থাপিত হয়েছিল, সেই যুগের আশ্রম-বাস, ঠিক এক জিনিষ নয়। যদিও গুরুগৃহে যজ্ঞোপবীত ধারণের পরে শিষ্যকে বলতে হ'ত "ভবান্ ভিক্ষাং দেহি" বা "ভবতী ভিক্ষাং দেহি' এবং যে কোনও পুরুষ বা যে কোনও মহিলার নিকট থেকে উদর-পূরণে আতপান্ন চাইতে হ'ত তবু একথাটা মনে রাখতে হবে যে, ভৈক্ষ্য বা ভিক্ষাবৃত্তি এদের নিত্যদিনের কর্ত্তব্য ছিল না। গুরুগৃহগুলি চিরকালই শহর থেকে দূরে স্থাপিত হ'ত। আর বৌদ্ধ বিহারগুলি প্রায়শঃই স্থাপিত হ'ত রাজগৃহ, পাটলিপুত্র বা তক্ষশিলার মত বিরাট ও সমৃদ্ধ শহরগুলির অনতিদূরে। কারণ, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রতিদিন আহার-কালে নিজ নিজ বিহার থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে শহরের ভক্তিমান্ উপাসকদের, মানে গৃহস্থ বৌদ্ধদের, গৃহে গিয়ে ভোজন-পর্ব্ব তাঁদেরই রক্ষিত দ্রব্য-সামগ্রী দিয়ে

সেরে আস্‌তে হ'ত। লোকের বাড়ী থেকে ভোজ্যসামগ্রী বহন ক'রে এনে বিহারে ব'সে রান্না ক'রে খাওয়ার তাদের প্রয়োজনও ছিল না, নিয়মও ছিল না। গুরুগৃহে শিষ্যদের কিন্তু তা' প্রয়োজন হ'ত। সুতরাং শহর থেকে অনেক দূরে নৈমিষারণ্যের মতন বনবহুল স্থানে গুরুগৃহের অন্তেবাসীর পক্ষে ভিক্ষাটন সহজ ছিল না। "ভিক্ষাং দেহি" একবার যে উপনয়নের দিন বল্‌তে হয়েছে, সেটা একটা প্রতীকী ব্যাপার মাত্র। এর মানে এই নয় যে, ভিক্ষা ক'রেই তাকে বিদ্যার্জ্জন কত্তে হবে। এর প্রকৃত মানে এই যে, প্রয়োজন হ'লে বিদ্যার্জ্জনের জন্য সে ভিক্ষা কত্তে পারে। তার প্রকৃত উদ্দেশ্য, বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষুর জীবনের উদ্দেশ্য থেকে একেবারেই আলাদা। বিহারবাসী বৌদ্ধ ভিক্ষুক চাচ্ছেন অর্হত্ব লাভ, বুদ্ধত্ব লাভ, নির্ব্বাণ লাভ। খাদ্য উৎপাদনের চেষ্টায় তাঁর প্রয়োজন নেই, অপরের দ্বারা উৎপাদিত, অপরের দ্বারা উপার্জ্জিত, অপরের দ্বারা রন্ধিত, অপরের দ্বারা স্বেচ্ছাদত্ত তৈরী অন্ন ভোজন ক'রে তিনি বিনিময়ে কিছু ধর্ম্ম-দেশনা কর্বেন এবং মুখ্যতঃ কর্বেন নিজ দেহকে জীবিত রাখ্‌বার চেষ্টা, যাতে ক'রে তিনি অর্হত্ব, বুদ্ধত্ব বা নির্ব্বাণ লাভ ক'রে জীবন সার্থক কত্তে পারেন। তাঁর নয়ন-সমক্ষে পার্থিব জগতের কোনো উচ্চাভিলাষ নাই। কিন্তু কুলপতি আচার্য্যের গুরুগৃহের অন্তেবাসী কচি বয়সের শিষ্যকুল এখানে এসে জীবন গঠন কচ্ছে ত' কিছুকাল পরে তারা গার্হস্থ্য আশ্রমে

প্রবেশ কর্বে ব'লে, বলবান্, বীর্য্যবান্, সৎসাহসী, ধর্ম্মপরায়ণ ও দীর্ঘায়ু সন্তানদের পিতা হবে ব'লে,—পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে ভিক্ষান্ন-সহায়ে প্রাণধারণ করার জন্য নয়। সুতরাং ভৈক্ষ্য এই সকল বালকের কদাচ উপজীব্য ছিল না, বিদ্যার্জ্জনের জন্য আবশ্যক হ'লে ভিক্ষা তারা কত্তে পারে, এই কথাটুকুর স্বীকৃতি রূপেই "ভিক্ষাং দেহি" এই প্রতীকী নাটকটীর সৃষ্টি। স্বাবলম্বন-শিক্ষাই ছিল প্রাচীন গুরুগৃহের বিশেষত্ব। ঋষি-শিষ্য এই সকল বালক গুরুগৃহ থেকে সমাবর্ত্তন ক'রে গৃহস্থ হবে, বিবাহ কর্বে, বাঞ্ছিত পুত্রকন্যার জনক হবে, উপার্জ্জন কর্বে, দান কর্বে, যশস্বী হবে এবং সর্ব্বজীবহিতকারী হবে। এটাই যাদের লক্ষ্য, ভিক্ষাটন তাদের জন্য কদাচ ব্যবস্থাপিত হতে পারে না। কিন্তু নির্ব্বাণ বা মুক্তি যাঁদের কাম্য, তাঁরা কষ্ট ক'রে অন্নার্জ্জন কত্তে যাবেন কেন? গৃহস্থেরাই ত' রয়েছে কষ্ট করে অন্নার্জ্জন করার জন্য আর পুণ্য করার লোভে তারাই ত' দুনিয়ার যাবতীয় ভিক্ষু ও সন্ন্যাসীদিগকে সাধ্যমত ভোজন করিয়ে লাভ কর্বেন বিমল আত্মপ্রসাদ। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিরাট বিরাট বিহারগুলি যখন কালক্রমে লুপ্ত হতে লাগ্‌ল, তখন হিন্দু সন্ন্যাসীদের মঠগুলি সমস্ত দেশের আনাচে-কানাচে জাঁকিয়ে বস্‌ল। এঁদেরও ঐ এক কথা,—"ভিক্ষা দাও"। শৈব হউন আর বৈষ্ণব হোন্, এঁরা কিন্তু গৃহস্থের ঘরে গিয়ে তৈরী অন্ন খাবার প্রয়োজন বোধ কর্লেন না। এঁদেরও জীবনের উদ্দেশ্য মুক্তিলাভ বা ভক্তিলাভ।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

পার্থিব জগতের কর্ত্তব্য হিসাবে মাত্র এইটুকু রইল যে, জগতের মোহ-তমসাচ্ছন্ন অজ্ঞানান্ধ জীবকে মুক্তিমার্গানুসরণের বা ভক্তি-পথ-বিচরণের সদুপায় প্রদর্শন কত্তে হবে। কিন্তু একটা বিষয়ে এই সকল আশ্রমবাসী বালক, বিহারবাসী ভিক্ষু এবং মঠবাসী সন্ন্যাসীদের মধ্যে একটা আশ্চর্য্য মিল দেখে অবাক্ হ'তে হয়। সেইটী হচ্ছে এই যে, ব্রহ্মচর্য্য এঁদের প্রত্যেকের পালনীয়। সত্য ভাষণ, অস্তেয়, অহিংসা, শুদ্ধাচার, প্রলোভন থেকে দূরে থাকা, স্ত্রীজাতিতে মাতৃবুদ্ধি, কামক্রিয়া বা সম্ভোগচিন্তা অথবা রতিদৃশ্য দর্শন প্রভৃতি থেকে বিরত থাকা, বাক্‌সংযম, চিত্ত-সংযম ও অক্রোধ প্রভৃতি এঁদের প্রত্যেকের পক্ষে বাধ্যকর। জীবনের উদ্দেশ্য তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু জীবনকে সুগঠিত রাখার উপায় তাঁদের প্রত্যেকের এক। এর দ্বারাই সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের অভ্যুদয়ের সব চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য ভিত্তিতল।

বক্তৃতা সোয়া দুই ঘণ্টা ধরিয়া চলিল।

স্থিতিস্থানে ফিরিয়া আসিবার পরে দেখা গেল, ইতিমধ্যেই সেখানে কিছু দর্শনার্থী আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

বীরেন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনারা কি বক্তৃতা শুনতে যান নি?

ভদ্রলোকেরা বলিলেন,—গিয়েছিলাম এবং শেষ পর্য্যন্ত বসে শুনেছি। বক্তৃতা শেষ হ'তেই স্বামীজীকে প্রণাম করার জন্য লোকের ভিড় পড়ে গেল দেখে আমরা তাড়াতাড়ি

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

এখানে ছুটে এলাম এই ভেবে যে, যদি সামনা-সামনি দুটী কথা বলতে পারি।

বীরেন বাবু বলিলেন,—স্বামীজী দুইটী ঘণ্টা অনর্গল বক্তৃতা দিয়েছেন। এতে কি তাঁর পরিশ্রম হয় নি? এখন যদি আবার কথাবার্ত্তা শুরু করেন, তিনি কি ক্লান্ত হবেন না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এসেছেন, বেশ করেছেন। কাল সকালে আর একবার আসুন। তখন কথাবার্ত্তা বলব।

একজন বলিলেন,—আপনি তখন বেদম চিঠিপত্র লেখেন। এই জন্যই ভয় পাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—বেশ ত'। আপনাদের জন্য বরং কাল চিঠিপত্র কিছু কম লিখ্‌ব। তাতে দোষ কি?

ময়মনসিংহ
৩১শে ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৪২
(১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫)

স্বদেশী শিক্ষা

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত পাইকপাড়া-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"প্রাচীন ভারতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে সত্যিকারের মানুষে পরিণত করা আর বর্ত্তমান ভারতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে কোনও প্রকারে একটা কেরাণীগিরির চাকুরী জোগাড় করা। ইংরেজ এদেশে শিক্ষা বিস্তারের যে

ভূমিকা নিয়াছিলেন, তাহা শুধু তাঁহাদের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় কেরাণী-কুল সৃষ্টিরই প্রয়োজনে। আমরা নিজেরা গরজ করিয়া ইংরাজি শিখিয়াছি এবং সুযোগ মত চাকুরী নিয়াছি। ইংরাজ-শাসনকে সুশৃঙ্খল এক বিরাট সুব্যবস্থায় পরিণত করিয়া দিয়া এখন আমরা দেখিতেছি, বুঝিতেছি, ভাবিতেছি যে, আমাদের নিজস্ব শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল, যাহার উদ্দেশ্য হইবে না কেরাণী সৃষ্টি, যাহার পরিণাম-ফল দাঁড়াইবে না চাকুরী-প্রত্যাশী দুর্ব্বলচেতা লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষুর প্রাদুর্ভাব, যাহা সম্ভব করিবে প্রত্যেককে নিজ অন্ন নিজে অর্জ্জন করিয়া ধরাপৃষ্ঠে সগৌরবে বিচরণ করিতে, যাহা সমাজের গলগ্রহ উপগ্রহ বা বিস্ফোটক সৃষ্টি করিতে পরাঙ্মুখ হইবে, যাহা সাধারণ মানুষকে আনিয়া ফেলিয়া দিবে অসাধারণ কর্ম্মযজ্ঞে পৌরোহিত্য সম্পাদনের আঙ্গিনায়, যাহা দিগ্-দিগন্তব্যাপী অন্নাভাবের, বস্ত্রাভাবের, গৃহহীনতার করিবে সমূল প্রতীকার। এইরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থাকে চালু করিতে হইলে চাহি দারুণ দুঃসাহস, চাহি সুদীর্ঘকালব্যাপী আত্মপ্রস্তুতি এবং চাহি লক্ষ লক্ষ লোকের আদর্শানুযায়ী নির্লোভ অনাসক্ত জীবন-যাপনের রুদ্র প্রতিজ্ঞা। ইহারই নাম হইবে জাতীয় শিক্ষা। ইহার প্রবর্ত্তন একজন আর দুই জনের দ্বারা সম্ভব নহে, মুখ্যতঃ সমগ্র জাতিকেই ইহার প্রবর্ত্তনের জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় সমস্ত জাতিকে ইহার পশ্চাতে পাইবার প্রত্যাশা খুবই সম্ভব কিন্তু এখানে সেখানে এক জন দুই জন

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

এই চিন্তাধারার ধ্বজা নিজ নিজ কর্ম্মের মধ্য দিয়া যদি ধরিয়া রাখেন, তাহা হইলে একদা দূর হইতে ঐ নিশানটীর পত্‌পত্ করিয়া উড্ডীন থাকার দৃশ্য দেখিয়া আরও কর্ম্মী, আরও সাধক এই পথে নামিয়া পড়িতে পারেন। ইহার জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন দেশের চারিত্রিক সৎশিক্ষার ব্যাপক অনুশীলন। নতুবা একদা সুসময় আসিলেও আমরা হয়ত নিজেদের চরিত্রভ্রষ্টতার দরুণই কিছুই করিয়া উঠিতে পারিব না। সুযোগ আসিবে, সুগম পন্থা উন্মুক্ত হইবে কিন্তু আমরা আমাদের চরিত্রহীনতার দরুণই সুযোগকে দুর্য্যোগে পরিণত করিব, সুগম পন্থাকে দুর্গম দুরতিক্রমণীয় করিব, যাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া মানুষ করিবার আশা করিব, তাহাদের দিয়া সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সংহার করিব, যাহাদিগকে মনে করিব দেশের আশা-ভরসার স্থল নন্দদুলাল, তাহারাই আক্রমণমুখী হইয়া যদু-বংশের মুষল হইয়া আমাদের ইহকাল আর পরকাল সব-কিছু নির্ব্বিচারে ধ্বংস করিয়া দানবীয় দর্পে ধরিত্রীকে পাদ-লাঞ্ছিত করিবে। জাতীয় শিক্ষার বিষয়ে আজ গভীর ধ্যানদৃষ্টির প্রয়োজন পড়িয়াছে। যেটুকু যেখানে করা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট কিনা এবং দেশব্যাপী যে বিরাট শিক্ষা-চক্র আবর্ত্তিত হইতেছে, তাহার সহিত আপোষ না করিয়া তাহার সকল সংশ্রব ছাড়িয়া চলিতে হইবে কিনা, ইহাও ভাবিতে হইবে। মোট কথা, খুব শক্ত বনিয়াদের উপরে স্থাপন করিতে না পারিলে এবং খুব দৃঢ় হস্তে না ধরিতে পারিলে, এদেশে

প্রকৃত শিক্ষার পত্তন সম্ভব হইবে না। বিদেশের মরা ভূতগুলি যদি এদেশের আধমরা বিদ্বানগুলির ঘাড়ে চাপে, তাহা হইলে পথের কাঁটা কমিবে না, বরং বাড়িবে।"

মোহ ও প্রেম

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত শিলমুড়ী-নিবাসী অপর এক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন—

"ভুল করিয়া মানুষ মনের তরল চিন্তাকে ভালবাসা বলিয়া মনে করে, ভালবাসা বলিয়া তার নাম দেয়। যাহাকে ভালবাসিয়াছ বলিয়া মনে করিতেছ, তাহার জন্য তুমি কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করিতে পার, বলিবে? তাহাকে পাইবার জন্য তুমি প্রয়োজন হইলে জীবন দিয়া দিতে পারিবে, এই কথাটা আমি বুঝি, কিন্তু তাহাকে পাইবার পরে যদি দেখ যে, তাহার দেহটার সর্ব্বাঙ্গে গলৎ-কুষ্ঠ প্রকাশ পাইতেছে, ক্ষতস্ফীত স্থানগুলি হইতে গল্‌গল্‌ করিয়া পূঁয ও রক্ত বাহির হইতেছে, তাহা হইলে তখন কি তুমি তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া আদর করিতে পারিবে? তাহাকে নিজের পূর্ণ অধিকারে পাইবার পরে যদি দেখিতে পাও যে, তাহার নিদারুণ মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে, সে তোমাকে চিনিতেও পারিতেছে না, কাছে গেলে ধারালো অস্ত্র লইয়া তোমাকে আক্রমণ করিতে আসে, একাকী থাকিলে নিজের পরিত্যক্ত বিষ্ঠাগুলি গ্রাসে গ্রাসে গিলিয়া খায়, তাহা হইলে পারিবে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কি তুমি তাহাকে তোমার চির-জীবনের শয্যাসঙ্গী করিতে, না তাহাকে অতি দ্রুত রাঁচির পাগলা গারদে পাঠাইবে? এই প্রশ্নের সত্য জবাব তুমি যাহা দিতে পারিবে, তাহার উপরে তোমার ভালবাসার যাথার্থ্যের বিচার সম্ভব হইবে। মুখের ভালবাসা জগতে অনেকেই অনেককে বাসে কিন্তু যথার্থ ভালবাসা অতীব দুর্লভ বস্তু। যেখানে ভালবাসার যথার্থতা সম্পর্কে তোমার নিজেরই পাকাপাকি কোনও প্রত্যয় জন্মে নাই, সেইখানে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছ বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে সমাজ-বিরোধী, পরিবার-বিরোধী, সুনীতি-বিরোধী, সদাচার-বিরোধী, আত্মীয়-স্বজন-বিরোধী, বিশেষ করিয়া পিতৃমাতৃ-বিরোধী কোনও কার্য্য করিতে উদ্যত হইবার পূর্ব্বে তোমার সহস্রবার ইতিকর্ত্তব্যতা সম্পর্কে চিন্তা করা প্রয়োজন। একজনকে চখে ভাল লাগিয়াছে বলিয়াই বা তাহাকে ঘন ঘন স্বপ্নে দেখিতেছ বলিয়াই বা তাহার দর্শনে বা বিশেষ কোনও আচরণে হৃৎপিণ্ডের সমস্ত শোণিত এক লম্ফে মস্তিষ্কে আরোহণ করে বলিয়াই কিম্বা তাহার বচন-মাধুরীতে বা চিঠিপত্রের কবিভাবোচ্ছ্বসিত শব্দলহরীর তরঙ্গোল্লাসে তোমার প্রতি রোমকূপে পুলক-শিহরণ জাগিয়া ওঠে বলিয়াই তুমি যে সত্য সত্য ভালবাসায় পড়িয়াছ, তাহা নহে। অধিকাংশ সময়েই ইহা ক্ষণস্থায়ী ভাবালুতা, যাহার কোনও মূল নাই, শাখা নাই, কাণ্ড নাই, যাহার একমাত্র পরিণতি অকাণ্ডে। দ্রুত সাবধান হইয়া যাও। মোহকে প্রেম ভাবিয়া জীবনের মূল্যবান্‌ সময় নষ্ট করিও না।"

অধীর হইও না

চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত আজমপুর-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অভাব, অনটন, দুঃখ, কষ্ট, দুর্গতি, অপমান, ক্ষয়, ক্ষতি ও আশাভঙ্গ কোনও কিছুর দিকে বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া সর্ব্ব-শক্তিতে নিজের গন্তব্য পথে সাহসের সহিত চলিতে থাক। আজ হউক, কাল হউক, পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন হইবেই। মানুষের মত মানুষ রূপে ত্রিভুবনে তোমাকে সিংহ-বিক্রমে বিচরণ করিতে হইবে। আলেয়ার আলো দেখিয়া পথভ্রান্ত হইও না। প্রলোভন দেখিয়া টলিও না। দুঃখ-দুর্গতির ভ্রূকুটি দেখিয়া অধীর হইও না। বিশ্বাস কর, হরিওঁ—ঈশ্বর আছেন। বিশ্বাস কর, তিনি তোমার নিত্যসঙ্গী। বিশ্বাস কর, তাঁহারই শুভ অভিপ্রায় পূরণের জন্য তোমার এই মানব-তনু গ্রহণ ও ধারণ। তাঁহার মহিমান্বিত নামকে জীবনে জয়ী কর। তোমার যাহা কিছু প্রাপ্য বা লভ্য, তাহা পূর্ণতঃ এই ভাবেই পাইবে।"

জীবনের শেষ কথা

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত বাগ্রাবাজার-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একদা তুমি এক অপরাধ করিয়াছিলে, একদা তোমাকে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শাসন করিবার যোগ্য ব্যক্তিরা কঠোর শাসন করিয়াছিলেন, একদা সেই শাসনের দরুণ কিছু কিছু লোকের চক্ষে তুমি খুবই হেয় হইয়াছিলে এবং লজ্জায় তোমাকে মুখ লুকাইতে বা আত্মগ্লানি ভুগিতে হইয়াছিল, ইহাই তোমার জীবনের শেষ ঘটনা হইতে পারে না। একদা তুমি জগজ্জনের সম্মুখে নিজ কৃতিত্ব ও কর্ম্মগৌরবে উজ্জ্বল হইয়া মুখ তুলিয়া স্ফীত বক্ষে দাঁড়াইবে, একদা তোমার চরিত্র-মাধুর্য্যে সকল মানুষ তোমার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ও বিশ্বাস-পরায়ণ হইবে, একদা তুমি জ্ঞান, গুণ, বিদ্যার মহত্ত্বে মহীয়ান্ হইবে,—একদা তুমি বহু নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, বহু দুর্ব্বলের বল, বহু অবসাদ-গ্রস্তের পরম-ভরসা-স্বরূপ হইবে,—ইহাও তোমার জীবনে ঘটান চাই। আমি চাহি, ভুল যাহা করিয়াছ, তাহার যেন আর পুনরাবৃত্তি না হয়, তাহার পরিবর্ত্তে জীবনে পুণ্যময় পবিত্রতাময় শুচিশুদ্ধ আচরণ-সমূহ তোমার জীবনকে ধন্য করুক। ভুলটাই জীবনের শেষ কথা নহে, তোমার সুপরিচ্ছন্ন জীবনের সাফল্যই তোমার জীবনের শেষ কথা হউক।"

আত্মসম্মানজ্ঞান ও চরিত্র

হুগলী জেলান্তর্গত মগরা-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নিজের আদর্শের উচ্চতা সম্পর্কে সচেতনতা মানুষকে আত্ম-সম্মান-জ্ঞান দান করে। এই জ্ঞানটী তাহাকে অনেক

পাপ ও পতন হইতে নিয়ত রক্ষা করিয়া চলে। এই জ্ঞানটী তাহাকে ভ্রমের পথ হইতে দূরে সরাইয়া আনে। আত্ম-সম্মানবোধ অত্যন্ত উগ্র হইলে অনেক সময়ে উহা দম্ভ, দর্প বা অহঙ্কারের মতন প্রতীয়মান হয়। কিন্তু কেহ অহঙ্কারী হইলে তাহাতে তাহার দ্বারা যতটুকু পাপানুষ্ঠান সম্ভব, কেহ আত্মসম্মানজ্ঞানহীন হইলে তাহা দ্বারা তাহার পাপানুষ্ঠানের সম্ভাবনা তার চেয়ে শত গুণ বেশী। অহঙ্কারীরা ভ্রমবশে পাপ করিয়া বসিলে ঐ পাপ সত্য পাপ নহে, একটী প্রয়োজনীয় কার্য্য মাত্র এবং ইহা করিবার তাহার অধিকার আছে, এইরূপ যুক্তি দিয়া নিজের পাপকে হাল্‌কা দেখাইতে চেষ্টা করে এবং এই ভাবে তাহার আত্ম-প্রবঞ্চনা শুরু হইয়া যায়। আত্মমর্য্যাদাবোধ-সম্পন্ন ব্যক্তি পাপ করিলে সে নিজের কাছে সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হয়, নিজের কাছে সে ছোট হইয়া যায়, এই লজ্জা এবং এই ছোটত্ব বিদূরণের জন্য প্রাণপণে সে সেই পথ খোঁজে, যেই পথে পাপ হইতে দ্রুত প্রত্যাবর্তন সম্ভব। এই জন্যই আমি প্রকৃত আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে চরিত্রবান্ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করি। নিজের অন্তরের প্রসুপ্ত একটী বাসনা দ্বারাও সে তাহার আত্মসম্মানকে খর্ব্ব করিতে চাহে না বা পারে না বলিয়াই তাহার পক্ষে চরিত্রের মান অতীব উচ্চে তুলিয়া ধরা সহজ এবং সম্ভব। কথাগুলি বারংবার পড়িও এবং ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিও। ভুল যদি কিছু করিয়া থাক, তবে কুযুক্তির আশ্রয়

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নিয়া তাহাতেই চিরকাল লগ্ন হইয়া থাকিবার মতন পাপ আর কিছু নাই। আত্মসম্মানবোধ তোমাকে এই দুর্ব্বলতা হইতে রক্ষা করুক। তোমাদিগকে জীবন-গঠনের জন্য অন্য সহস্র প্রকারের উপদেশ দান করিয়া বিরক্ত না করিয়া কেহ যদি কেবল আত্মসম্মান-জ্ঞান লাভ করিবার এবং আত্মসম্মান-বোধ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপদেশ দিতে পারিত, তবে সে তোমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সেবা করিত, তোমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ বান্ধব হইত। যাহাদের সংসর্গে আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হয় এবং নীচ কার্য্যে ঘৃণা ও অরুচি সৃষ্টি হয়, একমাত্র তাহাদিগকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিও না। মানুষ মাত্রেই ভুল করে এবং ভুল এক সময়ে টেরও পায়। দ্রুত টের পাইবার জন্য এবং ভুল পথ হইতে দ্রুত সরিয়া আসিবার জন্য চরিত্রবান্ মানুষের প্রধান সম্বল আত্মসম্মানজ্ঞান।”

চরিত্র-আন্দোলন

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত বাঘাদি-নিবাসী অপর এক পত্র-লেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“একটী কিশোর বা একটী কিশোরীর চরিত্রচ্যুতি ঘটিয়াছে শুনিলে আমার প্রাণে এত ব্যথার সঞ্চার হয় যে, মনে হয়, বুঝি আমার বুকের একটী পাঁজর ভাঙ্গিয়া গেল। ইহারাই ত' আমার দেশের পরম সম্বল, ইহারাই ত' জগতের অমূল্য

সম্পদ। ইহাদের কাহারও পদস্খলন বা অধঃপতন আমার নিকটে অসহ্য। তাহারই ত' তাড়নায় আমি দেশের পর দেশ পর্য্যটন করিয়া কেবল বলিয়া যাইতেছি, প্রত্যেকে সাবধান হও, প্রত্যেকে নিজের দায়িত্ব, কর্ত্তব্য, ও মহত্ত্ব স্মরণ কর, প্রত্যেকে অপ্রতিম সাহসে নিজ নিজ জীবনের কর্ম্মনিচয়ের মধ্য দিয়া জাগ্রত পৌরুষের এবং পরিস্ফুট মনুষ্যত্বের পরিচয় দাও। আমার শ্রম, আমার চিন্তা নিয়ত আমাকে অধিকতর শ্রমে, অধিকতর চিন্তায় উৎসাহিত করিতেছে ত' এই কারণে যে, আমি প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি যে, আমার চেষ্টা ও চিন্তা কিছু কিছু মানুষের মনে নব-ভাব-তরঙ্গের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইতেছে। আমার যাবতীয় শ্রম যদি পণ্ডশ্রমও হইত, আমার অশেষ অধ্যবসায় যদি বিফলেও যাইত, তথাপি আমি কদাচ আমার কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতাম না। তোমাদের চরিত্রোন্নতি সাধনের জন্য আমি নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ, নিরহঙ্কার চিত্তে আমৃত্যু কাজ করিয়া যাইব। তাহার জন্য তোমাদের নিকট বা দেশবাসীর কাছ হইতে বিনিময়ে কিছুই আমি চাহি না। নাম-যশ আমার কাম্য নহে, ধনে আমার লালসা নাই, সম্বর্দ্ধনা, অভিনন্দন, সম্মান প্রদর্শনাদির আমি কোনও পরোয়া রাখি না। বিনম্র পল্লীর বটচ্ছায়া-তলে বসিয়া আর গর্ব্বোদ্ধত শহরের বড় বড় মঞ্চে দাঁড়াইয়া আমি সমান আগ্রহে, সমান উৎসাহে একটী মাত্রই বাণী বলিয়া যাইব,—

নিষ্কলঙ্ক চরিত্রই যথার্থ সৌন্দর্য্য আর চরিত্রবান্ নরনারীই দেশের সম্পদ, দেশের সম্বল, দেশের সার্থকতাদানের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ।"

পুত্রকে আশ্রমে দান

নোয়াখালী জেলান্তর্গত বাবুপুর-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সৎ জীবন যাপনের সুফল সমাজ-মধ্যে কেবল দৃষ্টান্ত-রূপেই প্রসারিত হয়, তাহা নহে, বংশানুক্রমিত সদ্‌গুণরূপে পুত্র-কন্যা-পৌত্র-দৌহিত্রাদি ক্রমেও তাহা বিস্তারিত হয়। এই জন্যই অন্য যে-কোনও পুণ্য কার্য্য করা অপেক্ষা সৎ জীবন যাপনের চেষ্টা শ্লাঘ্যতর। তুমি তোমার পুত্রকে আশ্রমে দান করিতে চাহিয়াছ। এই বুদ্ধিটি সদ্‌বুদ্ধি। কিন্তু কতকগুলি বিশেষ কথা বিবেচ্য আছে। তুমি যে ছেলেটি দিতে চাহিতেছ, সে কি আশ্রমের সম্পদ হইবে, না ভার-স্বরূপ হইবে? মনে রাখিও, আমার আশ্রম ভিক্ষা করে না, আশ্রমের অন্তেবাসীদের অন্ন আমিই নিজের শ্রমে অর্জ্জন করিয়া থাকি। একদা ভারতের প্রায় সকল স্থানেই বংশের অন্ততঃ একটী ছেলেকে সন্ন্যাস-জীবন-যাপনের জন্য মঠে বা আশ্রমে গুরুর হাতে দেওয়া হইত। ইহারা বড় হইয়া আর ঘরে ফিরিত না। কিন্তু ইহাদের অন্ন অর্জ্জিত হইত ভিক্ষা দ্বারা। ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী বলিয়া ইহারা সম্মানিত হইত কিন্তু গৃহস্থের স্কন্ধের ইহারা বোঝাই বাড়াইত, কমাইত না। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং নানা দেশের নানা রূপ জীবনচর্য্যার দার্শনিক তত্ত্ব এদেশে আলোচিত হইতে হইতে জন-সাধারণের পূর্ব্ব মনোগতির এমনই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, নিজেদের প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কোনও লাভ আছে বলিয়া স্পষ্ট দেখিতে না পাইলে, কোনও মঠাধীশ বা আশ্রমাধ্যক্ষ কাহারও পুত্রকে দান-স্বরূপ গ্রহণে আগ্রহী হইবেন না। পূর্ব্বে ছিল, হাজার শিষ্য ভিক্ষা করিয়া আনিয়া গুরুদেবের ভাণ্ডার পূর্ণ করিত আর তিনি ভাণ্ডারা দিয়া দিয়া সঞ্চিত বিত্ত নিঃশেষ করিয়া নিজ যতি-ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখিতেন। কিন্তু আজিকার যুগের মনোধারার গতি-পরিবর্ত্তন অন্য ভাবে ঘটিয়াছে। আজ আমার শিষ্যকুলের কাছে আমার প্রতিষ্ঠানের রক্ষণ ও পরিচালনের জন্য ভিক্ষাটন করিতে আদেশ বা প্রশ্রয় দিতে আমি অনিচ্ছুক এবং একাই উপার্জ্জন করিয়া করিয়া প্রত্যেকটী শিষ্যের ক্ষুধার অন্ন বা তৃষ্ণার জল মুখের কাছে তুলিয়া ধরিতে আমি অক্ষম। এই অবস্থায় তোমার পুত্রদানের প্রস্তাবে আমার মানসিক প্রতিক্রিয়া কি হইতে পারে, নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ। তুমি তোমার পুত্রকে সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া বিপুল অর্থব্যয়ের দ্বারা সুশিক্ষিত ও কতকগুলি অসাধারণ দক্ষতায় বিমণ্ডিত করিয়া নিবার পরে আমি বা অন্য কোনও মঠাধীশ তাহাকে হয় নির্ব্বাণমুক্তি লাভের উপযোগিতা অথবা জনকল্যাণে আত্মোৎসর্গের মহিমা বুঝাইয়া দিয়া পাকা আমটীকে পিতামাতার গৃহে ঢুকিতে না

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দিয়া সুকৌশলে নিজের থলিটির মধ্যে ভরিয়া ফেলিলাম, ইহাও আমি নিতান্ত অসঙ্গত বিবেচনা করি। প্রকৃত প্রস্তাবে আমি চাহি যে, তোমার গৃহটীই আশ্রমে পরিণত হউক, তোমার কুটিরটাই একটী বিশ্বপূজিত মঠে রূপান্তর পাউক এবং তোমার পুত্রই সেই আশ্রমের হউক অধ্যক্ষ, তোমার পুত্রই সেই মঠের হউক মঠাধীশ! দেশে দেশে সন্ন্যাসীদের আশ্রম নয়, গৃহে গৃহে গৃহস্থের পুত্রকন্যাদের পবিত্র আশ্রম প্রতিষ্ঠাই আমার কাম্য। তাহা করিতে হইলে তোমার পুত্রের জন্য তোমাকেই করিতে হইবে চূড়ান্ত শ্রম, তোমাকেই স্বীকার করিতে হইবে অশেষ ত্যাগ, নিজেদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যকে সাধু-সন্তদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিবার চেষ্টা দানও নহে, ত্যাগও নহে। একটা পার্থক্য অবশ্যই আমি স্বীকার করি। তোমার পুত্রকে আমি যদি ভালবাসি, তাহা হইলে আমি বাসিব প্রতিদানবুদ্ধিহীন নিষ্কাম অন্তরে, কিন্তু তুমি জনক, তোমরা জনক-জননী; প্রতিদানবুদ্ধিহীন হওয়া তোমাদের পক্ষে সুকঠিন। কারণ, মায়া-মমতা দিয়াই বিধাতা সংসারটীকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। এ মায়া নিন্দনীয় নহে।"

পুত্রকন্যার স্বভাব

হুগলী জেলান্তর্গত বদনগঞ্জ-নিবাসী অপর এক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পুত্রকন্যার স্বভাব একদিনে খারাপ হইয়া যায় না, ধীরে ধীরেই ইহা হয়। গোড়াতেই পিতামাতার সতর্কতা

থাকিলে পুত্রকন্যা সহজে খারাপ হইতে পারে না। তাহারা পিতামাতার জীবনে যে সকল দৃষ্টান্ত দেখে, তাহার প্রভাবেই ভাল বা মন্দ হইয়া থাকে। তারপরে আসে সঙ্গীদের প্রভাব। তাহারা যাহাতে কুসঙ্গীর সঙ্গ না করিতে পারে, তাহার জন্য পিতামাতারই সতর্ক থাকা উচিত। আস্তে আস্তে যেমন তাহারা খারাপ হয়, তেমন আবার আস্তে আস্তেই তাহারা ভালর পথে আসিবে। এই বিশ্বাস রাখিয়া রুক্ষ শাসনের পথ পরিহার করিয়া হিতবচনে তাহাদিগকে সৎপথের দিকে আকর্ষণ করিতে হয়। পিতামাতার সুবিবেচিত স্নেহ তাহাদের যে উপকার করিতে পারে, কর্কশ ভাষণে বা বেত্রদণ্ডে তাহা কদাচ সম্ভব হয় না।"

মহতের কৃপা ও তৎসম্পর্কিত অপরাধ

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত অষ্টগ্রাম-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একদা পথ চলিতে চলিতে এক অপরিচিত সাধকের মুখ দেখিয়াছিলে আর তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভিতরে অভাবনীয় এক নব রূপান্তরের সৃষ্টি হইতে লাগিল, একথা অন্যে অবিশ্বাস করিলেও আমি করিব না। প্রকৃত তাপসদের এই ক্ষমতা থাকে যে, তাঁহাদের দর্শন-মাত্র মানুষের মনের ভিতরে দিব্য প্রেরণার তরঙ্গ-মালা খেলা করিতে শুরু করে। কিন্তু প্রেরণার এই অরুণোদয়কে সার্থক করিবার জন্য নিজেকে

বিজ্ঞাপন-জাতীয় বাক্য ও কর্ম্ম হইতে দূরে রাখিতে হয়। মহতের কৃপা কেহ কেহ এভাবে সত্যই পাইয়া থাকে কিন্তু সেই কৃপাকে সার্থক করিবার দিকে দৃষ্টি না দিয়া মহতের নামের সংশ্রবে নিজেকে বারংবার টানিয়া আনিয়া নিজের নামটী জাহির করিবার চেষ্টাও কাহারও কাহারও মধ্যে অতীব প্রবল হইতে দেখা যায়। আমার মতে ইহারা মহৎ-কৃপার অসম্মান করে। ইহা অপরাধ। এইরূপ অপরাধ হইতে দূরে থাকিও।"

কলহ-পরায়ণ স্বামি-স্ত্রীর পুত্রকন্যাদের দুর্গতি

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত বাতিশা-নিবাসী অপর এক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যে সংসারে স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে থাকে বিবাদ, বিতণ্ডা, মন-কষাকষি ও অবিশ্বাস, সে সংসারের পুত্রকন্যা-গুলির মত দুর্ভাগা জীব জগতে আর কেহ নাই। মা থাকিতেও ইহারা মাতৃহীন, বাপ থাকিতেও ইহারা পিতৃহীন। ফলে হয় জীবন-ব্যাপী বিমর্ষতা ইহাদিগকে করে আচ্ছন্ন, নতুবা কুসঙ্গের কুহকে ভুলিয়া পাপ-পথে পাপাচারণে প্রবৃত্তি হইয়া ওঠে ইহাদের বিশেষত্ব। অর্থাৎ মা ও বাবা একদিকে নিজেদের ঠাণ্ডা লড়াই আর গরম কলহ নিয়া যখন বিব্রত, তখন অনাথ শিশুর মতন ইহারা পুত্র-শিকারী কন্যা-শিকারী

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দুর্ব্বৃত্তদের কপট স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাগুলিকে নষ্ট করিয়া দিতে বাধ্য হয়, ফলে অঙ্কুরেই যত মহীরুহের কাণ্ডচ্ছেদন হইয়া যায়। যেখানে দেখিবে স্বামী এবং স্ত্রী এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহারে উদ্যত, সেখানেই যে যেই সঙ্গত উপায়ে পার, তাহাদের মধ্যে সদ্‌ভাব-সৃষ্টির সাধনায় লাগিয়া যাইবে। ইহা তাহাদের নিজেদের কুশলের জন্য হউক আর না হউক, তাহাদের পুত্রকন্যাগুলির কুশলের জন্যই একান্ত প্রয়োজন। মাতৃ-পিতৃ-স্নেহ-বঞ্চিত অভাগা কচি শিশুগুলি বাহিরের লোকের অলীক আচরণে আকৃষ্ট হইয়া, কপট স্নেহের জালে পড়িয়া এমন দুর্গতির দিকে আগাইয়া যাইতে পারে, যাহার ফলে তাহারা আবার তাহাদের পরিপূর্ণ বয়সে স্ত্রীরূপে স্বামীকে বা স্বামীরূপে স্ত্রীকে ঠিক এই ভাবেই করিবে উৎপীড়ন, এই ভাবেই করিবে অবিশ্বাস, এই ভাবেই সৃষ্টি করিবে নিত্য নূতন অশান্তির।"

স্বামী ও স্ত্রীতে ঝগড়া-কলহের কারণ

পত্রখানা শ্রীশ্রীবাবামণি মুখে মুখে বলিয়া যাইতেছিলেন, অন্য একজনে তাহা লিখিয়া যাইতেছিল। পত্রখানা সমাপ্ত হইয়া যাইবার পরে সমাগত দর্শনার্থীদের মধ্যে একজনে প্রশ্ন করিলেন,—স্বামী ও স্ত্রীতে ঝগড়া-কলহ হয় কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বামী ও স্ত্রীতে সম্প্রীতি ঘটার কারণ যেমন বিচিত্র, তাদের মধ্যে ঝগড়া-কলহের কারণও

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তেমন বিচিত্র। দুটা দেশের দুটী আলাদা পরিবারের ছেলে ও মেয়ে বিবাহিত হ'য়ে এক হ'ল, এদের দুজনের মধ্যে মনের মিল, দেহের মিল, চিন্তাধারার মিল, পছন্দ-অপছন্দের মিল, জীবনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কল্পনার মিল, যেমন আশ্চর্য্য রকমে এবং আশ্চর্য্য কারণে সংঘটিত হ'য়ে যায়, মনের অমিল, দেহের অমিল, চিন্তাধারার অমিল, পছন্দ-অপছন্দের অমিল, জীবনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত কল্পনার অমিল ঠিক তেমনি আশ্চর্য্য রকমে ও আশ্চর্য্য কারণে ঘটে থাকে। সমুদ্রের যেমন তরঙ্গের শেষ নেই, এদেরও এই মিলনের আর অমিলের কারণের বা ঢং-এর শেষ নেই। অনেক কিছু আবার অকারণেও ঘটে যায়, সুতরাং বলতে হয় যে, অকারণেরও শেষ নেই। তবে কতকগুলি কারণকে এভাবে মোটামুটি বলা যায়, যথা, বয়সের দারুণ পার্থক্য, মতামতের পার্থক্য—যা' নিজ নিজ পিতৃ-পুরুষের কাছ থেকে পাওয়া গেছে, বংশানুক্রমিক সাধ, সাধনা ও সাধ্যের পার্থক্য, শিক্ষাগত পার্থক্য, স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্যের পার্থক্য, সহিষ্ণুতার অভাব, সন্দিগ্ধ স্বভাব ইত্যাদি। কখনো কখনো দম্পতীর জীবনের মাঝখানে অন্য একটী পুরুষ বা নারীর হঠাৎ আবির্ভাব জীবনের সব সুখশান্তি একেবারে বিনষ্ট করে দেয়। বিবাহিত জীবনের মধ্যে ভোগ-সম্ভোগেরও একটা বিশেষ ভাবে সুচিহ্নিত স্থান আছে। একজনের অক্ষমতা এই ক্ষেত্রে অন্য জনের মানসিক অশান্তির কারণ হতে পারে। প্রাচীন রোমের একজন

বিখ্যাত গণনায়ক ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ এক রমণীর স্বামী কিন্তু তিনি তাঁকে আইনসঙ্গত ভাবে পরিত্যাগ কর্ব্বার সিদ্ধান্ত কর্ল্লে বন্ধুবান্ধবেরা জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন—সে কি কথা, এমন একটী স্ত্রীকে তুমি ডিভোর্স কর্ব্বে? স্বামীটী বল্লেন,—The wearer only knows where the shoe pinches. জুতো যে পায়ে দেয়, মাত্র সে-ই জানে যে, জুতোটা কোন্ স্থানে দিচ্ছে ক্লেশ ও যন্ত্রণা। স্বামীর অক্ষমতার দরুণ স্ত্রীর জীবন ব্যর্থতায় যন্ত্রণায় কাতর, এই দৃষ্টান্তটারই সংখ্যা সমাজে সব চেয়ে বেশী।

লিঙ্গত্বক ছেদনের প্রথা

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—স্বামীদের ইন্দ্রিয়গত অক্ষমতার কারণ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—এর আবার কারণ জিজ্ঞাসা কচ্ছ। এর কারণ তুমি জান না? কৈশোর বয়স থেকেই নিদারুণ ভাবে ইন্দ্রিয়গত অমিতাচার কত্তে কত্তে উপযুক্ত বয়স হবার আগেই যদি শরীরের সার-ধাতুর কেবল অপচয় হতে থাকে, তবে তেমন পুরুষ যোগ্য সময়ে তার স্ত্রীর প্রতি যোগ্য ব্যবহার কত্তে সমর্থ হবে ব'লে মনে করাই ত' এক মূর্খতা। এই জন্যই ত' প্রাচীন যুগে ব্রহ্মচর্য্য ছিল কৈশোরের প্রধান সাধনা। মুসলমান বা ইহুদিদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আশ্রমের মতন কোনও প্রতিষ্ঠান ছিল না। কিন্তু একটা বয়সে লিঙ্গমুণ্ড-আবরণকারী ত্বক্‌টুকুকে ছেদন করার একটা ধর্ম্মীয় অনুশাসন রয়েছে, যার ফলে বালকদের পক্ষে কতকগুলি কুকার্য্য সম্পন্ন করা একটু আয়াস-সাধ্য বা অসুবিধাজনক। অনেকে মনে করেন যে, এজন্যই মুসলমান আদির রতিকার্য্য-সম্পাদনের যোগ্যতা বেড়ে যায়। এ কথায় কিছু সত্য থাক্‌লে থাক্‌তে পারে, আমার পক্ষে রায় দেওয়া সম্ভব নয়। তবে, যার লিঙ্গমুণ্ড-আচ্ছাদনকারী ত্বক্‌কে ছেদন করা হয়েছে, তার লিঙ্গাগ্রের কোনও আবরণ না থাকায় সেই স্পর্শকাতর স্থানটীতে প্রতিনিয়ত বস্ত্রাদির স্পর্শ ঘটতে ঘটতে ক্রমশ অজ্ঞাতসারে এমন একটা অবস্থা আসতে পারে যে, প্রচুর ঘর্ষণ ব্যতীত বীর্য্যপাতের আর সম্ভাবনা থাকে না। এমতাবস্থায় একজন লিঙ্গ-ত্বক্-ছেদকারী ব্যক্তি সস্ত্রীক সম্ভোগের কালটীর দৈর্ঘ্য যে নিশ্চয়ই বাড়াতে পারে, একথা অনুমান কত্তে কষ্ট হয় না। সুতরাং এই সকল ব্যক্তি নিজ নিজ উপভোগ্যা নারীকে দীর্ঘতর সময়ের জন্য রতিসুখ দিতে সমর্থ হবে, একথা অনুমান কত্তে কষ্ট হবার কথা নয়। রতিসুখ দান আর রতিসুখ লাভই এই প্রথার চূড়ান্ত সুফল, না কি আরও কিছু অন্য রকম সুফল এর মধ্যে আছে, তা' আমরা জানি না।

মুসলমানের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়

প্রশ্নকর্ত্তা—মুসলমানদের মধ্যে লিঙ্গত্বক্‌চ্ছেদক-রূপ প্রথাটী থাকাতে মুসলমানেরা সাধারণতঃ হিন্দুদের চেয়ে অধিকতর সঙ্গমদক্ষ। এই কারণেই অনেক হিন্দু মেয়ে মুসলমান হ'য়ে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—লিঙ্গত্বক্ ছেদন করা হয় না ব'লেই হিন্দুরা সম্ভোগকালীন সময়ের দৈর্ঘ্য বাড়াতে অক্ষম আর লিঙ্গত্বক্ ছেদিত হ'য়েছে ব'লেই মুসলমানেরা এই সময়ে অধিকতর রমণ-দক্ষতার পরিচয় দিতে সমর্থ, একথা সত্য হ'লে হতেও পারে, নাও হ'তে পারে। কিন্তু তোমরা যদি মুসলমানের মেয়েকে সাদরে পুত্রবধূ ক'রে বরণ ক'রে ঘরে তুলতে রাজি থাকো, তাহ'লে সোন্নৎ প্রথা হিন্দুর মধ্যে চল না হ'লেও অনেক মুসলমানের মেয়ে হিন্দুছেলেদের বিয়ে কত্তে আগ্রহী হবে। সোন্নৎ আছে ব'লেই কতকগুলি ঘটনা ঘট্‌ছে আর সোন্নৎ প্রথা নেই ব'লেই তদ্রূপ ঘটনা ঘটতে পার্কে না, এটা অসমীচীন অনুমান। মুসলমানের মেয়েরা নানা দেশে বহু খ্রীষ্টানের ধর্ম্মপত্নী হয়েছেন কেন? খ্রীষ্টানদের ত' সোন্নৎ নেই। অনেক দম্পতী ভালবাসার টানে জাতি, ধর্ম্ম, দেশ বা প্রথার গণ্ডী উল্লঙ্ঘন ক'রে চলে যান। সেটা সোন্নতেরই গুণ, এরূপ ভাবতে যাওয়া ঠিক হবে না। ভালবাসার যোগ্য পাত্রী যদি মুসলমানের ঘরে পাও এবং

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ভালবাসার টানে যদি স্বসমাজের বাধা বা ভিন্ন সমাজের লোকের সম্ভাব্য উৎপীড়নগুলিকে ভয় না পাও, তা'হ'লে, তোমাদের মধ্যে সোন্নৎ-প্রথা না থাকা সত্ত্বেও বহু মুসলমান-কন্যা তোমাদের ঘরে বধূ-রূপে একদা আস্‌তে পারে এবং আসবে। সেই সময় এমন লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্তও নিশ্চয়ই দেখা দেবে যে, হিন্দুর ছাওয়াল স্বামীটী সোন্নৎ-প্রথার প্রতি সম্মান দেখাতে পারেন নি ব'লেই মুসলমান-কন্যা স্ত্রীটী কোনো অসুবিধা বোধ কচ্ছেন না বা রমণকালের দৈর্ঘ্যের অভাব হেতু স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে অন্য পতির প্রতি আগ্রহী হচ্ছেন না। তাঁর পক্ষেও সীতা, সাবিত্রী, শৈব্যা বা দময়ন্তী হওয়া সম্ভব।

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা, হিন্দুদের মধ্যে কি সোন্নৎ-প্রথার প্রবর্ত্তন করা চলে না? ধরুন আপনাদের মতন মহাপুরুষেরা যদি নির্দ্দেশ দেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন,—প্রস্তাব ত' চমৎকার। মুসলমানদের দেখেই ত' প্রস্তাবটা কর্লে। আচ্ছা, মুসলমানদের ভিতরে আরও কিছু ভাল জিনিষ কি নেই? তাঁরা ধর্ম্মের ব্যাপারে সবাই এক। তোমরা কি এক হ'তে চেষ্টা কত্তে পার না? আজানটী পড়া মাত্র শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলে উপাসনা-স্থানে হাজির। তোমরা কি এভাবে নিজেদের সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে পার না? ওঁদের এক একটা মসজিদ ও ইদ্‌গা তৈরী হয় লক্ষ লক্ষ লোকের এক পয়সা

আর দুই পয়সা দানের দৌলতে এবং সেই জিনিষটী হয় সকলের। তোমরা কি তোমাদের কোনো ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান নির্ম্মাণে এভাবে সকলের অর্ঘ্য একস্থানে পুঞ্জিত কত্তে সমর্থ হ'তে পার না? ওরা ধর্ম্মের নামে আরব থেকে দিগ্বিজয় কত্তে আসেন পারস্যে, পারস্য থেকে দিগ্বিজয় চালান আফগানিস্থানে, আফগানিস্থান থেকে দিগ্বিজয়ে আসেন খাশ খোদ আসল ভারতবর্ষে। ইংরাজ-আমলের পৌনে দুই শত বৎসরের পরাধীনতার কালেও ওঁদের ধর্ম্মানুসরণকারীদের সংখ্যাবৃদ্ধির অনুকূল আন্দোলনে একটী দিনের তরেও ঢিলা দেন নি এবং মানুষের কল্পনায় যত প্রকারের উপায় এজন্য আসতে পারে, একটা অবধি তার প্রত্যেকটার ব্যবহার ক'রে চলেছেন ব্যাপক ভাবে সমগ্র মুসলমান-সম্প্রদায় এবং ওঁদের চিন্তাশীল নেতারা সর্ব্বপ্রকারে ওঁদের এই চেষ্টায় উৎসাহ, উদ্দীপনা, প্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছেন। যেমন ক'রে ইরাণ, তুরাণ, আফগানিস্থানের প্রায় সকল অমুসলমান মুসলমানে পরিণত হয়েছে, তেমন ক'রে এই বিশাল ভারতবর্ষের প্রত্যেকটী প্রাণী একদিন মুসলমান হবেই হবে, এই সুখস্বপ্ন ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় প্রত্যেকটী ব্যক্তি দেখে যাচ্ছেন। এগুলি ওঁদের সদ্‌গুণ। ঐ সকল সদ্‌গুণ দেখে তার অনুকরণ কর্ব্বে না, সোন্নৎ-প্রথাটাই মাত্র তোমাকে নকল কত্তে হবে, এ ত' এক আশ্চর্য্যজনক প্রস্তাব হে। ইয়াহুদীরাও ত' প্রত্যেক পুরুষ লিঙ্গত্বকচ্ছেদন করেন। মুসলমানেরা এই বিদ্যাটা ত' ইয়াহুদিদের কাছ থেকেই

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শিখ্‌লেন। কিন্তু লক্ষ লক্ষ ইহুদী, ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মেনী, ফ্রান্স, ইটালি, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতিতে বাস করা সত্ত্বেও কৈ সেই সেই দেশের অ-ইয়াহুদি জনতার কাহারও ত' ইয়াহুদীদের কাছ থেকে এইটী নকল করার কথা মনে জাগ্‌ল না।

প্রাচীনেরা কি গোমাংস খাইতেন

এই সময়ে তিন জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। একজন স্থানীয় আয়ুর্ব্বেদীয়-চিকিৎসক-সমিতির সম্পাদক, একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সভার সভাপতি, একজন একটী হাইস্কুলের প্রধান সংস্কৃত-অধ্যাপক। শেষোক্ত জন পঞ্চতীর্থ উপাধিতে ভূষিত।

তাঁহারা খুব ভদ্র ভাবেই প্রশ্ন করিলেন,—কাল আপনার বক্তৃতায় প্রাচীন হিন্দুদের গোমাংস ভক্ষণ সম্পর্কে উল্লেখ ছিল। এই বিষয়টী আমরা একটু পরিষ্কার ক'রে নিতে চাই। একথা কি সত্য যে প্রাচীন ঋষিরা গোমাংস খেতেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি ত' সেই যুগে জীবিত ছিলাম না, আর সেই যুগে জন্মে থাক্‌লেও তার স্মৃতি আমার মনে নেই। প্রাচীন কালের সাহিত্য প'ড়ে পণ্ডিতেরা যে সব মতামত দিয়ে থাকেন, তার উপরে নির্ভর ক'রেই আমাদের প্রধানত ভাবতে হয়। তবে, শাস্ত্র বা সাহিত্যের মধ্যে কোনও শব্দবিশেষ থাক্‌লেই সেটীতে প্রাচীনদের মধ্যে গোমাংস-ভোজনের প্রথা থাকা প্রমাণিত হ'ল, এমন কথাও

বলা চলে না। বহু শতাব্দী থেকেই যে হিন্দুদের মধ্যে গোমাংস ভক্ষণ প্রচলিত নেই, এই কথাটাই নিঃসন্দেহে বলা চলে। প্রাচীন কালে ভারতীয় আর্য্যদের মধ্যে গোমাংস ভক্ষণ প্রচলিত ছিল, এই যুক্তির যারা সমর্থক, তাঁরা গোঘ্ন শব্দের মানে ধরেন গো-নিধন-কারী, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণেরা কি ক'রে গোঘ্ন হলেন? অর্থ করা হয়, ব্রাহ্মণেরা চিরকালই পেটুক, তারা যদি বাড়ীতে আসেন, তবে তাদের পেটটা ভাল ভাবে ভরাবার জন্য প্রচুর খাদ্যের প্রয়োজন। সুতরাং গরুর আর রক্ষা নেই, তাকেই প্রাণটা দিতে হবে, কেননা পেটুক ব্রাহ্মণের উদর-পূরণের পক্ষে তার মাংস ছাড়া আর কার মাংস হবে পরিমাণে যথেষ্ট? কিন্তু গোঘ্ন বল্‌তে ধননাশকও হতে পারে, ধন শব্দের প্রতিশব্দ রূপে গো-শব্দের ব্যবহার সংস্কৃত ভাষায় নিশ্চয়ই বহু স্থানে রয়েছে। যিনি এলে ধন-নাশ ঘটে, তিনিই গোঘ্ন। ব্রাহ্মণ বাড়ীতে এলে তাঁকে ভোজন করাতেই হবে, এতে অর্থব্যয়ও হবে। শুধু তাই নয়, তাঁকে আবার ভোজন-দক্ষিণাও দেওয়া চাই, নইলে ভোজন করানোর পুণ্যটুকু পূর্ণ রূপে হয় না। হয় নগদ রৌপ্য বা কাঞ্চন, নয় গোদান কর্ত্তেই হয়। কখনো কখনো স্বর্ণ, রৌপ্য, গাভী তিনটীই দান কর্ত্তে হয়। সুতরাং ব্রাহ্মণকে গোঘ্ন বলা যেতে পারে। সুতরাং ব্রাহ্মণের গোমাংস ভক্ষণ যে একটী প্রথা ছিল, গোঘ্ন শব্দটী দ্বারাই একথা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু গোমেধ-যজ্ঞ একদা প্রচলিত ছিল। এই যজ্ঞে আহুতি প্রদত্ত

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

জন্তুটীর দেহ কি শুধু শুধুই দগ্ধ হ'ত, না প্রসাদ-রূপে গৃহীত হ'ত, এই কথা নিয়ে প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে। গ্রীক আর্য্য জাতি বা রোমক আর্য্য জাতি ভারতীয় আর্য্যদের মতই যাগ-যজ্ঞ কর্ত্তেন। তাঁরা কিন্তু গোমাংস-ভোজী ছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের আবির্ভাবের ফলে তাঁরা সব খ্রীষ্টান হ'য়ে যাগ-যজ্ঞ পরিত্যাগ কর্লেন, নানা দেবদেবীর উপাসনা ত্যাগ কর্লেন কিন্তু গোমাংস ভক্ষণটা ছাড়লেন না। প্রাচীন রোমক আর্য্য-জাতি, প্রাচীন গ্রীক আর্য্য-জাতি এবং প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য-জাতি যে যে ভাষায় কথা বল্‌তেন, সেই সেই ভাষা যে একটা সুনির্দ্দিষ্ট অভিন্ন ভাষা থেকে ক্রমবিকাশের পথে ভিন্ন হ'য়ে নির্গত হয়েছে, এই বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতের অমিল নেই। এঁরা এই তিন আর্য্য-গোষ্ঠীর মানুষেরা যে একটী মাত্র অভিন্ন সভ্যতার সূক্ষ্ম উত্তরাধিকার নিয়ে বেরিয়ে এসে ক্রমশ তিনটী আলাদা নূতন নূতন সভ্যতার পত্তন কর্লেন, সেই আদিভূতা সভ্যতার অনুশীলনকারী মানুষগুলির ভিতরে খাদ্য-হিসাবে গোমাংস ভক্ষণ চল ছিল কিনা, এটাও একটা প্রশ্ন হ'তে পারে। এই প্রশ্নের উত্তর যদি ইতিবাচক হয়, তাহ'লে বল্‌তে হবে যে, গোমাংস ভক্ষণকে পরবর্ত্তী কালে রোমক ও গ্রীক আর্য্য জাতির গোষ্ঠী-সমূহে কদাচ নিষিদ্ধ করা হয় নি, পরন্তু ভারতীয় আর্য্য-গোষ্ঠীর মধ্যে এক সময়ে নিষিদ্ধ করা হ'য়েছিল ব'লেই আজ আমরা গোমাংস শব্দটা মুখে উচ্চারণ কর্ত্তেও শতবার দ্বিধা অনুভব করি। কোনো বিষয়ে একটা নিষেধ

বাক্য উচ্চারিত হ'লে আমরা সাধারণ বুদ্ধি দিয়েই তার এইরূপ বিচার করে থাকি যে, একদা এই কাজটা কারো কারো মধ্যে প্রচলিত ছিল কিন্তু কাজটা ভাল নয় বলেই একাজটাকে একেবারে সকলের মধ্যে শাস্ত্র-শাসনের বলে অপ্রচলিত ক'রে দেওয়া হ'ল। "বলাৎকার ক'রো না" এই উপদেশ যদি কোন শাস্ত্রে দেখা যায়, তবে এটাই অনুমান করা স্বাভাবিক যে, এই শাস্ত্রটী যখন রচিত হচ্ছে, তার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত কোনো কোনো মানুষ বলাৎকার-রূপ গর্হিত কার্য্য কত্ত এবং কেউ কেউ একাজ কত্ত বলেই সকলের পক্ষে এই কাজটী নিষিদ্ধ করা হ'ল। কোনো শাস্ত্রে যদি এরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া থাকে, যে, "সাবধান কেউ কখনো নিজ জননীকে বিবাহ কর্ব্বে না," তাহ'লে বুঝতে অসুবিধা নেই যে, এই শাস্ত্র রচনার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত কিছু কিছু লোক এই কাজটী কত্ত এবং এই কাজটী অতীব আপত্তিজনক ও জঘন্য ব'লে সকল মানবের হিতকল্পে অমোঘ, অব্যর্থ, অবশ্যপালনীয় নির্দ্দেশ ও আদেশ দেওয়া হল যে, এমন কাজ কেউ কখনো কর্ব্বে না। গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ হওয়ার আদেশ প্রবর্ত্তন থেকেই বুঝে নিতে হচ্ছে যে, এই আদেশ প্রচারিত হওয়ার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত কিছু কিছু লোক এই কাজটী কত্ত এবং যাতে আর কখনো কেউ এমন কাজ না করে, তার জন্য সমগ্র সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির কল্যাণের দিকে তাকিয়ে বিধি প্রবর্ত্তন করা হল যে, একাজ আর করা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

চল্‌বে না। অবশ্য, আর এক রকমেও কথাটিকে চিন্তা করা যায়। কেউ হয়ত রাস্তার মোড়ে বা পার্কের বেঞ্চিগুলির নীচে প্রস্রাব করে না, তবু নগর পিতাদের মনে হ'ল যে, তুলসী বৃক্ষ দেখলেই যেমন কুকুরের পেচ্ছাব পায়, ঠিক তেমনি যদি কোনো অশিক্ষিত বর্ব্বর ঠিক ঐখানটাতে প্রস্রাব কত্তে বসে যায়, তখন কি হবে? সুতরাং ছোট্ট একখানা সাইনবোর্ড লাগিয়ে দাও,—'এখানে প্রস্রাব করিবে না"। বিচার-বিবেচনার এটাও একটা দিক্। হয়ত স্কুল-কলেজের ছাত্ররা সকলেই আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন ব'লে অম্‌নি থেকেই কখনো পরীক্ষার হলে নকল করে না, টোকাটুকি করে না, তবু পরীক্ষকবর্গের মনে হ'য়ে গেল, যদি কেউ এমন কুকাজ করে, তবে ত' বড় অপ্রশংসনীয় ব্যাপার হবে, সুতরাং তাঁরা একটী নোটিশ টানিয়ে দিলেন,—"কেহ নকল করিবে না, টোকাটুকি করিবে না, কারণ তাহা অন্যায়।" ব্যাপারটাকে এই ভাবেও বিচার করা যায়। প্রাচীন কালের আর্য্যরা দেশের পর দেশ এগিয়ে আসছেন পূর্ব্ব দিকে, দক্ষিণ দিকে আর দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে। নিত্য নূতন জাতির সংস্পর্শ পাচ্ছেন, নিত্য নূতন অনার্য্য জাতির প্রতিবেশী হচ্ছেন, নিত্য নূতন পরিস্থিতিতে প'ড়ে নিজেদের বহু পুরুষার্জ্জিত সভ্যতাটুকুকে আদি কালের অকৃত্রিমতায় রক্ষা ক'রে যাবার আগ্রহে কেন্দ্রাতিগ মনোভাব ত্যাগ ক'রে বরং কেন্দ্রানুগ হবার দিকে বেশী লক্ষ্য দিচ্ছেন, বিশ্বকে আর্য্যে রূপান্তরিত কর্ব্বার চেষ্টায়

আগ্রহ না ক'রে নিজেদের আর্য্যত্বকে অটুট অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টায় বেশী মনোনিবেশ কচ্ছেন, এমন সময়ে দেখ্তে পেলেন চারিদিকের নানা জাতি গোমাংস ভক্ষণ কচ্ছে, যেই গরুর দুগ্ধ থেকে হবিঃ উৎপন্ন হ'লে আর্য্যগণ করেন হোম ও যজ্ঞের আহুতি, সেই গরুকে নির্ব্বিচারে হত্যা ক'রে উদর-পূরণের মত তুচ্ছ একটী কাজ কচ্ছে, তখন সকলের কুশলের দিকে তাকিয়ে আদেশ দিলেন,—"না, গোহত্যা হবে না, গোহত্যা পাপ, গোহত্যা অকৃতজ্ঞতা।" প্রাচীনেরা গোমাংস ভক্ষণ কত্তেন কিম্বা কত্তেন না, এই প্রশ্নের বিচার এই ভাবেও করার একটা পথ খোলা আছে।

ভবিষ্যতে হিন্দুরা কি গরু খাইবে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রাচীন কালে হিন্দুরা গোমাংস খেতেন কি খেতেন না, তার চেয়ে বেশী আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, বর্ত্তমানে হিন্দুরা গোমাংস খায় কিম্বা খায় না। হিন্দুর ধনী-ঘরের ছেলেরা যখন বিলেতে যায় বিদ্যার্জ্জন কত্তে, তখন সেই সুদূর বিদেশে গিয়ে বিদেশীদের অভ্যস্ত খাদ্যই খায় ত'? হিন্দু-জাতীয় সরকারী চাকুরেরা বা মার্চেন্ট অফিসের বড় বাবুরা বা বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী হিন্দু-ব্যবসায়ীরা অথবা জৈন লক্ষপতিরা যখন নানা প্রয়োজনে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী বা আমেরিকায় যান, তখন কি বেছে বেছে কেবল ভেড়ার মাংসই খান, না দুঃসাহসের দৌড় আরও

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কিছু দূর বেড়ে যায়, এই কথাটার খোঁজ নিতে হবে। অতীতে কি ছিল, তা' স্পষ্ট ক'রে জান্তে পারি আর না পারি, বর্ত্তমান অবস্থাটা কি, তার প্রত্যক্ষ চিত্র আমাদের চোখের সাম্‌নে আসা প্রয়োজন। কারণ, বর্ত্তমানের চিত্রটী প্রকৃত প্রস্তাবে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা-সমূহের সূচীপত্র। হিন্দু যুবকদের মতিগতি কোন্ দিকে? গোমাংস-ভক্ষণের দিকে, না তার বিপরীতে? ইংরেজ-শাসন-কালে কেরাণীগিরি আমাদের যুবকদের পরম লক্ষ্য, পরম মোক্ষ। ওরা নিজের হাতে গরুর সেবা ক'রে প্রাণ ভ'রে তার দুগ্ধ পানে আগ্রহী নয়, ওরা নিজেরা সযত্নে গোসেবা ক'রে গরুর পরিত্যক্ত মলমূত্র নিজের হাতে ক'রে কৃষিক্ষেত্রে দিয়ে ফসল উৎপাদনে আগ্রহী নয়, গরুর সেবাকে ওরা ছোট লোকের কাজ ব'লে মনে করে। এমন অপদার্থগুলিকে যদি কেউ ভাল ক'রে রেঁধে একবার খাওয়াতে পারে, তাহ'লে ওদের গোমাংসে অরুচি হবার কোনো কারণ নেই। ধর্ম্মের নির্দ্দেশ ওরা টোকা দিয়ে ড্যাম-কেয়ার ক'রে দেবে। রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট বা বরিশালে খুব উঁচু দরের কোনো মুসলমানি হোটেল নেই। থাক্‌লে জানা যেত যে, হিন্দুর ছেলেরা গোমাংস খেতে ভালবাসে কিনা। কিন্তু কলকাতায় যান। মুসলমানদের ভাল ভাল হোটেলে গিয়ে খোঁজ নিন, প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে হিন্দু আর জৈনদের কতগুলি ক'রে ছেলে এসে গোমাংসের চপ চর্ব্বণ ক'রে পূর্ব্বপুরুষদের উদ্ধার ক'রে দিচ্ছে। এরা নিজ

বাড়ীতে বড় নিরীহ, বড় নিরামিষ, বড় পবিত্র। অথচ এরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তবে একটা কাজ এরা করেছে। এরা প্রমাণ করেছে যে, ইচ্ছা ক'রে গোমাংস খেয়েও যখন এদের হিন্দুত্ব দূর হ'য়ে যায় নি, তখন আগেকার দিনের মত কেউ এসে জোর ক'রে গোমাংস খাইয়ে দিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব যাবে না। ব'সে ব'সে ভাবছেন কি? সেই দিন এল ব'লে, যেদিন হাজার লোককে এক সঙ্গে গোমাংস খাইয়ে দেবার পরেও তাদের হিন্দুত্ব যাবে না। সেই দিন এল ব'লে, যেদিন হাজার হাজার স্ত্রীলোককে বলাৎকার করার পরেও তাদের সতীত্ব নষ্ট হবে না। ঢাকা, কুমিল্লা, জামালপুর, পাবনা প্রভৃতি নানা স্থানের ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা স্পষ্ট ক'রে বলে দিচ্ছে যে, এরূপ ঘটনা আরো বহুবার ঘট্‌বে এবং এর চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপকতায়, এর চেয়ে অনেক বেশী বীভৎসতায় ঘটবে কিন্তু যেই যুগে দূর থেকে নিষিদ্ধ মাংসের গন্ধ পেলে পর্য্যন্ত জাতি যেত, সেই যুগ আর নেই। গোমাংস হিন্দুর খাদ্য নয়, হিন্দুরা ভাবী কালেও কখনোই গোমাংসকে তার খাদ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত কর্ব্বে না কিন্তু সেই যুগ এসে গেছে, যেই যুগে গরু, শুয়র বা কুকুরকে খেলেই জাত যায় না।

গোসেবার পথই মুখ্য পথ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জাত যায় ঐক্যহীনতায়, জাত

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বজায় থাকে ঐক্যবদ্ধতায়। কাশ্মীরের সেই দশ হাজার ব্রাহ্মণের সমাবেশের মধ্যে মোগল বাদশাহের পাচকেরা যখন পূর্ব্বপরিকল্পিত এক ষড়যন্ত্র অনুসারে রন্ধন-করা গোমাংসের হাঁড়িগুলির মুখ খুলে দিয়ে সেই গুলি নিয়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তখন যদি ব্রাহ্মণেরা ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে বজ্রগর্জ্জনে বল্‌তে পারত যে, এতে আমাদের জাত যায় নি, জোর ক'রে এসব আমাদের ভক্ষণ করালেও আমাদের জাত যাবে না, তাহ'লেই তাদের জাত যেত না। হিন্দুর ছেলেরা গোমাংস খাচ্ছে, এটা অনাচার কিন্তু গোমাংস খেলেও যে কারো হিন্দুত্ব যায় না, এটা আবার তারই প্রমাণ। অতএব গোমাংস শব্দটাতে আতঙ্কিত না হ'য়ে আপনারা আপনাদের সমস্ত কর্ম্মশক্তি, চিন্তাশক্তি এবং তপঃশক্তি একটা অতীব জরুরী কাজে লাগান। সেই কাজটা হচ্ছে, গোমাতার সেবা। হাজার অভাব-অনটনের মধ্য দিয়েও ঘরে ঘরে মানুষ যত্ন ক'রে গোপালন করুক। গাভীগুলির পুরুষ-বাচ্চার সংখ্যা বেড়ে গেলে কি হবে, একথা নিয়ে দুশ্চিন্তা অনাবশ্যক মনে করি। প্রতিটি গৃহস্থ যদি নিজ নিজ পুত্রকন্যাকে গৃহজাত দুগ্ধ, ছানা, ননী খাওয়াতে পারে, তবে কয়েক পুরুষ পরে এই সব ছেলেমেয়েরাই ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সমস্যা-সমূহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমাধান ক'রে দেবে। ইংরেজ রেল করেছে, বেশ করেছে, ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সৈন্য-চলাচলের তার সুবিধা হয়েছে। কিন্তু রেলের দরুণ প্রতিটি অঞ্চলের

স্বয়ম্ভরতারও বাধা ঘটেছে। প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি থানা, প্রতিটি জেলা, প্রতিটি প্রদেশ সম্পূর্ণতঃ নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে সমর্থ হবে, এইটাই হচ্ছে প্রকৃত দেশোন্নতির লক্ষণ। প্রত্যেকটী গ্রাম সম্পূর্ণতঃ নিজের উৎপাদিত বস্তু দিয়ে নিজের অভাব মিটাতে সমর্থ হবে, এইটাই হচ্ছে আদর্শ। বস্ত্র দিয়ে নয়, খাদ্য দিয়েই সেই কাজটার হবে শুরু। আমাদের জীবনের প্রথম খাদ্য দুগ্ধ, আমাদের শেষ জীবনের প্রধান পুষ্টিও দুগ্ধেই। এই দুগ্ধ দিয়েই স্বাবলম্বী গ্রামে কর্ম্মযোগের হবে সূচনা। গোসেবা আরম্ভ হ'লে সারের সমস্যার হবে সমাধান, কৃষিতে আসবে উন্নতি। তখন মানুষ পেট ভ'রে পাবে খেতে। উদরের চিন্তা কমে গেলেই আসবে উচ্চ উচ্চ চিন্তানুশীলনের যোগ্য পরিস্থিতি। সততা ও সভ্যতার তখনই ঘটে প্রসার। আমার অভিধানে সততা আর সভ্যতা সমার্থবাচী শব্দ। ইংরাজকে শত্রু ব'লে ভাবা হয়েছে বলেই ম্যানচেষ্টারের কাপড়ের কলগুলির দিকে তির্য্যক্ নয়নে তাকিয়ে দেশব্যাপী চরকার হট্টরোল আমরা তুলেছি। কিন্তু ইংরেজ যদি চ'লে যায়, তখন কি এই চরকা আমার যাবতীয় সমস্যার সমাধানে সত্যিকারের কোনও উপযোগিতা দেখাতে পার্ব্বে? তখন বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কলগুলি কি সমস্ত ভারতটাকে শোষণ কর্ব্বে না? চরকা পারবে না সেই কলগুলিকে দাবিয়ে রাখতে। সুবিধাবাদ, চোরা কারবার, প্রাদেশিকতা প্রভৃতির দাপটে চরকার চাকাগুলি থেমে যাবে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে গোসেবাকে কেন্দ্র ক'রে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতার আন্দোলনকে রূপদানের চেষ্টা করা। কেউ গরুকে মাতা নাই বলুক, কিন্তু সেবা ত' দিক্। গরুকে মাতা বলতে যার বিবেকে বাধে, সে বলুক না তাকে পথ্যদাত্রী। এই পথ্যদাত্রীর সেবার পথই ভারতবাসীর সকল সঙ্কটের গোড়ার দিকের আসল পথ। এই জন্যই আমরা ভগবানের প্রণাম-মন্ত্রে উচ্চারণ করি, গোব্রাহ্মণহিতায় চ।

গোমাংস ও নরমাংস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ইংরাজী ১৯১০ সাল থেকে এই ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত পঁচিশ বৎসরে দেশে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কি ভাবে বেড়ে চলেছে, একটু লক্ষ্য ক'রে দেখুন। আমরা সেই সময়ে এক পয়সায় দুটী ইলিশ মাছ দেখেছি, দেড় পয়সায় এক সের দুধ দেখেছি, সাড়ে পাঁচ পয়সায় এক সের ডাল বিক্রী হ'তে দেখেছি। আর এখন? এখন এসব জিনিষের দাম চার থেকে দশগুণ বেড়েছে। কেন বেড়েছে? একটা কারণ এই যে, স্থানীয় মালে লোকের চাহিদা মিটে না। দূর থেকে মাল আনতে হয়। ফলে ফড়িয়া, দালাল, মজুতদার আদি নানা জনকে এজন্য খাটতে হচ্ছে। তারা পরিশ্রম কচ্ছে, বিনিময়ে কিছু অর্থ নিশ্চয় তারা উপার্জ্জন কত্তে চাইবে। কিন্তু সব চেয়ে বড় কারণটা হচ্ছে এই যে, দেশে প্রজাবৃদ্ধি হচ্ছে কিন্তু উৎপাদন-ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

এমন দিন আসবে, যে দিন সব মানুষ দিবারাত্রি কেবল খাই খাই কর্ব্বে কিন্তু খাবার পাবে না। সেদিন ক্ষুধার তাড়নায় গোমাংস, কুক্কুরমাংস, এমনকি নরমাংস পর্য্যন্ত মানুষের খাদ্য হবে। সেদিন শাস্ত্রের শাসন, সমাজের শাসন, রাষ্ট্রের শাসন, এমনকি অস্ত্রের শাসন পর্য্যন্ত কেউ মানবে না। সেই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিন পঞ্চাশ বছর পরে আসবে, না পঁচিশ বছর পরে, সে কথা আমি বল্‌তে পারব না, কিন্তু যে ভাবে দুনিয়া চল্‌ছে, সে ভাবেই যদি চলে, তবে এই অবস্থা অবশ্যম্ভাবী।

মানুষ কর্ত্তৃক মানুষের মাংস ভক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষের মাংস মানুষে খায় না, একথা সাধারণ ভাবে সত্য। কিন্তু একদা যে মানুষ মানুষের মাংস খেত, তার প্রমাণের অভাব নেই। অনেক অনগ্রসর জাতি এখনো পৃথিবীতে বেঁচে আছে, যারা শ' খানিক বছর আগেও নরমাংস খেত। এখনও দুচার জন লোককে এখানে সেখানে গোপনে নরমাংস খেতে দেখা যায়। যে অবস্থায় মানুষ মানুষের মাংস খেতে রুচি বোধ কর্ত্তে পারে, সেই মানসিক অবস্থাটা মানুষের আদি যুগের বর্ব্বর-অবস্থা। এক দেশে যখন নরমাংসভোজী আদিম জাতির অস্তিত্ব নির্ণীত হচ্ছে, তখন একথা অনুমান করা খুব অসঙ্গত হবে না যে, সভ্যতার সেই স্তরে প্রায় সবগুলি মানুষের আদিম যুগের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

পূর্ব্বপুরুষেরা প্রয়োজন হ'লেই নরমাংস খেত। কিন্তু আস্তে আস্তে বিবেক-বুদ্ধি-বিবেচনার এবং সামাজিক চেতনার উন্মেষ ঘটার সাথে সাথে নরমাংস ভোজনকে সীমিত ও নিষিদ্ধ করার চেষ্টা নিশ্চয়ই হ'ল। মনে করা যেতে পারে যে, নরমাংস ভক্ষণকে সীমাবদ্ধ করার জন্যই নরমেধ-যজ্ঞ প্রচলিত হ'ল। আরও মনে করা যেতে পারে যে, নরমেধ-যজ্ঞকে বন্ধ ক'রে দেবার জন্যই পশুবধ ব্যাপারটাকে যজ্ঞের অঙ্গীভূত করা হ'ল। পশুপালন-বিদ্যার যত উন্নতি হ'তে লাগ্‌ল, নরমাংস-ভোজনের প্রয়োজন তত ক'মে যেতে লাগ্‌ল। কিন্তু আদিম যুগের মানুষ যেরূপ অবস্থায় প'ড়ে মানুষের মাংস খেত, সেই অবস্থা কখনো ফিরে এলে আবার মানুষেরা মানুষের মাংস খাওয়া শুরু কর্‌বে না, এমন কথা হলফ ক'রে কেউ বলতে পারে না। খাদ্য-সমস্যা যখন এমন হবে যে, প্রাণের বিনিময়েও মানুষ একমুঠো অন্ন পায় না, এমন দুর্দ্দিন যদি কখনো আসে, তবে প্রথমে কিছু লোক নিতান্ত নিরীহের মত কারো কোনো অনিষ্ট না ক'রে না খেয়েই ম'রে ম'রে প'ড়ে থাক্‌বে রাস্তায়, ঘাটে, গাছতলায় এবং মাঠে ময়দানে। কিন্তু তার পরের অবস্থা হবে আরো ভয়ঙ্কর। তখন মানুষ দোকানপাট লুঠ করার চেয়েও অতি ভঙ্কর কাজ কর্ব্বে। সেটা হচ্ছে দশ জনে দলবদ্ধ হ'য়ে একজনকে মেরে ফেলে তার মাংস খাওয়া এবং তারপরে তারা তার চেয়েও আতঙ্কজনক, তার চেয়েও

মারাত্মক কাজ ক'রে বসবে। সেটা হচ্ছে নিজেরা নিজেরা মারামারি ক'রে প্রত্যেকের দ্বারা প্রত্যেকের মাংস ভক্ষণ। মার্‌তে মার্‌তে মানুষের কেবলি মেরে যাওয়া রোগ জন্মাবে। তখন কে কার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে? জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, খাদ্যবস্তু সেই অনুপাতে বাড়ছে না, এমন অবস্থায় ভগবানই সাধারণতঃ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ, ভূকম্পন, বন্যা, ঝটিকাবর্ত্ত প্রভৃতি দিয়ে লোকক্ষয়ের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মূর্খ আমরা খোদার খোদকারী নিজেদের হাতে নিয়ে কৃত্রিম দুঃখ, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ, কৃত্রিম অনটন, কৃত্রিম দুর্ভাগ্য রচনা ক'রে মানুষের মনকে এমন নিষ্করুণ করে দেব যে, মানুষ মানুষের মাংস খেতে এককণাও সঙ্কোচ বোধ কর্ব্বে না।—এই দুর্গতি থেকে জগদ্‌বাসীকে রক্ষা কর্ব্বে আজ কে?

জাতীয় প্রতিভা ও জাতীয় ইতিহাস

অপরাহ্নে দুর্গাবাড়ীতে শ্রীশ্রীবাবামণির ষষ্ঠ ভাষণটী হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সমগ্র জাতির ও সমগ্র দেশের দেহ, মন ও প্রাণকে একমুখ করার সামর্থ্যের উপরেই নির্ভর করে সেই জাতির ও দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি। আমরা যখন ব্যক্তিগত সুখের মোহে সকলের সুখকে অবহেলা করি, আমরা যখন ব্যক্তিগত অভ্যুদয়ের প্রয়োজনে অপর সকলের অভ্যুদয়ের প্রয়োজনকে অস্বীকার করি, তখন আমরা নিজেদের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

জীবন-কর্ম্ম দ্বারা নিজেদের জীবন-ধর্ম্মেরই করি প্রতিবাদ। কর্ম্ম ও ধর্ম্ম সম্পর্কে অনুপূরক বা পরিপূরক না হ'য়ে যখন হয় প্রতিদ্বন্দ্বী, তখন জাতির বা দেশের আরম্ভ হয় সর্ব্বনাশ। জগতের অধিকাংশ মহামানব জীবন-কর্ম্মের সঙ্গে জীবন-ধর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই সমাজ-কল্যাণ-প্রদ অনুশাসন-সমূহ রচনা করেছেন। কিন্তু এক একটা দেশের বা জাতির এক একটা বিশেষ প্রতিভা আছে, যাকে উপেক্ষা ক'রে অনুশাসন রচনা চলে না, চল্‌তে পারে না। এক একটা দেশের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের এবং সভ্যতার আত্মপ্রকাশেরও এক একটা বিশিষ্ট ভঙ্গিমা আছে, যাকে অবহেলা ক'রে তার ভবিষ্যৎ-নির্ম্মাণ চলে না, চল্‌তে পারে না। তাই স্বদেশ-কর্ম্মের সংবেদনশীল ভাবুক মাত্রকেই নিজ দেশের জাতীয় প্রতিভাটী আগে খুঁজে বের কত্তে হয়, নিজ দেশের অতীত ইতিহাসকে আগে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন ক'রে নিতে হয়। বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক জগতে অনুশীলনের ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র, জাপান বা ভারত প্রায় সমান যোগ্যতা দেখাতে সমর্থ হয়েছে ব'লেই মনে করা সঙ্গত নয় যে, এই সব দেশের লোকের জাতীয় প্রতিভা ঠিক একই রকম বা এই সব দেশের ইতিহাস একই ঢংয়ের। চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, রাশিয়া, ভারতবর্ষ, ইরাণ, ইরাক, আরব, তুর্কীস্থান, প্যালেষ্টাইন, মিশর, ইটালি, স্পেন

প্রভৃতি দেশের প্রত্যেকটীতেই নানা সময়ে নানা ধর্ম্মমতের আবির্ভাব ঘটেছে ব'লেই অথবা এই সবগুলি দেশেই নানা সময়ে নানা জাতির আগমন, উৎপাত, সংমিশ্রণ ও নিজ সভ্যতা বিস্তারের চেষ্টা চলেছে ব'লেই বলা চলে না যে, এদের প্রত্যেকের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন ঠিক একই রকমের। পার্থক্য আছেই এবং এই পার্থক্যকে উত্তম রূপে অবধারণ ক'রেই সেই দেশের, সেই জাতির ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের পরিকল্পনা তৈরী কত্তে হবে। আগেকার মানুষেরা হয় ত' সামগ্রিক কোনও পরিকল্পনা করার দিকে নজর দেবার প্রয়োজন অনুভব কত্তেন না, কিন্তু নিজ নিজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে গোষ্ঠীজীবনের ভবিষ্যৎ-দিগ্‌দর্শন প্রয়োজনীয় ব'লে অনুভব কত্তেন। সমাজের নানাবিধ শৃঙ্খলার জন্মভূমি হচ্ছে সেই অনুভূতি। ভবিষ্যৎকে গড়্‌তে হ'লে অতীতকে অধ্যয়ন করা এই জন্যই প্রয়োজন।

প্রকৃত ভারতীয়ত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অশেষ প্রকারের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েও ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষ ক'রেছে যে, জীবনের সব-কিছু দাবী ও অধিকারকে দাবিয়ে দিয়ে একটা দাবী বা অধিকার প্রায় প্রতিটি উল্লেখযোগ্য জীবনে মুখর হ'য়ে উঠেছে, যার নাম ব্রহ্মদর্শনের আকাঙ্ক্ষা, চরম সত্যকে পরম জ্ঞানকে নিঃশ্রেয়স কল্যাণকে আয়ত্ত করার আকূতি। এই আকাঙ্ক্ষা

বা আকূতির ঢংও নানা জনের মধ্যে নানা বিচিত্রতা নিতে পারে কিন্তু প্রতিজনের প্রতিটি প্রার্থনার মাঝখানে সর্ব্বসামান্য অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজিত এই এক অত্যদ্ভুত ঈশ্বর-চিন্তা। তাই আদর্শ ভারতীয়ের ভোজনার্থে কয়েকটী নীবারকণাই যথেষ্ট, আদর্শ ভারতীয়ের ভোগার্থে একটী নম্র-স্বভাব সতী-সাধ্বী সেবাপরায়ণা পত্নীই যথেষ্ট, তাই ভারতীয় পিতা পুত্রলাভের আগ্রহ করে নিজের বংশগত সুমহৎ গুণাবলির ক্রমবিকাশের জন্য, তাই ভারতীয় সম্রাটের জীবন-লক্ষ্য যাবতীয় প্রজাপুঞ্জের মধ্যে সুখবিধান, শান্তিবিধান ও তুষ্টিবিধান, দিগ্বিজয়ের সামর্থ্য সত্ত্বেও দিগ্বিজয়ে তার নেশা নেই, আর দিগ্বিজয় ক'রে যদি সে সম্রাট্ নররক্তে ধরিত্রী রঞ্জিত করে, তবে তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য লক্ষ লোকের হত্যার পাপক্ষালনের জন্য কোটি কোটি লোকের মঙ্গল-সাধনের জন্য নানা ক্ষেমঙ্কর সৎকার্য্যাবলীর অনুষ্ঠান হয় তার কর্ম্মসূচী। জীবনের প্রতিটি কর্ম্মের মধ্যে পরমেশ্বরকে আস্বাদন করাই ভারতীয় ধর্ম্মসূত্রগুলির মূল লক্ষ্য। একথা মনে রাখ্‌তে হবে যে, কামনা-বাসনা-মূলক ধর্ম্মাচরণের সমর্থক পুরাণশাস্ত্রগুলি রচনার বহু শত বৎসর পূর্ব্বেই ভারত উচ্চারণ করেছিল তার ঔপনিষদীয় মন্ত্রবাণী-সমূহের। ঈশ্বরানুগত, পরহিতব্রত, অনাতঙ্ক, শান্ত জীবনই প্রকৃত ভারতীয়ত্ব। এই ভারতীয়ত্ব একদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তির উপরে। তাই এখানে আমি ব্রহ্মচর্য্যেরই কথা বলতে এসেছি।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বক্তৃতা আড়াই ঘন্টা কাল চলিল। শহরে সম্ভবতঃ এমন কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন না, যিনি আজিকার সভায় যোগদান করেন নাই। উকিল-বারের শ্রেষ্ঠ সদস্যগণ, কলেজের অধ্যাপকবর্গ, সংস্কৃত চতুষ্পাঠীগুলির আচার্য্যগণ, প্রত্যেকটী হাইস্কুলের শিক্ষকেরা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের অনেক বিশিষ্ট আমলা এবং স্থানীয় মেডিকেল স্কুলের অধ্যাপক প্রায় সকলকেই সভাস্থলে এই আড়াইটী ঘন্টা নিঃশব্দ-বিস্ময়ে বক্তৃতা শুনিতে দেখা গেল।

ময়মনসিংহ
১লা আশ্বিন, বুধবার, ১৩৪২
(১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫)

বেকার-সমস্যার কারণ ও সমাধান

হুগলী জেলান্তর্গত বেলমুড়ি-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যতই দিন যাইবে, বেকার-সমস্যা ততই বাড়িবে। কারণ কি? দেশের খাদ্য বিদেশে চলিয়া গেলে আমরা তাহা রুখিতে পারি না। দেশের যাবতীয় কর্ষণ-যোগ্য ভূমিকে আমরা কাজে আনি না। যেইটুকু জমিতে যতখানি শস্য উৎপাদন সম্ভব হয় শুধু একটু যত্ন, তদ্বির, সারপ্রয়োগ ও সুকৌশল চেষ্টায়, আমরা তাহার চেয়ে অনেক কম উৎপাদন করি। যাহাকে পচাইলে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অনায়াসে অতি উৎকৃষ্ট সার হইতে পারিত, তাহাকে আমরা জ্বালাইয়া ছাই করিয়া দেই, কাজে লাগাই না। আরও কারণ কি? বাধাবন্ধহীন বেপরোয়া জন্মসংখ্যা বাড়িতেছে আর চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতিহেতু মৃত্যুসংখ্যা কমিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আলস্য, উদাসীনতা, বিলাসিতা ও বাবুগিরি বাড়িতেছে, শুধু ধুতি-চাদরে যেখানে সুমার্জ্জিত-রুচি লোকদের সমাগম যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত বলিয়া মনে করা হইত, সেখানে আমাদের কাপড়-জামার ও শাড়ী-গয়নার বহর ও বাহার কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে। পরাধীন জাতির যতগুলি অবগুণ থাকিতে দেখা যায়, তাহার প্রত্যেকটাই আমাদের কেবল বাড়িয়া যাইতেছে। স্বাবলম্বী জীবনের দিকে আমাদের নজর নাই, আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াইতে চাহি না, আমরা চাহি চাকুরী, চাহি কেরাণীগিরি। ব্যবসায়, বাণিজ্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পোৎপাদন, কুলীগিরি, ভিস্তিগিরি, টাঙ্গাওয়ালা বা রিক্‌শা-চালকের কাজ সবটাতেই আমাদের নামিতে হইবে এবং সব কাজই আমাদের শিখিতে হইবে। অশিক্ষিত-পটুত্ব বা প্রত্যুৎপন্নমতিত্বই যাহার ভরসা, জীবন-যুদ্ধে সে জয়ী হইতে পারে না। কুলী, মজুর, মালি, ডোম, মেথর, মুদ্দফরাসের কাজও যত্ন করিয়া শিখিতে হয়। চানাচুর আর চিনাবাদাম-ভাজা ফেরী করিতেও এক প্রকারের শিক্ষানবিসি দরকার। আমরা তাহা করিব না, আমরা বেকার থাকিয়া ক্ষুধায়

মরিব, তবু ছোট কাজে হাত দিব না। আমরা দুঃখ পাইব না ত' দুঃখ পাইবার আর কাহার আছে অধিকার?"

আমাকে লোকে ভুলিয়া যাউক

খুলনা জেলান্তর্গত বাহাদুরপুর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"লোকে আমাকে ভুলিয়া যাক, তবু আমার অতি প্রিয় অনুষ্ঠান সমবেত উপাসনাটীতে যোগদান করিয়া শুদ্ধচিত্ত হউক এবং শুদ্ধচিত্ত হইয়া উহাতে যোগদান করুক। আমি গুরুর সম্মান, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের সম্মান, চিন্তানায়কের সম্মান চাহি না, আমি চাহি একটী মিলন-মঞ্চে সকলে একত্রীভূত হউক এবং সমস্বরে, সমকণ্ঠে, সমমনে, সমপ্রাণে শ্রীভগবানের মঙ্গলময়ী উপাসনাতে যুক্ত হউক। আমি নিজেকে বিলুপ্ত করিয়া দিতে চাহি বলিয়াই ত' সমবেত উপাসনাতে আমি তোমাদের প্রতি জনের সমসাধক। তোমরা আমার আচরণের ও উপদেশের মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করিও। তোমরা দুই চারিজন আমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছ বলিয়াই আমি বিশ্বের সকলকে আমার শিষ্য করিতে চাহি না। সকল গুরুর শিষ্যদিগকেই আমি আমার সমবেত উপাসনায় চাহি বলিয়াই সকলকে আমি নিজের শিষ্য করিতে চাহি না।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

চৌর্য্য ও ব্যভিচারের সূচনা

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত বুড়িচং-নিবাসী অপর এক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"প্রকৃত স্বত্বাধিকারীকে না বলিয়া তাহার টেবিল হইতে একটী আল্‌পিন তুলিলেও তাহাতে চৌর্য্যাপরাধ হইয়া থাকে, মন্দ উদ্দেশ্য নিয়া একটী রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও ব্যভিচার হইয়া থাকে। লাখ টাকা চুরি না করিলে চৌর্য্য হইল না বা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ না করা পর্য্যন্ত ব্যভিচার হইল না, এরূপ ভাবিতে বসা আর আত্মপ্রতারণা করা একই কথা। একটী পেন্‌সিল বা এক টুক্‌রা চোষ-কাগজ প্রভৃতি তুচ্ছ দ্রব্য চুরি করা হইতেই ত' চৌর্য্য-বিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ হয়। একটী পরনারী বা পরপুরুষের প্রতি পাপদৃষ্টিতে তাকান হইতেই ত' ব্যভিচার-বিদ্যার চর্চ্চা শুরু হয়। একটী অলঙ্ঘনীয়া নারীকে সম্ভোগযোগ্যা ভাবিতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে, একটি পরপুরুষকে লোভনীয় বলিয়া জ্ঞান করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যভিচার-বিদ্যার ছাত্রত্ব গ্রহণ আরম্ভ হইয়া যায়। সুতরাং জীবনে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক যদি থাকিতে চাহ, তাহা হইলে শুরুতেই সাবধান হইয়া যাও। গভীর জলে নামিয়া যাইবার পরে তীরে উঠিবার পথ উন্মুক্ত নাও থাকিতে পারে।"

বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও স্বাভাবিক কর্ম্মোদ্যম

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত দেওয়ানগঞ্জ-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"চিন্তাধারা আমার বৈপ্লবিক কিন্তু কর্ম্মধারা আমার স্বাভাবিক। ধীরে সুস্থে আমি আমার কাজ করিয়া যাইতেছি, হুড়-মাড়-পাছাড় বা ধরো-মারো-কাটো এই ভাব বা এতটা গতিশীলতা আমার কর্ম্মগুলিতে নাই। অথচ চিন্তায় ইহারা বিদ্যমান। একটী করিয়া শাল গাছের মুড়া আজ আট বৎসর পরেও আমাকে আস্তে আস্তেই তুলিতে হইতেছে, পুপুন্কীতে এই পাথুরে মাটিতে তাড়াহুড়া করিয়া শাবল গাইত চালাইবার শারীরিক বা আর্থিক সামর্থ্য আমার নাই। অস্থায়ী আশ্রম-বাটিকায় ভিত্তি-বর্জ্জিত বাসগৃহের দেওয়ালগুলিতে কাদা দিয়াই একখানা একখানা করিয়া ইট আস্তে আস্তে এক একটা ভ্রমণের ফাঁকে ফাঁকে নিজ হাতে অনুদ্বিগ্ন চিত্তে বসাইয়া যাইতেছি। কিন্তু যে জন্য এই কাজগুলি করিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য বিপ্লব, শিক্ষাজগতে বিপ্লব, কৃষ্টির জগতে অভিনব সৃষ্টির বিপ্লব, মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য-নির্ণয়ে ও লক্ষ্য-নির্দ্ধারণে বিপ্লব। বিপ্লব হিসাব করিয়া চলে না, কিন্তু আমার কাজ বড় ধীরে, বড় আস্তে, প্রতিটি পদক্ষেপে স্বাভাবিক মানুষের স্বভাব অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। আশ্রমটার জন্য যত শ্রম

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

করিতেছি, সবই যে জলাভাবে বৃথা হইয়া যাইতেছে, ইহা বুঝিতেছি। কিন্তু জলকে ধরিয়া রাখিতে হইলে আমাকে আরও দূরে পূর্ব্বদিকে সরিয়া গিয়া জলের জন্য তপস্যা করিতে হইবে, প্রস্তররাশির বক্ষ-বিদারণ করিয়া বিরাট জলাধার তৈরী করিতে হইবে, বরুণ-দেবতাকে বন্দী করিতে হইবে। কিন্তু কেন করিতে হইবে, সেই কথাটা শোন। শিক্ষায় স্বাবলম্বনকে প্রতিষ্ঠার জন্য ইহার প্রয়োজন। কর্ম্ম আমার স্বাভাবিক কিন্তু চিন্তাধারায় এইখানেই আসিতেছে বিপ্লব। দীর্ঘকালের পুরণো প্লুরিসি আমাকে আজও কষ্ট দিতেছে, বক্ষ ও পৃষ্ঠ ব্যাপিয়া প্রলেপ ও ব্যাণ্ডেজ দিয়া রাখিলে আজও কাজ করিয়া যাইতে কম কষ্ট অনুভব করি, এই শরীরটা যে-কোন দিন যে-কোনও শহরে বক্তৃতা-দান কালে যে-কোনও ভাষণ-মঞ্চে এমন ভাবে পড়িয়া যাইতে পারে যে আর কখনো উঠিবে না, আর কখনো কথা কহিবে না, তবু আমি চঞ্চল হই নাই, অধীর হই নাই, পরাজয়ের আশঙ্কায় অভিভূত হই নাই। পুপুন্কীতে চতুর্দ্দিকে আমি বিরুদ্ধতা পাইতেছি, বাধা পাইতেছি, নানা উৎপাতে নিরন্তর উৎপীড়িত হইতেছি কিন্তু যেহেতু লক্ষ্য আমার সুদূর কালের এক মহাবিপ্লব, সেই হেতু বর্ত্তমানের বাধাকে স্বাভাবিক সহিষ্ণুতা দ্বারাই উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছি। আমার শরীর যদি সহসা খসিয়া পড়ে, তাহা হইলে এই বিপ্লব অন্যত্র হয়ত আর কেহ করিবেন। কিন্তু শিক্ষায়ও যে স্বাবলম্বনকে প্রতিষ্ঠিত

করিতেই হইবে, এই সত্য তাহাতে মরিয়া যাইবে না। আর কেহ সত্যধর বীর্য্যবান্ মানুষ নিশ্চয়ই এই প্রয়োজনের দাবী পূরণ করিতে একদা আবির্ভূত হইবেনই। নিজ পায়ে দাঁড়াইবার শক্তি যে শিক্ষা দিতে পারিল না, যে শিক্ষা কেবল কেরাণী আর বড় বাবুরই সৃষ্টি করিল, যে শিক্ষা দেশবাসী অধিকাংশ মানুষ হইতে শিক্ষিত ব্যক্তিকে আলাদা করিয়া দূরে সরাইয়া দিল, যে শিক্ষা ভবিষ্যতের চিন্তাকে স্বাধীন ভাবে ভাবিতে উৎসাহ, উদ্দীপনা, রুচি বা অবসর দিল না, সেই কুশিক্ষার ক্রীতদাস হইয়া জাতি চিরকাল থাকিতে পারে না। নীরবে ইহা ভাবিয়াছি, নীরবে ইহার জন্য শ্রম করিয়া আসিতেছি, ভাবিবার সময়ে ভাবিয়া আসিতেছি বৈপ্লবিক দ্রুততায়, কাজ করিবার সময়ে করিয়া যাইতেছি স্বাভাবিক ধীরতায়। কাজ দ্রুত করিবার জন্য আমি আমার ব্রত জলাঞ্জলি দিতে পারি নাই। কতজনে বলিয়াছে চাঁদা তুলিবার রসিদ-বহি ছাপান, দেখিবেন, টাকা তোলা কঠিন নহে। টাকা তোলা কঠিন না হইতে পারে কিন্তু টাকা চাহিয়া মানুষের দুয়ারে ভিক্ষাটি লইব, ইহা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

পুত্রকন্যাদের ধ্যান শিখাও

যশোহর জেলান্তর্গত রায়গঞ্জ-নিবাসী অপর এক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যত দিন যাইতেছে, ততই লক্ষ্য করিতেছি যে, যুবক

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ও যুবতীদের মধ্যে নানা প্রকারের মনোবিকারের সৃষ্টি ঘটিতেছে। ইহার ফলে কাহারও কাহারও ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা-সমূহ সমূলে উৎখাত হইয়া যাইতে পারে। নানা রূপ বিরুদ্ধ চিন্তার সংঘাতে পড়িয়া তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনে অক্ষম হইয়া ইহারা এই ভাবে মনের ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিতেছে। তোমাদের মতন চিন্তাশীল পিতামাতার এই একটী জরুরী বিষয়ে অবিলম্বে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। মনকে নিয়মিত বিশ্রাম দিয়া দিয়া সবল করিয়া তুলিবার শিক্ষা পুত্রকন্যাদের অল্প বয়স হইতেই দেওয়া উচিত। আমরা শৈশব হইতেই ধ্যান-করার খেলা খেলিয়া আসিয়াছি। পিতামহের গৃহে সমাগত সাধু-সন্ন্যাসী-রামায়ৎ-বৈষ্ণব প্রভৃতিকে ইষ্ট-ধ্যানে রত থাকিতে দেখিতাম, পুণ্যশ্লোক পিতামহ প্রত্যহ তিন চারি ঘণ্টা ধ্যানাভ্যাসে রত থাকিতেন। পিতাকে ও পিতৃব্যকে দেখিয়াছি, শেষ রাত্রে মধ্য রাত্রে বিছানায় বসিয়া বসিয়া দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ধ্যানাভ্যাস করিতে। এই সকল দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয় উপদেশের অপেক্ষা রাখে নাই। আমরা কেহ কেহ ঐ সকল দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতাম। তাহারই ফলে আজ দুর্দ্দম্য প্রতাপে কাজ করিয়া বেড়াইতেছি, শরীরে ক্লান্তি নাই, অন্তরে অবিশ্বাস নাই। ক্লান্তিকে অর্দ্ধেক মৃত্যু এবং অবিশ্বাসকে অপমৃত্যু আখ্যা দিতে পার। তোমরা তোমাদের পুত্রকন্যাদের ধ্যান শিখাও, মনোবিকার রোগের ইহা এক চমৎকার প্রতিষেধ।"

আসন্ন-পরিণয়া কন্যার প্রতি

ফরিদপুর জেলান্তর্গত রুদ্রকর-নিবাসী এক পত্রলেখিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার পিতামাতা অনেক দিন ধরিয়া তোমার বিবাহের চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু সুপাত্র পান নাই বলিয়া তোমার বিবাহ হয় নাই, তোমার বয়স বাড়িয়া গিয়াছে। কচি কৈশোরে বিবাহিতা হইলে শ্বশুর-গৃহে গিয়া যৎসামান্য আদর-যত্নের ফলে অতি সহজে সেখানে যেমন অনুরাগ ও রুচি জন্মিয়া থাকে, বয়স্কা কন্যাদের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। যে-ই যত প্রকারে নিজ মনোভাব গোপন করিয়া কপট ব্যবহার করিতে চেষ্টা করুক, বয়স্কা বধূরা অনেক সময়ে তাহার রহস্য-যবনিকা ভেদ করিয়া প্রকৃত অবস্থাটা বুঝিতে পারে। দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক সময়ে তাহারা অত্যন্ত সদভিসন্ধি-প্রযুক্ত আচরণকেও বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে। ইহার ফলে তাহাদের স্বামিগৃহ-গমন পরিণাম-সুখকর ব্যাপার না হইয়া কলহ-সৃষ্টির কারণ ঘটাইয়া থাকে। কিন্তু তুমি শিক্ষিতা মেয়ে। তোমাকে নিশ্চয়ই উপদেশ দিব যে, তোমার এতদিনের প্রাপ্ত শিক্ষা যে প্রকৃতই সুশিক্ষা, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিবার এই সুযোগ তুমি ছাড়িও না। তুমি কদাচ হঠাৎ-ভাবাবেগে উদ্বেল হইও না, কদাচ ঈর্ষ্যা, নিন্দা, দোষদর্শন প্রভৃতি হীন-বৃত্তির অধীন হইও না। তুমি এই সঙ্কল্প করিয়া কাজ করিবে যে, তোমার বাক্য এবং

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ব্যবহারের দ্বারা তুমি ঐ নূতন সংসারের প্রত্যেকটী প্রাণীকে জয় করিবে। সৎপথেই একাজ সহজে সম্ভব, কুটিল বা কুচক্রের পথে ইহা কদাচ সম্ভব নহে। প্রথম কয়েক দিন ঐ পরিবার-মধ্যে যতগুলি লোককে দেখিবে, তাহারা সকলেই ঐ বাড়ীর স্থায়ী বাসিন্দা নহে, কেহ কেহ শুধু বিবাহোপলক্ষেই দিন কয়েক আমোদ-আহ্লাদে কাটাইয়া দিবার জন্য আসিয়াছে। যাহারা এরূপ সাময়িক আগন্তুক, তাহারা তোমার নামে যশ বা অপযশ সংগ্রহ করিয়া নিয়া নিজ নিজ দেশে গল্প গাহিবে। এই কথার চেয়েও বড় কথা এই যে, ঐ পরিবারের যাহারা স্থায়ী বাসিন্দা, তাহারা তোমার সুখ-দুঃখের ভাগী হইবে এবং ইচ্ছা করিলে তাহারা তোমাকে এক দিকে যেমন স্বর্গসুখ দান করিতে পারিবে, অন্য দিকে তেমন নরকাগ্নিতেও দগ্ধ করিতে পারিবে। সুতরাং তোমার ওখানকার জীবনটার প্রারম্ভ-কালে তোমাকে একটু অতিরিক্ত সতর্ক, অতিরিক্ত সাবধান, অতিরিক্ত দূরদর্শী থাকিতে হইবে। যদিও যুগটা ক্রমশঃ কেবল স্ত্রী-স্বাধীনতার দিকেই আগাইয়া চলিয়াছে এবং একদা শুধু রেলে, ট্রামে, বাসেই নহে, অফিসে, থানায়, দোকানে, বাজারে সর্ব্বত্রই নারীরা নিজেদের রাজত্বের প্রসার ঘটাইবে, তথাপি জানিও, নারীর যশ-অপযশ অনেক কাল পর্য্যন্ত আজিকালিকার মতই ঠুনকো থাকিবে। নিজের মর্য্যাদা নিজেরই কৌশলে বজায় রাখিয়া চলিবার বিদ্যা তোমার নিজের বুদ্ধিমত্তা দ্বারাই আবিষ্কৃত ও আয়ত্ত করিতে হইবে।"

নিষ্কর্ম্মা থাকিতে দিও না

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত উজানিসার-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার সতীর্থ ও সহযোগীরা সৎকর্ম্মে আর্থিক ত্যাগ স্বীকারে সমর্থ বা ইচ্ছুক নহেন, ইহাকে আমি একটা সমস্যাই মনে করি না। একদা আমি তোমাদেরই জেলায় পনের ষোলটী গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় খুলিয়াছিলাম। শিক্ষকেরা বিনা বেতনে বয়স্ক নিরক্ষরদের পড়াইতেন। কিন্তু বাতি জ্বালিবার কেরোসিন কিনিবার পয়সা তাঁহাদের ছিল না। পয়সাটা আমি দিতাম। কোথায় সেই অর্থ পাইতাম? এক এক গ্রামে এক একদিন গিয়া এক একটী এঁদো পুকুরের কচুরী পানা সাফ করিতাম। গ্রামের যুবকেরা আমাকে শ্রমে সহযোগ দিত। এগুলি ত' আমার প্রত্যক্ষ করা ব্যাপার। সৎকর্ম্মে যাহারা তোমাকে আর্থিক সহযোগ দিল না, তাহাদের উপরে বিরক্ত হইবার প্রয়োজন নাই। অন্য কোনও এমন সৎ-কর্ম্ম খুঁজিয়া বাহির কর, যাহাতে অর্থের প্রয়োজন হয় না বা হইলেও অতি অল্প অর্থই লাগে। সেই কাজগুলিতে ইহাদিগকে যুক্ত কর। পাঠ, কীর্ত্তন, উপাসনায় কত অর্থ লাগে? ইচ্ছা করিলে এই কাজগুলি বিনা অর্থেও হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে প্রত্যেকের যোগদান প্রয়োজন। লোকগুলির কাজ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

করিবার সামর্থ্য আছে। এমতাবস্থায় তাহাদিগকে কাজে না লাগান অপরাধ। আমার একান্ত অনুরোধ, লোকগুলিকে নিষ্কর্ম্মা থকিতে দিও না।"

হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে বিবাহ

চট্টগাম জেলান্তর্গত উত্তর ভূর্ষি-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মানুষ মাত্রেরই সহিত মানুষের বিবাহ হইতে পারে, অবশ্য একজনকে স্ত্রী এবং অপর জনকে পুরুষ হইতে হইবে। ইহাই আদি যুগ হইতে মানুষের বিবাহের ইতিহাস। পৃথিবীতে নানা যুগে, নানা দেশে, এমন কি আমাদের এই ভারতবর্ষেই কত কত জাতি যে কত কত ভিন্ন জাতির সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ কেহ অপরের জাতি উন্নত এবং উৎকৃষ্ট দেখিয়া নিজের জাতির গৌরব-বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে, কেহ কেহ বা অপরের জাতি নিকৃষ্ট জানিয়াও প্রেমের আকর্ষণে বা দিগ্বিজয়ের গর্ব্বে অন্য জাতির নারী বা পুরুষকে বিবাহের দ্বারা আপন করিয়া লইয়াছে। নানা জাতির বিভিন্ন দেশ-পর্য্যটনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে নৃতত্ত্ববিদ্যার সহায়তায় মানুষের মুণ্ডসমূহের গঠনের ঢং বিচার করিয়া এই এক অবিসংবাদিত তথ্যে সকলকেই পৌঁছিতে হইয়াছে যে, জগতের কোথাও আজ আর একেবারে অবিমিশ্র জাতির মানুষ সম্ভবতঃ কেহ নাই, সকলেই সুদূর অতীতে বা

অদূর-কাল-মধ্যেই এক জাতির সহিত অন্য জাতির বৈবাহিক মিশ্রণের ফলস্বরূপে জন্মিতে বাধ্য হইয়াছে। সুতরাং একটী মুসলমানের পুত্র বা কন্যার সহিত একটী হিন্দুর কন্যা বা পুত্রের বিবাহ হইতে পারে কিনা, এই প্রশ্নটী এক হিসাবে অবান্তর। বিবাহ নিশ্চয়ই হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, বিবাহ-অনুষ্ঠানটী একেবারেই ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে, ইহার মধ্যে সমাজ, সামাজিকবর্গ, সমাজের লোকের সম্মতি, অনুমোদন ও সহযোগ প্রভৃতি অনেকগুলি ব্যক্তিগণ্ডীর বহির্ভূত ব্যাপারের অস্তিত্ব রহিয়াছে। যেখানে বিবাহিত-দম্পতীর উভয়েরই মাতৃকুল ও পিতৃকুলের সামাজিকবর্গের ইহাতে সাদর সম্মতি বিদ্যমান, বিবাহ সেখানে সুখপ্রদ হইবার সম্ভাবনা অধিক। যেখানে ইহার হইবে ব্যতিক্রম, সেখানে সুখ, শান্তি, তৃপ্তির চেয়ে অশান্তি ও উদ্বেগ ঘটিবার সম্ভাবনা অনেক বেশী। একটী হিন্দুর মেয়ে মুসলমানকে বিবাহ করিলে মুসলমান-সমাজ সেই মেয়েটীকে নিজেদের মধ্যে আপন করিয়া নিতে কুণ্ঠিত হয় না। বরং আনন্দই অনুভব করে! কারণ, এ ক্ষেত্রে মেয়েটীর ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ একটী সুনিশ্চিত ব্যাপার। ইহার দ্বারা মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিবে, এই একটী জৈব তথ্যকে মুসলমান-সমাজ সমাদরের দৃষ্টিতে দেখেন। সংখ্যাবৃদ্ধির আগ্রহ ইঁহাদের চিরকালের একটী ঐতিহ্য এবং জগতে যেখানে ইঁহারা যাহা কিছু করিয়াছেন, গড়িয়াছেন, ভাঙ্গিয়াছেন বা মারিয়াছেন, সবই হইয়াছে সংখ্যাবৃদ্ধির

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শক্তিতে। কিন্তু কোনও হিন্দুর ছেলে মুসলমান-কন্যাকে বিবাহ করিলে হিন্দু-সমাজ এই কন্যাটীকে বধূর সম্মান দিয়া নিজালয়ে গ্রহণ করিতে হইবে অনাগ্রহী ও অনিচ্ছুক, তাহার রক্ষণশীলতা তাহাকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও কুণ্ঠিত করিয়া রাখে বলিয়া বরটীকে ইসলাম-ধর্ম্মেরই আশ্রয় লইতে হয় আর ইসলাম তাহাদিগকে পরম সমাদরে বরণ করিয়া লয়। যদি হিন্দুরা কেহ দুঃসাহস করিয়া মুসলমান-কন্যা এই বধূটীকে বরণডালা সাজাইয়া উলুধ্বনি দিতে দিতে ঘরে তুলিয়া লয়, তাহা হইলে একদিকে যেমন ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের টিকির আস্ফালনে নির্দ্দিষ্ট পরিবারটীর প্রত্যেকটী মানুষ হইতে থাকিবে নিগৃহীত, অন্য দিকে তেমন উত্তেজিত মুসলিম জনতার আক্রমণে হয়ত তাহাদিগকে হইতে হইবে জীবন্তে অগ্নিদগ্ধ। সমস্যাটা উভয়-সঙ্কটের। বর এবং বধূ নিতান্তই প্রেমের দায়ে আবদ্ধ হইয়াছে, দুই দিক হইতে এই দুই রকমের অশান্তি কি তাহাদের পক্ষে মধুর এবং পেলব বলিয়া মনে হইবে? কত হিন্দু ত' স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজ ত্যাগ করিয়া ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ও ভিন্নসমাজভুক্ত হইয়া গোত্র-পরিচয় ভুলিয়া যাইতেছে, তাহাতে হিন্দুর কোনও বেদনা নাই, দুশ্চিন্তাও নাই। কিন্তু যে মুসলমান-সমাজের জনসংখ্যা দিনের পর দিন কেবলই বাড়িয়া চলিতেছে, তাহারা একটী মুসলমানকেও হারাইতে চাহে না, জোর করিয়া প্রত্যেককে নিজ ধর্ম্মে ও নিজ সমাজের মধ্যে লগ্ন ও লিপ্ত করিয়া রাখিতে চাহে। যতদিন তাহাদের মধ্যে

এই ভাবের উগ্রতা থাকিবে এবং ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিকে নিজ ধর্ম্মাবলম্বী করার মতন স্বার্থ-সাধক ব্যাপার আর কিছু নাই বলিয়া বোধ থাকিবে, ততদিন খুব পছন্দ হইলেও হিন্দু-সন্তানের পক্ষে মুসলমান-কন্যার পাণি-গ্রহণের প্রথা প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা আমি দেখিতেছি না। বিবাহ করে মানুষ সুখী হইবার জন্য, আজীবন সাম্প্রদায়িক সংগ্রাম চালাইবার জন্য নহে। নানা ঘটনাবলির চাপে এবং অপ্রত্যাশিত অবস্থা-নিচয়ের সমাবেশে আস্তে আস্তে হিন্দুর এই অনুদারতার যে রূপান্তর ঘটিবে, এইরূপ আশা করা অনুচিত নহে কিন্তু সাধারণ রাজনীতি-জ্ঞানীরা ভারতে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ যাহা ঘটিবে বলিয়া মনে করিয়া থাকে, মুসলমান-সমাজের পক্ষে তাহাই যে তাহাদের অকাট্য ভবিষ্যৎ, একথা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। ১৯২০-২১ এর খিলাফৎ আন্দোলন সমগ্র ভারতের মুসলমানকে যে ভাবে বহির্ভারতীয় এক নূতন দৃষ্টির সন্ধান দিয়াছে এবং ঢাকার নবাব বাড়ীর প্রকোষ্ঠ হইতে মুসলমানদের ভাবী কালের আন্দোলন সমূহের যে অরুণ-রেখা নির্গত হইয়াছে, তাহার পরিণাম-ফল ভারতের মানচিত্রের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন যে ঘটাইয়া দিতে পারে, ইহা আমি বিশ্বাস করি। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, যৌক্তিক হউক আর অযৌক্তিক হউক, মুসলমানেরা তাহাদের ধর্ম্মের উপরে অগাধ আস্থা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

রাখে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, নিয়মিত যূথবদ্ধ নমাজের অনুষ্ঠান তাহাদিগকে ঐক্যবোধ, ঐক্যবল ও ঐক্যবদ্ধতা দান করিয়াছে।"

একটী মাত্র আকাঙ্ক্ষা

২৪-পরগণা জেলান্তর্গত উস্থি-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কেহই আমরা অনন্ত কাল বাঁচিব না। আর, জরাজীর্ণ অক্ষম দুর্ব্বল দেহ লইয়া দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকাও আরামের বিষয় নহে। মৃত্যু আমাদের একদিন না একদিন হইবেই। সুতরাং আজই যদি মৃত্যু হয়, এই মুহূর্ত্তেই যদি মৃত্যু হয়, তবে তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই থাকিতে হইবে। কিন্তু একটী আকাঙ্ক্ষা আমাদের থাকা উচিত। তাহা এই যে, যে কয়টা দিন বা যে কয়টা মুহূর্ত্ত বাঁচিয়া থাকি, যেন সৎ ভাবে জীবন-যাপন করিতে পারি। আমার ত' বাবা এই একটী মাত্র আকাঙ্ক্ষাই অন্তরে আছে।"

যুবকদের কাছে যাও

ঢাকা জেলান্তর্গত মেঘুলা-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যেখানে দেখিবে যে, বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় মাতব্বরদের দ্বারা কোনও সৎকার্য্যে উৎসাহ বা উদ্দীপনা পাইবার সম্ভাবনা নাই, সেখানে অবিলম্বে তোমরা যুবক ও তরুণদের কাছে

উপস্থিত হও। তোমার বক্তব্য-বিষয় তাহাদিগকে প্রেম-সহকারে, বিশ্বাস-সহকারে এবং বিশদ ভাবে বুঝাইতে আরম্ভ কর। তাহাদের ভিতরে যে সুপ্ত শক্তি রহিয়াছে, যাহার প্রতাপে তাহারা অনায়াসে অতীব দুষ্কর কার্য্যও অবহেলে করিয়া যাইতে পারে, তাহার নিকটে তোমাদের আবেদন নিয়া পৌঁছাও। তাহাদের প্রতি আস্থা স্থাপন কর এবং কার্য্যভার অর্পণ কর। মুরুব্বীদের কাজ হুকা টানা আর মাঝে মাঝে কাসি ফেলা বা থুথু ফেলা। কাজের প্রত্যাশা তাঁহাদের নিকটে কেন করিবে? যুবকদের কাছে যাও।—সব যুবকই সমান কর্ম্মদক্ষ নহে। সব যুবকই সমান উচ্চাদর্শ নহে। সব যুবকই সমান সচ্চরিত্র নহে। কিন্তু প্রায় সব যুবকের ভিতরেই নূতন কর্ম্ম, নূতন কর্ত্তব্য, নূতন দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা যায়।"

ধর্ম্মোপেত জীবিকার্জ্জন

পাবনা জেলান্তর্গত মোহনপুর-নিবাসী অপর একজনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবিকার্জ্জনের একটা রাস্তা থাকা চাই। ভিক্ষা করিয়া দুইটা একটা লোক মাত্র বাঁচিতে পারে, একটা জাতি বাঁচে না। কিন্তু জীবিকার্জ্জনের পথ সকলের পক্ষেই সুগম হয় না। অনেককেই দুঃসাহস করিয়া দুর্গম পথেই যাত্রা শুরু করিতে হয়। পথ যতই দুস্তর ও বিপৎসঙ্কুল

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হউক, ভিক্ষা করিয়া যখন খাইবে না, তখন ঐ পথেই অবিচলিত বিক্রমে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া যাইতে হইবে। নিত্য নূতন জীবিকার দিকে ধাবিত হওয়া সাধারণ ব্যক্তিদের পক্ষে অধিকাংশ স্থলেই মারাত্মক। যে কাজটীকে জীবিকা-রূপে গ্রহণ করিয়াছ, তাহাতে আগে শিক্ষা লাভ অত্যাবশ্যক। তারপরে প্রয়োজন নিষ্ঠার। সর্ব্বাবস্থায় প্রয়োজন এই প্রতিজ্ঞার যে, জীবিকার্জ্জনকে পাপের ভিত্তিতে কদাচ প্রতিষ্ঠা করা হইবে না। জীবিকার্জ্জনে যদি পাপ বর্জ্জন করিতে পার, তবে কাশী, কাঞ্চী, গয়া, গঙ্গা, হিমালয় ও মানস-সরোবরের তীর্থ-ভ্রমণের চেয়ে বড় পুণ্য কার্য্য তুমি করিয়াছ, জানিলে। সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে যে ভিক্ষাটন বা মাধুকরীকে গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়-রূপে ব্যবহার করেন, তাহার অন্যতম কারণ হয়ত অন্ন হইতে পাপকে দূরে রাখার আগ্রহ। আমি কিন্তু ভিক্ষাটন বা মাধুকরীকে পছন্দ করি না। যাহার অন্নের প্রয়োজন আছে, তাহাকে অন্ন অর্জ্জনের সদুপায়ও অবলম্বন করিতে হইবে কিন্তু সেই উপায়টী হওয়া চাহি ধর্ম্মোপেত।"

নিজের স্বার্থটুকু লইয়াই থাকিও না

মালদহ জেলান্তর্গত মহারাজপুর-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পত্র লিখিতে হইলেই কেবল স্বার্থের কথা লেখ। তোমার মতন বা তার চেয়ে বেশী দুঃখী ত' জগতে আরও

কত সহস্র সহস্র নরনারী রহিয়াছে। কৈ, তাহাদের জন্য ত' তোমার নয়নে করুণার একবিন্দু অশ্রুও বিগলিত হয় না। কেবল তোমাকে লইয়াই জগৎটা নহে। জগতের সকলকে লইয়া তুমি। নিজের সুখ-দুঃখের কথা ভাবিবার কালে তাহাদেরও প্রতিজনের সুখ-দুঃখের কথা চিন্তা করিও। নিজের সুখদুঃখ লইয়া ব্রিত থাকিবে পশুরা। সকলের সুখে সুখী, সকলের দুঃখে দুঃখী, সকলের হর্ষে আহ্লাদিত, সকলের বিষাদে বিষণ্ণ হইবে তাহারা, যাহাদের নাম হওয়া উচিত দেবতা বলিয়া। দৈনিক এত চিঠি পড়ি আর এত চিঠির উত্তর দেই, কিন্তু তন্মধ্যে পর-দুঃখে দুঃখী লোকের সঙ্গে কমই সাক্ষাৎকার হয়। তথাপি পত্রের উত্তর দেই শুধু এই ভাবিয়া যে, যদি কোনও অজ্ঞাত কারণে সহসা একদা তোমাদের প্রাণে পরদুঃখে সহানুভূতির বেহাগ রাগিণী বাজিয়া ওঠে, তবে আমি আমার সকল শ্রমকে জানিব সুধন্য ও সার্থক বলিয়া। কেবল নিজের স্বার্থটুকু লইয়াই থাকিও না, নিখিল বিশ্বকে আনিয়া তোমার ক্ষুদ্র হৃদয়টীর মধ্যে একটু ঠাঁই দাও। দেখিবে, ঐ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হৃদয় হঠাৎ আকাশের চেয়ে উদার, মহাসমুদ্রের চেয়ে গভীর, কোটী ব্রহ্মাণ্ডের চেয়ে বড় হইয়া গিয়াছে।"

তোমরাই আমার সম্পদ

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত সাচার-নিবাসী অপর এক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অপর কোনও সম্পদ লাভ করিতে আমি চাহি না, কারণ, তোমরাই আমার সম্পদ। আমি ব্যাঙ্কে টাকা জমাইতে চাহি না, কারণ, তোমরাই আমার ধর্ম্ম, আমার অর্থ, আমার ধনাগার, আমার সর্ব্বস্ব। আমি জীবনীগ্রন্থে অমর হইয়া থাকিতে চাহি না, কারণ, তোমাদের জীবনের মধ্যেই আমার জীবনী বিধৃত হইয়া থাকিবে। তোমরা যদি তোমাদের জীবনের কর্ম্মকুশলতা, ভাব-বৈশিষ্ট্য ও ঘটনাবলির মধ্য দিয়া আমার পরিচয় না দিতে পার, তাহা হইলে সাত হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী ছাপার হরফ আমার জীবনের কোনও প্রকৃত কথাই ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। কত জনের কত জীবনী লিখিত হইতেছে আর পাঠ করিয়া হতাশ হইতেছি। দেহটী বিলীন হইবার সাথে সাথে মানুষটীর ভাব, ভাবনা, কর্ম্ম, সাধনা, অবদান ও অসাধারণত্ব সবই প্রাচীন যুগের এক বিস্মৃত কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইল, পরবর্ত্তীদের মধ্যে মানুষটী আর বিদ্যমান রহিল্ না। ইহা যে কত বড় এক বিয়োগান্ত নাটক, তাহা কি বলিব। আমি কীর্ত্তি-সমুজ্জ্বল উচ্চ চূড়া হইতে চাহি না, আমি তোমাদের প্রতিজনের বংশানুক্রমে প্রতিটি রক্তবিন্দুতে স্পন্দিত থাকিতে চাহি, চাহি প্রতিটি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে ধ্বনিত হইতে। আমি আমার আলাদা এক মহিমা নিয়া তোমাদের কাছ হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে চাহি না, চাহি এমন ভাবে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে যেন তোমাদের বংশাবলীর প্রতিটি প্রাণীর প্রাণোচ্ছল শোণিত-তরঙ্গের প্রতিটি বিভঙ্গে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

রূপে হইলেও বাস করিতে পারি। আমি স্থূল এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু হইলে অত সুদূর ভবিষ্যতের মানুষগুলির শোণিতপ্রবাহে মিশিবই বা কেমন করিয়া, তরঙ্গে অনুতরঙ্গে নাচিব, গাহিব, হাসিব, খেলিব কি করিয়া?"

বিগ্রহ-স্থাপন ও পাখীর উৎপাত

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত নবীনগর-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কাকে বা অন্য কোনও পাখী আসিয়া আয়নাতে বাঁধান বিগ্রহ ঠোক্‌রাইয়া যায়, এইরূপ ঘটনা নানা স্থানেই হইতে শোনা যায়। এই উপলক্ষ্যে পাখীগুলি কোথাও কোথাও আসিয়া অন্যান্য পূজোপকরণও ওলট-পালট করিয়া দিয়া যায়। ইহাতে তোমাদের চিন্তিত হইবার কোনও কারণ নাই। এই পাখীরা ভূতও নহে বা প্রেতও নহে। কিম্বা ইহারা ভূত-প্রেতাবিষ্টও নহে। দর্পণ-স্বভাব রূপপ্রতিফলনশীল কাচের মধ্যে নিজের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া পাখীরা বা পাখীটা ভাবে যে, তাহারই কোনও সখা বা সাথী অথবা কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ঐ আয়নার ওপারে রহিয়াছে। সে হয়ত তাহার সহিত মিলিত হইতে নতুবা তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ব্যগ্র হইয়াই সম্মুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করে। পাখীরা জানে না যে, রূপ-প্রতিফলনক্ষম আয়না নামক একটা জিনিষ মনুষ্যেরা আবিষ্কার ও নির্ম্মাণ করিয়াছে, যাহাতে তাহাদের দৃষ্টিবিভ্রম

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ঘটিতেছে এবং যাহার আসল ব্যাপারটা তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না। এইরূপ ঘটনা আমাদের আশ্রমেও কতবার ঘটিয়াছে, যাহার দরুণ আমরা আয়না বর্জ্জন করিয়া বিগ্রহ বসাইয়াছি। এই সব ব্যাপারকে ভৌতিক কাণ্ড মনে না করিয়া সাধারণ ব্যাপার বলিয়া জ্ঞান করিও এবং নির্ভয় থাকিও। পাখীর আগমনের প্রকৃত কারণটী অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়া তাহার প্রতীকার করিও।"

বহু ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও সংস্কৃত ভাষা

যশোহর জেলান্তর্গত নলডাঙ্গা-নিবাসী অপর এক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভিন্ন ভাষী লোকদের ভিতরে কাজ করিতে হইলে, তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ভাষাটী উত্তম-রূপে শিক্ষা করা নিতান্তই আবশ্যক। উপার্জ্জনই করিতে যাও অথবা সেবাদান করিবার জন্যই যাও, যে-কোনও প্রয়োজনে ভিন্ন-ভাষা-ভাষীদের সহিত মিশিতে হইলে তাহাদের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব নিয়া তাহাদের ভাষা শিক্ষা করা একটী উত্তম অধ্যবসায়। অবশ্য, তোমার মাতৃভাষাটী তুমি ভুলিয়া যাইবে, এমন কথা ভাল নহে। বিভিন্ন ভাষা-ভাষীরা ব্যাপক ভাবে পরস্পরের ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলে তাহার চূড়ান্ত

ফল শুভময় ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। কিন্তু মাত্রাজ্ঞান হারাইয়া কোনও কাজ করিবার অর্থ নাই। যতটুকু বুঝিতে পারি, সংস্কৃতকে প্রত্যেক প্রদেশে ব্যাপক ভাবে শিক্ষাদান চলিলে প্রতিটি প্রাদেশিক ভাষা আস্তে আস্তে পরস্পরের সমীপস্থ হইবার মত অবস্থায় আসিয়া পড়িবে। এই কারণেই, যাহার মাতৃভাষা সংস্কৃতমূলক বা সংস্কৃত-ঘেঁষা নহে, ভারতবর্ষে তাহারও সংস্কৃত চর্চ্চা থাকা সঙ্গত। কথাটা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত মতামতের। আমার হাতে এমন কোনও হাতিয়ার বা শক্তি নাই, যাহার বলে আমার মতানুযায়ী আমি সকলকে চলিতে বাধ্য করিতে পারি। সংস্কৃতকে সেকেলে বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার ফ্যাশনটা বাস্তব-সঙ্গত নহে। প্রাচীন গ্রীক, প্রাচীন হিব্রু যেই হিসাবে মৃত ভাষা, সংস্কৃত ভাষা সেই হিসাবে মৃত নহে। এখনও সংস্কৃত অসংখ্য শব্দের পক্ষে প্রচলিত ভারতীয় বহু ভাষার ভিতরে প্রবেশ করিয়া সম্মানজনক স্থান-গ্রহণের সম্ভাবনা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত অধিকাংশ সরল সহজ শব্দ এখনও ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের প্রায় সকল ভাষার মধ্যে আস্তে আস্তে প্রবেশ করিবার সুযোগ-সন্ধানে রহিয়াছে। প্রত্যেকটী প্রাদেশিক ভাষার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে ঐ সকল শব্দ প্রচলিত ভাষার সহিত একাঙ্গ হইবে এবং সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয়ের সাহায্যে অসংখ্য নূতন শব্দের সৃষ্টিও হইবে। অতএব সংস্কৃতকে মূল পাঠ্য বিষয়

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

রাখিয়া প্রতিটি প্রাদেশিক ভাষার চর্চ্চা অত্যন্ত লাভজনক হইবে। ভাষার প্রয়োজন মনের ভাবকে প্রকাশের জন্য বা মনের ভাবকে ধরিয়া রাখার জন্য। ভাষা-সাম্যের প্রয়োজন ইতঃস্তত-বিচ্ছিন্ন ভারতীয় মহাজাতির প্রতিটি গোষ্ঠীর বিক্ষিপ্ত চিন্তাসমূহকে একটী ভাবসাম্যের কাঠামোর মধ্যে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিবারই জন্য। গোষ্ঠীগত কোনও বিশেষ সংরক্ষিত স্বার্থের জন্য নহে, বরং উক্ত উদ্দেশ্যের প্রেরণায় যখন তোমরা বিভিন্ন ভাষা শিখিবে, তখন ক্ষুদ্র ভারত এক মহাভারতে পরিণত হইবে।"

আমার দীক্ষা নিষ্কাম, আমার উপদেশ নিঃস্বার্থ

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত ভোলাচং-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অপর আর কি উপদেশ দিব? একটী দুইটী কথাই মাত্র কহিতে চাহি। যতজন আমার নিকটে যে-কোনও সময়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ, প্রত্যেকে মনে রাখিও যে, ব্যক্তিগত স্বার্থ-সাধনের জন্য এই দীক্ষা নহে, এই দীক্ষা সমগ্র জগতের মঙ্গলের দিকে তাকাইয়া। সুতরাং নিজ হিতসাধনের সঙ্গে সঙ্গে জগজ্জনহিতার্থেই তোমাদিগকে নিষ্ঠার সহিত নিজ নিজ ব্যক্তিগত সাধন করিয়া যাইতে হইবে এবং সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাটীতে যোগদান করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে।

ধনলোভে, জনলোভে, যশঃ-প্রতিপত্তি লোভে বা গুরুরূপে জগতে গরীয়ান্ এক সম্মান আহরণ করিবার প্রত্যাশায় তোমাদের একজনকেও দীক্ষা দান করি নাই। আর নিজে ডাকিয়া আনিয়াও তোমাদের কাহাকেও দীক্ষার আসনে বসাই নাই। তোমরা প্রতি জনে নিজের আগ্রহে, নিজের গরজে, নিজ নিজ প্রয়োজন-বোধের ব্যাকুল তাড়নায় আমার সম্মুখে আসিয়া নতজানু হইয়া বসিয়াছ। তোমাদের সেই বিনতির সুযোগ নিয়া আমি আমার কোনও স্বার্থসিদ্ধিই করিতে চাহি না। সুতরাং সাধন-ভজন করিয়া আত্মকুশলবান্ হও, বিশ্বকুশলাধার হও,—ইহা ছাড়া দ্বিতীয় উপদেশ তোমাদিগকে আর কি দিব? আমার দীক্ষাদানও নিষ্কাম, আমার উপদেশও নিঃস্বার্থ। প্রতিদানে তোমাদের কাহারও কাছে আমি একটী ক্ষুদের কণাও চাহি না।"

ইন্দ্রিয়-সংযম ও অহং-দমন

বরিশাল জেলান্তর্গত উলানিয়া-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ইন্দ্রিয়-সংযম ও অহংদমন এই দুইটী কাজ করিতে পারিলে তোমরা প্রত্যেকে অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে। এই দুইটী সদ্গুণ যখন ব্যাপক ভাবে একই অঞ্চলের অসংখ্য লোকের মধ্যে সঞ্চারিত ও ক্রমবিকশিত হইতে থাকে, তখন এক নবযুগান্তর সৃষ্টি হয়। একজনের ভিতরে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

এই সকল সদ্গুণ দেখিয়া অন্যে হয় শ্রদ্ধাবনত এবং তাহার করে অনুকরণ। সৎ মানুষকে দেখিয়া যখন অপর মানুষ সৎ হয়, জানিতে হইবে, তখন সামাজিক জীবনের প্রাণোচ্ছলতা স্বাভাবিক রহিয়াছে। একজন কেহ সৎ জীবন-যাপন করিতে চেষ্টা করিলে যখন অনেক মানুষের মুখে বিদ্রূপ ও উপহাসের হাসি ফুটিতে থাকে, বুঝিতে হইবে যে, সামাজিক জীবনের প্রাণোচ্ছলতা পঙ্কিল হইয়াছে। ইন্দ্রিয়-সংযম করিব না, অহংদমন করিয়া চলিব না, তথাপি নিজেকে সমাজ-মধ্যে সংযমী ও শমদমসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া জাহির করিব এবং অন্য একদল তোষামোদকারী গণ্ডমূর্খ আমার এই কপটতাকেই অতীব সুমহৎ গুণ বলিয়া কেবল কীর্ত্তন করিতে থাকিবে, ইহাই যখন হইবে প্রচলিত প্রথা, তখন জানিতে হইবে যে, সামাজিক জীবনের স্রোতধারার গতিবেগ কমিয়া গিয়াছে এবং ইহাতে নানারূপ কদর্য্য ব্যাধির বীজাণু সমূহ নিজেদের বংশবৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ পাইয়া সক্রিয় হইয়াছে। ইন্দ্রিয়-সংযম করিয়া, অহংকে দমন করিয়া বহু গুণবান্ পুরুষ ও নারী যখন একই কর্ম্মে একই উদ্দেশ্যে মিলিত হইতেছেন দেখিবে, তখনি জানিও, এই সমাজের অভ্যুদয়ের—আর দেরী নাই, অতীতের সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনায়াসে সম্পাদন করিয়া সকলের প্রাপ্য সকল ঋণ অবহেলে পরিশোধ করিয়া এই সমাজ অতি শীঘ্রই সমুন্নত মস্তকে জগতের বুকে দাঁড়াইয়া বলিতে সমর্থ হইবে—এই দেখ আমি আছি, আমি

বাঁচিয়া আছি, আমি বাঁচিয়া আছি বাঁচার মতন এবং আমি জগতের আর কোনো জাতির লোকের চেয়ে হেয় বা নিকৃষ্ট নহি।"

অহং-প্রমত্ততা-বর্জ্জিত সঙ্ঘবদ্ধতার সুফল

জনৈক যুবক পল্লী-অঞ্চলে শ্রীশ্রীবাবামণির নির্দ্দেশানুসারে কিছুকাল যাবৎ সমাজ-কল্যাণ কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সঙ্ঘবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াসকে জানবে, রিহার্স্যাল বা অনুশীলন ব'লে। বারংবার একই রকমের সঙ্ঘবদ্ধ কাজ কত্তে কত্তে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার কতকগুলি অজ্ঞাত কৌশল আপনা আপনি ধরা পড়ে যায়। আর একটা মস্ত লাভ এই হয় যে, ক্ষুদ্রতর চেষ্টা ক্রমশঃ বৃহত্তর হয় এবং সঙ্কীর্ণতর প্রয়াস ক্রমশঃ ব্যাপকতর হ'তে আরম্ভ করে। এর ফলে অতি সামান্য সামান্য কর্ম্মীদের ভিতরেও অবিকশিত নেতৃত্ব-শক্তি জেগে উঠ্‌তে থাকে। এই সময়ে কেউ যদি অহংপ্রমত্ত না হয়, তাহ'লে তার শক্তি অবাধ গতিতে বাড়ে এবং কালক্রমে তার কর্ম্ম ও তার প্রভাব কল্পনাতীত পরিধি নির্ম্মাণ করে। তোমরা সবাই সঙ্ঘবদ্ধ হও এবং কর্ত্তৃত্ববোধবিরহিত সাত্ত্বিক সেবকের ধর্ম্ম অবলম্বন কর। দেখো, দেখ্‌তে না দেখ্‌তে তোমার মত একটী সাধারণ কর্ম্মীর দ্বারা কি অসাধারণ কর্ম্মই না সম্পাদিত

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হচ্ছে। লক্ষ্য যখন সৎ, তখন পূর্ণ সফলতার সম্ভাবনাকে কদাচ অবিশ্বাস ক'রো না। ধর্ম্মে ধর্ম্মে দ্বেষ আর সঙ্ঘে সঙ্ঘে অনুচিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেই সময়ে দেশটাকে ঐক্যবদ্ধ হ'তে বারংবার দিচ্ছে বাধা, সেই সময়ে তোমাদের অন্তরে এই বিশ্বাসটীকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার যে, এই সকল অবাঞ্ছিত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মনুষ্যত্বের জয় অবশ্যম্ভাবী।

মনুষ্যত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পূর্ণ মানুষকে তোমার আদর্শ কর, হিন্দুকে নয়, মুসলমানকেও নয়, বৌদ্ধকে নয়, খ্রীষ্টানকেও নয়। হিন্দুর মধ্যে এমন কোনো মানুষকে খুঁজে বের কর, যার হিন্দুত্বটুকু বাদ দিলেও তিনি মানুষ হিসাবে সর্ব্বোত্তম। মুসলমানদের মধ্যেও তেমন মানুষটীকে খুঁজে বের কর, যাঁর মুস্লিমত্ব বাদ দিলেও তিনি মানুষের মধ্যে চিরশ্রেষ্ঠ। খ্রীষ্টানদের মধ্যে খুঁজে সেই মানুষটীকে বের কর, যাঁর খ্রীষ্টানত্ব বাদ দিলেও তিনি অনুপম, অতুলন। বৌদ্ধদের মধ্যে খুঁজে সেই মানুষরত্নটীকে বের কর, যাঁর বৌদ্ধত্বটুকু বাদ দিলেও তিনি মনুষ্যত্বের বিচারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অপরাজেয়। সেই মানুষটীর যা' মনুষ্যত্ব, তাই হবে তোমার আদর্শ। এই আদর্শের ধ্বজা কখনো সাম্প্রদায়িকতার কাছে মাথা নত করে না, প্রাদেশিকতার

কাছে আত্মবিসর্জ্জন দেয় না, জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-বংশ প্রভৃতির বিচারের সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়ায় না। সেই মনুষ্যত্বের জয় ঘোষণা করার জন্যই তোমাদের জীবন, তারই জন্য অবহেলে হাস্‌তে হাস্‌তে বরণ কর্ব্বে যে-কোনও মুহূর্ত্তে নির্ভীক মরণ।

বিবাহের উদ্দেশ্য

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটী ছেলে ও একটী মেয়েকে আমরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ ক'রে দিলুম। এর মানে এই হবে না যে, তাদেরকে আমরা অবাধ ইন্দ্রিয়-সুখে প্রমত্ত হবার জন্য খোলা ছাড়পত্র লিখে দিলুম। একজন আর এক জনের শ্রমের ভাগ, কষ্টের ভাগ, দুঃখের ভাগ সাগ্রহে বেঁটে নিয়ে পরস্পর পরস্পরকে জীবন-সংগ্রামে দুর্দ্ধর্ষ ক'রে তুলবে, এইটী একটী উদ্দেশ্য হ'লেও একে অন্যকে নিজ সাহচর্য্যের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক ঐক্য এবং উন্নততম আত্মিক অনুভূতির রাস্তায় টেনে নেবে, বিবাহের এইটীই প্রধান এবং প্রথম লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সংসাধনের জন্যই তারা অন্য সকল রকমে নিজেদের মধ্যে নৈকট্যের করবে অনুশীলন, জান্তব রুচি বা জান্তব প্ররোচনা তাদের কর্ম্মের নিয়ামিকা হবে না।

সতীশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

প্রাতে আট ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি পচাপুকুর-পাড়ে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শ্রীযুক্ত রোহিণী বাবুর বাসায় আসিয়াছেন। অনেক লোকই শ্রীশ্রীবাবামণির পাদপদ্ম দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করিলেন,—আচ্ছা স্বামীজী, বারো তেরো বৎসর আগে আপনি কি এই ময়মনসিংহে সেহরাতে মানে চন্দ্রকান্ত ঘোষ রোডে এসেছিলেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হাঁ, এসেছিলাম। দশ বারো বৎসর আগের কথা হ'তে পারে।

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—এসেছিলেন সতীশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ীতে?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—হাঁ। উনি আমার পিতৃদেব। মা ও বাবা দুজনেই তখন ওখানে থাক্‌তেন। আমি হঠাৎ হলাম গুরুতর অসুস্থ। হঠাৎ এসে ওখানে হাজির হলাম এবং দু' বৎসর কাল মাতা-পিতা-ভ্রাতা-ভগিনী সকলকে ক্লেশ দিয়ে গেলাম। প্রতিদানে এঁদের কাউকে আমি কিছু দিতে পারিনি।

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ এই সতীশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। চাঁদপুরের বিরাট লোহার কারখানাটী নষ্ট হ'য়ে যাবার পরে এলেন ঢাকাতে কবিরাজি কর্ত্তে। কোনও রোগী দেখার উপলক্ষ্যে এসে এই ময়মনসিংহে রয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর ঔষধ যতই অমোঘ হোক্, ঔষধ খাবে কে? একটুখানি হাতের স্পর্শে পক্ষাঘাতের রোগী হেটে বেড়াতে লাগ্‌ল। মুখের কথায় নিমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, অম্ল, অজীর্ণ

আদি হাজার রকমের ব্যারাম সেরে যেতে লাগল। হাজার হাজার লোক এই জেলাটায় তাঁর কাছে উপকারের ঋণে আবদ্ধ রয়েছে। আমরা এই জীবনে কখনো তাঁর কথা ভুলতে পার্‌ব না। ভুলতে পার্‌ব না সেই হাস্যরসিক মধুভাষী প্রেমিককে, ভুলতে পার্‌ব না তাঁর অপূর্ব্ব কণ্ঠোচ্চারিত অমৃতময় ভক্তিসঙ্গীতগুলিকে। শুনেছি, স্বদেশী যুগে তিনি নাকি অনেকগুলি স্বদেশী সঙ্গীতও রচনা করেছিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কথাটা সত্য। তবে সেই যুগের অনেক রচয়িতাই নিজের রচিত গান অন্যের নামে প্রচারিত হ'তে দেখ্‌লে মনে কষ্ট বোধ কর্ত্তেন না। তাই তিনি ঐ সব গানের কোন্ কোন্‌টা তাঁর নিজের রচনা, তার কথা কখনো কাউকে বলেন নি। গানের তত্ত্ব প্রচারই তাঁর লক্ষ্য ছিল, নিজের নামটীর প্রচার নয়।

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—শুনেছি, আপনার নাকি শুধু একটী কৃপাদৃষ্টি হ'লেই মাতাল মদ ছাড়ে, লম্পট পরনারী ছাড়ে, অসতী পর-পুরুষ ছাড়ে?

শ্রীশ্রীবাবামণি অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—থামুন, থামুন। আমার ঐ রকম কোনও দৈবশক্তি নেই। তবে কেউ কেউ মদ ছেড়েছে, পরনারী ছেড়েছে, পরপুরুষ ছেড়েছে নিজেদের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে। তারা অকপটে চেষ্টা করেছে, ভগবান্ তাদিগকে তাদের চেষ্টার সুফল দান করেছেন এবং চিরকাল কর্‌বেন। এর মধ্যে আমার কোনো কেরদানী নেই।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মৌনী ছিলাম

প্রশ্নকর্ত্তা আরও জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি যখন ময়মনসিংহে ছিলেন, তখন প্রায়ই দেখ্‌তুম দলে দলে মানুষ সতীশ বাবুর বাসার সম্মুখে বৃক্ষচ্ছায়ায় ব'সে প্রতীক্ষা কচ্ছে যে, কখন আপনি একটুখানি বেরিয়ে আস্‌বেন। এরা সবাই তরুণ, কিশোর ও যুবক। কোথা থেকে এত ছেলে আস্‌ত আর কেন আস্‌ত, বুঝতে পার্‌তাম না। কোনো কোনো দিন দেখ্‌তাম, আপনি একখানা শ্লেটে কি লিখে দিলেন আর ছেলের দল কাড়াকাড়ি ক'রে সেই কথাগুলি নিজ নিজ খাতায় টুকে নিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—মৌনী ছিলাম।

মৌনের শক্তি

দর্শনার্থীদের মধ্যে আর একজন বলিলেন,—এখন বুঝতে পাচ্ছি, টাউন-হলে আর দুর্গাবাড়ীতে বক্তৃতা শুন্‌তে এত লোকের ভিড় কেন জমে। ময়মনসিংহের ইতিহাসে ধর্ম্মসভায় এত জনতা আর বক্তৃতা-শ্রবণে এত একাগ্রতা অতীতে কখনো দেখা যায় নি। বুঝতে পাচ্ছি, এই শক্তি বাগ্মিতার নয়, এই শক্তি মৌনের।

ঈশ্বরের বিনাশ নেই

কতক্ষণ পরে শ্রীশ্রীবাবামণি আনন্দ মোহন কলেজের

রসায়নের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ গুহের গৃহে আসিলেন। রবিবাবু কতকগুলি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লাগিয়াছেন। ল্যাবরেটারী (রসায়নাগার) পরিদর্শন করাইয়া তাঁহার ঈস্ট্ ও ভাইটামিন সম্পর্কিত নবাবিষ্কারের কতকগুলি সূত্র নিয়া আলোচনা করিলেন। বলিলেন, উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে কাজে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জড়ের ভিতরেও যে চৈতন্য রয়েছে, সেটাকে আপনারা আবিষ্কার ক'রে তবে ছাড়্বেন, যা ধ্যানযোগীরা বিনা গবেষণাগারে শুধু মনঃসংযমের ফলে উপলব্ধি কত্তে পেরেছিলেন। বিজ্ঞান একদিন এমন সব আবিষ্কার কর্ব্বে, যা' আজ আমাদের কাছে একেবারেই অসম্ভব ব'লে মনে হয়। নিকট থেকে নিকটতর, দূর থেকে দূরতর কত বস্তুর ভিতরে কত নূতন নূতন শক্তির এবং কত নূতন নূতন নৈসর্গিক নিয়মের কথা বৈজ্ঞানিকেরা জান্‌বেন এবং জানাবেন। সেই সকল শক্তি ও নিয়মকে হাতের মুঠার মধ্যে নিয়ে তারা কত কি আশ্চর্য্যজনক অভিযান ও কাণ্ডকারখানা কর্ব্বেন, তার ইয়ত্তা দেখ্‌তে পাচ্ছি না। কিন্তু সমস্ত জ্ঞান আর বিজ্ঞানই থাক্‌বে বন্ধ্যানারীর মতন নিষ্ফল, যতক্ষণ না পরমেশ্বরকে বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ কত্তে পারে। অণুর ভিতরে পরমাণু, পরমাণুর ভিতরে সূক্ষ্মতর আরো কিছু তাঁরা দেখ্‌তে পাবেন, কিন্তু ঈশ্বর? তিনি কোথায়? চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, নক্ষত্রাদি নানা জ্যোতিষ্ক সবই একে একে তাঁদের

জ্ঞানগম্য হবে, কিন্তু ঈশ্বর? তাঁকে তাঁরা কোথায় প্রত্যক্ষ কর্ব্বেন? পরমেশ্বরই একমাত্র সত্য, যাঁর বিনাশ নেই কিন্তু চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, নক্ষত্রপুঞ্জ? কেউ এক কোটি বৎসর পরে, কেউ পাঁচ লক্ষ কোটি বৎসর পরে ভস্মস্তূপে পরিণত হবেই হবে। সেই ঈশ্বরকেই আমাদের চাই, যাঁর বিনাশ নেই।

অপরাহ্ণ চারি ঘটিকায় দুর্গাবাড়ীতে শ্রীশ্রীবাবামণির ময়মনসিংহের সপ্তম বক্তৃতাটি হইল। জনতা কল্পনাতীত অধিক হইয়াছিল। বক্তৃতা আড়াই ঘণ্টা কাল চলে।

ময়মনসিংহ

৩রা আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৪২

(২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫)

গতকল্য শ্রীশ্রীবাবামণি মৌন পালন করিয়াছেন। চিঠিপত্রও দুই একখানার বেশী লেখেন নাই। সমাগত দর্শনার্থীদিগকে লিখিয়াও কোনও উপদেশ দেন নাই। আজ ভোর রাত হইতেই দর্শনার্থীর ভিড় জমিয়াছে। কিন্তু সূর্য্যোদয়ের অনেকক্ষণ পরে শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার মৌনভঙ্গ করিলেন।

স্তোত্র ও সঙ্গীত

একজন প্রশ্ন করিলন,—এই যে স্তোত্র-পাঠ ক'রে আপনি মৌনভঙ্গ কর্লেন, এটা সঙ্গীত, না সাধনা?

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কারো কাছে সঙ্গীত শুধু বিলাস, কোনো রকমে গেয়ে গেয়ে জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে দেওয়া। সেই গানে কসরৎ অনেক থাক্‌তে পারে, কারুকার্য্যও, সে গান শুনতে মধুরও হ'তে পারে কিন্তু তাতে কাণ ভরলেও প্রাণ ভরে না। প্রাণ ভরার মানে, প্রাণে প্রেমরসের সঞ্চার হওয়া, যেই প্রেম জীবকে দেয় কাম থেকে মুক্তি, পাপ থেকে নিষ্কৃতি, পঙ্ক থেকে উদ্ধার, পঙ্কিলতা থেকে অব্যাহতি, দুষ্কৃতি থেকে নিস্তার, যেই প্রেম দেয় দিব্যানন্দে প্রতিষ্ঠা আর বিশ্বভুবনের সম্পর্কে আপনত্বের পূর্ণ অধিকার। কারো কারো কাছে সঙ্গীত হচ্ছে সাধনা, ঈশ্বর-সাধনা, পরমমঙ্গলের সাধনা, কোটি জন্মের ক্ষুধাতৃষ্ণার অবসান ঘটাবার সাধনা। স্তোত্রকে, কীর্ত্তনকে তুমি সেই অঙ্গের সঙ্গীত ব'লে মনে কত্তে পার।

একমাত্র কামনীয়

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সকলের মন ভক্তিতে, প্রেমে, পবিত্রতায় ও ভালবাসায় পূর্ণ হোক্, আমার এইটীই একমাত্র কামনীয়। প্রেমের সঙ্গে পবিত্রতা, ভালবাসার সঙ্গে ভক্তি মিলিত হোক্। নিষ্কলঙ্ক জ্ঞানের গৌরব নিশ্ছিদ্র চরিত্রবলের সাথী হোক্। আমি চাই মনুষ্যত্বের জাগরণ। আমার অন্য কিছুই প্রার্থনীয় নেই।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

প্রায় সর্ব্বাবস্থায় পরমেশ্বর-স্মরণ সম্ভব

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বুঝলাম তুমি খুবই কর্ম্মব্যস্ত। আজ প্রাতে থাক বেগুনবাড়ী, সন্ধ্যায় যাও ঈশ্বরগঞ্জ, রাত্রি দশটায় ফির ময়মনসিংহ। কাল আবার সকালে যাও সিংজানি, দুপুরে যাও বাহাদুরবাদ, রাত্রে ফির ময়মনসিংহ। এত ব্যস্ততার মধ্যে ঈশ্বর-সাধনের অবসর কোথায়? কিন্তু ট্রেণটী ত' ঠিক সময় মতই ধর। ষ্টেশানে আস্‌তে ত' কখনো দেরী কর না। কারণ, ট্রেণ তোমার জন্য ব'সে থাকে না। ঠিক্ তেমনি, ঈশ্বর-সাধনের সময়টী এলে, তুমি যেখানে যে অবস্থায়ই তখন থাক না কেন, ঈশ্বর-সাধনে লেগে থাকার চেষ্টা কর। সব সময়ে হয়ত কাজটুকু কত্তে পার্ব্বে না, কিন্তু চেষ্টা করতে দোষ কি? উকিল হয়ত মামলার সওয়াল জবাব কত্তে কত্তে ভগবানের নাম-স্মরণ কত্তে অক্ষম হতে পারে কিন্তু ডাক্তার কি অস্ত্রোপচার কত্তে কত্তে পরমেশ্বরের নাম-স্মরণ কত্তে পারে না? ট্রেণের ইঞ্জিন-ড্রাইভার কি গাড়ী চালাতে চালাতে পরমেশ্বরের নাম-স্মরণ কত্তে পারে না? রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা হয়ত নিজ ভূমিকার পাঠ আবৃত্তি কত্তে কত্তে পরমেশ্বরকে স্মরণ অসাধ্য জ্ঞান করতে পারে কিন্তু কামার, কুমার, ধোপা, ছুতার কি তার ব্যবসায়িক কর্ত্তব্য কত্তে কত্তে সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বরের নাম-স্মরণ কত্তে পারে না? নিশ্চয়ই পারে।

একটু অভ্যাস কল্লেই পারে। রাজমিস্ত্রী দালান গাঁথতে গাঁথতে, দিনমজুর মাটি কাটতে কাটতে, ঝি-চাকরাণী উঠান লেপতে লেপতে, মালী ফুল-বাগানের পরিচর্য্যা কত্তে কত্তে আর মালী-বউ ফুলের মালা গাঁথতে গাঁথতে নিশ্চয়ই পরমেশ্বরের নাম-স্মরণ করতে পারে। দুই একটী ব্যতিক্রম-স্থানীয় অবস্থা ব্যতীত অন্য সকল অবস্থায় পরমেশ্বরের নাম-স্মরণ করা সম্ভব। তবে, এর জন্য একটু অভ্যাসের প্রয়োজন আছে।

জনসেবার বেনামীতে কামচর্চ্চা

অপর এক প্রশ্নকর্ত্তা-যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এটা তোমার শক্ত রোগ। যে যুবতীটীর নানারূপ চলন-চালন, হাবভাব ও কথাবার্ত্তা শুনে দূর থেকেই তোমার মুণ্ড ঘুরে যাচ্ছে, তুমি তার কাছে গিয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে ব'সে সংযত আচরণ, সংযত কথাবার্ত্তা, ইন্দ্রিয়গত পবিত্রতা প্রভৃতি সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছ, এটা তোমার জনহিত নয়, এটা তোমার অভিনয়। তোমার ভিতরের প্রচ্ছন্ন কাম তোমাকে এতটা অন্ধ করেছে যে, যাকে নিয়ে চলেছে তোমার দুর্নিবার কামচিন্তা, তার কাছে ব'সে ব'সে তুমি যখন ইন্দ্রিয়-সংযমের মহিমা কীর্ত্তন কর, তখন তুমি ঘুণাক্ষরেও টের পাও না যে, আসলে তুমি তোমার অন্তরগত কামেরই অনুশীলন কচ্ছ। অন্য কোনও প্রসঙ্গ নিয়ে এই যুবতীটীর সঙ্গে একত্র বসার সুযোগ তুমি পাচ্ছ না ব'লেই

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

এই সব প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে তার সান্নিধ্য-জনিত অপূর্ণ একটু তৃপ্তি আহরণের এটা কূটকৌশল। মেয়েটী যদি রাজনীতির বাতিকগ্রস্তা হ'ত, তাহ'লে তুমি হয়ত তার সঙ্গে রাজনৈতিক দেশহিতৈষণার আলাপ-আলোচনা ক'রে ঘনিষ্ঠতাটুকু বাড়াবার চেষ্টা কত্তে। কাউকে কাউকে গীতা, চণ্ডী, ভাগবত বা অন্য কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ হাতে নিয়ে এভাবে অভীপ্সিতা নারীর সান্নিধ্য-সুখ অর্জ্জনের চেষ্টা কত্তে দেখা যায়। এটা প্রতারণা। বুদ্ধিমতী হ'লে মেয়েরা অনেকেই এই প্রতারণাটা ধরতে পারে কিন্তু কামান্ধ মূর্খ পুরুষটার চৈতন্য কিছুতেই উদয় হয় না। তোমাকে সেই রোগে ধরেছে। তুমি এখনি সাবধান হ'য়ে যাও। আজ থেকেই যাতায়াত বন্ধ ক'রে দাও। মেয়েটীর আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে সংযমাদি বিষয়ে যাতে উপদেশ দেন, তার জন্য বরং চেষ্টা কর। নিজে দ্রুত ঐ অভিনয়-মঞ্চ থেকে সরে এস। নতুবা তোমার সর্ব্বনাশ ঘ'টে যেতে পারে।

অসৎ-পথে ধনার্জ্জনকারী ও তাহার জীবিকা

একজন প্রশ্ন করিলেন,—সদ্‌ভাবে জীবন-যাপন কত্তে চাই কিন্তু উপায় নেই। অসৎ-পথেই জীবিকার্জ্জন কত্তে বাধ্য হতে হয়। আমার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সদ্‌ভাবে যে জীবন-যাপন

কত্তে চাও, তোমার এই অভিপ্রায়টুকুই সব চেয়ে বড় কথা। অসৎ পথে না চল্লে উপবাসে দিন কাটাতে হয়, এমন কথা বলার পরে কাউকে আমি উপদেশ দিতে পাচ্ছি না যে, না খেয়ে বরং ম'রে যাও, তবু অসৎ-পথে ধনার্জ্জন করবে না। তার প্রধান কারণ এই যে, তোমার নিতান্ত অসহায় কয়েক জন পোষ্য আছে, তুমি মরে গেলে যারা একেবারে অকূলে পড়্‌বে। তার আর একটী কারণ হ'ল এই যে, এমন নিষ্ঠুর ধর্ম্মোপদেশ তুমি পালন কত্তে পারবে না। তাই, যা পারবে, মাত্র সেইটুকুই তোমাকে বল্‌ছি। ধনের লোভে মত্ত হ'য়ো না, নিতান্তই জীবিকার প্রয়োজনে যতটুকু দরকার, ততটুকু অর্থেই তুষ্ট থাক এবং অবিরাম শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানাতে থাক, "হে ভগবান্, আমার প্রয়োজন কমিয়ে দাও, প্রয়োজন-বোধ কমিয়ে দাও, প্রলোভন কমিয়ে দাও এবং সৎপথে চলবার সাহস দাও, সৎপথে চলবার আনুকূল্য দাও।" কিছুকাল এভাবে প্রার্থনা কত্তে কত্তে দেখ্‌তে পাবে যে, সত্যই তোমার প্রয়োজন ক'মে আস্‌ছে, প্রয়োজন-বোধ কমে আস্‌ছে, প্রলোভন কমে আস্‌ছে, সৎপথে চলবার সাহস আসছে আর আস্‌ছে সৎপথে চলার আনুকূল্য। জীবিকার্জ্জন অসৎপথে হ'লে আস্তে আস্তে মদ্যপানে মন ধায়, গণিকাতে প্রাণ আসক্ত হয়, অপব্যয়ে রুচি আসে, নানা ব্যয়-বাহুল্যের বাহাদুরী দেখাতে প্রবৃত্তি জন্মে, অশ্লীল, কুৎসিত, সুরুচিবিরুদ্ধ আমোদ-প্রমোদে মত্ততা জন্মে। অসৎ-পথে ধনার্জ্জনের এইগুলি

হচ্ছে নিত্য-সহচর। এইগুলিকে প্রাণপণে বর্জ্জন ক'রে চল আর মনে প্রাণে শ্রীভগবানের নিকটে প্রার্থনা কর যেন তিনি পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন ঘটান, যেন তোমার স্ত্রীপুত্রকন্যাদি পালনের জন্য পাপের অর্থের পানে লালায়িত দৃষ্টিতে তাকাতে না হয়। কিছুকাল বিশ্বাস সহকারে এভাবে চল্‌তে চেষ্টা কল্লেই দেখতে পাবে, আস্তে আস্তে সৎপথে চলবার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেউ কেউ পরনারী-সম্ভোগ করে, তবে সে কাজটা সে করে মোহে মুগ্ধ হ'য়ে। তার পক্ষে ইচ্ছা করলে এক মুহূর্ত্তে এ মোহের জাল ছিন্ন ক'রে দেওয়া সম্ভব। কত জনে তা' করেছেও। কারণ, গণিকাসক্তি ছেড়ে দিলে শিশুপুত্রকন্যার না খেয়ে মরবার আশঙ্কা কিছু নেই। কেউ কেউ মদ্যপানে আসক্ত থাকে এবং সুরা তথা তার আনুষঙ্গিকে সব অর্থ জলের মত ব্যয় করে। সেও ইচ্ছা করলে এক মুহূর্ত্তে নেশার এই দাসত্বকে পরিত্যাগ কত্তে পারে। আমি নিজেই দেখেছি, কত লোককে এই চেষ্টায় সফল হ'তে। কেউ ধনলোভে অসৎ কার্য্য করে। যেমন ডাকাত, জালিয়াৎ, গণিকাদের দালাল, দুর্ভিক্ষের সময়ে খাদ্যশস্য মজুতকারী ব্যবসায়ী প্রভৃতি। ধনলোভ পরিত্যাগ কল্লেই এরা অসৎ পথ ছাড়তে পারে। ধনলোভ এমনই একটা লোভ, যা' হচ্ছে মদ্যপানাসক্তির চেয়ে বা পরনারী-লুব্ধতার চেয়েও অনেক গুণ অধিক শক্তিশালী এক দুরন্ত

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ব্যসন। আর টাকার প্রয়োজন নেই, তবু দশজনকে বঞ্চিত ক'রে নিজের সিন্ধুক টাকার থলি দিয়ে ভরতি করাই চাই। এই নেশা জগতের প্রায় সকল নেশার সেরা। যে ধনকে গায়ে, পিঠে, পেটে, বুকে, মুখে, চখে, ঠোঁটে, নাকে কোনও জায়গাতে স্পর্শ করালেই কোনো সুখোদয় নেই, তার জন্য এরূপ অন্ধ লালসা একটা মানসিক বিকারের রোগ, একথা বলা চলে এবং এ রোগের ঔষধও বোধ হয় নেই। প্রাণ গেলে যাক্, তবু ধন থাকাই চাই, এটাই এই রোগের লক্ষণ। এদের এই মানসিক দুর্ব্বলতার প্রতি জগতের কারো কোনো সমর্থন নেই বা থাক্‌তে পারে না। কিন্তু নিতান্তই পেটের দায়ে যে জন অসৎ-পথে চ'লে ধনার্জ্জন করে, তার প্রতি নিষ্ঠুর হওয়া বড় শক্ত কথা। তাকে কেবল আশীর্ব্বাদ কত্তে হয়, সে অসৎ-পথ ছাড়ুক এবং সৎপথে সংসার চালাতে সমর্থ হোক্। রাষ্ট্রের যাঁরা কর্ণধার, তাঁরা চেষ্টা করলে, এমন নিরুপায় অসৎজীবীরা নিশ্চয়ই সৎপথে চ'লে জীবিকার্জ্জন কত্তে পারে। আর রাষ্ট্রপরিচালকেরা নিজেরাই যদি হয় শয়তানের অনুচর, তা' হ'লে অবাঞ্ছিত বিপ্লব ছাড়া, এদের আর উদ্ধারের উপায় নেই।

দারিদ্র্য একটী পাপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দারিদ্র্য একটা পাপ।

দারিদ্র্যকে কেবল দুরদৃষ্ট ব'লে নিশ্চিন্ত থাক্‌লে চল্‌বে না। দারিদ্র্যকে পাপ ব'লে জেনে এই পাপের কলঙ্ক থেকে মুক্তিলাভ করার জন্য আপ্রাণ প্রয়াসী হ'তে হবে। দারিদ্র্য শুধু একজনের পাপের ফল নয়, দারিদ্র্য এক সামূহিক পাপ। আমার দারিদ্র্যতার সৃষ্টির জন্য কেবল আমার আলস্যই দায়ী নয়, আমার পারিপার্শ্বিকও তার জন্য দায়ী। একটা মানুষ একার পাপে দরিদ্র হয় না, দরিদ্র হয় বহুজনের পাপে, বহুজনের ষড়যন্ত্রে, বহু জনের অবিবেচনায়, বহু জনের বঞ্চনায়। এই জন্যই একার চেষ্টায় কারো দারিদ্র্য দূর হওয়া কঠিন কথা। সময়ের সদ্ব্যবহার, সুযোগের প্রকৃষ্ট প্রয়োগ, অনলস প্রযত্ন, উপার্জ্জনের বিদ্যা ও দক্ষতা আয়ত্ত করার চেষ্টা চতুর্দ্দিকের অর্থনৈতিক অবস্থা উপলব্ধি ক'রে বুদ্ধিপূর্ব্বক সময়ের একটু আগে আগে চলবার সন্তর্পণ প্রয়াস এবং নিষ্ঠাপূর্ব্বক অর্জ্জন-কর্ম্মে দৃঢ়তার সঙ্গে লেগে থাকা,—এতগুলি সদ্‌গুণ থাক্‌লে তবে দারিদ্র্য-রূপ পাপের সঙ্গে মানুষ যোগ্য ভাবে লড়াই দিতে পারে। এবং এই লড়াই আমাদের দিতেও হবে। দারিদ্র্য-পাপ বহু জনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অপরাধের ফল-স্বরূপে কিছু কিছু লোককে একেবারে গ্রাস ক'রে ফেলে ব'লেই এই পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঐক্যবদ্ধ ভাবে সামূহিক প্রয়াসে হওয়াই সুফলপ্রদ।

ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে একাকিত্ব-বাদ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—রাজনীতিতে আর অর্থনীতিতে একাকিত্ববাদ টেঁকে না। সবাইকে নিয়ে সবাই করবে কাজ, সকলের হিতে সকলে করবে আত্মনিয়োগ, সকলের চেষ্টায় সকলের হবে রাহুমুক্তি,—এইটাই হচ্ছে রাজনীতির আর অর্থনীতির সাফল্যের মূল। ধর্ম্মনীতিতে একাকিত্বের মহিমা তখন, যখন তোমার ধ্যান-নিবিষ্ট চিত্তটীর উদার প্রসারের মধ্যে তুমি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের শান্তিকে কর আস্বাদন। অন্যত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানেও সকলে সকলের কুশলের জন্যই মিলিত হবে, এইটাই হওয়া চাই আদর্শ। সকলের জন্য সকলে, এই লক্ষ্যে মিলিত হ'লে দুর্ব্বলেরা সবল হয়, নিষ্কর্ম্মারা সৎকর্ম্মান্বিত হয়, অলসেরা হয় কর্ম্মোদ্যোমী।

মানুষের মুক্তি

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষকে মুক্তি দিতে হবে তার অন্তঃসংজ্ঞ কুবাসনার হাত থেকে, যে সব লোভ ও লালসা তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নানা অবাঞ্ছনীয় চিন্তায় ও কর্ম্মে লিপ্ত হ'তে বাধ্য করে। এই মুক্তিটা তার একান্তই আবশ্যক এবং আবশ্যক একেবারে সর্ব্বপ্রথমে। কারণ, এই দাসত্ব থেকে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মুক্তি না পেলে তার জীবনের অন্যান্য শত প্রকারের অভ্যুদয়ও নিরর্থক ও নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়ে। এই জন্যই ধর্ম্মীয় চিন্তার আবেদন তার কাছে অত মধুর ও কালোপযোগী। কিন্তু অর্থনৈতিক দাসত্ব তাকে পদে পদে দেবে অগ্রগমনে বাধা। নিরন্ন-জঠর ধর্ম্মচিন্তার এক পরম শত্রু। তাই মানুষের অর্থনৈতিক দাসত্ব বিদূরণের চেষ্টাও সঙ্গে সঙ্গে ক'রে যেতে হবে। দেশে দেশে ধর্ম্মান্দোলনের সৃষ্টি হ'ল কিন্তু ধর্ম্মাশ্রয়কারীদের ভিক্ষা ক'রে বেড়ান ছাড়া জীবিকার আর কোনো রাস্তা উন্মুক্ত হ'ল না, এটা এক সর্ব্বনাশকর অবস্থা। পৃথিবীর কোনো কোনো ধর্ম্মদাতা তাঁদের ধর্ম্মের আশ্রয়-কারীকে উপার্জ্জনের উপায়টীও হাতে তুলে ধ'রে দিতে পেরেছেন কিন্তু সেই উপায় যদি হয় ক্রূরকর্ম্ম, সে উপায় যদি হয় নিষ্ঠুর ও নৃশংস, সে উপায় যদি হয় নররক্তলাঞ্ছিত, তাহ'লে ধর্ম্মদানের প্রধান উদ্দেশ্য সমাজ-জীবনে মিথ্যা হয়ে যায়। জীবিকার্জ্জনের পন্থা হবে অনিষ্ঠুর, অনুৎপীড়ক, নিরুপদ্রব, আর ধর্ম্ম-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হবে নিজ অন্ন নিজে অর্জ্জন ক'রে নিতে সমর্থ, এইটাই হচ্ছে ভাবী কালের আদর্শ-জীবন। কেবল আত্মিক মুক্তিই মানুষের জন্য যথেষ্ট নয়, কেবল অর্থনৈতিক মুক্তিই মানুষের একমাত্র কাম্য নয়, মানুষকে মুক্ত হ'তে হবে সমাজনীতির পথে, অর্থনীতির পথে, রাজনীতির পথে এবং ধর্ম্মনীতির পথে। সব পথ যে এক সঙ্গে চল্‌তে পারে, সব পথও যে পাশাপাশি, একটা

আর একটাকে লঙ্ঘন ক'রে যে চলে না, এমন সামঞ্জস্য জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই প্রকৃত পূর্ণ জীবন লাভ করা।

অধ্যয়নে মন বসাইবার উপায়

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পড়তে মন বসে না, এই ত'? এটা একটা সমস্যাই নয়। সামান্য চেষ্টা কর্লেই তুমি তোমার মনকে পাঠে অভিনিবিষ্ট কত্তে পার। পাঠে ব'সে ক্ষণকালের জন্য মনটাকে ঈশ্বরমুখী ক'রে নিয়ে মনে মনে সঙ্কল্প কর,—মানুষের জীবৎকাল স্বল্পসময়ব্যাপী, এই সময়টুকুর মধ্যে আমাকে অনেক মহৎ কাজ ক'রে যেতে হবে। আমার পাঠ্যজীবন আরও স্বল্পতর কালের। এই সামান্য সময়টুকুর মধ্যে আমাকে গভীর জ্ঞান আহরণ কত্তে হবে। কারণ, জ্ঞানই শক্তি। আমার সময় কম, অথচ শিখতে হবে অনেক কিছু। অতএব হে ভগবান্, আমাকে দয়া ক'রে একটু একাগ্রতা দাও।—কিছুক্ষণ ধরে ভগবানের কাছে একাগ্রতা প্রার্থনা ক'রে নিয়ে অধ্যয়নে বসে যাবে। যতক্ষণ একাগ্রতা থাক্‌বে, ততক্ষণ অনন্যচিত্ত হ'য়ে যতটুকু পার পড়ে যাবে। প্রত্যহ দুই বেলা এভাবে কত্তে কত্তে মাসেক কাল পরে দেখ্‌তে পাবে যে, তোমার ভিতরে মন দিয়ে পড়ার একটা আশ্চর্য্য শক্তির জন্মলাভ ঘটেছে। শুধু আমার মুখের উপদেশ শুনে ঘরে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

চলে গেলেই হবে না। ঘরে গিয়ে আমার কথামত একটা মাস কাজ ক'রে দেখ, আশ্চর্য্য ও প্রত্যক্ষ এক ফল তুমি পাবেই পাবে।

অধ্যয়নে বসিবার পূর্ব্বে ও পরে কি কি করণীয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অধ্যয়নে বসার আগে মলমূত্র ত্যাগ ক'রে নেবে। মাথায়, বিশেষ ক'রে ঘাড়ের পিছনে শীতল জল স্পর্শ করিয়ে মুছে নেবে। ভিজা গামছা দিয়ে সমস্ত শরীরটা বেশ ক'রে মুছে নিয়ে তারপরে বস্ত্র-পরিবর্ত্তন কর্ব্বে। পড়ার সময়ে পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান কর্লে পড়াতে মন ভাল ক'রে বসান যায়। যেমন, শোবার সময়ে পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান ক'রে শু'লে ঘুম ভাল হয়। যতটুকু পড়া এক চোটে আয়ত্ত ক'রে নেওয়া যায়, ততটুকু পড়া না সেরে আর পড়া ছেড়ে দেবে না। পড়্‌তে বসে অন্যের সঙ্গে কথা বলবে না। জান্‌বে, পড়ায় ডুব্‌লে কি তপস্যায় নাম্‌লে, মানে ধ্যানে যেন ডুবে গেলে। অধ্যয়নকে প্রাচীন কালে তপস্যা বলা হ'ত। সত্যই অধ্যয়ন এক আশ্চর্য্য রকমের তপস্যা। পড়া আয়ত্ত হবার পরে মনে মনে বিচার করে দেখ্‌বে যে, ঠিক ঠিক সব মনে আছে কিনা। যে পড়াটা সকালে বা বিকালে একবার আয়ত্ত করেছ, সেই পড়াটুকুর

উপরে অন্য সময়ে মাঝে মাঝে চখ্ বুলিয়ে যাওয়াও খুব ভাল নিয়ম। উচ্চারণ ক'রে পড়া এই হিসাবে ভাল যে, চখেও দেখ্‌লে পড়াটা আবার কাণেও শুনে নিলে তোমার নিজের উচ্চারণটা। আজ যা' তুমি পড়্‌ছ নিজের জ্ঞান বাড়াবার জন্য, কাল তা' তুমি অন্যকে দান কর্ব্বে অন্যের জ্ঞান বাড়াবার জন্য। এই জন্যই তোমার নিজের মুখের উচ্চারণটা কেমন হচ্ছে, তা' তোমার শোনা প্রয়োজন। প্রাচীন কালে ত' বটেই, দুই এক শ' বৎসর আগে পর্য্যন্ত আমাদের দেশের পড়ুয়ারা নিজেরা যা' শিখ্‌ত, পণ্ডিত মশায়ের সামনে ব'সে তাই আবার অন্য অনগ্রসর ছাত্রদের পড়াত এবং অন্যকে পড়াতে গিয়ে নিজেদের জ্ঞান ও অনুশীলনকে পাকা ক'রে নিত। উত্তম মুখ-সংস্কার, বিশুদ্ধ উচ্চারণ, সুস্পষ্ট নির্ভুল পাঠ বিদ্যার্থীর পক্ষে একটা মস্ত বড় সদ্‌গুণ বা প্রশংসার বিষয়।

সময়ানুবর্ত্তিতা

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধ্যান-উপাসনাতে যেমন সময়ানুবর্ত্তিতা রক্ষা করা প্রয়োজন, মলমূত্র ত্যাগের বেলাও তাহা তেমনি একান্ত আবশ্যক। শয্যাত্যাগ, নিদ্রানিমগন প্রভৃতি ব্যাপারেও সময়ানুবর্ত্তিতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দেখ, আমি যে ঘড়ির

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কাঁটায় কাঁটায় সভাস্থলে যাই, একথাটা সর্ব্বত্র এক প্রসিদ্ধ প্রবাদে পরিণত হয়েছে। তুচ্ছ এই একটী ব্যাপারে সময়ানুবর্ত্তিতা রক্ষা কত্তে সমর্থ হওয়ার দরুণ আমার অন্যান্য সকল কাজ আমি ঠিক সময় মতন ক'রে যেতে পাচ্ছি। আমার বক্তৃতার দৈর্ঘ্য দেখে যেমন তোমরা অবাক্ হচ্ছ, আমার চিঠিপত্রের সংখ্যা দেখ্‌লে তোমরা তার চেয়ে অনেক বেশী অবাক্ হবে। অনেকেই প্রশ্ন করেন, এত চিঠি লিখি কখন? প্রতিটি মিনিট সময়ের সদ্ব্যবহার কত্তে হ'লে সময়ানুবর্ত্তিতা ছাড়া উপায় নেই। সময়-মতন জাগ্‌বে, সময়-মতন ঘুমাবে, সময়-মতন উপাসনা কর্ব্বে, সময়-মতন কর্‌বে ব্যায়াম ও খেলাধূলা, সময়-মতন পড়্‌বে, সময়-মতন বিশ্রাম কর্ব্বে। অল্প কিছুদিন এভাবে চল্‌বার চেষ্টা কর্ল্লেই কদিন পরে দেখতে পাবে যে, সবই স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

গৃহী ও সন্ন্যাসীর প্রার্থনার পার্থক্য

অপর এক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রার্থনা কত্তে হয় ত' এই প্রার্থনাই কর্ব্বে যে, তোমার পিতৃ-পুরুষগণের মধ্যে যে সকল সদ্‌গুণ সংগুপ্ত ভাবেও ছিল, তা' তোমার জীবনে সম্যক্ প্রস্ফুটিত হোক্ আর তোমার ভিতরে যে সদ্‌গুণাবলি প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে, তা' তোমার বংশাবলীতে ব্যাপকতায়, গভীরতায়, বিচিত্রতায় ও সার্থকতায় বিশ্বতোমুখী হোক্। এই

একটী প্রার্থনাকে প্রধান অবলম্বন ক'রে গৃহীদের চলা উচিত। এই একটা প্রার্থনা তাকে চিত্ত-শোধন, আত্মশোধন, সাংসারিক পরিবেশের শোধন প্রভৃতি উত্তম অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত করবে। গৃহ-সংসার-ত্যাগী যতি, ব্রতী, সাধু, সন্ন্যাসীর প্রার্থনীয় হবে এই,—আমার চখের দৃষ্টি যার উপরে পড়বে, সে হোক্ শুদ্ধচেতা, স্বচ্ছমনাঃ, পবিত্র ও সুন্দর, আমার মনের একটী তরঙ্গও যাকে স্পর্শ ক'রে যাবে, আমার চিন্তার একটী হিল্লোলও যার গা ছুয়ে বইবে, সঙ্গে সঙ্গে সে অন্তরে বাহিরে নূতন দিব্য জন্মলাভের অমৃতময় আনন্দ আস্বাদন করুক। যতি, ব্রতী, সাধু ও সন্ন্যাসীদের এইরূপ প্রার্থনা বা সঙ্কল্প, তাঁদের নিজ নিজ জীবনকেও পরম লাভে লাভবান্ এবং পরম জ্ঞানে জ্যোতির্ম্ময় ক'রে তোলার সাহায্য কর্ব্বে। জগতে প্রায় সব কাজেরই ফল দ্বিমুখগামী,—এক পরোপকারের দিকে, অপরটী স্বকীয় মঙ্গলের দিকে।

প্রৌঢ়-বৃদ্ধের ব্রহ্মচর্য্য এবং তরুণের ব্রহ্মচর্য্য

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের ব্রহ্মচর্য্য ত' তাঁদের জীবনের সৎ অভিজ্ঞতাগুলির ফল জনসাধারণের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ ক'রে দেবার সামর্থ্য সঞ্চয়ের জন্য। কিন্তু তরুণের ব্রহ্মচর্য্য হচ্ছে গার্হস্থ্য জীবনকে যোগ্য ভাবে সদ্ব্যবহারে আনবার

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

জন্য, ভাবী গার্হস্থ্য-জীবনকে শ্রেষ্ঠ ফলে, শ্রেষ্ঠ ফুলে, শ্রেষ্ঠ সম্পদে মণ্ডিত কর্ব্বার জন্য। বানপ্রস্থী বা সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচর্য্য নিজেকে, নিজের সর্ব্বস্বকে, নিজের আচরিত ধর্ম্মকে সকলের মধ্যে প্রচারিত, প্রতিষ্ঠিত, প্রসারিত ও পরমোৎকর্ষান্বিত করার জন্য। তরুণদের ব্রহ্মচর্য্য আত্মগঠনের জন্য, গৃহস্থ জীবনে সুখী হবার জন্য, পরিবারস্থ প্রতিটি মানুষকে তার প্রাপ্য সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও সন্তুষ্টি সম্যক্‌রূপে দিতে সমর্থ হবার জন্য। যে দেশে তরুণেরা ক্ষয়পরায়ণ, সে দেশের তরুণীরা অসন্তুষ্ট ও বিপথগামিনী হ'তেই ত' পারে। কৃত্রিম উপায়ে সুখান্বেষণ কত্তে গিয়ে তরুণেরা যেখানে বিভ্রান্ত, তরুণীরা সেখানে কিসের আশায় সমাজ-বন্ধনকে মেনে চলবার জন্য আগ্রহী হবে? যে দেশে গৃহত্যাগী যতি, ব্রতী, সন্ন্যাসীরা breeding bull এর ন্যায় পরের ঘরে সন্তানোৎপাদন ক'রে ঘুরে বেড়ায়, সে দেশে নারীর সতীত্বের আবার মর্য্যাদা কি? তোমরা তরুণদিগের ব্রহ্মচর্য্য রক্ষণে উৎসাহ দাও। যেখানে দেখবে, ত্যাগ-ধর্ম্মের নিশান উড়িয়ে সাধু-সন্তেরা গৃহস্থের গৃহ অপবিত্র কচ্ছে, সাধ্বী নারীর শয্যা কলঙ্কিত কচ্ছে, সেখানে তোমরা শস্ত্রপাণি এবং ক্ষমাহীন হও।

হিন্দুর মুসলমানে এবং মুসলমানের হিন্দুতে ধর্ম্মান্তর

অপর একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

একটী প্রার্থনাকে প্রধান অবলম্বন ক'রে গৃহীদের চলা উচিত। এই একটা প্রার্থনা তাকে চিত্ত-শোধন, আত্মশোধন, সাংসারিক পরিবেশের শোধন প্রভৃতি উত্তম অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত করবে। গৃহ-সংসার-ত্যাগী যতি, ব্রতী, সাধু, সন্ন্যাসীর প্রার্থনীয় হবে এই,—আমার চখের দৃষ্টি যার উপরে পড়বে, সে হোক্ শুদ্ধচেতা, স্বচ্ছমনাঃ, পবিত্র ও সুন্দর, আমার মনের একটী তরঙ্গও যাকে স্পর্শ ক'রে যাবে, আমার চিন্তার একটী হিল্লোলও যার গা ছুয়ে বইবে, সঙ্গে সঙ্গে সে অন্তরে বাহিরে নূতন দিব্য জন্মলাভের অমৃতময় আনন্দ আস্বাদন করুক। যতি, ব্রতী, সাধু ও সন্ন্যাসীদের এইরূপ প্রার্থনা বা সঙ্কল্প, তাঁদের নিজ নিজ জীবনকেও পরম লাভে লাভবান্ এবং পরম জ্ঞানে জ্যোতির্ম্ময় ক'রে তোলার সাহায্য কর্ব্বে। জগতে প্রায় সব কাজেরই ফল দ্বিমুখগামী,—এক পরোপকারের দিকে, অপরটী স্বকীয় মঙ্গলের দিকে।

প্রৌঢ়-বৃদ্ধের ব্রহ্মচর্য্য এবং তরুণের ব্রহ্মচর্য্য

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের ব্রহ্মচর্য্য ত' তাঁদের জীবনের সৎ অভিজ্ঞতাগুলির ফল জনসাধারণের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ ক'রে দেবার সামর্থ্য সঞ্চয়ের জন্য। কিন্তু তরুণের ব্রহ্মচর্য্য হচ্ছে গার্হস্থ্য জীবনকে যোগ্য ভাবে সদ্ব্যবহারে আনবার

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

জন্য, ভাবী গার্হস্থ্য-জীবনকে শ্রেষ্ঠ ফলে, শ্রেষ্ঠ ফুলে, শ্রেষ্ঠ সম্পদে মণ্ডিত কর্ব্বার জন্য। বানপ্রস্থী বা সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচর্য্য নিজেকে, নিজের সর্ব্বস্বকে, নিজের আচরিত ধর্ম্মকে সকলের মধ্যে প্রচারিত, প্রতিষ্ঠিত, প্রসারিত ও পরমোৎকর্ষান্বিত করার জন্য। তরুণদের ব্রহ্মচর্য্য আত্মগঠনের জন্য, গৃহস্থ জীবনে সুখী হবার জন্য, পরিবারস্থ প্রতিটি মানুষকে তার প্রাপ্য সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও সন্তুষ্টি সম্যক্‌রূপে দিতে সমর্থ হবার জন্য। যে দেশে তরুণেরা ক্ষয়পরায়ণ, সে দেশের তরুণীরা অসন্তুষ্ট ও বিপথগামিনী হ'তেই ত' পারে। কৃত্রিম উপায়ে সুখান্বেষণ কত্তে গিয়ে তরুণেরা যেখানে বিভ্রান্ত, তরুণীরা সেখানে কিসের আশায় সমাজ-বন্ধনকে মেনে চলবার জন্য আগ্রহী হবে? যে দেশে গৃহত্যাগী যতি, ব্রতী, সন্ন্যাসীরা breeding bull এর ন্যায় পরের ঘরে সন্তানোৎপাদন ক'রে ঘুরে বেড়ায়, সে দেশে নারীর সতীত্বের আবার মর্য্যাদা কি? তোমরা তরুণদিগের ব্রহ্মচর্য্য রক্ষণে উৎসাহ দাও। যেখানে দেখবে, ত্যাগ-ধর্ম্মের নিশান উড়িয়ে সাধু-সন্তেরা গৃহস্থের গৃহ অপবিত্র কচ্ছে, সাধ্বী নারীর শয্যা কলঙ্কিত কচ্ছে, সেখানে তোমরা শস্ত্রপাণি এবং ক্ষমাহীন হও।

হিন্দুর মুসলমানে এবং মুসলমানের হিন্দুতে ধর্ম্মান্তর

অপর একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

হিন্দুকে মুসলমান করা কঠিন কথা নয়। শরীয়তের বিধানানুযায়ী কলেমা আদি পাঠ করিয়ে নিলেই লোকটী চিরকালের জন্য মুসলমান সমাজের অঙ্গীভূত হ'য়ে গেল। তার প্রাক্তন জাতি-বর্ণ-গোত্র-পরিচয় একেবারে মুছে গেল। স্ত্রীলোক হ'লে সে যে-কোনো মুসলমান পুরুষকে স্বামী রূপে গ্রহণ কত্তে পারে, পুরুষ হ'লে যে-কোনো মুসলমান-কন্যাকে পত্নী-রূপে গ্রহণ কত্তে পারে। ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বী সমাজের লোকদের কারো কাছ থেকে তার কোনো বিষয়ে অসুবিধা সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। মুসলমানের মধ্যে জাতিভেদ নেই, বর্ণভেদও বল্‌তে গেলে নেই। সৈয়দ প্রভৃতি কতক মুসলমান সাধারণ মুসলমানের চেয়ে একটু বেশী কুলীন হ'লেও, সাধারণ মুসলমান আস্তে আস্তে দুই তিন পুরুষ পরে সৈয়দ-রূপে পরিচিত হ'য়ে গেছে, এর দৃষ্টান্ত আছে। সবাই সবার হাতে খেতে পারে, সকলের ভক্ষ্য বস্তুর তালিকা এক। দেখ্‌তে না দেখ্‌তে নবদীক্ষিত ব্যক্তি মুসলমান সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশে যায়। তিন পুরুষ পরে আর খোঁজ মিলে না যে, এরা কি আগে চক্রবর্ত্তী ছিল, না ঘোষ-বসু-গুহ-মিত্র ছিল, না চন্দ ছিল, নাথ ছিল, দাস ছিল বা মণ্ডল ছিল। আরবী ফারসী শব্দ দিয়ে এদের নাম রচিত হ'ল এবং গঙ্গা-কাবেরী-যমুনা-সরস্বতীর জলধারা ভুমধ্যসাগর আর আরব-সাগরের উর্ম্মিমালাতে ডুবে গেল। কিন্তু একজন অহিন্দুকে হিন্দু করা এক শক্ত ব্যাপার। বছর এগারো বারো আগে এই ময়মনসিংহ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শহরেই হিন্দু-মিশনের স্বামী সত্যানন্দজী হাজার খানিক গ্রাম্য মুসলমানকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করেছিলেন। শহরময় কি যে উত্তেজনা আর উদ্দীপনা! মুসলমান মাত্রেই ক্ষুব্ধ হ'লেন কিন্তু হিন্দু-মাত্রেই উল্লসিত ছিলেন না। একদল হিন্দু ত' দুশ্চিন্তায় প'ড়ে গেলেন যে, এই সব নব-দীক্ষিত হিন্দুদের সঙ্গে সামাজিক আদান-প্রদান কত্তে হ'লে ত' সর্ব্বনাশের কথা। অবশ্য, মুসলমান-সমাজ নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। তাঁরা তলে তলে এমন সব ব্যবস্থা কর্ল্লেন, যাতে এই সব শুদ্ধ হিন্দুরা ঘরে ফিরে গিয়ে আবার মহোৎসাহে একই সঙ্গে তওবা ক'রে নিয়ে ইস্‌লাম কবুল কর্ল্লেন। এতগুলি লোক একদিনে হিন্দু-সমাজ ছেড়ে চলে গেলে সমগ্র হিন্দু-সমাজ তার জন্য দুঃখে বুক চাপড়াতেন নিশ্চয়ই কিন্তু তাদের স্বসমাজে পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য অসমসাহসিক কিছু করার প্রয়োজন হ'লে তা কত্তেন কিনা, বলা অত্যন্ত কঠিন। নিজেদের সংখ্যা যাতে দেশটার মধ্যে ক'মে না যায়, তার জন্য মুসলমান-মাত্রেই অত্যন্ত সচেতন। এই বিষয়ে হিন্দুর কোনো বোধশক্তিই নেই। একজন গরীব মুসলমান পুরুষ একাও যদি দূর বিদেশে যায়, তবে একটী গরু কিনে সে পুষবে, যার দুধ বিক্রী ক'রে হ'লেও সে কিছু আয় কর্ব্বে। একটী নারীকে সে বিবাহ কর্ব্বে, যার দ্বারা ঐ দেশে মুসলমান আর কেউ না থাক্‌লেও, একলা তারই দ্বারা মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘট্‌বে। নিজের বিদেশী বধূকে সে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রে নেবে, যাতে

ফিরে আর নববধূ নিজের পূর্ব্ব-সমাজে প্রবেশ কর্ত্তে না পারে। কতকদিন পরে স্বধর্ম্মাবলম্বী আর একজন পুরুষকে সে স্বদেশ থেকে ডেকে আন্‌বে এবং তাকেও সুযোগমত একটী স্ত্রী সংগ্রহ ক'রে দেবে। দুইটী গৃহস্থ একবার একটী স্থানে হ'য়ে গেলে পুত্রকন্যাদের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান দ্বারা ক্রমশঃ তাদের সমাজ সংখ্যা-বলে বলীয়ান্ হ'তে থাক্‌বে। পুবের পাহাড় ত্রিপুরায়, আসামের গারো পাহাড় আর গোয়ালপাড়া ও নগাঁও জেলাতে এভাবে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছে। হিন্দু ঘরে লাঞ্ছিতা বা অসম্মানিতা হ'লে মুসলমানের ঘরে সেই রমণীর জন্য অবাধে স্থান হচ্ছে। মুসলমানেরা অপার উদারতা সহকারে কত গণিকাকে গাণিক্যের কদর্য্য পথ থেকে টেনে এনে হারেমের অধীশ্বরী ক'রে সমাজে তাকে সম্মানের আসন দিয়েছে এবং দিচ্ছে। সম্ভ্রান্ত মুসলমানের ছেলে দুর্দ্দিনে পড়লে একটু অচেনা জায়গায় গিয়ে মোট ব'য়ে কুলীগিরি ক'রে জীবিকার্জ্জন কর্ত্তে লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করে না। একমাত্র সুদে টাকা খাটানোর ব্যবসায় ছাড়া প্রায় সকল পেশাকে তারা পবিত্র ও সম্মানজনক মনে করে। অর্থাৎ জীবন-যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য যে যে গুণ থাকা দরকার, তার অনেকগুলিই তাদের আছে। হিন্দুদের তা আছে ব'লে মনে করা চলে না। দার্শনিক উদারতা হিন্দুর যথেষ্ট থাকতে পারে কিন্তু সামাজিক জীবনে অন্যকে গ্রহণ করার নীতি সে দীর্ঘকাল আগেই ত্যাগ করেছে। এখন আছে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শুধু—"তাড়াও, তাড়াও", বুলি। আছে বর্জ্জন-নীতি। নির্ব্বিচারে কাউকে গ্রহণে বিপদ আছে কিন্তু নির্ব্বিচারে বর্জ্জনের বিপদ হচ্ছে ক্রমশঃ কেবল দুর্ব্বল হওয়া এবং আস্তে আস্তে নিশ্চিহ্ন হওয়া।

নির্ব্বিচারে গ্রহণের বিপত্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নির্ব্বিচারে কাউকে নিজ সমাজে গ্রহণে নিশ্চয়ই বিপত্তি আছে। একটী ধনীর মেয়ে প্রেমের দায়ে একটী শিক্ষিত মুসলমান যুবককে বিয়ে করেছিল। বিবাহের আগে তাকে ইসলাম ধর্ম্ম অবশ্যই গ্রহণ কর্ত্তে হয়েছিল। বিবাহ শরীয়তী মতে হ'ল। কিছুকাল পরে মেয়েটীর সব টাকাকড়ি অলঙ্কার ও বিষয়-আশয় উদরস্থ ক'রে নিয়ে যুবকটী তার স্ত্রীকে তালাক দিল। মুসলমান-সমাজে তালাক বা বিবাহ-বিচ্ছেদ বড় সহজে হয়। মেয়েটীর স্বামীও গেল, সম্পত্তিও গেল। কাহিনীটী শুনেছি একজন বিজ্ঞ ভদ্রলোকের মুখে। শিলচর যখন গিয়েছিলাম, একজন খ্রীষ্টান ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হয়েছিল। তাঁকে জিজ্ঞেস্ করলাম,—আপনারা যে খ্রীষ্টধর্ম্মের এত প্রচার করছেন, হিন্দু বা পাহাড়ীরা ত' সম্ভবতঃ দলে দলে খ্রীষ্টান হচ্ছে। কিন্তু এই অঞ্চলটার গ্রামে গ্রামে মুসলমানের সংখ্যা অত্যধিক। তাদের কি খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত কর্ত্তে পাচ্ছেন? একটু আমতা আমতা ক'রে ভদ্রলোক আমাকে উল্টো জিজ্ঞাসা কল্লেন,—এমন

একটা প্রশ্ন আপনি কর্ল্লেন কেন স্বামীজী। আমি বল্লুম,—আমরা হিন্দুরা ব'লে থাকি এবং বিশ্বাসও করি, যীশুখ্রীষ্ট একজন অসাধারণ মহাপুরুষ, ঈশ্বর-প্রেমিক পুরুষদের মধ্যে তিনি একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি, অবতার ব'লে তাঁকে মানি আর না মানি, মনুষ্যকুল-মধ্যে তাঁর সমকক্ষ আর কজন আছে, তা' আমরা জানি না। আর, আমরা সকল মতকে সকল পথকেই সত্য ব'লে বিশ্বাস করি। এমতাবস্থায় আমাদের পক্ষে হঠাৎ খ্রীষ্টান হ'য়ে যাওয়া একটা আশ্চর্য্যের ব্যাপার নয়। কিন্তু মুসলমানদের ধর্ম্মীয় নিষ্ঠা স্বভাবতই এত প্রগাঢ় যে, তারা অন্যের মতকে হিন্দুদের মতন উদার দৃষ্টিতে সত্য ব'লে বিশ্বাস করে ব'লে আমাদের ধারণা নেই। প্রশ্নটা সেই জন্যই করেছিলাম যে, আদিম পাহাড়ী অধিবাসীদের মধ্যে ধর্ম্মবোধ নিতান্ত প্রাথমিক অবস্থায় আছে, তাদের মধ্যে নূতন ধর্ম্ম দান করা সহজতর, হিন্দুদের ত' অন্য ধর্ম্মের প্রতি সরল উদার স্বীকৃতিবোধ একটা সহজাত সংস্কার,—সব নদীর জল একই সমুদ্রে পড়ে, সব ধর্ম্মমতই ঈশ্বরের নিকট টেনে নিয়ে যায়,—নরম মাটিতে বীজ বপন ত' সোজা কাজ। ইস্লামধর্ম্মাবলম্বীর মনের কঠিন মৃত্তিকায় ভিন্ন ধর্ম্মের বীজ বপন আপনারা কতটা সম্ভব কর্ত্তে পেরেছেন, জানার কি কৌতূহল হ'তে পারে না? খ্রীষ্টান ভদ্রলোক কতকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্লেন,—মুসলমান যুবকেরা আমাদের গীর্জ্জায় এলে পরম সমাদরে তাদের নিয়ে বসাই কিন্তু কতকগুলি

কারণ আছে যার জন্য তা'দিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত কর্ত্তে সমর্থ হ'লেও আমরা কন্যাদান ব্যাপারে একটু গড়িমসি করি। কারণ, দুদিন বা দুমাস বা দু বছর পরে এই ছেলেটী খ্রীষ্টান নাও থাক্‌তে পারে, তখন আমার কন্যাটিকে আমি হারাব। ইসলামধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে ইসলাম ছেড়ে অন্য ধর্ম্মের আশ্রয়ে যাওয়া এক কঠিন ব্যাপার।

হিন্দু এবং ইহুদী

প্রসঙ্গক্রমে ইহুদীদের কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কতকগুলি বিষয়ে হিন্দুদের সঙ্গে ইহুদীদের তুলনা চল্‌তে পারে। মদিনায় যখন হজরৎ মহম্মদ পদার্পণ কর্ল্লেন, তখন তাঁর প্রচারিত ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে অনেক ইহুদী তরুণ তাঁর ধর্ম্ম গ্রহণ কর্ল্ল। এরা কিন্তু ফিরে আর কেউ ইহুদীধর্ম্ম গ্রহণ করে নি, ইহুদীরাও এদের নিজ ধর্ম্মে নিজ সমাজে ফিরিয়ে নেবার জন্য উল্লেখযোগ্য চেষ্টা কিছু করে নি। ব্যাপারটা ঠিক হিন্দুদের মতই হ'ল। হিন্দুরা যেমন নিজ ধর্ম্ম রক্ষার জন্য নিজেদের মধ্যেই নিজেরা সঙ্কুচিত হ'য়ে এল, যেমন ক'রে শীতের সময়ে রুগ্ন কুকুর কুঁকড়ে শোয় নিজেকে নিজে জড়িয়ে ধ'রে, ইহুদিদের অবস্থা তাদের জন্মভূমিতে ঠিক তাই হ'ল। একদিকে যীশুখ্রীষ্টের অপমৃত্যুর প্রতিশোধ-পিপাসু খ্রীষ্টানদের উৎপীড়নমূলক মনোভাব এবং

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অন্য দিকে মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বীদের অতি দ্রুত বিস্তারের ত্রাসের মাঝখানে প'ড়ে এদের অনেককে স্বদেশ প্যালেষ্টাইন পরিত্যাগ ক'রে দূর দূরান্তরে আশ্রয়-প্রার্থী রূপে কত দেশে যে যাযাবরের মত যেতে হ'ল, তার ঠিক নেই। অথচ এরা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রে নিজেদের সংখ্যাবল বাড়াবার জন্য কোনো উল্লেখযোগ্য চেষ্টাই কর্ম্ম না। এদের একেবারে নির্ম্মূল হ'য়ে যাবারই ত' ছিল কথা কিন্তু পৃথিবীর নানা আনাচে-কানাচে ইহুদীরা ছুটে গিয়ে আত্মরক্ষা কর্ম্মেও এরা বুদ্ধিবলে, বিদ্যাবলে, ধনবলে কারো কাছে হেয় থাকে নি। পৃথিবীর প্রায় সব দেশে এরা কেবল অবিচারই পেয়েছে কিন্তু মোজেসের প্রদত্ত শিক্ষাটুকুকে পরিত্যাগ করে নি। যদিও আজ এদের নিজস্ব কোনো মাতৃভূমি নেই, তবু এরা আশা কচ্ছে যে, এরা ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে যাবে না, এরা মরবে না। এরা আশা করে যে, ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মোজেসের (মুশার) আশীর্ব্বাদের বলে Sons of Juda (যুদার পুত্রগণ) আবার পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়াবে। অদ্ভুত আশার কুহক তাদের কর্ম্মোদ্যমহীন হ'তে বাধা দিচ্ছে। হিন্দুদের ব্যাপার অন্য এক রকমের এক ইতিহাস হ'লেও কার্য্যতঃ এক। প্রাচীন ভারতের ঋষিরা দুর্গতিগ্রস্ত হিন্দুর কাণে যেন মোহিনী মায়া বিস্তার করেছেন, যদিও তারা প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্ছে,—"স্বদেশ স্বদেশ করিস তোরা, এদেশ তোদের নয়", এই কথাটাও বাস্তব সত্য।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কন্যাদান ও গোদান

একজন প্রশ্ন করিলেন,—কন্যার বিবাহে মানুষকে বিপর্য্যস্ত হ'তে হয়। বিষয়-সম্পত্তি বিক্রী ক'রে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েও কাজটী করাই চাই। কন্যার বিবাহ একটা দায়ে পরিণত হ'ল কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতীয় চিন্তায় কন্যাদায় ব'লে একটা শব্দ প্রায় অনুপস্থিত। কন্যাদান কথাটাই সুপ্রতিষ্ঠিত। কন্যাদান এক পরম পুণ্য, এইটী ভারতীয় সংস্কার। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে এই দানকার্য্যটা একটা দায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। পিতামাতা সালঙ্কৃতা কন্যাকে দান করেন, কন্যা একটা দায় ব'লে তাকে যেন তেন প্রকারেণ বিদায় করেন না। কোনও এক পূজ্যপাদ ঋষির বংশাবতংসেরা জন্ম নেবে, সংখ্যায় প্রবর্দ্ধিত হবে, ঐ একটা নির্দ্দিষ্ট বংশকে ধারাবাহিকতায় অক্ষয় ক'রে রাখবে, তারই জন্য পিতামাতার এইটী দান। অশ্রদ্ধায় আপদ-বিদায় নয়, সশ্রদ্ধ চিত্তে সম্পদ সম্প্রদান। কন্যাকে ঘটি, বাটি, থালার মতন বিক্রয়-যোগ্য বা হেলার যোগ্য ব'লে এ বিবাহ-দান নয়, কন্যাকে ভাবী কালের এক সুমহান্ বংশের আদিমাতা-স্বরূপে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা লাভের সম্ভাবনা-বৃদ্ধির জন্য যোগ্য পাত্রে তাকে অর্পণ করাই হচ্ছে কন্যাদানের উদ্দেশ্য। একটী গাভী যদি তুমি আমাকে দান কর আর

ধীমান্ বিবেচক পুরুষ যদি তুমি হও, তা' হ'লে গাভীর খাদ্যের সংস্থানও কি তুমি ক'রে দেবে না? আগেকার রাজারা ঋষিদের আশ্রমে গোদান কত্তেন, সঙ্গে সঙ্গে গোচারণ-ভূমিও দিতেন। চারণ-ভূমি না পেলে গাভীরা বাঁচবে কি ক'রে? যাকে বল যৌতুক আর অলঙ্কার, তা' ত' প্রকৃত প্রস্তাবে কন্যার কিছুকালের ভরণ-পোষণ। পূর্ব্বে এটা শুভবুদ্ধি থেকেই হ'ত, স্নেহ থেকে হ'ত, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি থেকে হ'ত, আজকাল অন্নাভাব মানুষের কেবলই বাড়্‌ছে। এজন্য ঐ স্বাভাবিক সুন্দর প্রথাটা একটা অত্যাচারে এসে পরিণত হয়েছে।

জাতি-গঠন ও আমোদ-প্রমোদ

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দশজনকে নিয়ে যে যে-কোনো অনুষ্ঠানই কর তার পরিণামে শুভফল ব্যক্তির উপরে বা সমাজের উপরে কি হ'তে পারে বা পার্ব্বে, তদ্বিষয়ে একটু চিন্তা ক'রো। শুধু আমোদ-প্রমোদ, নাচগান, হাস্য-কৌতুক, রঙ্গ বা অভিনয়েই যাতে তার পরিসমাপ্তি না ঘটে, তার দিকে লক্ষ্য রেখো। আমোদ-প্রমোদের নামে মানুষকে সহজে ভিড়ানো যায়, একথা সত্য এবং মানুষের জীবনে আমোদ-প্রমোদের, রঙ্গ-কৌতুকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। অখিল ব্রহ্মাণ্ডই মায়াময় জ্ঞান ক'রে সামাজিক জীবন থেকে নাচ, গান, অভিনয়, বক্তৃতা, বহুরূপীর

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নানা সং, ভোজবাজী প্রভৃতিকে বিদায় দিয়ে দেওয়া যায় না। মায়াময়ী পৃথিবীর মায়াকে বোঝাবার জন্যও কখনো কখনো এদের আবশ্যকতা পড়ে। কিন্তু সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, কৃতিত্ব, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির নাম ক'রে তোমরা মাঝে মাঝে যে বহু রংয়ের মেলা বসাও, তার প্রকৃত সার্থকতা কোথায় কি এবং কতটুকু, তার পরিণাম ফল কোন্ শুভের আহ্বায়ক, তার অনুশীলনে জাতির মেরুদণ্ড সবল হচ্ছে কিনা, চরিত্রবল ও সৎসাহস বর্দ্ধিত হচ্ছে কিনা, জীবের প্রতি, মানুষের প্রতি, ভগবানের প্রতি করণীয় কর্ত্তব্যগুলি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্ট হচ্ছে কিনা, মানুষে মানুষে মৈত্রী, দেশের প্রতি প্রেম, অপরের উপকারার্থে নিজ স্বার্থকে খর্ব্ব ক'রে দেখার আগ্রহ এবং রুচি জন্ম নিচ্ছে কিনা কিম্বা নিবে কিনা, এই কথাগুলিও তোমাদের ভাব্‌তে হবে। তরল আমোদের কর্ম্মতালিকাযুক্ত অনুষ্ঠানে আমি এই কারণেই সাধারণতঃ যোগদান করি না যে, মানুষের মনকে উচ্চাভিমুখী ক'রে তোলার দিকে অনুষ্ঠানগুলি সাহায্য কর্ব্বে, না বিরোধিতা ক'রে বসবে, তা' আমি জান্‌তে পাচ্ছি না। জীবন একটী দুর্ল্লভ বস্তু। তার অতীব ক্ষুদ্র একটী ভগ্নাংশও বৃথা নষ্ট হ'তে দেবে কেন?

শিষ্যের কর্ত্তব্য

জঙ্গলবাড়ী-নিবাসী একটী অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত যুবক

অনেক-গুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণি তাহার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—যে শ্রম আমি জগদ্বাসীর জন্য আবাল্য অকাতরে ক'রে যাচ্ছি, সেই শ্রম তোমরা জগদ্বাসীর জন্য জীবনের কতকটা অংশে হ'লেও করবে না, এটা তোমাদের পক্ষে অন্যায় হবে। তোমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে, তোমাদের যার ভিতরে যে সদ্‌গুণটুকু আভাসে ইঙ্গিতেও বিদ্যমান, চেষ্টা দ্বারা, যত্নের দ্বারা, নিয়ত অনুশীলনের দ্বারা তাকে শতগুণে বর্দ্ধিত ক'রে নিয়ে জগতের কল্যাণের জন্য তাকে প্রয়োগ করা। শিষ্যের কাছে গুরু এইটুকুই প্রত্যাশা করেন, পুত্রের কাছে পিতা এইটুকুর আশা রাখেন। প্রতিটি দিনের একটুখানি ক'রে সময় তোমরা এজন্য আলাদা ক'রে রাখো। ঐ সময়টুকুতে এমন কাজ কিছু না কিছু কর্ব্বে, যাতে তোমার অন্তরের ঐশ্বর্য্য বাড়ে এবং জগতের কল্যাণ সাধিত হয়।

সঙ্গীত-চর্চ্চার লক্ষ্য

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবিকার্জ্জনের উপায়-রূপে সঙ্গীত-সাধনা এক বিশ্রী রকমের আত্মখণ্ডন। নিজের পছন্দমতন গাইতে পার্‌বে না, গাইতে হবে পরের পছন্দের জন্য। নিজ-মনোরঞ্জন এখানে গৌণ, পর মনোরঞ্জনই এখানে মুখ্য। অপরের অন্তরে উচ্চ ভাবের উদ্দীপনাকে স্থায়ী ও অক্ষয় ক'রে তোলার জন্য

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

গানের ব্যবহার একটী উৎকৃষ্ট সদ্ব্যবহার। কিন্তু কবিত্বের উপাসকেরা গানের পদের ভিতরে উপদেশ দেখ্‌লে বল্‌বেন, এটা ত' নিতান্তই একটা প্রচার-কার্য্য। প্রচার-কার্য্য কি কখনও সুকুমার শিল্প বা কাব্যসুষমার আধার ব'লে বিবেচিত হবার যোগ্য? কিন্তু এতজ্জাতীয় গানের সামূহিক সুফল সমগ্র জাতির উপরে কল্যাণ বর্ষণ করে। তাই, আমার মতে এ গান প্রশংসনীয়। নিজের অন্তরকে ভাবরসে পরিপুষ্ট ক'রে নিয়ে ধ্যানের দেবতাকে বা আজীবনের আদর্শকে দেহমনের প্রতিটি অণুতে রেণুতে উপলব্ধি ক'রে কৃতার্থতা অর্জ্জনের জন্য যে গান, সেইটী হচ্ছে সেরা গান। সঙ্গীত-চর্চ্চা কর্ত্তে গিয়ে গানের এসব সম্ভাবনার কথা একেবারে ভুলে যেও না।

কৈশোরের স্বপ্ন

অপর একজন প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কৈশোরেই ত' ভাল ভাল স্বপ্ন দেখা উচিত। আজ যা তোমার নিকটে ভিত্তিহীন স্বপ্ন বা অলীক এক কল্পনা, কাল তা' তোমার তপস্যার গুণে ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিণত হ'তে পারে। এই পৃথিবীতে অনেক দেশে অনেকের জীবনে তা' ঘটেছে। স্বপ্নটাকে আদর্শের বর্ণ-সম্ভারে রঞ্জিত ক'রে তোল। ভোগসুখের উন্মত্ত কামনার তুলি তাতে বুলাতে যেও না। শুভ্র-সুন্দর, শুচিস্মিত, সর্ব্বতোভদ্র এক আলেখ্য

সেই স্বপ্নের পটে অঙ্কিত কর এবং অধ্যবসায় সহকারে কেবলই বিশ্বাস কত্তে থাক যে, একদিন না একদিন তোমার এই শুভস্বপ্ন সফল হবেই হবে। এমন অনেক মানুষের সাক্ষাৎকার সর্ব্বদাই পাবে, যাদের জীবনে কৈশোরের একটা স্বপ্নও সফল হয় নি। তাদের দিয়ে তুমি তোমার নিজের ভবিষ্যৎকে ওজন কত্তে যেও না। তারা স্বপ্নই দেখেছে, স্বপ্নকে সফল করার জন্য সাধন করে নি, তপস্যায় নামে নি, নির্ভীক চিত্তে দুঃসাহস ক'রে ত্যাগস্বীকারে সম্মত হয় নি। স্বপ্ন যদি কৈশোরেই না দেখ্‌বে, তবে কি তা' দেখ্‌তে যাবে বৃদ্ধ হ'য়ে, যখন চোখে দেখবে কম, কাণে শুন্‌বে কম, স্পর্শশক্তি যাবে হ্রাস পেয়ে, শ্রমশক্তি হবে বিলুপ্ত? না, যে যত পার, ভালো ভালো স্বপ্ন এই কিশোর-বয়সেই দেখে নাও এবং সেই স্বপ্নকে সফল করার জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হ'তে থাক। বল সঞ্চয় কর, বীর্য্য সঞ্চয় কর, চরিত্রবান্ হও, জ্ঞান সঞ্চয় কর, মানুষের মত মানুষ হবার জন্য যত প্রকারের অধ্যবসায় প্রয়োজন, তার প্রত্যেকটাতে মন দাও, শ্রম দাও, সিদ্ধি অর্জ্জন কর। তোমার কৈশোর তোমার সমগ্র জীবনের ভিত্তি। একে শক্ত ক'রে গ'ড়ে তোলার চেষ্টা কর। সেই চেষ্টার একটা অঙ্গ মহৎ স্বপ্ন, সুমহান্ অভিলাষ।

দেশের দারিদ্র্য ও ভিক্ষুক

অপর এক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

জিজ্ঞাসুকে বলিলেন,—দরিদ্রতা যখন চরম সীমায় পৌছে, তখন পল্লীবাসিনী লজ্জাশীলা কুলবধূরা পর্য্যন্ত এক মুঠা অন্নের জন্য জীবনের সর্ব্বস্ব বিকিয়ে দিতে কুণ্ঠিতা হয় না। এই জন্যই প্রত্যেকের কর্ত্তব্য এমন কোনও কর্ম্মপন্থা নিয়ে চলা, যার ফলে দেশব্যাপী দরিদ্রতার সমস্যাটীর আংশিক হ'লেও সমাধান হবে। পেটের দায়ে ভিক্ষা বা সৎপ্রতিষ্ঠানের জন্য চাঁদা আদায় এই দুপ্রকারের ভিক্ষার মধ্যে একটীও সম্ভবতঃ দেশের ব্যাপক দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধানে কোনো সাহায্য করে না। এই কারণেই দারিদ্র্য-প্রশমনকারী কর্ম্মীদের ভিক্ষা ও ভিক্ষুক দমন করার জন্য প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কিছু না কিছু কাজ কত্তেই হবে। কি সেই কাজ, তা দেশ, কাল ও পাত্রের প্রকৃতির উপরে অবশ্যই নির্ভরশীল হবে। শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে যে ভিক্ষুকের সংখ্যা কেবলই বাড়ছে, রেলে আর ষ্টীমারে, ষ্টেশনে আর বাজারে, মন্দির-চত্বরে আর স্কুল-কলেজের সাম্‌নে যে দলে দলে ভিখারীরা ব'সে থাকে, তার আসল কারণগুলি সবই খুঁজে বের কত্তে হবে। গ্রামের মানুষ অন্নহীন ব'লেই কি সবাই শহরে ছুটে আসে ভিক্ষাপাত্র হস্তে, না ওকালতী, মাষ্টারী, চাকুরী বা দালালীর মতন ভিক্ষাবৃত্তিও একটা লাভজনক ব্যবসায়? যদি কখনো আবিষ্কৃত হয় যে, যে লোকটা শহরের রাস্তায় বসেছে ছিন্নচীরে জীর্ণবসনে ভিক্ষা কচ্ছে, তার ছেলে পল্লীগ্রামে আস্তে আস্তে মস্ত বড় এক কোঠাবাড়ী তৈরী কচ্ছে, বুঝতে হবে

এক্ষেত্রে ভিক্ষা তার নিরুপায় জীবনের শেষ অবলম্বন নয়, ভিক্ষা এক্ষেত্রে তার পক্ষে এক লাভজনক জীবিকা। তোমার আমার দয়ার মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে এঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি কচ্ছে। মন্দির-চত্বরের ভিক্ষুকের ছেলে যদি প্রতি মাসে এত মানিঅর্ডার পায় যে, মস্ত বড় এক মুদী দোকান বা হোটেলখানা চালাতে তার কষ্ট হয় না, তাহ'লে বুঝতে হবে, এই ভিক্ষা প্রকৃত প্রস্তাবে একটা লাভজনক জীবিকা মাত্র, যার উপরে আয়কর বিভাগের ট্যাক্স্ দাবী করার অধিকার আছে বা যার জন্য বছর বছর রিটার্ণ দাখিল কত্তে বাধ্য করা উচিত।

শিষ্য হইলে কি কি করিতে হয়

অপর এক প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন,—স্বামীজী, আমি আপনার শিষ্য হ'তে চাই। শিষ্য হ'তে হ'লে আমাকে কি কি কত্তে হবে, তা' বলে দিন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—হ'তে চাইলেই কি কেউ আমার শিষ্য হ'তে পারে?

জিজ্ঞাসু বলিলেন,—আপনার কৃপা হ'লে কি হ'তে পারে না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিছু করলে তবেই কিছু পাওয়া যায়। কৃ মানে করা, পা মানে পাওয়া। কিছুই তুমি কর্ব্বে না আর আন্দাজে আমার কৃপা এসে যাবে?

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শ্রীশ্রীবাবামণি কতক্ষণ নানা রকমের হাস্যকৌতুকের কথা বলিয়া তৎপরে গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—শোন। আমি নিয়ত তোমার সঙ্গে আছি, তোমাকে ছেড়ে কখনো আমি দূরে যাই না। নিদ্রায়, জাগরণে, কর্ম্মে, বিশ্রামে, উত্থানে, পতনে, সর্ব্বদা, সর্ব্বাবস্থায় আমি তোমার সঙ্গে আছি, এই বিশ্বাসটী যদি তোমার নিত্য জাগ্রত থাকে, তবেই তুমি আমার শিষ্য হওয়ার বা শিষ্য থাকার যোগ্য। আমাকে তোমার ভিতরে আর তোমাকে আমার ভিতরে দর্শনের প্রয়াস আমার শিষ্যত্বের একটী প্রধান লক্ষণ। আমাকে বিশ্বের ভিতরে সর্ব্বত্র এবং বিশ্বকে আমার ভিতরে সর্ব্বতোভাবে দর্শনের প্রয়াস আমার শিষ্যত্বের দ্বিতীয় লক্ষণ। তোমাতে, আমাতে আর কোটি ব্রহ্মাণ্ডে একত্ববোধ আর একত্রীভূত এই সবকিছুর সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড-পতির অভিন্নত্ব স্থাপন আমার শিষ্যত্বের তৃতীয় লক্ষণ। পারবে এত বড় দারুণ তত্ত্বকে হজম কত্তে? যদি পার, তবে ত' চমৎকার। যদি না পার, তখন কি হবে? গোলেমালে হরিবোল ব'লে চীৎকার ক'রে ব'লে বসবে তুমি আমার শিষ্য? আমার শিষ্য হওয়া শক্ত ব্যাপার। আমারই শিষ্য হওয়ার সঙ্কল্প ছেড়ে দিয়ে বরং এই পণ কর যে, শিষ্য তুমি এই জগতে যারই হও না কেন, সকল সম্প্রদায়ের লোককে আপনার জন ব'লে জানবে,, সকল মত ও পথের

প্রতি নির্ব্বিদ্বেষ ও অনিন্দক থাকবে এবং গুরুদত্ত সাধন প্রাণপণ যত্নে ক'রে যাবে। শিষ্যবৃদ্ধির আমার প্রয়োজন নেই, আমার প্রয়োজন শুধু ঐটুকুর।

আমার আসল জীবনী

অপর এক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি এমন কোনও অভাবনীয়-রূপে মহৎ কাজ এখনো করিনি, অথবা এমন কোনও অসাধারণ সত্য জগতে প্রচার করিনি, যার জন্য আমার জীবন-কাহিনী জান্‌বার জন্য তোমাদের কোনো আগ্রহ হওয়া উচিত। আমি কারো চিঠি পেলে প্রাণপণে চেষ্টা করি তার জবাব দিতে আর কারো প্রশ্ন শুনলে সংক্ষেপে তাকে আমার বক্তব্য বুঝিয়ে দেবার যত্ন নেই, এইটুকু বিশেষত্বের জন্য আমার জীবন-কাহিনী জান্‌বার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক মনে করি না। আমি সভাস্থলে দাঁড়িয়ে ঘণ্টাচুক্তিতে ভাষণ দিয়ে যেতে পারি অথবা দুই মিনিটে বা তিন মিনিটেও কাজ সেরে দিতে পারি, এটা এমন একটা বিশেষত্ব নয়, যার জন্য আমার জীবনী জান্‌তে হবে। সব চেয়ে বড় কথা এই যে, আমি জীবন ভ'রে ছোট-বড় যত কাজ করেছি, সব করেছি একটা সুনির্দ্দিষ্ট ভাবের আবেশ-বশে, ফলে আমি আমার নিজ কর্ম্ম ও কৃতিত্বকে ভাল ক'রে দেখ্‌বার অবসর পাই নি, সুতরাং

আমার নিজের জীবন সম্পর্কে আমার নিজের বর্ণনা নির্ভুল হবে না। এই ব্যাপারে আরও একটা কথা বিবেচ্য রয়েছে যে, যাকে মানুষ অলৌকিক বা অদ্ভুত ব'লে ভেবে থাকে, আমি তাকে একেবারে স্বাভাবিক এবং একেবারে সাধারণ-রূপে বারংবার প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু তোমাদের পক্ষে সেগুলি স্বাভাবিক বা সাধারণ নাও হ'তে পারে। ফলে, সে সব ঘটনার যথার্থ বিবরণ প্রদান কর্ম্মেও তোমাদের আস্থা স্থাপনের সামর্থ্যকে পরীক্ষায় ফেলা হবে। তার ফলে বৃথা কল্পনা, নিরর্থক জল্পনা ও অনুচিত সমালোচনার উদ্ভব হ'তে পারে। ওতে জগতের কোনো লাভ নেই। সুতরাং আমার জীবনী তোমাদের আর জানা হ'ল না। আমি কার নাতি, কার ছেলে ওটা আমার জীবনী নয়। আমি কার কাছে কি পেয়েছি, ওটাও আমার জীবনী নয়। আমি তোমাদের সকলের জন্য কি দিতে চাই, কি দিয়েছি, কি দিতে পার্ব্ব, ওটা ত' একদিন তোমাদের অনেকের প্রত্যক্ষ হবেই হবে। সুতরাং ওটা প্রচার ক'রে লাভ কি? নিজেকে লুকিয়ে রাখবার জন্য অনেকে নিজেদের উপরে অবিচার করেন, একথা সত্য কিন্তু অবিচার সুবিচার প্রভৃতি সব-কিছুর ভার নির্ব্বিচারে ভগবানের হাতে ছেড়ে দিয়ে তাঁর দেওয়া পরমায়ুটুকুর সদ্ব্যবহারই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। ব্যাসদেব হাজার লোকের জীবন-কথা মহাভারতে লিখ্‌লেন কিন্তু নিজের জীবনী লেখেন নি। এটা কি একটা সুমহৎ দৃষ্টান্ত নয়? আমি তোমাদের সকলেরই মতন একটী সাধারণ মানুষ, এইটাই আমার আসল জীবনী।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অদ্য অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি ময়মনসিংহের সপ্তম বক্তৃতাটি দিলেন রাধাসুন্দরী গার্লস্ হাইস্কুলে। বক্তৃতা দুই ঘণ্টাকাল হইল। বক্তৃতার বিষয় "কুমারীর পবিত্রতা"।

মানুষে মানুষে প্রকৃত মিলন

অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি ময়মনসিংহের অষ্টম বক্তৃতাটি দিলেন দুর্গাবাড়ীতে। বক্তৃতা আড়াই ঘণ্টাকাল চলিল। এই শহরে প্রদত্ত বিগত সাতটী বক্তৃতার সারমর্ম্ম পর পর উল্লেখ করিয়া সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শত সংঘর্ষ এবং সহস্র বিপত্তির মধ্য দিয়ে মানব-সভ্যতা ক্রমশঃ চেষ্টা কচ্ছে এমন একটা স্থানে অগ্রসর হবার জন্য যেখানে লক্ষ কোটি বিচিত্রতা সত্ত্বেও বিশ্বের সকল মানুষ সকলের সমান এবং সকলের আপন। এই সমানত্ব আর এই আপনত্বকে সত্য ব'লে জানার জন্য যতগুলি সদ্‌গুণের প্রয়োজন, তন্মধ্যে প্রধান হচ্ছে ইন্দ্রিয়-সংযমের রুচি এবং অপরের মনোভাব বুঝে নেবার জন্য সুসঙ্গত উদারতা। ইন্দ্রিয় সংযম মানুষকে দেহে ও মনে, চিন্তায় ও আদর্শে বলবান্ করে। তখন সে নিজের দুর্ব্বলতাকে দূর করার আর অন্যকে দুর্ব্বলতার কবল থেকে রক্ষা করার শক্তি পায়। মানুষে মানুষে প্রকৃত মিলন তখনি সাধিত হয়।

বক্তৃতা দুই ঘণ্টাকাল চলিল।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

প্রতিদিন এক কথা

আগামী কল্যই শ্রীশ্রীবাবামণির সিরাজগঞ্জ হইয়া পাক্‌শী যাইবার কথা। কিন্তু স্থানীয় বিশিষ্ট কতিপয় ভদ্রলোক আসিয়া ধরিলেন যে, ময়মনসিংহে আরও কয়েকটী বক্তৃতা দিতেই হইবে। শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—একটা লোক রোজ রোজ কথা ব'লে ব'লে আপনাদের বিরক্ত কচ্ছে আর আপনারা রুষ্ট না হ'য়ে উল্টো তাকে দিয়ে আরও বক্তৃতা দেওয়াতে চাচ্ছেন, এর আসল কারণটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না।

একজন জবাব দিলেন,—আপনার মত লোকের যে কথা বোধগম্য হচ্ছে না, সেই কথা কি আমাদের বোধগম্য হবে? আমরাও ত' বুঝে উঠ্‌তে পারছি না যে, প্রতিদিন আপনি প্রায় এক কথাই বলেন, তবু এত নূতন শোনায় কেন।

পাক্‌শিতে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়া দেওয়া হইল যে, আপাততঃ পাকশীতে যাওয়া হইবে না।

ময়মনসিংহ

৪ঠা আশ্বিন, শনিবার, ১৩৪২

(২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫)

রাজনীতি, মুক্তমন ও চরিত্র

মাদারীপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"রাজনৈতিক কর্ম্মে ও আন্দোলনে সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। কারণ, এই সকল কর্ম্ম একজনের উপকারের জন্য নহে, একজনের পক্ষে সুসাধ্যও নহে। পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক ভাবনার প্রসার যতই অধিক হইতে থাকিবে, রাজনৈতিক কর্ম্মের দিকে মানুষের মন ততই বেশী ধাবিত হইবে। পৃথিবীতে জনসংখ্যা যতই বাড়িবে, খাদ্যাভাবের করাল গ্রাস যতই বিস্তারিত হইবে, ততই বিপন্ন হইয়া ইহার রাজনৈতিক প্রতীকারের কথা লোকে ভাবিতে থাকিবে। তখন প্রত্যেকে অনুভব করিবে যে, সঙ্ঘবদ্ধতা ছাড়া আন্দোলন চলে না। ফলে প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষ দল বাঁধিবার চেষ্টা করিবে। বর্ত্তমানে ইয়োরোপে ঠিক্ ইহাই ঘটিতেছে। আমাদের দেশের লোক স্বাধীনতা বস্তুটীকেই আজ পর্য্যন্ত চক্ষে দেখিতে পায় নাই, এমন কি, স্বাধীনতা যে কি বস্তু, কি যে জাতিটার লাভ করিতে হইবে, কিসের পরিবর্ত্তে কি পাইয়া বসিলে সৌভাগ্যের বদলে দুর্ভাগ্য বাড়িলে বাড়িতে পারে, এই বিষয়ে পর্য্যন্ত কোনও সুস্পষ্ট জ্ঞানের বাণী আজ পর্য্যন্ত হয়ত উচ্চারিতই হয় নাই। কিন্তু তথাপি একদা এদেশেও গণতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনার বিপুল প্রসার ঘটিবে এবং মানুষেরা দলবদ্ধ হইয়া অন্নাভাবের প্রতীকারের জন্য নানাবিধ আন্দোলনে প্রমত্ত হইবে। কিন্তু গণতন্ত্রের মধ্যে বিপদ রহিয়াছে সেইখানে, যেখানে দলের সঙ্ঘবদ্ধতার দৃঢ়-বিন্যাস-হেতু যে-কোনও ব্যক্তির বিবেককে একেবারে স্তব্ধ করিয়া দেওয়া

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

যায়। দলবদ্ধ মন আর দলমুক্ত মনের ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য থাকে। দলবদ্ধ মন চলিতে বাধ্য হয় মালগাড়ীর প্রত্যেকটা বোঝাই ওয়াগনের মত, ইঞ্জিন যেদিকে টানিবে, সেই দিকে। দলমুক্ত মন মুক্ত বিহঙ্গের মত এদিকে ওদিকে উড়িয়া, উঁচুতে উঠিয়া, নীচুতে নামিয়া, দক্ষিণে ও বামে তাকাইয়া, অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করিয়া কাজ করিতে হইবে উদ্যত। এই দুই জাতীয় মনের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধিলে তাহারই বিলোপ অবশ্যম্ভাবী, যে দলবদ্ধ নয়, ঐক্যবদ্ধ নয়, জোটবদ্ধ নয় বা বহু জনের শক্তি ও সাধনার সহিত যে নিজের শক্তি ও সাধনাকে যুক্ত করিয়া লইতে পারে নাই। এভাবে স্বাধীন চিন্তার দেশেও স্বাধীন চিন্তার অপমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সুতরাং রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত নিজেকে জড়াইয়া ফেলিবার আগে শতবার চিন্তা করিতে হইবে যে, তোমার প্রকৃত পথ কি। যে দেশে ব্যক্তি-জীবনে চরিত্র ও সততার সাধনা সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই দেশে মানুষ যেই ভাবে রাজনৈতিক কর্ম্ম করে, অপ্রতিষ্ঠিত চরিত্রের ব্যক্তিদের দ্বারা অধ্যুষিত দেশে সেই ধারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। দেশের ব্যাপক কুশলের দিকে তাকাইতে হইলে চরিত্রের দিকেই আগে তাকাইতে হয়, নতুবা ব্যক্তিস্বার্থ দেশের সর্ব্বনাশ করে।"

স্বদেশ-প্রেম

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—"যে অনুষ্ঠানটী হইল, তাহার যদি শুভফল কিছু

হইয়া থাকে, তবে তাহাকে দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টাও করিতে হইবে। নতুবা আমাদের অধিকাংশ বড় বড় অনুষ্ঠানই ত' সাময়িক হুজুগে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং পদ্ধতিবদ্ধ পরিশ্রমের দ্বারা এই কাজটী করিতে হয়। আমাদের শিল্পে, সাহিত্যে, নৃত্যে, গীতে, অভিনয়ে ও কাব্যে যদি হুজুগেরই রং চড়িতে থাকে, তবে তাহা একটী বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে একেবারেই অক্ষম হইবে। আমরা করতালি আর জয়ধ্বনি যত দ্রুততায় ও উচ্চরবে দিয়া থাকি, অনুষ্ঠানগুলির সার-তত্ত্বকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিবার জন্য তার কোটি ভাগের এক ভাগ মনোযোগও দেই না। এই অবহেলা আমাদের পৌরুষকে বিপন্ন করিতেছে, কল্পনাপ্রিয়তা বাড়াইতেছে, কর্ম্মোদ্যম কমাইয়া দিতেছে, বচন-বিলাস বাড়াইতেছে। আমরা যত বেশী কথা কহিতেছি, ততই আমরা কাজ হইতে পিছাইয়া পড়িতেছি। আমাদের নানাবিধ অনুষ্ঠানের ভিতরে সাহিত্য আর কাব্য যেন উপচাইয়া পড়িতেছে কিন্তু তাহা বাস্তব জীবনের উপরে কোনও কল্যাণময় রেখাপাত করিতে পারিতেছে না। কেন পারিতেছে না, ইহা আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। হৈ-চৈ আর আনন্দোচ্ছ্বাস, অত্যুল্লাস আর উগ্র লম্ফ-ঝম্প জাতীয় জীবনে সর্ব্বদাই শক্তি-সঞ্চারক হয় না। জাপানে শুনিয়াছি হাজার লোক রাস্তা দিয়া চলিয়া যায়, কাহারও থামিবার

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অবকাশ নাই কিন্তু বচন-ব্যয়ে তাহারা অপটু, বৃথা কথা কহিতে তাহারা নারাজ, যে শক্তিকে বাহুর দ্বারা প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহাকে রসনার পথে খরচ করিয়া দিতে তাহারা অনাগ্রহী। হয়ত জাপানীদের অতীব দ্রুত উন্নত হইবার ইহা একটী প্রধান কারণ। যদিও, প্রধানতম কারণ তাহাদের সন্দেহাতীত নিষ্কলুষ স্বদেশ-প্রেম। প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইলে আমরা আমাদের প্রতিটী অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করিতে সমর্থ হইব। বর্ত্তমানে অধিকাংশে অনুষ্ঠানেই Stunt বা চমকের আমদানী করিতে হইতেছে কেবল আমাদের স্বদেশ-প্রেম মেকী ও ঝুটা বলিয়া।"

বিবিধ আন্দোলন ও চরিত্র-সাধনা

ঢাকা-নিবাসী জনৈক পত্রপ্রেরকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কোনও একটা রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করিতে বা তাহাতে যোগদান করিয়া আন্দোলনে বলাধান করিতে যে সকল গুণের আবশ্যকতা, তন্মধ্যে মাত্র দুইটাই আমার আছে বলিয়া অনুমান করি। আর, এই সামান্য পুঁজির উপরে নির্ভর করিয়া রাজনীতিতে নামা আমি অত্যন্ত নির্ব্বোধের কাজ মনে করি। দেশের বর্ত্তমান সময়ে প্রখ্যাত রাজনৈতিক আন্দোলন-কারীদের সকলের নিজ নিজ যোগ্যতা, দক্ষতা, বিচার-প্রবণতা, রুচি, প্রকৃতি, ধনবত্তা, জন-সমাজে প্রভাব

বিস্তারের যুক্তিযুক্ত কারণ সমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই আমার এই কথার সারবত্তা তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে। নেতা হওয়া সহজ, জেলে যাওয়া তার চেয়েও সহজ কিন্তু আমৃত্যু নিষ্ঠায় একটী কাজে লাগিয়া থাকার চরিত্রবল অতীব দুর্ল্লভ। সেই সুদুর্ল্লভ চরিত্র-সাধনারই প্রসার-সাধনে আমার মন পড়িয়া রহিয়াছে। রাজনৈতিকই বল, ধর্ম্মনৈতিকই বল আর অর্থনৈতিকই বল, যে কোনও আন্দোলনই আমার দৃষ্টিতে বড় পবিত্র, কারণ, মুখ্যতঃ ইহাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য দেশের, দশের সমাজের, মানুষের এবং বিশ্বের কল্যাণ। ইহা যাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, সেগুলিকে আমি দম্‌বাজী, দাগাবাজী বা ধাপ্পাবাজী বলিয়া মনে করি। উক্ত যে-কোনও প্রকারের আন্দোলন যদি নিজের প্রকৃত লক্ষ্যের পানে তাকাইয়া চলিতে চাহে, তাহা হইলে সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন যেই জিনিষটীর তাহা হইতেছে আত্মপ্রত্যয়। আত্মপ্রত্যয় চরিত্রহীনের মধ্যে দুর্ল্লভ। তাহাদের মধ্যে গোয়ার্ত্তুমি থাকিতে পারে, শত্রু-নামধেয় বাস্তব বা কল্পিত ব্যক্তি, সমাজ, গোষ্ঠী, জাতি বা দেশ সম্পর্কে দুরন্ত বিদ্বেষ থাকিতে পারে। কিন্তু একটী মতে ও একটী পথে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সমান উৎসাহে লাগিয়া থাকিবার ধৈর্য্যগুণ থাকে না। ধৈর্য্যগুণ অবিচল থাকার মূল কারণই আত্মপ্রত্যয়, ধৈর্য্যগুণ অবিচল না থাকিবার প্রধান কারণই হইল আত্মপ্রত্যয়ের অভাব। আত্মপ্রত্যয়ের এই অভাবের নামই ত' চরিত্রহীনতা। আমি চরিত্র-আন্দোলনের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

প্রচারক এই কারণেই হইয়াছি যে, জগতের কাহারও কোনও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক মতবাদের সঙ্গে আমার লড়াই করিবার কোনও হেতু নাই, কেননা, প্রকৃত সত্য একদা নিশ্চিতই জয়ী হইবে কিন্তু যাঁহারা এক আন্দোলনে গিয়া উল্কাপিণ্ডের মত ভিড়িতেছেন বা ভিড়িবেন, তাঁহাদের লক্ষ্য যেন স্থির থাকে, ক্ষণচঞ্চলতা, মতির অস্থিরতা, মতামতের দার্শনিক ব্যাখ্যা-অপব্যাখ্যার অনিশ্চয়তা ও সুবিধাবাদের হাতছানি বা প্ররোচনা যেন তাঁহাদিগকে দিগ্‌ভ্রান্ত ও প্রকৃত পন্থা হইতে বিচ্যুত করিতে না পারে। চরিত্র-আন্দোলন চালাইয়া যাওয়াই আমার অতি ক্ষুদ্র একটী ব্রত। আমার কর্ত্তব্য ঐটুকুই কিন্তু ছোট্ট এতটুকু কর্ত্তব্যই বাস্তবতায় এত বিরাট যে, এই কাজে মন দিবার পরে অন্য দিকে পাশ ফিরিবার অবকাশ পাইয়া উঠিতেছি না।"

আশ্রম আত্মবলিদানের যূপকাষ্ঠ

ঢাকা জেলান্তর্গত মুন্সীগঞ্জ-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমরা দরিদ্র। আমাদের অতিশ্রম হইবেই। অল্প লোক দিয়া আমাদের বেশী কাজ করিতে হইবেই। আশ্রম সরকারী অফিস নহে যে, যতগুলি লোক প্রয়োজন, ততগুলি লোক নিয়োজিত হইবেই। সরকারের অর্থবল উপযুক্ত-সংখ্যক বা

অধিক কর্ম্মচারী নিয়োগে তাঁহাদিগকে সমর্থ করিয়াছে। প্রতিটি সম্ভাবিত ব্যক্তির কাছ হইতে কর আদায় করিয়া নিয়া তাঁহারা বিপুল ধনভাণ্ডার হাতের কাছে পাইতেছেন। আমরা কর চাহিব কাহার কাছে? কেনই বা লোকে আমাদিগকে অর্থ দিবে? অর্জ্জন করিয়া যদি লইতে পারি, তবে সেই অর্থই মাত্র প্রত্যাশিত কিন্তু অর্জ্জন করিতে হইবে সদ্‌ভাবে এবং ইহাও জিজ্ঞাস্য থাকিয়া যায় যে, আমাদের সমগ্র শক্তি প্রয়োগের দ্বারাও সদুপায়ে কতটুকু অর্থ আমরা অর্জ্জন করিয়া নিতে পারি। বিপুল বিত্ত নিশ্চয়ই কদাচ আমাদের দ্বারা অর্জ্জিত হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে আশ্রমগুলি আমাদের আত্মবলিদানের যূপকাষ্ঠ। এইগুলি আমাদের ধন, যশ, প্রতিপত্তি বা কীর্ত্তি অর্জ্জনের উপায় নহে। চন্দন কাঠের ন্যায় তিলে তিলে নিজেকে পাথরের বুকে ঘষিয়া ঘষিয়া কেবল ক্ষয়িতই করিতেছি, ইহাই আমাদের আশ্রম-প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনের ইতিহাস। ইহার অতিরিক্ত আর কি জানিতে চাহ? আশ্রমে আসিতে চাহ মৌজ করিয়া খাইবে, দাইবে, সাধন করিবে, পুথি-পুস্তক পড়িয়া বিদ্বান্ হইবে, গ্রন্থাবলী লিখিয়া বিদ্যাবত্তার পরাকাষ্ঠা দেখাইবে, এই জন্য ত'! আসিও না। ঘরে বসিয়াই এসব কাজ কর। ঘরে বসিয়াই এগুলির সব-কটাই করা যায়। এখানে আমি নরবলির কাঠগড়া প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছি। এখানে বাস করিলে প্রাণবলি দিতে হইবে। সে কাজ বড়ই কঠিন, বড়ই ক্লেশকর।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বাস্তব আদর্শবাদ

নদীয়া জেলান্তর্গত শান্তিপুর-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জয় জয়কার দাও আদর্শবাদের। আন্দোলন, আলোড়ন, আলোচনা, প্রচারণা সব-কিছুকে নীচে তলাইয়া যাইতে দাও। নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কলুষ, অনবদ্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্বতোভদ্র আদর্শবাদকে হইতে দাও সমুন্নত। জীবনকে পতনের পঙ্ককুণ্ড হইতে টানিয়া উর্দ্ধে তুলিবার ইহা শ্রেষ্ঠ উপায়। উচ্চ অভিনব জ্যোতির্ম্ময় আদর্শবাদের প্রেরণা প্রত্যেকটী মানুষকে তাহার শৈশব হইতে পরিণত বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত নিয়ত করিয়া যাউক সঙ্গদান ও পথপ্রদর্শন। ইহার যদি একটা স্থায়ী উপায় কিছু করিতে পার, তবে তুমি জগদ্বাসীর এক মহত্তম সেবা করিলে বলিয়া আমি গদ্‌গদ ভাবে তোমাকে ধন্যবাদ দিব। আদর্শবাদের ভিত্তি যদি হয় সুনির্ম্মল চরিত্র, তাহা হইলে ইহা কেবল কতকগুলি কষ্ট-কল্পনারই আশ্রয়ীভূত হইয়া পরাজয় বরণ করে না, ইহা বাস্তবায়িত হইয়া মনুষ্য জীবনের শুষ্ক মরুপ্রান্তরকে পরিণত করে চিরশ্যামল শোভাবিমণ্ডিত নন্দন-কাননে। কল্পনার স্বর্গ চাহি না, স্বপ্নের স্বর্গও নহে, এই বাস্তব জগতে জাগ্রত অবস্থায় পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যে স্বর্গকে পূর্ণ-রূপে আস্বাদন করা যায়, তাহাকে আমরা চাহি। কাল্পনিক মুক্তির মুখরিত প্রশংসায় দিঙ্‌মণ্ডল

নিনাদিত করিতে চাহি না, মুক্তির সুখাস্বাদে এই ধরণীর দগ্ধোদর লক্ষ কোটি, মানুষের রসনা ও উদর ভরিয়া দিতে চাহি। আমাদের আদর্শবাদ মানুষের আদর্শবাদ, যোদ্ধার আদর্শবাদ, পরাজয়হীন দিগ্বিজয়ীর ত্রিভুবন-পরিক্রমণের আদর্শবাদ, যাহা আপনকে পর না করিয়া পরকে কেবলই আপন করে এবং বিশ্বের সকলকে আপন জানিয়া নিজেকে বিশ্বের কুশলে উৎসর্গ করে।"

প্রেম, ত্যাগ, শুচিতা ও ঐক্য

পাবনা জেলান্তর্গত হরিপুর-নিবাসী অপর একজন পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"প্রেম ছাড়া ত্যাগ আসে না। যাহাকে ভালবাসিবে, তাহাকে না জানিলে প্রেম প্রগাঢ় হয় না। দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে হইলে দেশকে আগে ভালবাসিতে হয়, দেশকে ভালবাসিতে হইলে দেশকে জানিতেও হয়। দেশের অধিবাসীদের কাছ হইতে দূরে দূরে সরিয়া থাকিয়া কেবল গলাবাজি আর কলমবাজি দিয়া দেশপ্রেম প্রমাণিত করা যায় না। সাধারণ স্বদেশ-প্রেমিকেরা কিন্তু একথা বুঝেন না। কিন্তু কোনও অধঃপতিত দেশের উদ্ধার সাধন করিতে হইলে, অভ্যুদয় বিধান করিতে হইলে, মুমূর্ষু দেশের প্রাণের ভাণ্ডারে জীবন-রসের সঞ্চার ঘটাইতে হইলে অসাধারণ স্বদেশ-প্রেমের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

প্রয়োজন এবং সেই প্রেম একজন আর দুই জনের হইলে চলিবে না, কোটি কোটি লোকের অন্তরে তাহা জাগরিত করা আবশ্যক। সর্ব্বশক্তি লইয়া দেশকে ভালবাস এবং ভালবাসিবার শিক্ষা প্রতিজনকে দিয়া বেড়াও। দেশসেবার পুরস্কার কিছু চাহিও না। দেশসেবা এক মহৎ ব্রত, যাহাতে কেবল উৎসর্গই করিতে হয়, প্রসাদ-ভোজনের জন্য জীবিত থাকিবার প্রয়োজন নাই। তোমরা তোমাদের প্রতিটি ভ্রাতা ও ভগিনীর প্রাণে প্রেমের সঞ্চার কর। প্রেমের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য প্রেয়কে আগে তাহারা চিনিয়া লউক। মহৎ কোনও কাজ করিতে, বড় কোনও ত্যাগ স্বীকার করিতে তাহারা যে অসমর্থ, এই বোধটুকু তাহাদের আত্মার দৈন্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। প্রেয় বস্তুকে জানিলে এবং তাহাকে ভালবাসিলে এই দৈন্য দূর হয়। আত্মার দৈন্য, দৃষ্টির দৈন্য, সৎসাহসের দৈন্য তোমাদের কেন থাকিবে? প্রেয়কে জানিবার ইচ্ছা, বুঝিবার চেষ্টা, অন্তরের অন্তরতম করিয়া নেবার চেষ্টা হইতে কেন তোমরা দূরে দূরে থাকিবে? ইহা ধ্রুব সত্য জানিও যে, প্রেম ছাড়া ঐক্য আসে না এবং ঐক্য ব্যতীত শক্তির প্রবোধন ঘটে না। সাময়িক স্বার্থের দায়ে বুঝাপড়া আর ঐক্য দুইটী পৃথক বস্তু। একটী হইতেছে জলের বুদ্বুদ, অপরটী হইতেছে মহাসাগরের বিরাট বিশাল রত্নখনি-তলদেশ। প্রেমের দ্বারা ত্যাগকে, ত্যাগের দ্বারা শুচিতাকে, শুচিতা দ্বারা ঐক্যকে এবং ঐক্য দ্বারা শক্তিকে আয়ত্ত কর।"

ধনসঞ্চয়ের বৈধতা ও অবৈধতা

পাবনা জেলান্তর্গত হিমায়েৎপুর-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ধনসঞ্চয়ের আবশ্যকতাও আছে, বিপজ্জনকতাও আছে। অল্প অল্প করিয়া সঞ্চয় না করিলে হঠাৎ একটী অতীব বৃহৎ প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে পরিস্থিতির দাবী মিটান যায় না বলিয়া ধনসঞ্চয় নিশ্চয়ই আবশ্যক। কিন্তু সঞ্চয় করিতে করিতে ধনকে যক্ষের ধনের মতন আগুলিয়া বসিয়া থাকিবার অনিষ্টকর মনোবৃত্তির উদ্ভব অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং ইহার দৃষ্টান্তও সচরাচর চতুর্দ্দিকে দেখা যায়। ইহার ফল ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে অত্যন্ত মারাত্মক। ধন না থাকিলেও বড় কাজ চলে না, দিন-আনে দিন-খায় লোকেরা কোনও বিরাট পরিকল্পনাকে সার্থক রূপায়ণ দিতে পারে না। কিন্তু ধন যদি ব্যক্তি-বিশেষের বা গোষ্ঠী-বিশেষের বা জাতি-বিশেষের কুক্ষিগত হইয়া বৃথায় পড়িয়া থাকে, তবে তাহা দ্বারা সমগ্র অর্থনৈতিক জগতে অচলাবস্থার ও নানা আধিব্যাধির সৃষ্টি হয়। অর্থনৈতিক বৈষম্য লক্ষ লক্ষ লোকের নিদারুণ অন্ন-কষ্টের সৃষ্টি করে আর মুষ্টিমেয় কিছু লোকের উদরের চর্ব্বি, ঘাড়ের চর্ব্বি আর পাছার চর্ব্বি বর্দ্ধিত করিয়া কতকগুলি অলস, কর্ম্মকুণ্ঠ, বিলাস-ব্যসনাসক্ত সামাজিক আবর্জ্জনার সৃষ্টি করে। ধন লোলুপতার সৃষ্টি করে, লোলুপতা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দেয় অন্ধতা, আর অন্ধতা আনে আত্মনাশ ও সর্ব্বনাশ। ধন বণ্টিত বা বিতরিত হইলে চিত্তের আনে প্রসন্নতা, হৃদয়ের বাড়ায় প্রশস্ততা, বুদ্ধিকে দেয় সরলতা আর সর্ব্বত্র দেয় স্বচ্ছলতা। লোলুপতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই অধিকাংশ সাধু, সন্ন্যাসী, ভক্ত ও বৈষ্ণব সঞ্চয়কে পাপ বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহাদের এই বিচার ভ্রান্ত নহে।"

দুর্য্যোগের মধ্যে সুযোগ

পাবনা জেলান্তর্গত স্থল-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়া কাজ করিলে সকল দুর্য্যোগের মধ্যেও সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। সুযোগকে সৃষ্টি করিবার জন্য বা সুযোগকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখা চাই। যাহারা ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া কাজ করে বা ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া পথ চলে, তাহারা সুযোগ সৃষ্টিই বা করিবে কি করিয়া, সুযোগ চিনিবেই বা কি প্রকারে? রাশি রাশি সুযোগ দুর্য্যোগের মাঝে মাঝে ইতস্তত ছড়াইয়া আছে। তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে সুযোগটিকে চিনিয়া নেওয়া। সুযোগ চিনিতে হইলে মিতবাক্ হইতে হয়, বহু-অভিলাষ পরিহার করিতে হয়, মনটীকে একমুখ করিতে হয় এবং যে-কোনও সময়ে যে-কোনও দুঃসাহসিক পরিশ্রম করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে

হয়। পৃথিবীর ইতিহাস পড়িয়া দেখ। মতিমান্ পুরুষেরা সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র এই উপায়েই মহাদুর্য্যোগকেও সুযোগের সন্ধানদাতা-রূপে চিনিতে পারিয়াছেন।"

ব্যাপক উৎপীড়নের উৎক্ষিপ্ত ধ্বংসাবশেষ আদিবাসী

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত মেহারী-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কে মঙ্গোলয়েড, কে টিবেটো-বার্ম্মাণ, কে নেগ্রয়েড়, আর কে সীথিয়ান, কে পশ্চিমী আর্য্য আর কে পূবের আর্য্য, কে নর্ডিক আর কে মেডিটেরানিয়ান, কে সেমিটিক আর কে শক, তুখারি বা কুষাণ,—বংশধারায় কে কোন্ রক্তপ্রবাহ লইয়া ক্রমবিকাশের পথে ছুটিয়াছে, সেই বিচার নিয়া গলদ্-ঘর্ম্ম হইবার আমার প্রয়োজন নাই। আমার প্রয়োজন শুধু কে মানুষ, এতটুকু কথা লইয়া। কি ভাবে কোন দেশের কোন্ পরিস্থিতি হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কোন্ আদি জাতি বা সেই আদি জাতির বংশধরেরা বসুন্ধরার কোন্ দেশের পর কোন্ দেশের মাটির উপরে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল এবং হয় তদ্দেশবাসীদের সঙ্গে রক্তে, মাংসে, মেদে, মজ্জায় মিশিয়া এক হইয়া গেল, নয় সেই দেশের পুরুষগুলিকে কচুকাটা করিয়া হত্যা করিয়া নিজেদের নারী-সমাজ বাড়াইল, সেই সুপ্রাচীন বিলুপ্ত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

একদল বরেণ্য প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী করিবেনেই করিবেন, কারণ অবিকৃত সত্যের আবিষ্কার তাঁহাদের পরম কর্ত্তব্য। কিন্তু আমার দিক হইতে আমি বলিতে পারি যে, দেশে দেশে, বনে পাহাড়ে, প্রান্তরে ও মরুভূমি-সম নিস্বপ অঞ্চলে যে সকল জাতি আজও তাহাদের আদিম কালের স্বভাব, রীতিনীতি, অন্ধ বিশ্বাস ও অজ্ঞানতা লইয়া বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যে প্রবেশের সময়ে আমরা আর্য্যত্ব, অনার্য্যত্ব, দ্রাবিড়ত্ব, অষ্ট্রিকত্ব, নিগ্রোত্ব বা অন্যবিধ উৎকৃষ্টতা বা হেয়তার বিচার করিব না। নির্ব্বিচারে আমরা তাহাদিগকে বাহুবেষ্টনে আপন করিয়া লইব। যে যেখানে অবসর পাও, সে সেখানে নিজের চেয়ে নিকৃষ্টতর ব্যক্তি বা সমাজভুক্ত-মাত্রকেই নিবিড় আলিঙ্গনে বক্ষ-সংলগ্ন করিবে। ইতিহাসের পরিহাসে ইহাদেরই সগোত্রেরা হয়ত একদা পৃথিবীর একাংশে সগৌরবে বীরদর্পে মেদিনী কাঁপাইয়া চলিয়াছে বা চলিতেছে, আর ইহারা মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মহাবৃক্ষের ম্রিয়মাণ শাখা রূপে ক্রমশঃ কেবলই শীর্ণ হইতেছে। আক্রমণকারী এক এক দল যাযাবরের উৎপীড়নে কত জাতির কত লোক যে পৃথিবীর কত দেশে কত ভাবে শুধু অস্তিত্বটুকু রাখিবার দায়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহার হিসাব নাই। কোনও কোনও গোষ্ঠী চিরতরে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সকলেই একই মনুষ্যজাতির বংশধর, এই সরল কথাটি কাহারও মনে জাগে নাই। কখনও কখনও আত্ম-রক্ষার তাড়নায়, কখনও কখনও

কেবল জয়েচ্ছার প্ররোচনায় মনুষ্যগোষ্ঠীগুলি একে অন্যকে গরু-তাড়াইবার মতন করিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে খেদাইয়া বেড়াইয়াছে। বহু শতক মাত্রই নহে, বহু সহস্রক-ব্যাপী সেই উৎপীড়নের উৎক্ষিপ্ত ধ্বংসাবশেষ হইতেছে বর্ত্তমানের অধিকাংশ আদিম অধিবাসী। এই কথাগুলি স্মরণ রাখিয়া ইহাদের উদ্ধারার্থ আমাদের শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে।"

কাম অতনু বলিয়াই বহুরূপী

জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত দেবীগঞ্জ-নিবাসী অপর এক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার একটী সৎস্বভাবা আত্মীয়ার প্রতি কোনও এক দুর্ব্বৃত্ত অভদ্র ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া তোমার ক্রোধের অন্ত নাই। অবশ্য, এই ক্রোধ স্বাভাবিক, এই ক্রোধ সঙ্গত। এমন ব্যাপারে যাহার ক্রোধ হয় না, তাহাকে মনুষ্য সংজ্ঞা দিতে ইচ্ছা করে না। ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় দ্রৌপদীর যখন বস্ত্রাকর্ষণ চলিতেছিল, তখন যুধিষ্ঠির চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। ইহাকে ধর্ম্মাচরণ বলিয়া আমি মনে করি না। ভীম গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছিলেন এবং ইহাই প্রকৃত মানুষের মতন কাজ হইয়াছে। যুধিষ্ঠির টুঁ শব্দটীও করিলেন না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দৈবলীলা প্রদর্শন করিয়া অনন্ত-দৈর্ঘ্য-সম্পন্ন শাড়ী

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সরবরাহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে সেই কৃষ্ণ আমাদের মধ্যে নাই, সুতরাং অলৌকিক কিছু ঘটিয়া সতীর সম্মান রাখিবে, এই প্রত্যাশায় তুলসীর মালা জপিয়া লাভ নাই। তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলে, ঠিকই করিয়াছিলে। সর্প যদি ফোঁস ফোঁস না করিত, ব্যাঘ্র যদি গর্জ্জন না করিত, তবে দংশন এবং ভক্ষণের আগে আর কেহ তাহাদিগকে ভয় করিত না। ভয় না থাকিলে জগতের দুষ্কৃতিকারীরা নিরন্তরই বেপরোয়া থাকিত। কিন্তু তুমি নিজে কি কাণ্ডটা করিলে? সরলা আশ্রয়-প্রার্থিনী অবলার উপরে তুমি অনায়াসে উৎপীড়ন করিলে কি করিয়া? সেই আদিকালের পশুযুগ কি এখনো আছে, যখন লোকে মা-বোনের বিচার করিত না? বলিবে, একা ঘরে ছিল, সহসা ইন্দ্রিয় প্রবল হইয়া উঠিল, আত্মসম্বরণ করিতে তুমি আর পারিয়া উঠিলে না, আশ্রয়-প্রদত্তা কিশোরীর উপরে হঠাৎ বলাৎকার হইয়া গেল, তোমার ইহাতে দোষ নাই। বটেই ত'! তোমার দোষ নাই, তবে কি দোষটা সেই কিশোরীর, যে একদল শত্রুর হাত হইতে নিজের মান-প্রাণ বাঁচাইবার জন্য দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছিল নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় এবং তোমাকেই দাক্ষিণ্যযুক্ত দেখিয়া অন্যত্র না গিয়া তোমাকে বিশ্বাস করিয়া তোমার শরণাগতা হইয়াছিল? ঘরে তোমার স্ত্রী নাই, কোনো ভগিনী বা আত্মীয়া স্ত্রীলোক নাই, এমন অবস্থায় তাহাকে তুমি আশ্রয় দিতে

গেলে কেন? তোমার প্রতিবেশীদের অনেকেরই ত' ঘরে মা আছে, ভগিনী আছে, পত্নী আছে, কন্যা আছে, তাহাদের কাহারও ঘরে বিপন্না এই কিশোরীকে তুমি পৌঁছাইয়া দিলে না কেন? তাহা হইলেই ত' একা-ঘরে তোমার অনতিদূরে তাহাকে শুইতে দিতে হইত না। শাস্ত্রকারেরা বারংবার বলিয়াছেন, একা-ঘরে কোনও স্ত্রীলোকের সহিত বাস করিবে না, এমনকি, সেই স্ত্রীলোক যদি তোমার আত্মীয়া বা পূজনীয়াও হয়। আমি তোমাদের জীবন ভরিয়া উপদেশ দিয়া আসিতেছি যে, ক্ষণচঞ্চল মন আর চিরদুর্ব্বল চরিত্র মানুষকে নিয়ত বিভ্রান্তির দিকে টানিয়া থাকে, সুতরাং প্রত্যেকে এই বিষয়ে সাবধান থাকিবে, সাধিয়া প্রলোভনের সম্মুখে যাইও না, যাচিয়া প্রলোভনকে সমীপস্থ করিও না। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে নারী ও পুরুষকে একত্র চাকুরী করিতে হইতে পারে, সামাজিক প্রয়োজনে নারী ও পুরুষের মধ্যে বহুবার দেখা-সাক্ষাতে, আলাপ-সালাপে, ভাবের আদান-প্রদানে মিলিতে হইতে পারে, রাজনৈতিক প্রয়োজনে একই কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাদের উদ্দাম হইয়া কর্ম্ম করিতে হইতে পারে, কিন্তু একটী পুরুষের সহিত একটী নারীর বা একটী নারীর সহিত একটী পুরুষের একাকী বিশ্রব্ধ ভাবে অবস্থানের ব্যাপারে কঠোর নীতি মানিয়া চলিতেই হইবে। তাহা মান নাই। বিধান লঙ্ঘিত হইয়াছে। অথচ তরুণী কিশোরী তোমাকে সাধুসজ্জন ভাবিয়া তোমার আশ্রয়ে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আসিয়াছিল। বিপদ কাটিয়া গেলেই সে তাহার গৃহে ফিরিয়া যাইত। তুমি তাহাকে বুঝাইয়া দিলে যে, সে যেই শ্রেণীর গুণ্ডা-বদমায়েসের হাত হইতে ইজ্জত বাঁচাইবার জন্য গভীর রজনীর ঘন তমিস্রা উপেক্ষা করিয়া অজানা পথে ছুটিয়া আসিয়াছিল, তার চেয়ে অধিকতর বিপজ্জনক গুণ্ডারা তুলসীর মালা জপিয়া জপিয়া মানুষ ভুলাইয়া ভণ্ডামি করিবার জন্য চারিদিকেই ওৎ পাতিয়া বসিয়া রহিয়াছে। তুমি সাফাই দিতেছ যে, ইহা তোমার সাময়িক চিত্ত-দুর্ব্বলতা কিন্তু সে যতকাল জীবিত থাকিবে, ততকাল সে মনে করিতে থাকিবে যে, ধর্ম্মের ভাণ করিয়া এই ভাবে তুমি সুযোগ মত সর্ব্বদাই নারীর সতীত্ব লুণ্ঠন করিয়া থাক। যতকাল সে জীবিত থাকিবে, প্রতিটি দিন সে তোমাকে অভিসম্পাত করিবে যে, তোমার মতন নর-পশুর জীবনে যেন কখনো অভ্যুদয় লাভ না ঘটে। বলত', কেন তুমি এই অভিসম্পাতের পসরা মাথায় তুলিয়া নিলে? এই কিশোরীর নিকট তোমার ক্ষমা মাগিয়া লওয়া উচিত কিন্তু তাহার পথও কুসুমাস্তীর্ণ নহে। অশ্রুবন্যায় বুক ভাসাইয়া অনুতাপ কর এবং অন্তরে এমন অনলরাশি জ্বালাইবার ব্যবস্থা কর, যাহাতে ভাবী জীবনে আর একটী দিনের জন্যও তোমার এমন মতিভ্রম না ঘটে। দয়া, মায়া ও সহানুভূতির নাম করিয়া কত সময়ে যে কাম-রূপ কালকূট মানুষের মনে প্রবেশ করে, তাহার কোনও হিসাব করা সম্ভব নহে। কাম অতনু, এই জন্যই সে বহুরূপী।

একবার মনকে সে অধিকার করিলে, কুযুক্তির জাল রচনা করিয়া সে বারংবার মানুষের দিগ্‌ভ্রান্তি জন্মায় এবং নানা ভাবে নানা ঢংয়ে নানা অকথনীয় অনাচার করায়।"

অশরীরী বাণী

মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত সাগরদীঘী নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সমগ্র জগৎ জুড়িয়া কত স্থানে কত যে বাণী অশরীরী হইয়া ভ্রমিয়া বেড়াইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। সকলগুলি বাণীই যদি তোমার কর্ণগোচর হইত, তাহা হইলে তোমার প্রাণ ক্লান্তিতে, বিভ্রান্তিতে এবং ত্রাসে কণ্ঠাগত হইত। কত জনের কত অপূরিত আশা, কত জনের কত নিদারুণ নিরাশা, কত জনের কত উচ্ছৃঙ্খল দুরাশা, কত জনের কত উৎপীড়নের আর্ত্তনাদ, কত জনের কত অকারণ জিঘাংসা আর কত জনের হতাশার ক্রন্দন আকাশে বাতাসে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার যদি তুমি প্রত্যেকটীকে শুনিতে পাইতে, তাহা হইলে তুমি হয় দুঃখে, নয় বেদনায়, নতুবা সহানুভূতিতে কিম্বা আতঙ্কে অথবা কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ়তায় পাগল হইয়া যাইতে। সকলের সকল চীৎকার, সকলের সকল দাবী যদি তোমাকে শুনিতে হইত, তুমি মাথা ঠিক রাখিতে পারিতে না। অতএব, তুমি যে অপরের মনের কথা জানিতে পার না, ইহা তোমার এক পরম সৌভাগ্য। অশরীরী বাণী কাহারও কাহারও নিকটে

বোধগম্য হইয়া আবির্ভূত হয়। ইহা মিথ্যা নহে। কিন্তু জীবকল্যাণে যিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, মাত্র তিনিই এই বাণীর মর্য্যাদা রাখিতে পারেন। লক্ষ লক্ষ লোকের করুণ ক্রন্দন তাঁহার হৃদয়-মন মথিত করে এবং সর্ব্বদা জগৎকল্যাণে সমর্পণের বিনিময়ে তিনি এই ক্রন্দনের মূল কারণকে উৎসমুখেই বিলুপ্ত করিয়া দিবার সাধনায় ব্রতী হন। জগতে এমন সাধকদেরই আজ প্রয়োজন। অকারণ অপরের মনের অভিপ্রায় যোগবলে জানিয়া নিজের চিত্তকে ভারাক্রান্ত করিবার মতন মূর্খতা ও পণ্ডশ্রম জগতে আর দ্বিতীয় নাই। পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, তোমার জীবনের সবটুকু পরমায়ু তিনি যেন যথার্থ সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া সার্থক করিতে আশীর্ব্বাদ করেন।"

সার্থক স্বপ্ন

মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত পাঁচথুপি-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"স্বপ্নে সৎপ্রেরণা পাইয়াছ। এই স্বপ্ন সত্য হউক। স্বপ্নে সদুপদেশ লাভ এক পরম লাভ। তোমরা প্রত্যেকে আত্মোৎসর্গের ব্রতে দীক্ষিত হও, সর্ব্বস্বার্থ জীবকল্যাণে বিসর্জ্জন করিয়া মানুষ নামটীর মর্য্যাদা বাড়াইয়া দাও, ইহা আমার জাগ্রতেরও স্বপ্ন, নিদ্রারও স্বপ্ন। আমি আমার বুকের মাঝখানটাতে যে আকুলতা অনুভব করিয়া থাকি মানুষকে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আলিঙ্গন করিয়া ধরিবার, সেই মানুষ ত্যাগশুদ্ধ, সংযম-প্রবুদ্ধ, স্বার্থবোধ-বিরহিত সোণার মানুষ। এমন সোণার মানুষেরা দলে দলে আবির্ভূত হইলে সোণার বাংলা সোণার ভারতে পরিণত হইবে, নারকীয় তাণ্ডবের আবাসভূমি এই জঘন্য ধরিত্রী স্বর্গের চেয়েও পুণ্যতর ভূমিতে পরিণত হইবে। তোমাদের ত্যাগশক্তি সম্প্রদায়ের গণ্ডী, দেশের-প্রদেশের গণ্ডী, সমাজের গণ্ডী, ভাষার গণ্ডী এমনকি, বিশ্বের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অনাগত যুগের কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের অধিবাসীদের প্রতিটি প্রাণীর প্রতি প্রধাবিত হউক। স্বপ্নে ও জাগরণে, কর্ম্মে ও বিশ্রামে, প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সর্ব্বদা সেই সুখস্বপ্ন তোমরা দেখিতে সমর্থ হও। তোমাদের প্রতিজনকে বক্ষে বেড়িয়া ধরিবার জন্য আমি আমার বাহুযুগল অনন্ত-কোটী যোজন দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া দিয়া তোমাদের প্রতীক্ষায় আছি। আমার স্বপ্নের জগতে আমি বড় সুন্দর, বড়ই মোহন। সেখানে আমি আমার এক একটী রোমকূপের ভিতরে কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে দেখিতে পাই। সেখানে আমি আমার সমগ্র স্পর্শশক্তি দিয়া তোমাদের প্রতিজনকে নিজের মধ্যে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছি। যে স্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ, তাহা অলীক নহে, কল্পনা নহে, মিথ্যা নহে, নিরর্থক নহে।"

বিবাহে বিধাতার হাত

জনৈক প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন,—অসবর্ণ বিবাহ সম্পর্কে আপনার মত কি?

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—অসবর্ণ বিবাহই বল আর সবর্ণ বিবাহই বল, এ সম্বন্ধে আমার মতামতে কারো কিছু যায় আসে না। বিধাতার মতই প্রকৃত মত। চারদিকে লক্ষ্য ক'রে দেখ, এই বিষয়ে বিধাতার নিজের মতটা কি। জন্ম, মৃত্যু আর বিবাহ এই তিনটী ব্যাপার তিনিই ঘটাচ্ছেন। একজন সারা জীবন বিবাহ কর্ব্বার জন্য পাত্র বা পাত্রী খুঁজে বেড়ান কিন্তু পেলেন না, এমনও দেখা যায়। যেখানে তোমার বিবাহ কিছুতেই ঘট্‌বে না, ঘট্‌তে পারে না, তেমন জায়গায়ই হয়ত তোমার বিবাহটী হ'য়ে গেল, এমনও দেখা যায়। তুমি একজনকে বিবাহ কর্ব্বেই, এই জিদ নিয়ে চলেছ, ঘটনাবলীর আবর্ত্তন তোমার ইচ্ছার অনুকূলেই চলেছে, তবু হঠাৎ মাঝ-দরিয়ায় নৌকার পাল ছিঁড়ে গেল, হাল ভেঙ্গে গেল, সব গোলমাল হ'য়ে গেল, বিয়ে হ'ল না। এরূপ ঘটনা অহরহ হচ্ছে। বিবাহ ব্যাপারটা যখন বিধাতারই হাতে, তখন ওটা নিয়ে আবার মতামত কি দিব? কারো বিবাহ-সংবাদ শুন্‌লে আশীর্ব্বাদ কর্ব্ব, দম্পতী সুখী হোক্ এবং বিবাহের ফল জগৎ-কল্যাণাভিসারী হোক্। কেউ বিয়ে কর্ল্ল না, কেউ কর্ত্তে পার্ল্ল না জান্‌লে আশীর্ব্বাদ কর্ব্ব, একক জীবনেই সে পরম চরিতার্থতা আহরণ কর্ত্তে সমর্থ হোক্ এবং তার ফলে জগদ্বাসী নানা ভাবে নিরন্তর লাভবান্ হোক্।

অসবর্ণ বিবাহ

প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন,—অবসর্ণ বিবাহ যদি কেউ করে, তাকেও আপনি আশীর্ব্বাদ কর্ব্বেন? সগোত্রে যদি কেউ বিবাহ করে, তাকেও আপনি আশীর্ব্বাদ কর্ব্বেন? আত্মীয়তার নিষিদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে যদি কেউ বিবাহ করে, তাকেও আশীর্ব্বাদই দিবেন? গম্যাগম্যের সম্পর্কবিচার না ক'রে যারা বিবাহ কর্ব্বে, তারাও আপনার সমর্থন পাবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রশ্ন হ'ল অনেকগুলি। একটা একটা ক'রে জবাব দিচ্ছি। যে যে গোষ্ঠীর ভিতরে পারস্পরিক বৈবাহিক আদান-প্রদান চ'লে এসেছে, তাদের বলা হয় সবর্ণ। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণে আর ব্রাহ্মণে, ক্ষত্রিয়ে আর ক্ষত্রিয়ে, বৈশ্যে আর বৈশ্যে, শূদ্রে আর শূদ্রে বিবাহ চলে। একে বলে সবর্ণ বিবাহ। সবর্ণ মানে সমবর্ণের লোক। যে বর্ণের সঙ্গে যে বর্ণের বিবাহের চল নেই, তাদের মধ্যে বিবাহ হচ্ছে অসবর্ণ বিবাহ। দুই বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহে সাধারণের আপত্তি কেন? এরূপ বিবাহে বর বা কনে বা উভয়েই বিবাহের পরে নূতন সমাজের লোকের কাছে আদরণীয় হবে না, উপেক্ষার, অবহেলার, অবজ্ঞার, অসম্মানের পাত্র হবে। উপেক্ষা কেন? অবেহলা কেন? কারো বা জাতিগত শ্রেষ্ঠতার অভিমান, কারো বা প্রথাভঙ্গজনিত নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

যোগ্য ভাবে বুঝাপড়া করার সামর্থ্যের অভাব। কুসংস্কারটা হয়ত সমাজের লোকের কিন্তু একাকিত্বের দুঃখ ভোগ করে এই দুঃসাহসী নবদম্পতী। এজন্যই মানব-দরদী মানুষ মাত্রেই উপদেশ দিবেন যে, বিবাহের পরের জীবনটা সমাজের লোকের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কাটিয়ে দিতে গেলে হয়ত অন্য দিকে নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন কর্ত্তে পার্ব্বে না, সুতরাং সবর্ণে বর বা কন্যা মিললে অসবর্ণ বিবাহ করার জন্য জেদ করার কোনো মানে হয় না। কিন্তু তবু অনেকে এমন বিবাহ করে। কেউ যদি এমন বিবাহ ক'রেই থাকে, তবে তাদের পিছনে শত্রুভাবে লেগে পড়ার ভিতরে কোন্ সার্থকতা আছে? সামাজিক ভাবে তাদের পুত্রকন্যারা ভাবী কালে কি ভাবে গ'ড়ে উঠ্‌ছে বা বেড়ে উঠ্‌বে, এই চিন্তাটা তাদের কর্ত্তেই হবে। তাতে যদি তারা কর্ত্তব্যে ত্রুটি না করে, তবে এই বিষয়ে আর কারো কোনো কথা বলার প্রয়োজন দেখি না। বিবাহ মানে শুধু স্বামী ও স্ত্রীর মিলনই নয়, বিবাহ মানে পুত্রকন্যাদের আবির্ভাব-সম্ভাবনা, বিবাহ মানে পুত্রকন্যাদের ভাবী জীবনের সুগমতাবিধানের দায়িত্ব, বিবাহ মানে পূর্ব্ব-পুরুষানুক্রমিক ভাবে কুলসংক্রামিত সদ্‌গুণ-সমূহের ক্রমিক অনুশীলন ও চর্চ্চা তথা অসদ্‌গুণ সমূহের বিলোপ-সাধনের জন্য প্রাণপণ তপস্যা। এই সব সর্ত্ত যারা পূরণ কর্ত্তে পারে, তারা যাকে ইচ্ছা বিয়ে করুক না।

সগোত্রে বিবাহ কেন নিষিদ্ধ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সগোত্রে বিবাহ যে নিষিদ্ধ হয়েছে, তার সুদূরবর্ত্তী বিস্মৃত এক অতীতের কাহিনী হচ্ছে নরনারীর গম্যাগম্যতার বিচার। পশুপক্ষী কি গম্যাগম্যের বিচার করে? একদিন মানুষও তা' কর্ত্ত না। যাদের মধ্যে যৌন যোগাযোগ আমরা মুখে উচ্চারণ কত্তে পর্য্যন্ত পারি না বা মনের কোণে নীরব ভাষায়ও উদিত হ'তে দিতে পারি না, তাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়গত সুখানুশীলন একদা এই মানবজাতিরই পূর্ব্বপুরুষগণের জীবনে নিশ্চিত ছিল। নিশ্চিত যে ছিল, তার একটা প্রমাণ এই যে, এখনো কদাচিৎ এমন অকল্পনীয় ঘটনা কোথাও কোথাও ঘট্‌তে দেখা যায়। বল্‌বে, ওগুলি হচ্ছে মনোবিকারগ্রস্ত নরনারীর উন্মাদিত আচরণ। কিন্তু এরূপ আচরণ কেবল অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায় নি, ইউরোপের পৃথিবীখ্যাত দার্শনিকের জীবনেও এসব ঘট্‌তে দেখা গিয়েছে। এই থেকে প্রমাণ হয় যে, এখন মানুষ যা হঠাৎ ক'রে বসতে পাচ্ছে, অতীতের অনগ্রসর যুগে তা' অবাধে করেছে। আর একটী প্রমাণ হচ্ছে, নানা দেশের নানা কালের নানা শাস্ত্রের নিষেধ-বচন। কোনো শাস্ত্রে যদি লেখা থাকে,—"মাতাকে বিবাহ ক'রো না",—তাহ'লে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, মাতৃগমন সে দেশে কাছাকাছি কালে কিছু কিছু লোকের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রচলিত ছিল। মহর্ষি মনু

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

যখন বলেছেন,—

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ,

বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।"—অর্থাৎ মাতা, ভগিনী বা কন্যার সহিতও একা থাক্‌বে না, কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাম অবাধ্য হ'লে জ্ঞানী ব্যক্তিকেও কুকার্য্যে লিপ্ত করে,—তখন বুঝতে হবে যে, তাঁর উপদেশ-দানের কাছাকাছি সময়ে ঐ জাতীয় অপকার্য্য কিছু কিছু লোক নিশ্চয়ই ক'রে থাক্‌বে, নইলে বৃথা বাগ্‌বিস্তার তিনি কর্‌বেন কেন? কিন্তু সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভিতরে সমাজ-চেতনা এল, সংসার-চেতনা এল, সংসারের বিভিন্ন মানুষগুলির সম্পর্কে সম্বন্ধ-চেতনা এল, প্রতিটি সম্বন্ধের সম্মান, মর্য্যাদা এবং প্রতিটি মানুষ সম্পর্কে কর্ত্তব্যবোধ জাগ্‌ল। তখন মানুষ তার পশুত্বের স্তর লঙ্ঘন কর্ব্বার জন্যে প্রণয়ন কর্ল্ল একদিকে কতকগুলি বিধির, অন্য দিকে কতকগুলি নিষেধের। বিধি হ'ল বৈপ্লবিক। নিষেধটীও হ'ল বৈপ্লবিক। বিধি হ'ল নরনারীর যৌন-মিলন-সুখ-লাভোদ্দেশ্যেই হোক আর অপত্যার্জ্জনের জন্যই হোক্ অবারিত হবে মাত্র তখন, যখন উভয়ের মধ্যে সর্ব্বজনস্বীকৃত ভাবে একটী বিবাহ হবে। নিষেধটী হ'ল এই যে, নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি শোণিত সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ কদাচ অনুমোদিত হবে না। ঘনিষ্ঠ শোণিত-সম্পর্ককে বর্জ্জন ক'রে চলার আবশ্যকতা-বোধ থেকেই সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়েছে। একদল বৈজ্ঞানিক এই নিষেধ-বাক্যটীর সমর্থনে

একথাও ব'লে থাকেন যে, ঘনিষ্ঠ রক্ত-সম্বন্ধের মধ্যে অর্থাৎ Con-sanguinous Marriage দ্বারা উন্মাদ রোগীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হচ্ছে।

সগোত্রে বিবাহ কখন হইতে পারে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটা বিশাল গোচারণ-ভূমির চারদিকে বাস কত্ত চার জাতি,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্র,—গোত্রপতি শাণ্ডিল্যের হয়ত এর ঈশান কোণেই আশ্রম। সকল অধিবাসীর একটী মাত্র গোত্র—শাণ্ডিল্য গোত্র। সগোত্রের মধ্যে বিবাহ চলবে না ব'লেই এই গ্রামের ছেলেমেয়েদের বিবাহ হবে ভিন্ন গোত্রপতি ঋষির শিষ্যদের মধ্যে কারো মেয়ে বা ছেলের সঙ্গে। সগোত্রে শুধু বিবাহই চল্‌বে না, তা নয় সগোত্রে বিবাহের কল্পনাটাও করা হবে না। ফলে গ্রামীণ কিশোর-কিশোরীদের আত্মসংযম রক্ষার সহায়তা কত্ত এই ব্যবস্থাটী। এখন শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ছেলে বাস করে নাগপুর, দশ পুরুষে কেউ পূর্ব্ববঙ্গে আসে নি, আর শাণ্ডিল্য গোত্রীয়া কন্যা বাস করে চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি, সাত পুরুষে কেউ মধ্যপ্রদেশে যায় নি, এমতাবস্থায় শুধু সগোত্র ব'লেই তাদের মধ্যে বিবাহ হ'তে পার্ব্বে না, এই ব্যবস্থা এ যুগে অচল। কিন্তু তোমার গোত্র কাশ্যপ, আর মামাত বোনটীর গোত্র ভরদ্বাজ বা পিসতুত বোনটীর গোত্র বাৎস্য বা মাসতুত বোন্‌টীর গোত্র সাবর্ণ, সুতরাং এদেরকে বিবাহ কর্ল্লে ত' আর সগোত্রে বিয়ে হ'ল না, এই যুক্তিতে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তুমি মামাত, পিসতুত বা মাসতুত বোনকে বিয়ে ক'রে বস্‌বে, সমাজ সেইটী হ'তে দেবেন না। তাঁদের যুক্তি এই যে, তোমার মামার বা মাসীমার ভিতর তোমার মায়ের পিতৃরক্ত, তোমার পিসিমার ভিতর তোমার বাবার পিতৃরক্ত রয়েছে। এত নিকট রক্ত-সম্বন্ধের ভিতর বিবাহ অসঙ্গত।

হিন্দু-সমাজে বহিষ্কৃতের বংশধরদের পুনঃপ্রবেশ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই সকল সামাজিক বিধিনিষেধ তোমাদের ভাবী কুশল চিন্তা ক'রেই প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু অবস্থার চাপে বা রিপুর উত্তেজনায় বা দয়া বশতঃ কিম্বা কারো ষড়যন্ত্রের ফাঁদে প'ড়ে অথবা মানসিক দুর্ব্বলতায় তোমরা বারংবার এসব সামাজিক নিষেধ লঙ্ঘন ক'রেই এসেছ। সৌভাগ্য এইটুকু যে, লঙ্ঘন করেছ দুচার জনে, দলে দলে অসংখ্য জনে নয়। সমাজ তখন তোমাদের দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখনকার অবস্থা কিন্তু অন্যরূপ। সমাজ তোমাদের উপেক্ষা করে কিন্তু তোমাদের ছেলেমেয়েরা যখন এই সমাজের বুকে মাথা নুইয়ে প্রবেশ করে, তখন পিছুদুয়ার দিয়ে সমাজ তাদের নীরবে গ্রহণ ক'রে নেয়। অবশ্য, নবজাত ছেলেরা আর মেয়েরা নিজেদের পিতার উপাধি নিয়েই সমাজে প্রবেশ করে এবং দুই এক পুরুষ পার হবার পরে পুনরায় সমাজপতি সেজে সমাজের

নিয়মভঙ্গকারীদের উপরে কড়া শাসন চালায়। ভাগ্যে জাতিভেদ নামে একটা প্রথা ছিল, যার ফলে যে যেমনটা সাহস করেছে, সে তেমন এক জাতির ভিতরে প্রবেশ ক'রে নিজের ভ্রান্ত অতীতকে মুছে ফেল্‌তে সমর্থ হয়েছে।

জাতিভেদের ভালোমন্দ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জাতিভেদ প্রথাটার বিরুদ্ধে জনমত দেশে সর্ব্বত্রই অতীব প্রবল। কেউ কেউ মনে করেছেন যে, হিন্দুদের জাতিভেদ-প্রথাটা আছে ব'লেই তারা প্রায় চিরকালই পরপদানত, পরাধীন, নির্জ্জিত ও উৎপীড়িত। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই যে, জাতিভেদ প্রথা যাহাদের মধ্যে নেই, তেমন জাতি বা দেশ কি কখনো পরাধীন হয় নি? কেউ কেউ মনে করেছেন যে, জাতিভেদ থাকার দরুণ এক বর্ণের লোকেরা অন্য বর্ণের লোকদের ঘৃণা করে এবং অত্যাচার করে। সেখানেও জিজ্ঞাস্য হচ্ছে যে, যে জাতির বা যে দেশের লোকের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা নেই, সেখানেও কি এক শ্রেণীর বা এক অবস্থার লোকের দ্বারা অন্য শ্রেণীর বা অন্য অবস্থার লোকদের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ, অত্যাচার ঘটে না? আফগানিস্তান মুসলমানের দেশে পরিণত হয়ে যাবার পরে পশ্চিম থেকে যে সব জাতি বা বাহিনী বারংবার কাবুল আক্রমণ কর্ত্তে, লুণ্ঠন কর্ত্তে বা দখল কর্ত্তে এসেছে, সেই আরবরা, তুর্কেরা, তাতারেরা, ইরাণীরা বা মুঘলেরা ত'

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কেউ অমুসলমান ছিল না। অবশ্য স্বীকার কর্ত্তে হয় যে, জাতিভেদ প্রথার মধ্যে দুর্ব্বলতার একটা উৎস নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কালো মেঘের কিনারায় একটুখানি রজত-রেখাও দেখা যায়। সেইটী হচ্ছে এই যে, ভারতে ইসলাম প্রচারের বহু পূর্ব্ব থেকে দলে দলে যে সব শক, কুষাণ, ইয়ুচি, পারদ, পহ্লব, গ্রীক প্রভৃতি জাতি লক্ষ লক্ষ লোক নিয়ে এই ভারতে বাস করে গেল, তাদের বংশধরেরা কোথায় গেল? নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটী জাতির যে-কোনটার ভিতরে যে প্রবেশ কর্ত্তে পেরেছে, সে তাতে অবাধে ঢুকে পড়েছে। বাইরের মানুষকে হজম ক'রে নেবার ক্ষমতা যতকাল হিন্দু-সমাজে অক্ষুণ্ণ ছিল, ততকাল এই জাতিভেদ-প্রথা জাতিপুষ্টিরই সহায়ক হয়েছে, জাতিপুষ্টির হন্তারক হয় নি। আজ যদি সনাতনী পণ্ডিতদের শত বাধা সত্ত্বেও বহু-সংখ্যক অসবর্ণ বিবাহ ঘ'টেই যায়, তবে কালক্রমে দেখা যাবে, সমাজের তাতে পুষ্টিই হয়েছে, বিনাশ হয় নি। কারণ এই সকল বিবাহের ফলে জাত সন্তানেরা শেষ পর্য্যন্ত তাদের পিতার জাতিতেই পরিচিত হবে এবং কয়েক পুরুষ পরে ঐ জাতিটুকুর ভিতরেই মিশে যাবে।

স্বামী ও স্ত্রীতে কলহ

অপর একজন জিজ্ঞাসু স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে নানা কলহের

কথা তুলিয়া কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনটনের সংসারে নিত্য-কলহ লেগেই থাকে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সামান্য সদ্বিবেচনা থাক্‌লেই এ সমস্যার সমাধান হ'তে পারে। পুরুষ করে উপার্জ্জন আর নারী করে ব্যয়,—এই অবস্থাটার পরিবর্ত্তন কত্তে হবে। পুরুষও উপার্জ্জন কর্ব্বে, নারীও অল্প হোক্, বেশী হোক্, সংসারের আয় বাড়াবে। দুজনের দৃষ্টি সংসারটার প্রতি সমভাবে পড়্‌লে দুজনের মধ্যে খটাখটি আর খিটিমিটির সম্ভাবনা আপনি ক'মে যায়। পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ অশান্তির মূল হচ্ছে দগ্ধ উদরের তাড়না। এই অবস্থার মধ্যেও স্ত্রীকে তথা পুরুষকে অল্প অল্প ক'রে সঞ্চয়ের চেষ্টা কত্তে হবে। ক্ষুদ্র সঞ্চয় অনেক সময়ে অনেক বিরাট বিরাট অভাবের মুখ চেপে ধর্ত্তে সমর্থ হয়। স্বামি-স্ত্রীতে মনের মিল স্থাপনে সাংসারিক স্বচ্ছলতা অনেক সহায়তা করে। কিন্তু যেখানে পরস্পরের মধ্যে আছে অবিশ্বাস, স্বামী স্ত্রীকে মনে কর্ব্বে পরপুরুষাসক্ত, স্ত্রী স্বামীকে মনে কর্ব্বে পরনারীরত, সেখানে সম্পদের হাজার প্রাচুর্য্য থাক্‌লেও শান্তির কোনো আশা নেই। স্ত্রীকে বিশ্বাস করা স্বামীর কর্ত্তব্য, স্বামীকে বিশ্বাস করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য এবং একের প্রতি অপরের বিশ্বাস যাতে বাড়ে, তার অনুশীলন দুজনেরই কর্ত্তব্য। সন্দেহ-বায়ু অধিকাংশ সময়ে একটা মানসিক ব্যাধিমাত্র। ঈশ্বরভজনের দ্বারা সন্দেহ-বায়ু আস্তে আস্তে দূর হ'তে পারে। স্ত্রীর কর্ত্তব্য স্বামীকে বহু

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া, স্বামীর কর্ত্তব্য স্ত্রীকে বন্দিনীদশা থেকে মুক্ত করা। একে অপরের অভিন্ন হৃদয়-বন্ধু হবে, এটাই কাম্য এবং আদর্শ। দিবারাত্রি অহি-নকুল-সম্বন্ধ এক বিড়ম্বনার ব্যাপার। স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই কর্ত্তব্য এমন ভাবে চলা, যাতে একজনের সম্পর্কে অপরের অনুচিত ধারণার সৃষ্টি না হ'তে পারে।

কিন্তু কতকগুলি পুরুষ এমন বেয়াড়া স্বভাবের থাকে যে, স্ত্রীর আত্মসম্মান ব'লে একটা জিনিষ যে আছে, তা তাদের মনে থাকে না। তারা স্ত্রীর সম্পর্কে অবমাননাকর উক্তি-সমূহ উচ্চারণ ক'রে স্ত্রীকে কেবল আহতই করে না, অন্যের চোখেও হেয় করে দেয়। অনেক রেজালা-প্রকৃতির কতকগুলি স্ত্রীলোক এমন থাকে যে, অকারণে কটূকাটব্য ক'রে, উচ্চ চীৎকার ক'রে পাড়া মাথায় তুলে নেয় এবং সর্ব্বসমক্ষে স্বামীর প্রতি অপমান বর্ষণ কত্তে থাকে। এগুলি অনেক ক্ষেত্রেই মনোবিকারের ফল। সামান্য বুদ্ধিশুদ্ধি যার আছে, সে শুধু বিচারের দ্বারা নিজের এই দোষগুলি আস্তে আস্তে সংশোধিত ক'রে নিতে পারে। স্ত্রীর প্রতি নৃশংস নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত বোধ হয় প্রত্যেক পল্লীতে দুই চারটা ক'রে পাওয়া যাবে। তার তুলনায় সংখ্যায় অত্যল্প হ'লেও স্ত্রী-কর্ত্তৃক স্বামীর শারীরিক লাঞ্ছনার দৃষ্টান্তেরও অভাব হবে না। এসব অশোভন আচরণের মূল কারণ মনের এমন এক গভীর কন্দরে সমাহিত যে, বাইরের লোকের পক্ষে তা

অনুসন্ধান ক'রে বের করা কদাপি সম্ভব হবে না। অবচেতন মনের রঙ্গীণ পিপাসা কঠোর বাস্তবে এসে অতৃপ্ত থেকে যায়, থেমে যায়, হঠাৎ বিপরীত গতি নিয়ে উল্কার বেগে ছোটে তারই পানে, যার মনে তার উদ্ভব এবং নিজের সৃষ্টিকর্ত্তাকে বিধ্বস্ত ক'রে দেবার জন্য দুরন্ত আক্রোশ রূপে ডিনামাইটের মত হয় বিদীর্ণ। সেই ধ্বংসের স্তূপের নীচে প'ড়ে স্বামীটারও দেহমন পায় জীবন্তে কবর আর স্ত্রীটারও বক্ষের প্রতিটি পঞ্জর মনের প্রতিটি পরত বিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে দগ্ধ ও অর্দ্ধ-দগ্ধ হ'য়ে এক পাশে জমা করে কতকগুলি ছাই-ভস্মকে, অন্য পাশে পড়ে থাকে কালো কালো কদর্য্য কতকগুলি অলোপনীয় দুঃখের চিহ্নরাশি। এরও প্রতীকার ভগবৎ-সাধনা। জগতে এমন কোনও ব্যাধি নেই, যা ভগবৎ-সাধনায় না সারে। তবে, মরণ-পণ ক'রে লেগে থাকতে হয়।

শ্লীল ও অশ্লীল

অপর এক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— শ্লীলতা ও অশ্লীলতার কোনো সর্ব্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। সর্ব্বদেশে বা সর্ব্বকালে যা অশ্লীল ব'লে বিবেচিত হবে, এমন কোনো আচরণ আছে কিনা সন্দেহ। ক্রমবিকাশের পথে নরনারীর অন্তরঙ্গতা-ঘটিত নানা অবস্থা ও ব্যবস্থার মানুষের সভ্যতা নানা ভাবে মূল্যায়ন করেছে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মানুষের বাক্য বা আচরণকে, ইচ্ছা বা অভিলাষকে, চেষ্টা বা অধ্যবসায়কে সর্ব্বযুগে একই তৌলযন্ত্রে ওজন করা হয় নি, ওজনের মানও সর্ব্বসময়ে সমান ছিল না। আজ যা অশ্লীল, কাল হয়ত সেটা ছিল সমাজের সর্ব্বজনপ্রচলিত রীতি। আজ যা সর্ব্বজন-স্বীকৃত সদাচার, হয়ত কাল তাকে ঘনকৃষ্ণমসী দিয়ে কদাচার ব'লে চিহ্নিত করা হবে। একই যুগে আবার একজনের কাছে যা শ্লীল, আর একজনের কাছে তা' অশ্লীল। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও একথা স্বীকার কর্ত্তেই হবে যে, ঐতিহ্যগত একটা আদর্শবাদ সকল দেশেই সকল যুগে থাকে, যা কখনো অতীতের শিক্ষাকে ভোলে না ব'লেই ঐতিহ্য নাম পায় এবং ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখতে কুণ্ঠিত নয় ব'লেই আদর্শবাদ বলে সংজ্ঞিত হয়। অতীত শিক্ষা ও ভবিষ্যতের আশা এই দুইটীর মধ্যে এই যে একটী সূক্ষ্ম যোগাযোগ, তা-ই মানুষের মনের ভিতরে চিন্তার, বাক্যের আচরণের ও কর্ম্মচেষ্টার ভিতরে একটা সংযমের বাঁধন সৃষ্টি ক'রে দেয়। যার যার বুদ্ধি-বিবেচনা-রুচি অনুযায়ী এই বাঁধনটুকু একটু শিথিল হয়, একটু কড়া হয়। শ্লীল ও অশ্লীলের বিচার হয় তা' দিয়ে। সাধারণ ভাবে বলতে পার যে, মানুষটা নিজে যে যেমন, তার শ্লীলতার আর অশ্লীলতা বিচারের মানদণ্ড হবে তেমন। মাতাল বা লম্পটের শ্লীলতা-বোধ আর ত্যাগব্রতী সাধকের শ্লীলতা-বোধ কদাচ এক পর্য্যায়ের হ'তে পারে না। একটা পাগল আর একজন প্রকৃতিস্থ পুরুষের শ্লীলতা-বোধ

কদাচ এক মানের হবে না। যে ছবিখানা দেখে একজন কবি তাকিয়ে থাকবেন অফুরন্ত উন্মাদনা নিয়ে, একজন দার্শনিক চখ খুলে তাকিয়ে থেকেও কিছুই পাবেন না দেখ্‌তে, একজন সসম্ভ্রম গৃহস্থ হয়ত তা' দেখে ঊর্দ্ধশ্বাসে তিন যোজন পথ অতিক্রম ক'রে তবে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বল্‌বেন,—বাঁচা গেল। তোমার কাছে কোন্‌টা অশ্লীল ব'লে মনে হয়, তার তুমি বিচার কর। অশ্লীলকে পরিহার ক'রে চল, বল, ভাবো, এবং শ্লীলকেই অবলম্বন ক'রে থাকো। নিজে যেটাকে অশ্লীল জ্ঞান কর, অন্য দশজনকে তার কাছ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা কর। একদল লোক অশ্লীলতার চর্চ্চা ক'রে আনন্দ পায় এবং যাদের সঙ্গে তাদের মত মিলে না, তাদিগকে রুচিবাগীশ, ভণ্ড বা প্রতারক ব'লে মনের সাধে গাল দেয়। তা' তারা দিক্। নিজেদের স্বভাব অনুযায়ী কাজ তারা কর্ব্বে না? তোমরা নিজেদের স্বভাবকেই অনুসরণ কর।

গানের সুর

একটী যুবক একটী গানের সুর শিখিতে আসিয়াছে। যুবকটী বলিল,—আপনার একটা গানের সুর শিক্ষা করার আমার একান্ত আগ্রহ।

—কি গানটী?

—তুমি যদি জ্বেলেছিলে অনল জীবন-জোড়া,
তবে কেন আরো জ্বালাইলে না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গানটী মুখে মুখেই রচনা করেছিলাম। মুখে মুখেই সুর-সংযোগ করেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে গানটী চারদিকে বেশ একটু প্রচারিত হ'য়ে গেল। কিন্তু লিখে রেখেছিলাম কিনা মনে নেই। এখন এ গানটী আর পাওয়ার উপায় নেই। কারণ, আমার যেমন মনে নেই, তেমন অনেক গায়কেরও মনে নেই। অথচ গানটা রচনার সঙ্গে সঙ্গে দাবানলের মতন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। আজ ত' আমি তোমাকে সম্পূর্ণ গানটুকু আর দিতে পার্ব্ব না। তবে, প্রথম পদের সুরটুকু শুনে নিতে পার।

স্বরলিপির কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আকারমাত্রিক বা দণ্ডমাত্রিক আমাদের যে সব স্বরলিপির পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে গানের সুরের একটা কাঠামোই ধ'রে রাখা যায়, গানের ভিতরের মধুরস বা গায়কের কণ্ঠের গায়কী তাতে প্রকাশ করা যায় না। খুব সুপটু স্বরলিপিলেখকের সাঙ্কেতিক লেখার ভিতরেও অতি সূক্ষ্ম ভাবে এই একটী অসম্পূর্ণতা থেকেই যায়। এই জন্যই সঙ্গীত-রচয়িতা বা সঙ্গীতের সুরকার কারোই এই জিদ থাকা উচিত নয় যে, স্বরলিপিতে যে সুর দেওয়া আছে, শতকরা একশত ভাগ আনুগত্যের সঙ্গে গায়ক-মাত্রকেই তার অনুবর্ত্তন কর্ত্তে হবে। কেননা, ভারতীয় সঙ্গীতে গায়কের যোগ্যতানুযায়ী স্বাধীনতা সনাতন কাল থেকেই সুস্বীকৃত। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সুরকারের অভিপ্রায় লঙ্ঘন ক'রে এক রতি পথ চল্‌বার অধিকার গায়কের বা বাদকের নেই। স্বাধীনতা না থাকাটা সঙ্গীত-শাস্ত্রের উন্নতির লক্ষণ নয়, বরং অপকৃষ্টতার লক্ষণ। ভারতীয় সঙ্গীতে সুরকার কণ্ঠের বা যন্ত্রের অবলম্বন-স্বরূপে সুরের একটা কাঠামো মাত্র তৈরী ক'রে দেন, গায়ক নিজ যোগ্যতা অনুসারে স্বকীয় শিল্পি-স্বভাবের অনুযায়ী নূতনত্বের বা বিস্তারের সুযোগ নিয়ে থাকেন। এই স্বাধীনতা না থাক্‌লে সুরমাধুর্য্য ক্রমশঃ একটা একঘেয়ে অবস্থায় গিয়ে পৌছায়। তবু অনেক সঙ্গীত-রচয়িতার এই রকম জিদ থাকে যে, তাঁর দেওয়া সুরেই মহাপ্রলয়ের দিন পর্য্যন্ত ঐ গানটী প্রত্যেককে গাইতে হবে, নইলে মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে। চখের উপরেই দেখ্‌তে পাচ্ছি, রামপ্রসাদীই বল আর মনোহরসাহি বা গরাণহাটি ঘরানার কীর্ত্তন-গানই বল, এত আট-সাট সত্ত্বেও বছরের পর বছর একটু আধটু ক'রে কায়দা বদল ক'রে নিচ্ছে এবং তা' কত্তে পাচ্ছে একমাত্র লোকরঞ্জনের যোগ্যতার বলে। আমার গান আমার দেওয়া সুরেই তোমাদের গাইতে হবে, এমন কোনো মাথার দিব্যি দেওয়া নেই, প্রতিভার যদি অধীশ্বর হ'য়ে থাক, তাহ'লে গানের পদের মধ্যে অন্তর্নিহিত যে ভাবটুকু আছে, তাকে প্রকটতর করার জন্য তোমরা তোমাদের নিজস্ব শৈলীর পূর্ণ সদ্ব্যবহার কর। কিন্তু কোনও গান নিজের আদি-প্রদত্ত সুরে প্রসিদ্ধ হ'য়ে গেলে তার সুর নিয়ে জ্যেঠামি করা প্রগলভ্‌তা ব'লে জান্‌বে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অতঃপর যুবকটী শ্রীবাবামণির রচিত তিন চারটী গানের স্বরলিপি লিখিয়া নিয়া প্রস্থান করিল।

শিক্ষাব্রতীর কর্ত্তব্য

অদ্য বেলা দেড় ঘটিকায় মহাকালী পাঠশালাতে শ্রীশ্রীবাবামণির ময়মনসিংহের নবম বক্তৃতাটী হইল। বক্তৃতা এক ঘণ্টাকাল চলিল। রাধাসুন্দরী গার্লস্ হাইস্কুলের ভাষণে যে সকল বালিকা, কিশোরী এবং মহিলাদের সমাবেশ হইয়াছিল, মহাকালী পাঠশালার বক্তৃতা-কালে তাঁহাদের অধিকাংশকেই শ্রোতার আসনে দেখা গেল। ফলে স্থান-সঙ্কুলানের অপ্রতুলতায় শ্রোত্রীবর্গের বিশেষ অসুবিধা ঘটিতেছিল। বক্তৃতান্তে জনৈকা শ্রোত্রী মহিলা দাঁড়াইয়া বলিলেন,—আমি স্থানীয় মহিলা নহি, দিনাজপুরে একটী হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষিকার কাজ করি। স্বস্থানে থাকিতেই রংপুরে এক অসাধারণ বক্তার শুভাগমন হইয়াছে শুনিয়া খুবই আগ্রহী ছিলাম যে, কি করিয়া তাঁহার ভাষণ শুনি। নিজ বিদ্যালয়ে আহ্বান করিয়া আনিয়া ভাষণ শুনিবার সাহস কেন ছিল না, তাহা আপনারা অনুমান করুন* এবং রংপুর যাইয়া বক্তৃতা শুনিয়া আসিবার ছিল না সুযোগ। কোনও একটী বৈষয়িক প্রয়োজনে আমাকে ময়মনসিংহ

* ইংরাজ রাজপুরুষদের আদেশে এই সময়ে বিনা বিচারে যে-কোনও লোককে বন্দী করিয়া রাখিবার ব্যাপক ব্যবস্থা চলিতেছিল।

আসিতে হইল কয়েকদিনের ছুটি লইয়া। পথে রংপুর থামিয়া এই অলোকসামান্য বক্তার খোঁজে গিয়া শুনিলাম, তিনি শহর ত্যাগ করিয়াছেন এবং ঠিক কোথায় আছেন, কেহ বলিতে সমর্থ নহে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আমি তাঁহাকে এই ময়মনসিংহেই পাইয়া গেলাম। কালও শুনিয়াছি, আজও শুনিলাম। যাহা শুনিলাম, তাহা অমৃত-রসায়ন, তাহা স্বর্গের সুধা, আমাদের জাতীয় জীবন গড়িয়া তোলার ইহা পরমশ্লাঘ্য উপাদান। ভারতের প্রত্যেকটী বিদ্যালয়ে আচার্য্য স্বরূপানন্দের কম্বুকণ্ঠের বক্তৃতাবলী শ্রবণের সুযোগ সৃষ্টি করা আমাদের প্রত্যেকটী শিক্ষাব্রতীর পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি।

মহাকালী পাঠশালার সম্পাদক মহাশয় বলিলেন,—যাহা আমরা শুনিলাম তাহা কি আমরা প্রতিটি দিন আমাদের ছাত্রদের ও ছাত্রীদের মনে প্রোথিত করিয়া দিবার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস পাইব? একাজটী যদি দেশের শিক্ষাব্রতীরা নির্ভীক অন্তরে এবং কঠোর দায়িত্ব-বোধের সহিত নিয়মিত করিয়া যান, তাহা হইলে দেশের বালক-বালিকাদের তথা সর্ব্বসাধারণের, নৈতিক মানের স্তর উচ্চতর হইতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইবে না।

বিশ্বের সকলকে লইয়া অভ্যুদয়

অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় দুর্গাবাড়ীতে শ্রীশ্রীবাবামণির ময়মনসিংহের দশম বক্তৃতাটী হইল। বক্তৃতা আড়াই ঘণ্টা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

চলিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতবর্ষের প্রত্যেকটী অধিবাসীকে আমরা চরিত্রবলে, সংযমের শুভ্রতায়, মনুষ্যত্বের মহিমায় উন্নত করে চাই। তার একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে সমস্ত জগদ্বাসীর ব্যাপক উন্নতি। পৃথিবীটাকে বাদ দিয়ে আমাদের ভারতবর্ষ নয় এবং সমগ্র পৃথিবী অনৈতিকতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকলে আমরা একা একা জ্ঞানালোকের অধিকারী হ'তে পার্ব্ব না। ঐহিক ও অপার্থিব যাবতীয় সম্পদের অধিকারী যাতে সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি মানব হতে পারে, তারই জন্যে আমাদের আত্ম-শোধনের অভিযান, আত্মোন্নয়নের অধ্যবসায় এবং আত্মোৎকর্ষের উদ্যম। ব্রহ্মাণ্ডের সকলের কুশলের সঙ্গে নিজেদের কুশলকে আমরা অভিন্ন জেনে সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতার বেড়াজাল ছিঁড়ে ফেলে বিশ্ববাসী সকলকে নিয়ে কর্‌ব মহামহোৎসবের আয়োজন, যাতে সর্ব্বজাতির, সর্ব্ববর্ণের, সর্ব্বাবস্থার নরনারীর থাক্‌বে শাশ্বত আনন্দের অধিকার। আমাদের ব্যক্তিগত শুভপ্রয়াস দেশ ও জাতির সর্ব্বজনের শুভসাধনের জন্য, আমাদের দেশগত যাবতীয় কল্যাণ-সাধন সমগ্র জগতের যাবতীয় অধিবাসীদের মধ্যে প্রেম, একাত্মতা, আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের জন্য। আমাদের স্বজাতিপ্রীতি বিজাতি-বিদ্বেষী হবে না, আমাদের স্বদেশপ্রেম বিদেশ-হিংসক হবে না, সর্ব্বজাতিতে, সর্ব্বসমাজে সমন্বয় ও সৌহৃদ্য স্থাপন হবে আমাদের ব্রত। বিশ্ববাসী সকলকে নিয়ে হবে আমাদের অভ্যুদয়।

ময়মনসিংহ
৫ই আশ্বিন, রবিবার, ১৩৪২
(২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫)

লিখিয়া যাও

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত হোসেনপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মনের স্বচ্ছ সুন্দর শোভন ভাবগুলি একটার পর একটাকে মালার মতন করিয়া সাজাইয়া একটা খাতার কাগজের এক পিঠে ফাঁক ফাঁক করিয়া সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার অভ্যাসটী কর। ইহার ফলে পাঁচ, দশ বা পনের বৎসর পরে এই অক্ষরগুলির ভিতরে তোমার অতীত মনের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইয়া তুমি চমৎকৃত ও বিশেষভাবে লাভবান্ হইবে। লেখা শুধু পরকে পড়াইবার জন্য নহে, নিজের কাছে নিজের সুপ্রচ্ছন্ন পরিচয়টুকুকে প্রকাশ করিয়া ধরিবার ইহা এক কৌশল। জগতে দুই চারিজন মানুষ কেবল নিজের জন্য যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার মুদ্রিত প্রতিলিপি পাঠ করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক নিজেদিগকে এই জন্যই উপকৃত মনে করিয়াছে। লিখিলেই তাহা ছাপিতে হইবে, ছাপিলেই তাহা লোকে পড়িবে, পড়িলেই তাহা দ্বারা মানুষ উপকৃত হইবে,—এই সকল জিদ বা কল্পনাকে প্রশ্রয় দিও না। লিখিতে যখন ভাল লাগে, লিখিয়া যাও এবং

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

পুঞ্জীকৃত পাণ্ডুলিপিকে অগ্নি, জল, কীট এবং আততায়ীর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া চল। আকাশকে যদি কর কাগজ, সমুদ্রকে যদি কর মস্যাধার, কোটি জন্মের পরমায়ুকে যদি কর লেখনী, তথাপি দেখিও, জীবনে বলিবার, কহিবার, লিখিবার বা ভাবিবার নিতান্ত স্বল্পতম কথাটুকুও তুমি অত চেষ্টা করিয়া লিখিয়া উঠিতে পার নাই।"

নারী মহাশক্তি

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত রূপসদী-নিবাসিনী জনৈকা পত্র-লেখিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমরা নিজেরা কোনও সদাদর্শের বা মহৎ লক্ষ্যের প্রচারকর্ম্মে কখনও নাম নাই বলিয়াই তোমাদের পদে পদে সঙ্কোচ, কুণ্ঠা আর দ্বিধাভাব। কিন্তু একটু সাহস করিয়া কাজে লাগিলেই দেখিবে যে, নারী যে মহাশক্তি, এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ পোষণের কারণ নাই। একাকিনী কাজ করিও না। সমভাবের ভাবিকা, সমমনের মনস্বিনী, সমপ্রাণা, সমহৃদয়া তিন চারি পাঁচ জন একত্র হইয়া নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচী অনুযায়ী কাজে প্রবৃত্ত হইবে। নারী যখন দিব্য-ভাবানুপ্রাণিতা হইয়া কোনও সুমহৎ কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে, তখন সে দনুজদলনী দশভুজার শক্তি ও লীলা প্রদর্শনে সমর্থা হয়। নারীকে অবলা বলা হইয়াছে, তাহার দুর্ব্বলতার জন্য নহে, দুঃসাধ্য সৎকর্ম্মে তাহার অনুশীলনের অভাবহেতু। অনুশীলনের তাহার সুযোগ

ছিল না, ইহাই ইহার কারণ। দিনের পর দিন সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্যাবলীর ধরণ-ধারণের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এই পরিবর্ত্তনগুলিকে কাজ ধরিবার ও কাজ করিবার সুযোগ-রূপে ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু একাকিনী নহে, বহু জনকে, অর্থাৎ বহু রমণীকে এক সঙ্গে লইয়া নারীকে কর্ম্মযজ্ঞের সমিধ্ আহরণে ব্রতী হইতে হইবে। কারণ, দণ্ডকারণ্যে নিশাচর, কবন্ধ, রাক্ষস ও পিশাচের অভাব নাই।"

সত্য আন্দোলন ও চরিত্রবল

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত রঘুনাথপুর নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বক্তার দল আবির্ভূত হইতেছেন, এইটাই কোনও আন্দোলনের শক্তি-সামর্থ্যের পরিচায়ক নহে। পরিণামদর্শী দূরদ্রষ্টা প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটিতেছে কিনা এবং চরিত্রবান্, দৃঢ়কর্ম্মা, অক্লিষ্ট-স্বভাব, দুর্জ্জয়-মনোভাবাপন্ন বীর কর্ম্মীদের আবির্ভাব ঘটিতেছে কিনা, ইহাই হইবে যে-কোনও আন্দোলনের সাফল্য-সম্ভাবনার মাপকাঠি। ভাষণ শুনিয়া বা প্রবন্ধ পড়িয়া তোমরা কাহাকেও হঠাৎ করিয়া জয়মাল্য দান করিয়া ফেলিও না। ভাষণ অথবা প্রবন্ধের পরেও আরও যাহা যাহা প্রকৃত দেশসেবকের কাছে তোমাদের প্রত্যাশা করিবার অধিকার আছে, তাহা পাইবে বা পাইলে কিনা, ইহার বিচারও করিতে হইবে। কাব্যে, বক্তৃতায়,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

প্রাবন্ধিকতায় অনেকেই মনস্বিতার পরিচয় দিয়া থাকেন এবং জনসমাজে প্রতিপত্তি লাভের পক্ষে এই জিনিষগুলি খুবই দ্রুত-সহায়ক বলিয়া কাব্য-রচনায়, বক্তৃতা দানে ও প্রবন্ধ-লেখনে অনেকেরই অন্তরের আগ্রহ জাগিয়া থাকে। কিন্তু চরিত্রের কষ্টিপাথরে পাকা সোণার মান নির্ণীত না হওয়া পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইবার কোনও প্রয়োজন নাই। চরিত্রের দৃঢ় মেরুদণ্ড লইয়া যাঁহারা কাজে নামিবেন, স্বল্পতর বাগ্মিতাশক্তি, স্বল্পতর রচনাশক্তি, স্বল্পতর কাব্যরসিকতা থাকিলেও তাঁহারা দেশ ও সমাজের জন্য অধিক কাজ করিয়া যাইতে পারিবেন। দুর্গত স্বদেশ সকলের মুখপানেই কাঙ্গালের মতন কাতর নয়নে তাকাইয়া আছেন, কিন্তু সকলে সকল প্রত্যাশা মিটাইতে পারে না, ইহা ধ্রুব সত্য।"

দুর্ভাবনার কথা

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত মোচাগড়া-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সাধারণ স্তরের একটী মঙ্গলকর্ম্মে তোমরা নিজেদের মধ্যে একমত হইতে পরিতেছ না, ইহার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমি চাহিতেছি, সকলের সহিত সকলের মিলন ঘটুক, যাহার ফলে একই কর্ম্মে সকলের নিপুণ হস্ত একযোগে লাগিয়া যাইতে পারে। তোমরা জনে জনে নূতন নূতন উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া কেবলই পরস্পর

হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছ আর প্রবল প্রযত্নে দূরে সরিয়া যাইতেছ। বল, এমতাবস্থায় আমার চরণ-দর্শনে এবং আমার সহিত অন্তরের সম্বন্ধ স্থাপনে তোমাদের পরস্পরের কি লাভ হইল? একটী সুইচে চাপ দিলে যেমন সকল স্থানের সমস্ত বাল্‌ব্‌গুলি বিদ্যুতের ঝলকে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, আমি তোমাদের মধ্যেকার সম্পর্ককে তেমন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিব না কেন? তাহাই যদি না পারিলাম, তবে তোমাদিগকে দীক্ষামণ্ডপে প্রবেশ করিতে আমি দিলাম কেন, এই একটী কথা আমাকে প্রায় প্রতিদিন ভাবিতে হইতেছে। ইহা বড়ই দুর্লক্ষণ, ইহা বড়ই দুর্ভাবনার কথা। আমি শিষ্য চাহি না, তথাপি দলে দলে শিষ্য বাড়িতেছে। অকৃপণ উদারতায় একেবারে স্বার্থবুদ্ধিহীন ভাবে তোমাদের দীক্ষা দিয়াছি বলিয়াই কি তোমরা আমার এই ভাবে আশাভঙ্গ সৃষ্টি করিবে? আমার প্রদত্ত দীক্ষা একার প্রয়োজনে নহে, বিশ্ববাসীর সকলের প্রয়োজনে। তুমি একাকী উপকৃত হইবে, তজ্জন্য তোমাকে দীক্ষা দেই নাই।"

জাতি-গঠন মহাযজ্ঞ

রাজশাহী জেলান্তর্গত রাণীনগর-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"এক স্থানে একজন বক্তা আসিয়া অসাধারণ বাগ্‌বিভূতির বিস্তার করিয়া মানুষের মনে ভাবের বন্যা

বহাইয়া দিয়া গেলেন। তারপরের কর্ত্তব্য কিন্তু আরও গুরুতর। বন্যার স্রোতের মতন উচ্ছল কলরবে হুঙ্কার করিতে করিতে যে ভাবগুলি আসিতেছিল, তাহাদিগকে জীবনের গোপনতম সূক্ষ্মপথে শোণিতবিন্দু-সমূহের ন্যায় সর্ব্বদা সঞ্চারিত রাখিবার জন্য প্রয়োজন নিত্য-স্বাধ্যায় বা নিত্য-আলোচনা। এই স্বাধ্যায় বা আলোচনাকে জাগ্রত, জীবন্ত ও কার্য্যকর রাখিবার জন্য আবার সঙ্গে সঙ্গে চাই অল্পবিস্তর উক্ত ভাবসমূহের অনুকূল কিঞ্চিৎ কর্ম্মানুশীলন। ভাষণটুকু দিয়া বক্তা বক্তৃতামঞ্চ হইতে অপসরণ করিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা পড়িয়া গেল, এই নাটক সেই পর্য্যায়ের নহে। জাতি-গঠন এক সুমহৎ যজ্ঞ, যাহার আয়োজন আবশ্যক সুপ্রচুর এবং যাহার সমিধ্ আহরণে প্রয়োজন হইতেছে অসংখ্য শুদ্ধচেতা নরনারীর সুদীর্ঘ-কালব্যাপী অনলস অধ্যবসায়।"

দেশসেবার নামে প্রতারণা

রাজশাহী জেলান্তর্গত নাটোর-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জীবন ভরিয়া জগতের কাহারও জন্য কিছুই ত্যাগ স্বীকার করিলাম না, কেহ করিতে আগ্রহী হইলে তাহাকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলাম, কিন্তু আমি নিজে বাঁচিয়া থাকিলে কত জনের যে, কত উপকার করিব, তাহার ফিরিস্তি কেবল দাখিল করিতে লাগিলাম, ইহার নাম জনসেবা নহে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মাত্র এইটুকু মূলধনের ভরসায় সকলের সহানুভূতি ও সহযোগিতা দাবী করার কোনও অধিকার জন্মে না। তোমার পরিকল্পিত সংকার্য্যে যদি বাহিরের লোকের সহযোগিতা অপরিহার্য্য হইয়া থাকে, তবে সকলের কাছে আগে প্রমাণিত কর যে, তোমাকে সহযোগিতা দিয়া মানুষ নিজেকে নিজে প্রবঞ্চনা করিবে না। চাউলের যেমন কারবার আছে, আলুর যেমন কারবার আছে, তিলের যেমন কারবার আছে, পাটের যেমন কারবার আছে, দেশসেবা নামক বস্তু লইয়াও যদি সেই প্রকারের কারবারই শুরু হইয়া যায়, তাহা হইলে যেই জন-সাধারণ আজ তোমাকে দিয়াছে অকুণ্ঠ সাহায্য, কাল সে তাহার এই দান ও ত্যাগের জন্য করিতে বসিবে অনুতাপ। প্রতারণা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। দেশসেবার নামে প্রতারণা সহনীয় নহে।"

প্রতিদান চাহিও না

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত শেরপুরটাউন-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ছোট ভাইকে শৈশব হইতে পালিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছ আর এখন সে শেয়ানা হইয়া তোমাকে কোনও বিষয়ে আমল দিতেছে না, প্রতিটি পদক্ষেপে তোমার বিরুদ্ধতা করিয়া তোমাকে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ও সমাজের কাছে হতমান করিতেছে বলিয়া বড়ই মনের দুঃখে দিন কাটাইতেছ। আমি বলি কি, দুঃখ আর করিও না, প্রতিদানও চাহিও না। যে ব্যক্তি অবিবেচক ও অকৃতজ্ঞ, তাহার নিকটে অন্তরের প্রত্যাশাকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বৃথা বিড়ম্বনার সৃষ্টি করিও না। ছোট ভাইকে লালিয়া-পালিয়া পড়াইয়া-শুনাইয়া সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ও জীবনে গণ্যমান্য করিয়া দিয়াছ, তোমার এই কৃতিত্বের আত্মপ্রসাদটুকুকে কে অপহরণ করিতে পারে? তুমি ভ্রাতৃস্নেহ-বশতঃই তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহার প্রতি অনাসক্ত হও। ভগবানে মন সমর্পণ কর এবং ভগবৎপ্রেম দিয়া দুঃখকে জয় কর ও অতিক্রম কর।"

কাজের কাজ

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত টাঙ্গাইল-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কাজের লোকের কখনও কাজের অভাব হয় না। নিতান্ত বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেই সে তাহার যোগ্য কাজ খুঁজিয়া লয়। নিষ্কর্ম্মা লোকের হাতে কাজ গছাইয়া দিলেও সে কাজ করে না, জোর করিয়া তাহার হাতে কাজ গুঁজিয়া দিলেও সে কাজ পায় না, কর্ম্মহীন অলস জীবনই সে যাপন করে। কথা কওয়াটা কমাইয়া দাও এবং কাজের কাজ করিবার দিকে মন দাও। সুকর্ম্মী ও নিষ্কর্ম্মী লোক দেখিতে

দেখিতে আমি এই ধারণায় আসিয়াছি যে, কর্ম্মহীন মানুষের মতন দুর্ভাগা আর কেহ নাই। যেখানে যাহাকে দেখিবে, বসিয়া নিশ্চিন্তে কাল কাটাইতেছে, তাহাকেই ধরিয়া বাঁধিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া লোক-কল্যাণের কোনও না কোনও কাজে যুক্ত করিয়া দাও। যে কাজে তাহার নিজের হিত এবং সমাজের লোকেরও হিত, তাহাই প্রকৃত করণীয় কর্ম্ম। স্বার্থপর কেহ কেহ কেবল নিজের হিতার্থেই কাজ করে, কিন্তু তাহার সেই আত্মহিত যদি পরানিষ্টের উৎপাদক না হয়, তবে তাহাও ভাল।"

দুঃখ ও দারিদ্র্য

নদীয়া জেলান্তর্গত কুষ্টিয়া-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দুঃখ নাই, দৈন্য নাই, এমন দেশ কি পৃথিবীতে আছে? পরাধীন দেশ ভারতবর্ষ, এখানে ত' ভিক্ষার্থীরই লোকারণ্য। কিন্তু যেই ইংরাজ আমাদের উপরে রাজত্ব করিতেছে, তাহাদের দেশে কি অভাবী নাই? পৃথিবীর মনীষীরা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন যে, জগৎ হইতে দারিদ্র্য-দুঃখ কি করিয়া বিদূরিত করা যায়। একদিন হয়ত তাহার প্রকৃষ্ট উপায় আবিষ্কৃত হইবে। বর্ত্তমানে ত' দরিদ্রের দুঃখ নিবারণের সাধারণ উপায়-স্বরূপে সম্পদশালীর দানশীলতাকেই বহুমানন করা হইতেছে। কিন্তু দরিদ্র যদি নিজের ক্ষমতায় দারিদ্র্যের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

প্রতিষেধ না করিতে পারে, তাহা হইলে কি ধনীর দান-সত্রের দ্বারা তাহার দুঃখ দূর হইবে? ইহার প্রতিকার আত্মশক্তি দ্বারাই করিতে হইবে, পরানুগ্রহের দ্বারা নহে। কিন্তু দুঃখকে অগ্রাহ্য করিয়াও জীবন-যুদ্ধে নির্ভীক্ প্রাণে অগ্রসর হইয়া যাওয়ার দুঃসাহস আজ আমাদের প্রয়োজন। দারিদ্র্য মাত্রেই দুঃখ নহে, দুঃখ মাত্রেই দারিদ্র্য নহে। অন্নাভাবকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিবার মনোবল যাহার আছে, সে অনায়াসে দুঃখকে জয় করিতে পারে। মনের দুর্ব্বলতা হইতেই দুঃখের জন্ম। সর্ব্বাবস্থায় মনকে সবল কর। দারিদ্র্য হয়ত সহজে দূর করিতে পারিবে না, কারণ, দরিদ্রতা শুধু একটা লোকের দোষেই আসে না, সহস্র সহস্র লোকের সামূহিক অবহেলার ফলই আসিয়া এক একটা মানুষকে এমন ভাবে জড়াইয়া ধরে যে, সে চিরতরে পঙ্গু হইয়া যায়,—কিন্তু দুঃখকে তুমি একার চেষ্টাতেই দূর করিতে পারিবে। দুঃখ তোমার ব্যক্তিগত বিপদ, দারিদ্র্য তোমার সমগ্র সমাজের ব্যাধি। দুঃখ দূর করিতে তোমার একক প্রয়াসই যথেষ্ট, দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে চাহি সমগ্র সমাজের ঐক্যবদ্ধ একাগ্র প্রচেষ্টা।"

ঋণের শেষ রাখিতে নাই

রাজশাহী জেলান্তর্গত তালান্দা-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অল্প অল্প করিয়া হইলেও প্রতি মাসে কিছু কিছু করিয়া ঋণের বোঝা কমাও। এজন্য যদি অন্নকষ্ট বা বস্ত্রকষ্ট সহিতে হয়, তবে তাহাও উত্তম, তথাপি ঋণকে কদাচ থাকিতে দিবে না। কুসীদজীবীরা মানুষের ঠেকার সময়ে ঋণ দিয়া উপকার করে বটে কিন্তু তাহারা মানুষকে জন্তুতে এবং জন্তুকে জড় পদার্থে পরিণত করে। সুদ ছাড়াও অনেকের কাছে ঋণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ঋণ ঋণই, ঋণ কদাচ মূলধনের পর্য্যায়ে আসে না। অঋণী ব্যক্তির মত নিঃশঙ্ক ও সুখী আর কেহ নাই। যে ভাবে পার, ঋণ শোধ কর। ঋণের, রোগের আর অগ্নির শেষ রাখিতে নাই।"

মন্দিরের উপযোগিতা ও ব্যর্থতা

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত হাজিগঞ্জ-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি তোমার গৃহে ছোটখাট একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবে জানিয়া নিশ্চয়ই সুখী হইয়াছি। কারণ, নির্দ্দিষ্ট ভাবে একটী মন্দির কোথাও থাকিলে তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া কত পাঠ হয়, কীর্ত্তন হয়, জপ হয়, যজ্ঞ হয়, ধ্যান হয়, সদালোচনা হয়, আর হয় মাঝে মাঝে সাধু-সন্ত-সজ্জন-সমাগম। এখানে আসিয়া মানুষ অন্তর্জীবনের মহিমা-বর্দ্ধন করুক, ভগবানকে ডাকুক, প্রেম-ভাবনা করুক, বিশ্বমৈত্রীর সংসঙ্কল্প গ্রহণ করুক, ইহাই হইবে যথার্থ কাম্য। কিন্তু কখনও কখনও ইহার ব্যত্যয়ও ঘটিতে দেখা যায়। একটা

মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার চূড়া আকাশে ত' তুলিয়া দিলে না, তুমি দিলে তোমার অহঙ্কারের মোরগ-ঝুটিকে মন্দিরচূড়া তুলিয়া আর তাহারই বৃথা আস্ফালনে জগদ্বাসী সকলকে করিতে লাগিলে অবজ্ঞা, ভাবিতে লাগিলে যে, তাহারা অতি তুচ্ছ, তোমার মন্দিরে কেহ পূজা দিতে আসিলে তাহার প্রতি ব্যবহার করিলে অসম্ভ্রমপূর্ণ এবং মন্দিরে কেহ দৈবাৎ দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণামী ফেলিলে তাহার স্বত্বাধিকার নিয়া কলহ বাঁধিয়া গেল তোমার জ্যেষ্ঠ, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ পুত্রে। এসব অবস্থার সৃষ্টি হইলে বুঝিতে হইবে যে, তোমার মন্দির-প্রতিষ্ঠা ব্যর্থ হইয়াছে।"

নবীন ও প্রবীণ

রাজশাহী জেলান্তর্গত গুরুদাসপুর-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কাহারও বয়স বাড়িলে বা চুল পাকিলে অন্যেরা তাহাকে সম্মান করে, ইহা এই দেশের একটা প্রচলিত ভদ্রতা। ইহার স্বপক্ষে সদ্যুক্তিও আছে। তুমি বর্ষীয়ান্ হইয়াছ, অনেক কাল ধরিয়া অনেক কিছু দেখিয়াছ, শিখিয়াছ, করিয়াছ ও করাইয়াছ। নবীনেরা প্রত্যাশা করিবে যে, তোমাদের মতন প্রবীণেরা তাহাদের প্রত্যেকের নিকটে এক একটা আলোকস্তম্ভ-স্বরূপে কাজ করিবে, নিজেদের উপদেশ ও উদাহরণ দিয়া নবীনদিগকে সৎপথে চালিত করিবে। সুতরাং তোমাদের এই

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বিষয়ে কর্ত্তব্য কি, তাহা বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। তোমরা প্রবীণেরা নবীনদের নিকটে প্রেরণার উৎস হইবার চেষ্টা কর, কদাচ সৎকার্য্যের অন্তরায় হইও না।"

দুর্ব্বলের বলসঞ্চয়

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত বাতিশা-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দুর্ব্বলেরা সবল হয় তখন, যখন তাহারা ঐক্যের অনুশীলন করে। দুর্ব্বলেরা বলসঞ্চয় করে তখন, যখন তাহারা সংযম, ব্রহ্মচর্য্য ও চরিত্র-সাধনায় হয় বদ্ধপরিকর। দুর্ব্বলেরা অভাবনীয় ঘটনা ঘটায় তখন, যখন তাহাদের প্রতিজনের লক্ষ্য হয় এক, বাক্য হয় এক, চেষ্টা হয় এক, চিন্তা হয় এক।"

ঈশ্বরের নাম ও ঈশ্বরকে পাওয়া

রংপুর জেলান্তর্গত লালমণিরহাট-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভগবানের নাম করিতে করিতে ভগবানকে পাওয়া যায়, এই কথা ধ্রুব সত্য। প্রথমে তাঁহাকে পাওয়া যায় কল্পনায়, তারপরে পাওয়া যায় ধ্যানে ও অনুভূতিতে, তারপরে পাওয়া যায় দেহ-মনঃ-প্রাণের সার্ব্বিক সত্তায়। তাঁহাকে পাইবার প্রথম লক্ষণ তাঁহার জন্য ব্যাকুলতা, দ্বিতীয় লক্ষণ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তাঁহার প্রতি প্রেম, তৃতীয় লক্ষণ তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ অভেদবোধ। তাঁহাকে কণামাত্র পাইলেই জীবন সার্থক, কারণ, তখনি প্রাণে বিশ্ববাসী সকলের জন্য প্রেম, সহানুভূতি, সমবেদনা ও হৃদয়িকতার উন্মেষ ঘটে। অনেক লোক বাহিরে দেখায় যে, ভগবান্ মানে না কিম্বা তাঁহার নাম করে না, কিন্তু দীন-দুঃখী-দরিদ্রের দুঃখে হয় বিগলিত। জানিও কণামাত্র হইলেও তাহারা পরমেশ্বরকে পাইয়াছে এবং মুখে তাহারা যাহাই বলুক, মনে মনে তাহারা সত্য সত্যই আস্তিক।"

পুত্রকন্যাদের চরিত্র-গঠনে মন দাও

রাজশাহী জেলান্তর্গত ঘোড়ামারা-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পুত্রকন্যাগুলিকে চরিত্রবল-সম্পন্ন এবং ভগবৎ-প্রেমিক করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা কর। পুত্রকন্যাকে মানুষ করা আর ব্যাঙ্কে টাকা জমাইতে পারা দুইটী সৌভাগ্যের মধ্যে প্রথমটাই শ্লাঘ্যতর। দুইটাই যদি একযোগে করিতে পার, তবে ত' আরও উত্তম। নিতান্ত অভাবগ্রস্ত পরিবারও সঞ্চয়ী স্বভাবের দরুণ আখেরে কিছু টাকা জমাইতে পারে, যাহা দ্বারা জীবনের কোনও বৃহৎ ও অপূরণীয় সাধ তাহারা পুরাইয়া যাইতে পারে। পুত্রকন্যার চরিত্র-গঠনের দায়িত্ব শিক্ষকের হাতে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইও না। তাঁহারা উপদেশই দিতে পারেন, দৃষ্টান্ত দেখাইবার অবসর তাঁহাদের কোথায়? দৃষ্টান্ত

দেখাইবেন পিতামাতা। নিজেরা সৎ হও, সদাচারী হও, সদ্‌ভাষী হও, সচ্চিন্তক হও। তাহার শুভফল অতি সহজে পুত্রকন্যায় বর্ত্তিবে। আমাকে পাইয়া তোমাদের যদি কোনও লাভ হইয়া থাকে, তবে তোমাদের পুত্রকন্যারা আমাকে পাইয়া লাভবান্ হইবে না কেন? আমি আজীবন তোমাদিগকে সচ্চরিত্র, স্বাবলম্বী, সংযমী, সৎপথচারী ও সদনুশীলন-রত করিতেই চাহিয়াছি, তোমাদের পুত্রকন্যাদিগকেও আমি তাহাই দেখিতে চাহি। পুত্রকন্যাদের ভবিষ্যৎকে আর অবহেলা করিও না। তোমার পুত্রকন্যা কেবল তোমারই পুত্রকন্যা নয়, তাহারা সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ। একদল কাপুরুষে বা দুর্ব্বৃত্তে, একদল পশুতে বা হত্যারুতে যদি দেশটা ভরিয়া যায়, তবে তাহা কি আমাদের কোনও আনন্দোৎসবের কারণ হইবে।"

দেবত্ব ও তপস্যা

পাবনা জেলান্তর্গত হাপানিয়া-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"লোকে তোমাকে দেবতার মতন শ্রদ্ধা করে, ইহা লোকেরই সৌভাগ্য। কারণ, মানুষকে শ্রদ্ধা করিতে শেখা খুব তুচ্ছ একটী কাজ নহে। কিন্তু লোকে শ্রদ্ধা করে বলিয়াই তুমি দেবতা হইয়া যাও নাই। দেবতা হইবার জন্য তোমাকে তপস্যা করিতে হইবে। যে দেবতারা পরনারীর মর্য্যাদা নাশ করেন, পরকে তাদের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করেন, প্রয়োজন-

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

স্থলে ছল-চাতুরীর ব্যবহার করেন, অন্যের ত্যাগ ও তপস্যায় শঙ্কিত ও ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া অপ্সরা পাঠাইয়া তাহাদের তপোভঙ্গ করান, এমন দেবতা আমি তোমাকে হইতে দিতে চাহি না। যে দেবতা দেবতা নামের যোগ্য, আমি তোমাকে তেমন দেবতায় পরিণত হইতে দেখিতে চাহি। এই দেবত্ব ভোটের জোরে আসে না, এই দেবত্ব সংবাদ-পত্রের শিরোনাম হইতে জন্মে না, এই দেবত্ব ব্যাঙ্কে গচ্ছিত বিপুল বিরাট কুবের-ভাণ্ডার দিয়া সৃষ্টি করা যায় না। এই দেবত্ব কবিত্বে নাই, বাগ্মিতায় নাই, বিদ্যাবত্তায় নাই,—আছে ত্যাগে, চরিত্রবলে আর তপস্যায়। মানুষ তোমাকে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, ভালবাসে ইহা অত্যুত্তম কথা। এই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসাকে সিঁড়ির ধাপে পরিণত করিয়া তুমি ক্রমশঃ মনুষ্যত্বের উচ্চ হইতে উচ্চতর তুঙ্গে আরোহণ কর, আমি ইহাই চাহি। এই শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা তোমার শিরোঘূর্ণন উৎপাদন করিয়া তোমাকে পদচ্যুত, পথভ্রষ্ট ও অসংযত করুক, ইহা আমি চাহি না। মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠারই নাম দেবত্ব এবং ইহা বিনয়-বিনম্র শুদ্ধ চিত্তেরই স্বাভাবিক ফসল। নিষ্ঠা ও বিনয় এই দুইটী জিনিষ একত্র মিলিলে যে মণি-কাঞ্চন-সংযোগ ঘটে, তোমার পক্ষে তাহাকেই জানিবে তপস্যা। চলিতে চলিতে বিরাম চাহিও না, অবিচলিত বিক্রমে কেবলই চলিতে থাক কিন্তু মনে রাখিও, যতই উচ্চে উঠিতেছ, ততই তোমার সতর্কতার প্রয়োজন বাড়িয়া যাইতেছে।"

মন্ত্র নিলেই শিষ্য হয় না

পাবনা জেলান্তর্গত দোগাছি-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পনের বিশ বৎসর পূর্ব্বে তুমি আমার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলে, এটা একটা খুব বড় কথা নহে। এই পনের বিশ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে পনের-বিশটী সপ্তাহ তুমি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছ, অন্ততঃ পক্ষে পনের বিশটী দিন বহুজনের কল্যাণার্থ নিষ্কাম নিঃস্বার্থ সেবাদান করিয়াছ, সমদীক্ষিতদের সহিত মিলিত হইয়া জগদ্বাসীর কুশলার্থে পনের বিশটী সাপ্তাহিক উপাসনার উদ্‌যাপন করিয়াছ, এই সংবাদটুকু ত' অবশ্যই আমাকে আগে দিবে। আজকাল দীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িতেছে কিন্তু তখন আমি কয়জন লোককে দীক্ষা দিতাম? বিরল দীক্ষার দিনে তুমি দীক্ষা নিয়াছিলে, ইহা একটা কৌলীন্যের কথা বটে কিন্তু কাজ কিছুই করিবে না, কেবল দীক্ষার তারিখটীকে মাদুলী করিয়া গলায় ঝুলাইবে, ইহা কোনও কাজের কথা নহে। যে যতটুকু পার, সাধন কর, তবে ত' আমার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্যতা আসিবে। আমি ধনী নহি, মানী নহি, দেশ-বিখ্যাত ব্যক্তি নহি, আমি অতি সাধারণ মানুষ। তোমাদের কাছেও আমার ধন, মান বা খ্যাতির প্রত্যাশা নাই, আমার প্রত্যাশা শুধু এই যে, তোমরা দীক্ষাপ্রণালীর বিধানমতে সাধন করিবে। মন্ত্র নিলেই শিষ্য হয় না, শিষ্যকে সাধনও করিতে হয়।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সুযোগ পাইলেই মিলিত হও

নদীয়া জেলান্তর্গত চুয়াডাঙ্গা-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সুযোগ পাইলেই পরস্পর মিলিত হইবার চেষ্টা করিবে। যাহার কাছ হইতে জড় জগতের বিচারে যে যত দূরেই পড়িয়া থাকিতে বাধ্য হও না কেন, কদাচ একজন হইতে অপর জন বিচ্ছিন্ন হইও না। দূরদূরান্তরে ঐক্যের সূত্র ছড়াইয়া দাও। ব্রহ্মাণ্ডের সকল দূরকে তোমাদের নিকট করিতে হইবে, সকল পরকে আপন করিতে হইবে। ইহাই যাহাদের প্রতিজ্ঞা ও আদর্শ, তাহারা নিজেরা নিজেদের কাছ হইতে দূরে সরিয়া থাকে কি করিয়া?"

মাতৃপিতৃ-সেবা

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত বাজিতপুর নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যে-কোনও গৃহস্থ একখানা ঘর বাঁধিতে হইলে আগে ঈশান কোণে একটী খুঁটি বসায়। তারপরে এই খুঁটির সঙ্গে হিসাব করিয়া ঘরের অন্যান্য খুঁটিগুলির স্থান-নির্ণয় করে। জীবন-কুটীর নির্ম্মাণ করিতে হইলেও এইরূপ একটী খুঁটি আগে পুতিতে হয়। সেই খুঁটির নাম মাতৃপিতৃ-ভক্তি। মাতা এবং পিতাকে সেবা দিবার ইচ্ছা হইতেই মানুষের যাবতীয় সদ্‌গুণের বিকাশ ঘটিতে থাকে। মাতৃ-পিতৃ-ভক্তির মূলে জীবন-

মহাবৃক্ষ আরও শত শত সদ্‌গুণের শাখামূল-সমূহ বিস্তারিত করে। মাতাকে ও পিতাকে ভক্তি করিবার, ভালবাসিবার, সেবা দানের রুচি বা সুযোগ যে সন্তান পাইল না বা গ্রহণ করিল না, সেই সন্তান সত্যই দুর্ভাগা। পিতামাতার নিজেদের ত্রুটিতে যদি সন্তানের জীবনে এই দুর্ভাগ্য কখনও নামিয়া আসে, তবে সেই পিতামাতাকে কি বলিয়া সংজ্ঞিত করিব, তাহা জানি না। কিন্তু সন্তানের নিজের বুদ্ধির ভ্রমে যদি এইরূপ দুর্গতি আসে, তবে তাহার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কিছুই নাই। নীতি-শিক্ষাদাতা, রাষ্ট্র-কর্ত্তব্যের শিক্ষাদাতা, ধর্ম্মশিক্ষাদাতা প্রভৃতি সকল শ্রেণীর শিক্ষাদাতারই এই কথা মনে রাখা উচিত যে, পুত্রকন্যাকে মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ ও সেবাপরায়ণ না করিতে পারিলে তাহার জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে পশু-জীবন যাপনেরই দ্বার অর্গলমুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। পিতামাতার দুর্নিবার কোনও দুর্লালসা থাকিলে পুত্রকন্যার পক্ষে তাহা পূর্ণ করা সম্ভব নহে কিন্তু জগতের অধিকাংশ পিতামাতাই নিজেদের অপার অসীম স্নেহের বিনিময়ে পুত্রকন্যার কাছে অতি অল্প বস্তুই প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। তথাপি যখন দেখিতে পাই যে, উপার্জ্জক পুত্র বৃদ্ধ পঙ্গু অক্ষম পিতার দুবেলার দুমুঠা অন্ন দিতে কুণ্ঠিত, তখনই মনে হয়, আমরা পশুদের রাজ্যে বাস করিতেছি। পশুশাবক বড় হইয়া বৃদ্ধ পিতামাতার জন্য আহারীয় সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেয়, এরূপ ঘটনা খুবই বিরল। কৃতজ্ঞতাকে জীবনের

মূলদেশে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে মানুষের অহঙ্কার কমিয়া যায়, বৃথা দর্প নাশ পায়। মাতৃ-পিতৃসেবার অভ্যাসটির ইহাই হইতেছে সবচেয়ে বড় সামাজিক সুফল।"

ছাত্রদের মধ্যে যাও

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত বিরামপুর-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বৃহৎ আকারে, সমগ্র দেশ জুড়িয়া, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া, অফুরন্ত উদ্যমে যদি কোনও কাজ করিতে চাহ, তবে সর্ব্বাগ্রে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রবেশ কর, তাহাদিগকে সমগ্র আয়োজনের পুরোভাগে এবং পৃষ্ঠদেশে স্থাপন কর। কিন্তু একথা মনে রাখিও যে, তাহাদের জীবনের ভবিষ্যৎকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া কোনও কাজ করা হইবে না। ছাত্রদের ভবিষ্যৎকে নিয়া ছিনিমিনি খেলায় রাজনৈতিক নেতাদের অভীষ্টসিদ্ধি ঘটিতে পারে কিন্তু সকল সময়েই তাহা দেশের বা দশের পক্ষে লাভজনক হয় না। বিদ্যার্থীরা বিদ্যার্জ্জন বর্জ্জন না করিয়াই, চরিত্রের মাধুর্য্য রক্ষা করিয়াই, নিজেদের ব্রহ্মচর্য্য ও আত্মসংযমে অটুট থাকিয়াই দেশের, দশের, জগতের কোটি কোটি সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিবে, ইহাই বাঞ্ছনীয়। ছাত্রত্বের প্রয়োজন যখন ফুরাইয়া যাইবে, তখন তাহারা স্বাধীন ভাবে সর্ব্বসময় ব্যাপিয়াই যে কোনও আন্দোলনের পুরোহিত বা সমিধ হইতে পারে। সাধারণ সৈনিকেরা যেমন

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বড় বড় সেনাপতিদের কাছে প্রধানতঃ কামানের খাদ্য বা Cannon Fodder, সাধারণ ছাত্রেরা তেমন বড় বড় নেতাদের কাছে দাবানল জ্বলন্ত রাখিবার শুষ্ক খড়কুটা মাত্র। নেতৃত্বাধিকারী অধিকাংশ ব্যক্তি নিজ নিজ ছাত্র-জীবনের সম্পূর্ণতা বিধানের সুযোগটুকু নিয়াই আজ নেতৃপদাভিষিক্ত হইয়াছেন, এই কথাটী প্রত্যেক ছাত্রের মনে রাখা কর্ত্তব্য। দেশ এবং সমাজের প্রতি যাহা অবশ্য-করণীয়, ছাত্র-অছাত্র-নির্ব্বিশেষে সকলকে তাহা নিশ্চয়ই করিতে হইবে কিন্তু হুজুগের বশে ছাত্রত্বে জলাঞ্জলি দেওয়ার ফলে জীবনে বহুবার অনুশোচনা করিতে যে হইতে পারে, এই কথাটী মনে রাখিতে হইবে। কাহাকেও কদাপি নিজ নিজ পড়াশুনায় ছেদ ঘটাইয়া তোমাদের কাজে যোগ দিতে ডাকিও না। আর একটী কথা এই যে, কাহাকেও কদাচ পিতামাতার প্রতি অকৃতজ্ঞ হইতে দিও না।"

আমি দূরে নহি

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত নারই-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"স্থানের দূরত্ব দূরত্বই নহে, মনের দূরত্বই দূরত্ব। স্থানের হিসাবে আমি তোমার কাছ হইতে পাঁচশত মাইল দূরে আছি কিন্তু মনের হিসাবে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, অন্তরঙ্গ হইয়া আছি, একেবারে একাত্ম হইয়া আছি। তোমার সহিত

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আমার ক্ষণকালের জন্যও বিচ্ছেদ নাই, তোমার কাছ হইতে আমি একটী সর্ষপ পরিমাণ স্থানেরও দূরত্বে অবস্থিতি করিতেছি না। এই যে নৈকট্য, ইহা উপলব্ধির জিনিষ এবং এই উপলব্ধিতে পৌঁছিতে হইলে কেবল ভাবাবেগই যথেষ্ট নহে, সাধন করা চাই। তোমরা সাধন কর না বলিয়াই এমন পরম-মধুর আনন্দময় সত্যকে উপলব্ধিতে আনিতে পরিতেছ না। তোমার রসনার উপরে সুমিষ্ট শর্করাখণ্ড আমি দীক্ষা-দানের দিনই স্থাপন করিয়া দিয়াছি, কিন্তু তোমার অভিনিবেশ নাই বলিয়াই তুমি উহার রসাস্বাদন করিতে পারিতেছ না। আমি জড় বস্তু নহি যে কাল বা আয়তন তোমার আর আমার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিতে পারিবে।"

নারী-জাগরণ

অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় দুর্গাবাড়ীতে শ্রীশ্রীবাবামনির ময়মনসিংহের একাদশ বক্তৃতাটী হইল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নারীজাতিকে সুজাগ্রত ক'রতে হবে, নইলে ভারত জাগ্‌বে না, এই ব'লে যে কবি গান গেয়ে গেছেন, তাঁর সিদ্ধান্তে কোনো ভুল নেই। শুধু পুরুষেরা জাগ্রত হ'লেই হ'ল না, জাগা চাই নারীদেরও। কি ভাবে জাগরণ হবে, এই জাগরণকে কোন্ প্রণালীতে কাজে লাগাতে হবে, এই জাগরণকে পুরুষের জাগরণের পরিপন্থী না ক'রে সমপন্থী রাখ্‌বার জন্য আমাদের কি কি করণীয় আছে, এসব কথাও আলোচনার যোগ্য। মায়েরা নিজেরাই নিজেদের

জিজ্ঞাসা কর যে, তোমরা জাগ্রত, না নিদ্রিত। জিজ্ঞাসা কর, নিদ্রিত হ'লে, কেন এই নিদ্রা তোমাদের এল? জিজ্ঞাসা কর, এই নিদ্রাঘোর ভাঙ্গবার উপায় কি? নিজেদিগকে নিজেরা জিজ্ঞাসা কর যে, প্রকৃত জাগৃতি কাকে বলে? জিজ্ঞাসা কর, জাগ্রত মানুষের লক্ষণ কি? তালে-বেতালে হাত-পা ছুড়লেই কেউ তেমন মানুষকে জাগ্রত ব'লে মনে করে না, তাকে বদ্ধ পাগল ব'লে এড়িয়ে চলে। এক জাগ্রত মানুষ অন্য জাগ্রত মানুষকে অতি সহজে আকর্ষণ করে। জাগ্রত মানুষের দল যখন সমবেত হ'য়ে সুনির্দ্দিষ্ট পন্থায় কোনও সুমহৎ কাজে হস্তক্ষেপ করে, জগদ্বাসীর অন্তরে তখন আনন্দোৎসবের মলয়-সমীরণ শিহরণ জাগাতে থাকে।

ভবিষ্যতের নারী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নারী পরাধীন, 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি', এই শাস্ত্রের বচন। কিন্তু শুধু বচনমাত্রেই আবদ্ধ নয়, এটা প্রথাগত এক প্রচলনও। নারী বাইরের সংসারে গিয়ে ছোট্ট গৃহ-সংসারটির চালাবার জন্য জীবন-সংগ্রাম পরিচালন করে না, এটা তার কৈফিয়ৎ। কিন্তু সেই দিন এসে গেল ব'লে, যেদিন নারী ও পুরুষে শ্মশানে পরিত্যক্ত ছেঁড়া নেকড়াগুলি কাড়াকাড়ি ক'রে ছিঁড়ে নেবার জন্য টাগ-অব-ওয়ার শুরু ক'রে দেবে। সেই দিন এল ব'লে, যেদিন নারী ও পুরুষ, বালক ও বৃদ্ধ সবাই মিলে ডাণ্ডা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হাতে মারামারি কর্ব্বে শহরের ডাষ্ট-বীনে ফেলা পরিত্যক্ত আবর্জ্জনার স্তূপ থেকে এক টুকরা রুটির কণা ছিনিয়ে নেবার জন্যে। সেদিন নারীর স্বাতন্ত্র্যহীনতার জন্য কাউকে আর আফশোষ কর্ত্তে হবে না। সেই দিন নারীকে পরণের এক টুকরা টেনা আর ভোজনের এক কণা ক্ষুদ সংগ্রহের জন্য অর্দ্ধমৃত দেহ নিয়ে ছুটে বেড়াতে হবে রণাঙ্গনের পরে রণাঙ্গনে। যদি জিতে যায়, তবে সে বাঁচবে, যদি হেরে যায়, তবে সে মর্‌বে। অথচ নারীজাতি মরে গেলে পুরুষজাতির অস্তিত্বই ব্যর্থ। এই জন্যই চাই যে, প্রতিটি নারী তার সুদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকাক, যেই ভবিষ্যতে সে তার পৌত্রী হ'য়ে, দৌহিত্রী হ'য়ে, প্রপৌত্রী হ'য়ে প্রদৌহিত্রী হ'য়ে জগতে জন্ম নেবে, বড় হবে, সংসার-সংগ্রামে লিপ্ত হবে এবং শক্তিশালিতার স্বাভাবিক নিয়মে জয়ী হবে।

মহিলাদের সভায় বক্তৃতা দুই ঘণ্টা কাল হইলে শ্রীশ্রীবাবামণি বীরেন-বাবুর গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

বিশ্রাম করিয়া স্নানাদি সারিয়া পুনরায় দুর্গাবাড়ীতে রওনা হইবার প্রাক্কালে কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি দেবালয়, দেবমন্দির দেবপূজা প্রভৃতি সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সমাজ-সংস্কার-পন্থী প্রগতিবান্ হিন্দু-সমাজের চিন্তার ধারা আপনাদের প্রশ্নগুলিরই প্রায় অনুরূপ। এই বিষয়ে ব্যক্তিগত আলোচনা না ক'রে আমি প্রকাশ্য সভাস্থলেই আমার বক্তব্য বল্‌ব। অবশ্য, এসব কথা

বলার জন্যেই আমি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছি না। তবু বল্‌ব।

অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকায় দুর্গাবাড়ীতে শ্রীশ্রীবাবামণির ময়মনসিংহের দ্বাদশ-সংখ্যক ভাষণটী শুরু হইল। তিনি প্রধানতঃ ব্রহ্মচর্য্য ও চরিত্র-সাধনা সম্পর্কে বলিলেও নিম্নলিখিত কথাগুলিও প্রসঙ্গ-ক্রমে আলোচনা করিলেন।

পূজা-ভাবই আসল বস্তু

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেবমন্দিরগুলি আদিকাল থেকেই হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বীদের ধর্ম্মচর্চ্চার এক একটা পীঠস্থান হ'য়ে আছে। মন্দিরে এলেই সাধারণ হিন্দুর মনে একটু ঈশ্বরানুগত ভাব জন্মে, যেটা স্কুলে, হাসপাতালে, যাদুঘরে, শিল্পবস্তু-সংরক্ষণাগারে, রেলষ্টেশনে, থানায় বা অনাথাশ্রমে গেলে আসে না। এই হিসাবে দুর্গাবাড়ী, শিববাড়ী জগন্নাথবাড়ী, ষষ্ঠীতলা, বেলতলা, মনসাতলা প্রভৃতির একটা উপযোগিতা আছে। বল্‌তে পারো, যারা এসব সীমাবদ্ধ খণ্ডিত দেবতার পূজা করে, তারা নির্ব্বোধ। কিন্তু এই উপনিষদের দেশে, এই অদ্বৈতবাদের দেশে, উচ্চ উচ্চ তত্ত্বকথার কলরবে পরিপূর্ণ এই দেশে থেকেও তোমরা যে নির্ব্বোধ লোকগুলিকে এতদিনেও সাকার সীমাবদ্ধ, সকাম উপাসনার অসারতা বুঝাতে পার নি, সেটা কি তোমাদের ধীমত্তার পরিচায়ক হবে? গ্রাম্য সংস্কার বশতঃ কেউ কোনো কল্পিত

দেবতার পূজা করে, তার সেই দেবতাটা মিথ্যা হ'তে পারে, কিন্তু তার পূজা-ভাবটা কি মূল্যহীন? আমি কিছু ব্রাহ্ম-যুবককে দেখেছি, যারা সমাজ-গৃহে যায় বক্তৃতা শুন্‌তে, উপাসনা কত্তে নয়। তাদের লক্ষ্য থাকে আচার্য্যের আসনে ব'সে যিনি প্রার্থনার বাক্যাবলি উচ্চারণ করেন, তাঁর ভাষা-লালিত্য আর কবিত্ব শোনা, ভগবদ্‌-ভাবে অন্তরকে বিভোর করা নয়। কাব্য-পিপাসু বা সাহিত্যরস-লিপ্সু এই সকল ব্যক্তির চেয়ে দেবমন্দিরগামী সাধারণ অশিক্ষিত ভক্তেরা কি হেয়? সাহিত্যিক শব্দ-ঝঙ্কারই কি অমৃতত্ব, না ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের আকুলতার নাম অমৃতত্ব? পরধর্ম্মদ্বেষীরা রাজা-বাদশাহের ক্ষমতা হাতে পেয়ে কয়েক শত বৎসর ধ'রে চেষ্টা ক'রেও যখন ভারত থেকে সবগুলি দেবমন্দির উৎখাত ক'রে দিতে পার্‌লেন না, তখনই বুঝতে হবে যে, মন্দির দিয়ে, দেবতা দিয়ে কিছু মানুষের প্রয়োজন আছে। মন্দিরে আলোচিত শাস্ত্রগুলি অসম্পূর্ণ হ'তে পারে, মন্দিরের পুরোহিতেরা প্রতারক হ'তে পারেন কিন্তু পূজকের ভক্তি-ভাবটাই ত' আসল জিনিষ। এই ভক্তি-ভাবকে তাদের মন থেকে উচ্ছিন্ন ক'রে দিয়ে তাদের মধ্যে যত রকমের সমাজ-সংস্কারই কত্তে যাও না কেন, সব তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। জনকল্যাণের জন্য তাদের সব-রকম রূপান্তর ঘটাতে পার কিন্তু তাদের নাস্তিক হ'য়ে যেতে দিতে পার না। পূজা-ভাবটাই আসল বস্তু, দেব-মন্দিরটা তার উপলক্ষ্য মাত্র।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মানুষই দেবতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা বল্‌ছ, মানুষই তোমাদের দেবতা, অন্য দেবতা মান না। সুতরাং কোনো কোনো দেবমন্দিরে যে ভক্তদের দান-রূপে প্রচুর অর্থ জমে যাচ্ছে, এটা আপত্তিজনক। তোমাদের সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু কয়েকটী প্রশ্ন আছে। মানুষকে ক্ষুধায় পীড়িত দেখে, নিজে অনাহার ক'রে নিজের মুখের অন্ন তার মুখে তুলে দিয়েছ তুমি তোমার জীবনে কয়টি দিন বা কয়টী বার? মানুষকে বস্ত্রহীন বা জীর্ণবস্ত্রধারী দেখে নিজের পরণের কাপড়খানা জীবনে খুলে দিতে পেরেছ কয়টী বার? শীতের রাতে হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে আচ্ছাদনহীন দরিদ্রের পর্ণকুটীরে গিয়ে নিজের লেপখানা তাকে কখনো দিয়ে আস্‌তে পেরেছ? যদি পেরে থাক, তবেই আমি তোমার সঙ্গে একমত, নইলে নই। কাব্যালঙ্কারে দরিদ্রের জয়গান গাওয়া এক কথা, আর দরিদ্রের সঙ্গে নিজের অন্ন ভাগ ক'রে খাওয়া আর এক কথা। মানুষ আমারও দেবতা কিন্তু শৈশব থেকে আজ পর্য্যন্ত যতগুলি দিনের কথা মনে আছে, তার একটী দিনও খেতে ব'সে অভুক্ত ক্ষুধার্ত্ত অজানা অচেনা হাজার হাজার লোকের কথা ভেবে অশ্রু সম্বরণ কত্তে পারি নি। তাই আমি জীবন ভ'রে পেট পুরে খাওয়া বন্ধ ক'রে রেখেছি। খাই অত্যল্প, যতটুকু না খেলে শরীর হ'য়ে যাবে অচল।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দেব-মন্দিরের অর্থ জনকল্যাণে আসিবেই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেবতার দুয়ারে বস্তা-বোঝাই সোণার মোহর আর লরি-বোঝাই রূপার টাকা পড়ে ব'লে বৃথা-দুঃখ ভোগ ক'রো না। এমন কিছু ব্যবস্থা কর, এমন কিছু প্রয়াস পাও, যাতে দেবতার উৎসর্গীকৃত অর্থ একদিন না একদিন সত্য সত্য মানুষের সেবায় আসেই আসে। স্বাধীনতার স্বপ্ন তোমরা দেখ্‌ছ, কত আন্দোলন তোমরা চালাচ্ছ, কত আন্দোলনের ভালমন্দ নিয়ে দার্শনিক গবেষণা তোমরা কচ্ছ, তোমাদের পক্ষে এটা ভাবা কি অসম্ভাবনীয় যে একদা দেবমন্দিরগুলির অধিকাংশ আয় জন-কল্যাণে ব্যয়িত হবেই হবে? যাতে তা' হয়, তার অনুকূলে তোমরা ক্ষেত্র-প্রস্তুতিতে লেগে যাও। দেবতাগুলি পুতুল কিনা, দেবপূজা বুদ্ধিমানের কাজ কিনা, মন্দিরাধ্যক্ষেরা লোভী বা তস্কর কিনা, এই আলোচনা একেবারেই নিষ্ফল। উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরগুলি বারংবার শস্ত্রধারী শস্ত্রপাণি রক্ত-পিপাসু আততায়ীদের আক্রমণে লুণ্ঠিত ও পর্য্যুদস্ত হয়েছে, তাই তাদের প্রাচীন সম্পদের অধিকাংশই আজ ভারতের বাইরে, দূর বিদেশে। দাক্ষিণাত্যের দেব-মন্দিরগুলির সে দুর্ভাগ্য হয় নি। তাই তাদের ধনসম্পদের ভাণ্ডার কল্পনাতীত স্ফীতোদর, তাদের ঐশ্বর্য্য অগাধ। সব ঐশ্বর্য্য একদা

জনকল্যাণে লাগবেই লাগবে। তাকে জনকল্যাণে লাগাবার জন্য আমাদের করণীয় অনেক কাজ আছে। এই বিষয়ে মানুষের মনকে উন্মুখ করার চেষ্টা আবশ্যক। রাজা ও প্রজা সকলের মন এই বিষয়ে আগ্রহী হ'লে সদুপায় আবিষ্কৃত হ'তে দেরী হবে না।

অন্যের সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত কাজে ভুল ধরার প্রবৃত্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ, মানুষের এটা একটা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা যে, আমরা নিজেরা যে ভাবে ভগবানের উপাসনা করি বা ভগবানে আত্মনিবেদন করি, অন্যে যদি তার থেকে কোনো পৃথক্ ঢংয়ে সে কাজ করে, তবে তাতে আমরা কৌতুক, নয় বিদ্রূপ-ভাব, নয় বিদ্বেষ, নয় বিরক্তি অনুভব করি। নিজেদের গৃহীত মত ও পথের প্রতি নিষ্ঠা এর এক কারণ, অন্য কারণ হচ্ছে আমাদের চাইতে কেউ যে বেশী বোঝে না, সেই দম্ভ। ইংরিজি শিক্ষার প্রসারের পূর্ব্বে এদেশে এই দম্ভ বা অবজ্ঞা এক শ্রেণীর বুদ্ধিহীন গোঁড়ামি থেকে সৃষ্ট হ'ত, ইংরিজি শিক্ষার প্রসারের পর থেকে স্বাধীনচিন্তার নাম ক'রে এই ব্যাপারটী হচ্ছে। কি আমার আছে, এই হিসাবের চেয়ে, কি আমার নেই, এই হিসাবটা প্রবল হ'য়ে উঠেছে। ফলে, কে পুতুল পূজা ক'রে জীবনটা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নষ্ট কচ্ছে, তার দিকে আমাদের লক্ষ্য বেশী কিন্তু কে কি ভাবে কি উপায়ে কি কৌশলে ক্ষণকালের জন্যও মনটাকে ইহমুখতা থেকে সরিয়ে আনতে সমর্থ হচ্ছে, তার দিকে আমাদের শ্রদ্ধা নেই। রামপ্রসাদের স্মৃতি-সভায় এসে আমরা দুঃখ প্রকাশ করি যে, কালী কালী কালী করে করে শেষ পর্য্যন্ত রামপ্রসাদ ব্রহ্মকেই ভুলে গেলেন, রামকৃষ্ণের চর্চ্চা কত্তে গিয়ে আমরা শুধু দেখতে পাই যে, ভদ্রলোক একটা পাথরের নুড়িকে নিয়ে নিজের জীবনটা কাটিয়ে দিলেন, অন্য কিছু আর তিনি পেলেন না। এগুলি দৃষ্টান্ত হচ্ছে নিজে যে বেশী বুঝি, সেই অহমিকার। আমাদের উদ্ধত অহমিকা আমাদিগকে আমাদের নিজেদের ভিতরের সহস্র সঙ্কীর্ণতা ও অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে রাখে একেবারে অন্ধ ক'রে আর দশ জনের বিপুল সাধনাকে ছোট ক'রে দেখতে দেয় প্রবৃত্তি। অন্যের সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত কাজে ভুল ধরার প্রবৃত্তি এভাবেই আসে।

মানুষ মাত্রেরই নেশা থাকে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষ-মাত্রেরই কোনও না কোনও একটা ব্যাপারে নেশা থাকে। ইংরিজিতে বলে, hobby, দেবালয়ে প্রণাম ক'রে দুটা পয়সা প্রণামী দেবার যার নেশা নেই, তার হয়ত ব্রীজ খেলার বা ধূমপানের বা

মদ খাওয়ার নেশা থাকতে পারে। এতে পয়সা খরচ যতই হোক্, কোনো পরোয়া নেই। অনেকের নেশা থাকে ঘুড়ি ওড়ানর, সেই ঘুড়িতে আবার একখানা একশ টাকার নোট আঁটা থাকা চাই। যদি হঠাৎ বো-কাটা হ'য়ে গেল ত' যে কুড়িয়ে পাবে, তার কপাল ফিরবে। কারো নেশা মেয়ে-মানুষ নিয়ে। এ নেশায় যে মজে, সে মান-সম্মান, যশ-প্রতিপত্তি, ধন-সম্পদ, তালুকদারী-জমিদারী সব এক মিনিটে বিকিয়ে দিতে পারে। দেখ, সমাজে কত স্থানে কত ভাবে কত অর্থের অপচয় ঘট্‌ছে। এসব নিয়ে যদি আন্দোলনের সৃষ্টি না হয়, তাহ'লে "দেবমন্দিরে প্রণামী দিও না, এ প্রণামী দেবতা পান না, পায় একদল ভণ্ড-তপস্বী" ব'লে যদি রব তুলি, তবে তার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা খুব গভীর ভাবে আকৃষ্ট হ'তে পারে কি? ভগবান্‌কে উপলক্ষ্য ক'রে দেবমন্দিরে দুই আনা পয়সা প্রণামী দিতে যদি কারো মন চায়, তবে তার প্রতিবাদ ক'রে লাভ নেই। তুমি বলবে, রাস্তার অন্ধ ভিক্ষুককে ঐ পয়সা কটা দিলে ভাল হ'তো। আর একজন বল্‌বে, ভিক্ষুক নিজে ত' কোনো পয়সাই পায় না, ভিক্ষুকদের আবার আড়কাঠি আছে, সেই ব্যাটাই ত' সকল ভিক্ষুকের সকল টাকা নিয়ে নেয়, ওদের পেট-ভাতা খেতে দিয়ে বাকী টাকায় নিজের বাড়ীতে দোতালা, তেতালা, চারতালা তোলে। কারো

থাকে নেশা অভিনয় করার, কারো থাকে নেশা গান-বাজনার। মানভূমের এক কলিয়ারীতে এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্ভেয়ার আছেন, তার শখ হচ্ছে বেহালা বাজাবার, সে বাজনা আবার ভারতীয় সুরের গানের সঙ্গে। তাঁর মাতৃভাষা ইংরাজি, অতি কষ্টে হিন্দী বল্‌তে পারেন। মাস কয়েক আগে তাকে দেখ্‌লাম পুপুন্‌কীর সংলগ্ন গ্রাম কালাপাথরে এসেছেন বাংলা যাত্রা-পার্টির গায়কদের সঙ্গে বেহালা সঙ্গত কত্তে। এজন্য ভদ্রলোককে বিনা বেতনে তিন দিনের ছুটি নিয়ে আস্‌তে হয়েছে। তাঁর এই নেশা দেখে কেউ তাঁকে আহাম্মক বলে নি, সকলে প্রশংসাই বরং করেছে। আমি তাঁকে বেহাগ, কেদারা, হাম্বীর ও দেশ রাগের গানের সঙ্গে বাজাতে শুনে মুগ্ধ হ'য়ে গেছি। যে-কোনো একটা ছবি বা মূর্ত্তি অবলম্বন ক'রে ভগবানে মন মজানো কারো হয়ত নেশা। তাকে গাল দিই কি ক'রে? দেবতার মূর্ত্তি দেখে, গুরুজন বা সাধু সজ্জন দেখে প্রণাম করা এবং যৎকিঞ্চিৎ সম্মান-প্রণামী দেওয়া হয়ত কারো নেশা, তাকেই বা গাল দিই কি ক'রে? আমার মতন একটা সাধারণ লোককে অপদার্থ জ্ঞান ক'রেই কেউ প্রণাম করে না বা প্রণামী দেয় না, এজন্য আমার উষ্ণ হবার অধিকার কি? সবাই কি সবাকার প্রণাম বা পৃষ্ঠপোষকতা পায়? যার সঙ্গে যার মনের মিল, প্রণাম সে-ই তাকে করে,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

প্রণাম তার কাছ থেকে সে-ই পায়। সে-ই তাকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়, যে তার কাছ থেকেই চিত্তপোষকতা পেয়ে থাকে।

প্রাচীন দেব-মন্দিরগুলির অবশ্য-স্বীকার্য্য অবদান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রাচীন দেবমন্দিরগুলি ভারতবর্ষকে একটা জিনিষ দিয়েছে, যে দানটা অস্বীকার করার উপায় নেই। যেই বিরাট ধর্ম্মপ্লাবনের প্রলয়ঙ্কর তরঙ্গে আরব, পারস্য, আফগানিস্থানের প্রত্যেকটী দেব-মন্দির, বিহার, মঠ ও আশ্রম খণ্ডবিখণ্ড হ'য়ে, চূর্ণিত-বিচূর্ণিত হ'য়ে সমুদ্রফেনের সঙ্গে চিরতরে মিশে গেছে, সেই মহাপ্লাবনের পরেও ভারতে মুষ্টিমেয় কয়েকটা পূজাপীঠ, মন্দির বা দেবস্থান কোনো প্রকারে টিকে ছিল ব'লে আমাদের উচ্চ উচ্চ দার্শনিক চিন্তাকে প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের তপস্যায় পূত ব'লে আত্মগৌরব অর্জ্জনে আমরা সাহস কচ্ছি। নতুবা মিশরীয়দের মত, ব্যাবিলনীয়দের মত, ইরাণীদের মত আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলতুম এবং আমাদের সভ্যতার জন্মকোষ্ঠীর গণনা কত্তে হত মাত্র কয়েক শত বৎসর পূর্ব্ব থেকে। আমরা আমাদের স্বদেশ ছেড়ে বাইরে চ'লে যেতে বাধ্য হইনি, এটা আমাদের সৌভাগ্য কিন্তু ইহুদীদের কথা চিন্তা করলেই বুঝবে যে, সমাজ-মাত্রেরই উপাসনা করার দেবস্থানের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নির্য্যাতিত ইহুদী জাতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হিন্দুর ঘরে যেমন বুদ্ধের জন্ম অথচ হিন্দুরা বৌদ্ধ নয়, ঠিক তেমনি ইহুদীর ঘরে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম, অথচ ইহুদীরা খ্রীষ্টান নয়। বুদ্ধকে "Rebel Child of Hinduism বা হিন্দু-ধর্ম্মের বিদ্রোহী সন্তান" আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যীশুকে তেমন "Rebel Child of Judaism বা ইহুদী-ধর্ম্মের বিদ্রোহী সন্তান" ব'লে বর্ণনা করা চল্‌তে পারে। বুদ্ধ এমন কিছু বলেন নি, যা' হিন্দুধর্ম্মে নেই, কিন্তু হিন্দু-সমাজে যা' প্রচলিত ছিল, এমন অনেক কিছুর তিনি প্রতিবাদ করেছেন, সংশোধন করেছেন। খ্রীষ্টও এমন কিছু বলেন নি, যা' ইহুদী ধর্ম্মে নেই কিন্তু ইহুদী-সমাজে যা প্রচলিত ছিল, এমন অনেক কিছুর তিনি প্রতিবাদ করেছেন, সংশোধন করেছেন। হিন্দুরা বুদ্ধকে প্রাণদণ্ড দেন নি কিন্তু ইহুদীরা যীশুকে ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ ক'রে অকালে মৃত্যুবরণ কত্তে বাধ্য করেছিলেন। সেই মৃত্যু এমন ভয়ঙ্কর এবং সেই মৃত্যুপথযাত্রা এমন রোমহর্ষক যে, ভাবী কালের খ্রীষ্টানরা ইহুদীদিগকে আর ক্ষমা কত্তে পারেন নি। তাই ইহুদীদিগের অনেককে নিজ জন্মভূমি পরিত্যাগ ক'রে দূর-প্রবাসে ছুটে যেতে হয়েছে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এবং প্রায় সকল দেশেই খ্রীষ্টধর্ম্ম বিপুল বেগে প্রসারিত হওয়ার ফলে পৃথিবীর প্রায়

সব দেশেই ইহুদীরা যোগ্য জীবিকার রাস্তা থেকে বহিস্কৃত হয়েছেন। ফলে, বিপন্ন মানুষকে বেশী সুদে টাকা ধার দেওয়া ছাড়া অন্য জীবিকার পথ তাঁদের পক্ষে সুগম ছিল না। সুদূর অতীতে একদা ক্রীতদাস ইহুদীর দল মোজেসের নেতৃত্বে মিশর থেকে সমুদ্র পার হ'য়ে প্যালেষ্টাইনে তাদের আদি বাসভূমি নির্ম্মাণ করেছিলেন কিন্তু যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যুর পরে যেই মুহূর্ত্তে খ্রীষ্টানরা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা অর্জ্জন কর্ল, সেই মুহূর্ত্ত থেকে ইহুদী-নির্য্যাতনের পুণ্য কাজে তারা লেগে গেল। তারপরে আবির্ভাব ইস্লাম ধর্ম্মের, যেই ধর্ম্মের প্রচারশীলতা অতীব প্রসিদ্ধ এবং ধর্ম্মপ্রচারে উগ্রপন্থার আশ্রয় যাদের ইতিহাসে বিরল নয়। ফলে, পুনরায় দলে দলে ইহুদীরা স্বদেশ ও স্বভূম থেকে বিতাড়িত হ'য়ে সমগ্র পৃথিবী ছেয়ে ফেল্লেন। এঁরা যে কত অসহায়, তা' আমরা বুঝব না, যতক্ষণ নিজেরা গৃহহীন আশ্রয়হীন যাযাবর হ'য়ে পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরে শুধু কোনো প্রকারে বেঁচে থাকবার জন্য না ঘুরে বেড়াব। কিন্তু ইহুদীরা এত দুর্য্যোগের ভিতরেও একটি জিনিষ ভোলেন নি। এত বিভ্রাটের মধ্যেও একটী জিনিষকে ছাড়েন নি। সেইটী হচ্ছে তাঁদের সিনাগগ বা প্রার্থনা-মন্দির, সেইটী হচ্ছে তাঁদের প্রাচীন ধর্ম্ম। কত বৈজ্ঞানিক, কত দার্শনিক এই ইহুদী জাতির থেকে পৃথিবীর কত দেশে জন্মগ্রহণ ক'রে কত নূতন নূতন তথ্যের আবিষ্কার ও গবেষণা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ক'রে জগদ্বাসীকে চমকিত ক'রে দিচ্ছেন কিন্তু তাঁরা তাঁদের চিরপুরাতন জুডাইজ্‌মকে চির-নূতনের মতন ক'রে অনুশীলন ক'রে যাচ্ছেন। ইহুদী জাতি যদি একবার জগতের বুকে মাথা তুলে কভু দাঁড়ায়, তবে দাঁড়াবে তাদের অফুরন্ত শ্রমশীলতার গুণে, স্বজাতিপ্রীতির অকৃত্রিমতার মহিমায় আর স্বধর্ম্মনিষ্ঠার মাহাত্ম্যে। তাঁদিগকে তাঁদের স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ক'রে ধ'রে রেখেছে তাঁদের প্রার্থনা-মন্দির সিনাগগ, তাঁদের প্রাচীন ধর্ম্মের ধারক পুরোহিতেরা এবং তাঁদের সুপ্রাচীন ধর্ম্মের আদি গ্রন্থসমূহ। এঁরা একদিন এই পৃথিবীকে প্রমাণ দেখাবেন যে, এঁরা স্বধর্মকে আশ্রয় ক'রে থেকে এক কণা ভুলও করেন নি। আজ ইহুদী সমগ্র পৃথিবীতে অবহেলিত কিন্তু কাল তারা সমগ্র বিশ্বের কাছে নিজেদের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে নিশ্চয় সমর্থ হবেন।

একশ্বেরবাদ ও স্বদেশ-প্রেম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য, ইহুদীদের একটা বিষয়ে হিন্দুদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতা আছে। সেইটী এই যে, তাঁরা বহুদেবতার পূজক নন, তাঁরা একটী মাত্র জিহোবার ভক্ত। সেই জিহোবা রুদ্রই হোন আর করুণই হোন, তাঁকে কেন্দ্র ক'রেই মোজেসের অনুগামীদের যাবতীয় ধর্ম্মচিন্তা। তাঁরা এক দেশ ছেড়ে ভিন্ন দেশে বিতাড়িত গবাদি অবোধ পশুর

মত এক কণা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ঘুরে বেড়ান, কিন্তু জিহোবার স্থানে আর কাউকে বসান না। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তাঁরা ইংল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে, জার্ম্মেনীতে, ইটালিতে, একমাত্র ভারত ছাড়া পৃথিবীর অন্য সব দেশে কুকুর-তাড়ার মতন বিতাড়িত হয়েছেন। কিন্তু জিহোবা আর সিনাগগ তাঁদের একত্র ধ'রে রেখেছে। হিন্দুরা এই দেশে বাহিরের কোনো দেশ থেকে এসে স্থানীয় অধিবাসীদের রীতিনীতি নিজ নিজ ধর্ম্মাচরণে গ্রহণ ক'রে উদারতা দেখিয়েছেন, সত্য। কিন্তু এই উদারতা ঐক্যের বল বর্দ্ধিত করে নি। কারো কারো মতে ভারতীয় আর্য্যেরা ভারতেই আদিম অধিবাসী কিন্তু এই বিষয়ে মত-পার্থক্য নেই যে, তাঁরা প্রতিবেশীদের সঙ্গে ধর্ম্মাচরণের ব্যাপারে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত না হ'য়ে দেওয়া আর নেওয়ার নীতি গ্রহণ ক'রে নিজেদিগকে হিংসাশ্রয়ী প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত রেখেছেন। ইহা মহত্ত্ব কিন্তু ঐক্যবর্দ্ধক নয়। ভারতেও নবজাগৃতির যদি কোনো প্রয়োজন থাকে, তবে তার জন্যও ঐক্য প্রয়োজন। কিন্তু নানা দেবদেবীর পূজায় আসক্ত নানা রকমের মন একান্নবর্ত্তী পরিবারের লোকদের মত এক হাঁড়িতে হয়ত খেতে দ্বিধা কর্ব্বে না কিন্তু এক হ'য়ে কদাচ চল্‌বে কিনা, এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তাই, এই যুগের যুগবিপ্লাবক পুরুষেরা ভারতবাসীকে দিতে চেয়েছেন স্বদেশ-সাধনার অগ্নিমন্ত্র, তৈরী কত্তে চেয়েছেন দেশমাতৃকার পূজায়

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

জীবনোৎসর্গকারী অগ্নিহোত্রীর দল। অনেক দেব-দেবীকে নিয়ে আপোষ ক'রে চলা এক মহামুস্কিলের ব্যাপার ব'লেই বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃকাকেই আসল দেবতা ক'রে আনন্দমঠ লিখলেন, পরবর্ত্তীরা নানা ভাবে সুসংস্কৃত ক'রে সেই স্বদেশ-প্রেমকে নিজ নিজ ভাষায় মূর্ত্তিদান কর্ল্লেন। কিন্তু দেশকে দেবতা জ্ঞান ক'রে স্বদেশ প্রেমের ধ্যান জমাতে হয়। দেশকে আরাধ্য দেবতা জ্ঞান কত্তে গেলে আপনা আপনি মানুষের মনের সংস্কার সব বদলে যেতে আরম্ভ করে। তখন সে দেখ্‌তে পায় যে আমার ধর্ম্মমত, তোমার ধর্ম্মমত বা অপরের ধর্ম্মমত এখানে এসে কোনো কোলাহল সৃষ্টি কত্তে সমর্থ হয় না। কারণ, প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিকের মন ধর্ম্মীয় সংস্কারের ঊর্দ্ধ দিয়ে চলে, কোনো ধর্ম্মমতই তার কাছে অনাদরণীয় বা অবহেলনীয় নয়।

স্বদেশ-প্রেমের অর্থবোধ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু প্রশ্ন আসে, স্বদেশ-প্রেম কি সাকার মানুষের প্রতি প্রেম, না নিরাকার মনুষ্য-সত্তার প্রতি প্রেম? স্বদেশের মাটিটা ধান্য দেয়, পণ্য দেয়, প্রয়োজনমত যাবতীয় সম্পদ দেয়, এই কারণে কি দেশের মানচিত্রটাই স্বদেশ-দেবতা হবে? দেশের নদী, পাহাড়, বন কি দেশের সত্তা, না দেশের মানুষ, গরু, পাখীরা দেশের

সত্ত্বা? সকলের সামূহিক অস্তিত্বের বোধটাই কি এ ক্ষেত্রে মুখ্য, না কি একটা একটা ক'রে মানুষকে নিয়ে, একটা একটা ক'রে গরুকে নিয়ে, একটা একটা ক'রে পাখীকে নিয়ে আমাদের স্বদেশ চর্চ্চার মূল বনিয়াদ? এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা না ক'রে স্বদেশ-প্রেমের প্রকৃত অর্থ বুঝা যাবে না। আর, এই সব প্রশ্নের মীমাংসা রিরংসা-পীড়িত কামচর্চ্চার ক্রীতদাসদের দ্বারা সম্ভবও নয়। স্বদেশ-প্রেমকে বুঝতে হ'লে ব্রহ্মচর্য্য চাই। সেই ব্রহ্মচর্য্যের কথাই এই কয়দিন ধ'রে বলে যাচ্ছি।

ইহার পরে আরও এক ঘণ্টাকাল শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার ভাষণ দিলেন। অদ্যকার বক্তৃতা পূর্ণ আড়াই ঘণ্টাকাল চলিল।

(উনবিংশ খণ্ড সমাপ্ত)

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অখণ্ড-সংহিতা উনবিংশ খণ্ডের

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ঊনবিংশ খণ্ড

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

উনবিংশ খণ্ড

অখণ্ড সংগীত

খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড
অণু-পরমাণু মিলিত হোক্;
ব্যথিত পতিত দুঃখী দীনেরা
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক।।
ছোট বড় সব এক হ'য়ে যাক্,
প্রাণে প্রাণে হোক্ নব অনুরাগ,
জীবে জীবে হোক্ প্রেম-বন্ধন,
সৃষ্ট হোক্ আনন্দ-লোক।।

দূরে থাকা আর চলিবে না,
জগতের কাছে আছে দেনা;
জনমে জনমে প্রাণ-বলি দিয়া
ফুটুক নয়নে বিমলালোক।।

অপগত হোক্ আত্ম-কলহ,
স্বার্থ-প্রসূত দুঃখ-নিবহ;
শরণ্য হোক্ ত্যাগের মন্ত্র,
ত্যাগেই অমৃত, নহেক ভোগ।।

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৩৫৮' নং গান।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(১)

হে প্রভো, করহ মোরে তেজোবীর্য্য দান,
বাহুতে অমিত শক্তি, বুকে ব্রহ্মজ্ঞান॥
দেহে, মনে প্রাণে তুমি হও আপনার,
কোমল পরশে দূর কর অন্ধকার॥
পরদুঃখে কর মোরে চঞ্চল অধীর।
নিজ দুঃখে রাখ মোরে অবিচল স্থির॥
অসত্য অধর্ম্ম হ'তে মুক্ত রাখ মোরে
মম চিত্ত বাঁধ তুমি তব প্রেম-ডোরে॥
কুবুদ্ধি কুমতি মম করহ দমন।
সর্ব্বজীবহিতে রত কর মোর মন॥
সৎসাহস দাও মোরে সম্পদে বিপদে।
বীরত্বে মণ্ডিত মোরে কর প্রতি পদে॥
নিজেরে জানিয়া প্রভো তোমারি কিঙ্কর,
কোটি বজ্রাঘাতে যেন নাহি পাই ডর॥
চরণারবিন্দে তব করি নমস্কার,
হে অমৃত, হে সুন্দর আনন্দ আমার।

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৭৭' নং গান।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(২)

যে আছ যেখানে নিখিল ভুবনে
নিকট অথবা দূর
এস হে সকলে; প্রাণ-ফুল-দলে
পূজা হবে শ্রীপ্রভুর॥

হবে উপাসনা শুভ উপচারে,
হৃদয়ের প্রীতি-ধন-সম্ভারে,
সবারে আনিয়া সকলেরে নিয়া
হব প্রেমে ভর-পুর॥

সকলের হৃদি স্নেহে ভ'রে দিব,
সকলের শত দুখ হ'রে নিব,
হরষ পরশে সরস দরশে
নাচিবে যে ব্যথাতুর॥

মুছিয়া যাইবে সকল অতীত,
ঘুচিয়া যাইবে অখিল অহিত,
প্রণব-মন্ত্রে প্রাণের যন্ত্রে
মূর্চ্ছনা সুমধুর,
জীবন জাগাবে;—উদ্ধার হবে
যত আছে সুরাসুর॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৬' নং গান।

(৩)

আমি, তেমন মানুষ চাই,
মান-অপমান, পতন-মৃত্যু,
গ্রাহ্য যাহার নাই॥

বিভীষিকা দেখি' হয় না আর্ত্ত,
পায়ে দ'লে যায় সকল স্বার্থ,
দীন-দুঃখীরে বুকে চেপে ধরে,
পতিতেরে ডাকে "ভাই"॥
কঠিন বুকের মাঝারে যাহার
করুণা-নির্ঝর ঝরে শতধার,
বাহিরে রুদ্র, ভিতরে শান্ত,
নির্ভীক সব ঠাঁই॥

তাদেরি লাগিয়া পিয়াসী নয়ন।
যৌবন-ছবি করিছে চয়ন,
একবার শুধু দেখিলে যাদেরে
পাগল হইয়া যাই॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৩৬০' নং গান।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(৪)

একলা আমি মুক্ত হ'তে
চাই না প্রাণনাথ;
আমায় তুমি যুক্ত কর
বিশ্বজনার সাথ॥

সবাই যখন বদ্ধ কারায়,
মুক্তিতে মোর সাধ নাহি যায়;
সবার সাথে এক দশাতে
হোক্ এ জীবন-পাত॥

সবার শিকল ছিঁড়বে যেদিন,
আমার মুক্তি হোক্ না সে দিন,
সবাই যখন ব্যথায় অধীর,—
চাই বেদনার ঘাত॥

(৫)

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়ান,
শিখ বা ইহুদী, মুসলমান
আমার চক্ষে সব সমান
যত আছে নানা জাতি,
সবাই আমার আপনার জন
সবাই আমার জ্ঞাতি॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৩১' নং গান।

জগতের মাঝে কেহ নাহি মোর পর,
সবায় হৃদয়ে আঁকড়ি' ধরিব
আসুক না যত ঝড়,
সবারে লইয়া গগনের তলে
বাঁধিব আমার ঘর,
সবার নয়নে দেখিব আমার
প্রভুর নয়ন-ভাতি॥
ভালবাসা দিয়া সবারে বাঁধিব
আমার বক্ষ-নীড়ে,
সকলের দুখে হব সমদুখী,
ভাসিয়া অশ্রুনীরে,
বিপদে আপদে বাহুযুগ বেড়ি'
রাখিব সবারে ঘিরে,
করিয়া লইব জীবন মরণে
সবারে মরম-সাথী॥
কাহারেও হেলা করিব না অনাদরে,
স্নেহের পরশ বুলাইয়া দিব।
সকলের অন্তরে,
সবার লাগিয়া জ্বালাইব আমি
সোহাগের শত বাতি,
সবার কুশলে তপস্যা আমি
করিব সারাটি রাতি॥

* মঙ্গল-মুরলী পুস্তক হইতে গৃহীত '২৫' নং গান।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(৬)

আমার যেদিন জন্ম হ'ল
সেদিন থেকেই জানি
সবার সেবার তরে আমার
ক্ষুদ্র জীবন-খানি॥
নইক আমি সম্প্রদায়ের,
গণ্ডীতে নই বাঁধা,
কণ্ঠ আমার নির্ব্বিচারে
সবার সুরে সাধা
সবাইকে এই বক্ষে টেনে
জনম ধন্য মানি॥
আমার বুকেই বিশ্বজনের
সকল দুঃখ-গাথা
মর্ম্মে মর্ম্মে তন্ত্রে তন্ত্রে
প্রেম-সোহাগে গাঁথা;
সবার কান্না আমার ভাষায়
লভুক তাদের বাণী॥
সবার তরে জীবন দিব,
তাতেই জীবন লভি'
আমার মাঝে ফুটবে আমার
সত্যিকারের ছবি,

* মূর্চ্ছনা পুস্তক হইতে গৃহীত '৪৯' নং গান।

জীবন-দানের আনন্দেতে
বিশ্বভুবন উঠ্‌বে মেতে,
সবাই সবার আপন হবে,
বক্ষে টেনে আনি'
ভুলবে সকল দ্বন্দ্ব-বিভেদ
জগদ্‌ভরা প্রাণী॥

(৭)

জন্মদিনের গান,
গান সে ত' নয়, আত্মদানের
প্রতিশ্রুতি-দান॥
শ্বাস যতদিন বইবে নাসায়
বিশ্ববাসীর সেবার আশায়
প্রাণের বাতি জ্বলবে আমার
দীপ্ত অনির্ব্বাণ॥
জন্মদিনের আশীর্ব্বাণী
দাও আমারে এই,—
আপন আমার ভুবন খানি
পর কেহ মোর নেই।
ভালবাসায় থাকব আমি
অনিন্দ্য অম্লান॥

* মূর্চ্ছনা পুস্তক হইতে গৃহীত '৫০' নং গান।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad



Collected by Mukherjee TK, Dhanbad